Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/193
1.3

গীতা প্রসঙ্গ

শ্রীশৈলেশ্বর সান্যাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা প্রসঙ্গ

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥"

PRESENTED

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-তত্ত্ব-প্রণেতা
শ্রীশৈলেশ্বর সান্যাল বি-ই,
এম্-আই-ই (ইণ্ড), এফ্-আর্-এস্-এ (লণ্ডন)
চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার

LIBRARY
No. 2/193
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

সন ১৩৫৭
ইং ১৯৫০

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

ভিক্ষা মূল্য
দুই টাকা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
শ্রীশৈলেশ্বর সান্যাল
১৬-ডি ফার্ণ রোড,
বালিগঞ্জ
কলিকাতা-২৯

মহেশ লাইব্রেরী ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মুদ্রাকর
শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল
নিউ ইণ্ডিয়া প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং কোং লিঃ
৪১এ, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ পত্র

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

(গীতা ৭।১৯)।

পুরী, গোবর্দ্ধন মঠাধীন
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য
—শ্রী ১০৮ শঙ্কর পুরুষোত্তম তীর্থস্বামী মহারাজ—
দৃষ্টিমান্দ্যহেতু
স্বয়ং পাঠ করিতে অক্ষম হইয়া,
ধীরচিত্তে ও পরমানন্দ সহকারে
গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি
আদ্যোপান্ত শ্রবণ করেন এবং
মুদ্রণ-কার্য্যের জন্য উৎসাহিত করেন।
তাঁহার সরল ব্যবহার ও অপার করুণা
স্মরণ করিয়া
তাঁহার করকমলে
ভক্তি-অর্ঘ্য সহ
গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

বিনীত—

শ্রীশৈলেশ্বর সান্যাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/193

সূচী-পত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম	সৃষ্টিরহস্য	১—১৫
২য়	ষড়্দর্শন	১৬-২৩
৩য়	প্রকৃতি রহস্য	২৪-৩৯
৪র্থ	ইন্দ্রিয়াদি বস্তুবিচার	৪০-৪৫
৫ম	দেহতত্ত্ব	৪৬-৫৫
৬ষ্ঠ	আত্মতত্ত্ব	৫৬—৮২
৭ম	শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব	৮৩-১০১
৮ম	সংসার বৃক্ষ	১০২-১০৭
৯ম	জন্মমৃত্যু রহস্য	১০৮-১২৩
১০ম	কর্ম্মযোগ	১২৪-১৬৫
১১শ	জ্ঞানযোগ	১৬৬-১৮৩
১২শ	ধ্যানযোগ	১৮৪-২০৬
১৩শ	ভক্তিযোগ	২০৭-২৩৮
১৪শ	গীতোক্তযোগ	২৩৯-২৫৭
	পরিশিষ্ট-গীতামাহাত্ম্য	২৫৮-২৫৯
১৫শ	উপসংহার	২৬০—২৭৮
	শুদ্ধিপত্র	৵০
	গ্রন্থপরিচিতি	৶০—৷৵০
	গীতোক্ত শ্লোক সূচী	৷৶০—৸৵০
	বিষয় সূচি	৸৶০—১৷০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
শিব ও	শিবও	৯	২
সত্ত্বগুণের	সত্ত্বগুণের	২৫	১৯
তুচর্ব্বিংশতি	চতুর্ব্বিংশতি	৩৭	১
২৫।৮।৯	১৫।৮-৯	৪৬	১৮
(৪)	(৩)	৫৩	১১
তিনি তিনি	তিনি নিখিল	৯৩	১৬
সর্ব্বত যঃ	সর্ব্বতশ্চ যঃ	১০০	১০
পূর্ণ মদং	পূর্ণমিদং	১০০	২২
মৃত্যুধ্রুবং	মৃত্যুধ্রু´বং	১০৮	৩
বাচিকৈঃ	বাচিকৈঃ	১১২	১৩
শুদ্ধচিত	শুদ্ধচিত্ত	১৩৮	১৮
তপ	তপস্যা	১৪৮	২০
ত্রিভুবনে	ত্রিভুবন	১৬১	৭
গীতা ৪।৫	গীতা ৪।১৫	১৬৩	২
কর্ত্তাভিমান	কর্ত্তৃত্বাভিমান	১৬৩	৭
অমৃতত্ব	অমৃতত্ব	১৭৩	২৩
বুদ্ধিও	বুদ্ধি ও	১৮৫	১৫
বুক্ষদেশ	বক্ষদেশ	১৯৫	২
৯।২৭-২৮	গীতা ৯।২৭-২৮	২১২	৬
প্রহণ	গ্রহণ	১৪৫	২

দ্রষ্টব্য—গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্থুল, সূক্ষ্ম, তত্ত্ব, দক্ষিণায়ন, সম্মুখ প্রভৃতি শব্দের অশুদ্ধ বানান আছে। সেগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থ-পরিচিতি

(১)

শ্রীহরিশরণং।

শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সান্যাল
মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

৩৭ নং জনক রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
৩।৭।৫০

মহাশয়, আপনার লিখিত "গীতা-প্রসঙ্গ" আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। বর্ত্তমানে আমাদের এই সময়কে গীতার যুগ বলা যাইতে পারে। লোকের আগ্রহাতিশয্যে গীতার অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। এই অবস্থায় আবার নূতন করিয়া "গীতা-প্রসঙ্গ" নাম দিয়া পুস্তক ছাপাইবার সার্থকতা কি?—প্রথমে এই সন্দেহ হইয়াছিল। এই দৃষ্টিতে পাঠ করিয়া এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আপনার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। গীতার সেই পুরাতন কথাই আপনার হাতে নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। গীতার কথা যে শুষ্ক ধর্ম্মকথা নহে, তাহা আপনার পুস্তক পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিবেন।

মানুষমাত্রই জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখই কামনা করে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শত পরিশ্রম সত্ত্বেও মানুষ নিজের প্রার্থিত সুখ পায় না, এমন কি দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না। ইহা জানিয়া ভারতবর্ষের ঋষিগণ এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন যে মানুষের পক্ষে আধ্যাত্মিক যোগ অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। তাহা দ্বারাই তাহার মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।

যাঁহারা নিজ বলের ও জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করেন, আমাদের জানিতে ঔৎসুক্য হয় যে তাঁহারা নিজেকে জানেন কি না এবং তাঁহাদের শক্তির উৎস যে কোথায়, তাহার সন্ধান রাখেন কি না? মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা স্পর্শজ জ্ঞানমাত্র—বাহ্যবস্তুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংস্পর্শ-লব্ধ সুখদুঃখাদির জ্ঞান। জিজ্ঞাসায় জানা যায় যে মানুষ শৈশব হইতেই 'আমি, আমি' বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু সেই 'আমি' যে কি পদার্থ—তাহা সে জানে না। আমরা জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করিলেও আমাদের প্রকৃত জ্ঞান নাই। স্পর্শজ সুখদুঃখ-বোধকে প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নামে অভিহিত করা যায় না। ইহা সুখদুঃখের বোধ মাত্র।

দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণ নিজ সখা অর্জ্জুন মহাশয়কে নিমিত্ত করিয়া যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই গীতা নামে অভিহিত। এই 'গীতা-প্রসঙ্গ' পুস্তকে তাহাই সহজ ও সরল ভাষায় যুক্তির সহিত তথ্যসম্বলিত করিয়া লিখিত হইয়াছে এবং এইরূপে প্রকৃষ্টরূপে গীতার সঙ্গ হওয়ায় পুস্তকখানির নামকরণ সার্থক হইয়াছে। আধ্যাত্মিক যোগশিক্ষা বিষয়ে ইহা উত্তম পুস্তক।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে জিজ্ঞাসু ব্যক্তির অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইবে সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে কেহ জিজ্ঞাসু আছেন কি না? মানুষ পরস্পরে মিলিত হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, জন্ম ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে, ত্রিতাপে অনেকেই দগ্ধ হইয়া থাকে—কিন্তু তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা কয়জন করিয়া থাকেন?

কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সম্পর্ক এবং সমন্বয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সুস্পষ্ট, সহজবোধ্য এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। আশা করা যায়, ইহা দ্বারা অনেকেই নিজ মঙ্গল লাভ করিয়া ধন্য হইবেন। অমৃতের পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে অমৃতই পাইবেন। ইতি

নিবেদক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২)

॥ ওঁ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥

শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর সান্যাল মহাশয়ের "গীতা-প্রসঙ্গ" গ্রন্থখানি আমি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তিনি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গীতোক্ত বিষয়গুলির সবিশদ্ আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাতে সফলকাম হইয়াছেন বলিয়াই আমার মনে হইল। সাধারণ গ্রন্থের ন্যায় ইহা প্রাণহীন অনুবাদ-মাত্রে পর্য্যবসিত হয় নাই। গ্রন্থকার সজাগ থাকিয়াই বিষয়গুলির আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতেই প্রবন্ধগুলিতে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। প্রাণকামী এই গ্রন্থের দ্বারা বহুধা উপকৃত হইবেন।

প্রাণীর পক্ষে প্রাণের পরিপূর্ত্তিই একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত এবং তাহাই স্বাভাবিক ও সত্য। প্রাণতত্ত্বের জ্ঞানাভাব বশতঃই জীব আপন-হারা হইয়া দুঃখের বেদনায় চঞ্চল হয় এবং অপ্রাণকে প্রাণ মনে করিয়া যাহা কিছু করে, তাহাতে তাহার কামনাগুলি অপূর্ণ থাকিয়া যায়। এই কারণে জীব সংসার-সমুদ্রে কূলের সন্ধান পায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রে নানা ভঙ্গীতে নানা উপায়ে এই প্রাণতত্ত্বকেই বলিয়াছেন এবং ধরিবার সন্ধান দিয়াছেন।

অস্তিত্বময় জ্যোতিঃ বা প্রকাশই প্রাণ। স্বপ্নে, জাগরণে ও সুষুপ্তিতে এই অস্তিতাময় জ্যোতিঃ নিয়াই আমরা খেলা করি। যাহা কিছু আমাদের নিকট প্রকাশ পায় তাহাদের সবগুলিই অস্তিতাময় জ্যোতিঃ। অস্তিতা বা প্রকাশে উহাদের কোনও তারতম্যই থাকে না। নাম ও রূপাংশের তারতম্য দেখিয়া ঐগুলিকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন এবং অপ্রাণ বলিয়া মনে করি। এই প্রাণকে প্রাণ বলিয়া চিনিয়া লইবার কথাই শ্রীভগবান গীতাশাস্ত্রে আমাদিগকে বলিয়াছেন এবং চিনিয়া লইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায়গুলির—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ বা ধ্যানযোগের—উপদেশ করিয়াছেন। অধিকার-ভেদে যাঁহার যেমন রুচি সেই অনুসারে তিনি আপন পথ বাছিয়া লউন, সমানভাবে প্রত্যেকেই প্রাণের সন্ধান পাইবেন। এইভাবে সমস্ত যোগের প্রাণে সমন্বয় বুঝিতে হইবে। প্রাণের সন্ধান পাইলেই তাঁহার ক্ষুধার সন্ধান পাওয়া যাইবে এবং যথাযোগ্য আহার দিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করান সম্ভব হইবে, অন্যথা নহে।

শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বরবাবু যোগগুলির বিশদ্ আলোচনা করিয়াছেন এবং তাহাদের সমন্বয় দেখাইতেও যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। তিনি যেন খানিকটা দ্বৈতবাদের আশ্রয় নিয়া পুরুষোত্তম-তত্ত্বের বিচার করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হইল। যাহাই হউক, এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বই যে গীতার সার, তাহা তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন এবং এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বই যে জ্ঞাতব্য ও লব্ধব্য, ইহা জানাইতেও তিনি কৃপণতা করেন নাই। অস্তিতাময় জ্যোতিঃই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব, ইনিই আমাদের প্রাণের প্রাণ। প্রাণের সাহায্যে এই প্রাণের প্রাণকে ধরিতে হইবে। যিনি ধরিতে পারিবেন, তিনি অনন্তকাল প্রাণময় হইয়া থাকিতে পারিবেন। প্রাণেশ্বরে দেওয়া প্রাণ যে প্রাণেশ্বরেরই হইয়া যায়, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ।

ওম্ শান্তিঃ ॥

(তর্কতীর্থোপাধিক) শ্রীঅনন্ত কুমার ভট্টাচার্য্যস্য

অধ্যাপক, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ।

ভাদ্র সংক্রান্তি, সন ১৩৫৭।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতোক্ত শ্লোক-সূচী।

দ্রষ্টব্য—আচার্য্য শঙ্কর দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে শ্রীগীতার ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন। তদনুসারে ২।১১ শ্লোক হইতে শ্রীগীতার আরম্ভ, ধরা হয়। শ্রীগীতার শ্লোকাঙ্ক অনুযায়ী গ্রন্থের পত্রাঙ্ক লিখিত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১১-৩০	৬৯
১৪-১৭	১৭৩
১৫	৬৪
২৭	১০৮
৩১-৩৭	১৫৩
৩৮	১৩৬
৩৯-৪০	১৪২
৪০	১৬৩
৪১-৪৫	১৪৩
৪৬	১৪৩
৪৭	১৩৫, ১৫৬
৪৮	১৫৭
৪৯-৫১	১৫৭
৫০	১৫৭
৫২-৫৩	১৭৪
৫৩	১৪৩
৫৪-৫৮	৭২
৫৫-৭২	২৩৭
৫৯	৭৪
৬০-৬১	৭৩
৬২-৬৩	২৪৫
৬৪-৬৯	৭৬
৬৭	৭৫
৭০	৭৬, ১৪৪
৭১-৭২	৭৭
৭১	১৪৪
৭২	৩২

তৃতীয় অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-৪	১২৯
৪	১২৯
৫	১২৫
৬	৭৪
৬-৭	১৩২
৮	১২৫, ১২৯
৯	১২৮
১০-১৩	১১৬
১৪-১৬	১৪৭
১৭-১৮	১৫৯
১৭-১৯	৭৭
১৮	১২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১৯	১২৮, ১৫৬ ১৫৯, ২৩৯
১৯-২০	১৩৪
১৯-২৬	১৬০
২৭	৩১, ৬০, ১৬০
২৮	৭১,১৭২
২৯	১৬০
৩০	১৭৩
৩১-৩২	১৩৭
৩৩	১২১
৩৪	১৩৭
৩৫	১৫৩
৩৬-৩৭	৩০
৩৬-৪৩	১৮৫
৪২	৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-৩	১৬৫
৪-৮	৮৯
৬	৮১, ৯৫
৭-৮	৮২
৯	৯০
১০	২৪২
১১	২১৮
১২	১৪৪, ২২০
১৩	১৫০
১৪	৮৬, ১৫০
১৫	১৬৩
১৬-১৮	১৩৩
১৯	১৩৮
২০	১৩৪
২১	১৬২
২২-২৩	১৩৪
২৪	২৫৩
২৫-৩৩	১৪৭
২৯	২০৩
৩৪	১৭৬
৩৫	১৪৭
৩৫-৩৯	১৭৭
৩৭	১৪৭
৩৮	১৬৬, ২৪১
৪০-৪২	১৭৭
৪১-৪২	২৩৩

পঞ্চম অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-২	১৫৮
৩	২৩, ১৩৮, ১৬৬
৪-৫	১৬৬
৬	১৩৭
৭	১৫৮
৮-৯	১৬২
১০	১২৫
১১	১২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১২	১২৫
১৩-১৪	১২৬
১৫-১৭	১২৭
১৮	১৫৫
১৯-২২	১৭৯
২২	২৪৫
২৩	১৪১
২৪	৭১
২৫	১৭৯
২৬	১৪১
২৭-২৮	১৯৭, ২৩৯
২৯	৮২,৯৫,১৮১ ১৯৭, ২২৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-২	১৩৮
২	১৮৭
৩-৪	১৫৮
৫	৫৬
৫-৬	১৮৬
৭	১৮৬
৮	৮০
৮-৯	১৫৮
১০-১৫	১৯৫
১৫	১৮৪
১৬-১৭	১৯৫
১৮-২২	১৮৭
২৩-২৮	১৮৯
২৬	২০৪
২৯-৩২	২৪৭
৩০	২৪৯
৩১	৯৭, ২৪৯
৩২	১৬৫, ২৪৭
৩৩-৩৫	১৯০
৩৬	১৮৮
৩৭-৪০	১৯২
৪০	১৪৮
৪১-৪৬	১৯৩
৪৭	১৮৭,২০৮,২৪১

সপ্তম অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-৩	২২৩
৪	১৩,৩৮
৪-৫	৭৯
৫	৩৮, ৫৮, ১৭১
৫-৬	১৩
৭	২৫১
৮-১১	৯৮
১০	১৫, ৮৫
১২	২৭
১৩	৩০
১৪	১ ৪, ১৭৫ ২২৮, ২৫৩
১৫	২১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১৬-১৯	২৩২
১৭	১৬৭
১৭-১৮	১৭৮
১৯	১৬৯, ২৪৭
২০-২২	২২০
২৩	২২১
২৪-২৫	৯০
২৬	৮৪
২৭-২৮	২৪৪
২৮	২১৯
২৯	৮৪
৩০	৪৫

অষ্টম অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-৪	৪৩
৫	৪৫
৫-৬	২১৪
৫-৮	১১৯
৭	২১৫
৯	৯৫
১০-১৩	১১৯
১৪	১৪৪, ২১৪
১৪-১৫	১২০
১৬	৬, ১০৪, ১১২ ১১৮, ১৯৭
১৭	১
১৮	২
১৯	৩
২০	৪
২১	৬
২২	১৯৭, ২১৪
২৩-২৫	১১১
২৬	১১২
২৭-২৮	১১৮

নবম অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-৩	২২৭
৪	৮৯
৪-৬	৮৬
৭	২
৭-৮	১১, ১৫
৮	৩, ৮৬
৯	৮৬
৯-১০	১২
১০	১৪, ৮২
১১-১২	৯০, ২১৫
১৩	২১৬
১৩-১৫	২১৮
১৬-১৯	৯৬
১৮	৮২, ২২৯
২০-২১	১১২
২১	৫, ১৮, ১১৮
২২	১৬১, ২১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
২৩	২২০
২৩-২৫	১১১
২৪-২৫	২২১
২৬	২১০
২৭-২৮	২১২
২৯	১০৯
২৯-৩১	২১১
৩০	১২২
৩০-৩১	২১০
৩১	৯৭, ২২৮
৩২-৩৩	২১০
৩৪	২২৭

দশম অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-৭	২২৪
৮	১১, ১৬৭
৮-১১	২২৫
১২-১৮	৯৮
১৬	৮২
১৯-৩৮	৯৯
২০	৫৯, ৬৫, ৬৭ ৮২, ৮৯
৩৯-৪২	৯৯
৪১	২৫২
৪২	৯০, ৯৫

একাদশ অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-৪৬	৯২
৩৩	১৬০
৩৮	৯৪
৪৭-৪৮	৯২
৪৯-৫১	৯২
৫২-৫৪	৯২
৫৪	২১৪, ২৩৯
৫৫	২৪২

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-৭	২৩৪
৩-৪	২৩৯
৪	১৬৪
৮-১২	২৩৫
১২	১৪০, ১৮৪
১৩-২০	২৩৬, ২৩৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১	৭৮
২-৪	৭৯
৫-৬	৩৮
৭-১১	১৮৩, ২৩৭
১০	১৬৭
১২	৯৫
১২-১৩	২৫৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১২-১৫	৯৪
১৪	৮১
১৫	৯৫
১৬	৬২,৮১
১৭	৯৫
১৭-১৮	৯৪
১৯	১৮
২০	৬৩
২১	২৫, ৬০
২২	২০
২৩	২০
২৪-২৫	২৩৯
২৬	৭৯
২৭-২৮	২৪০
২৯	১৯, ৬৪
৩০	২৫০
৩১-৩২	৬৫
৩২-৩৪	৭৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-২	৬
৩-৪	১২
৫	২৪, ৬০
৫-৯	২৬
১০	২৮
১১-১৩	২৯
১৪-১৫	৩০
১৬-১৭	২৭
১৮	২৯
১৯	৩১
২০	৩০
২১-২৩	৩২
২২-২৫	২৩৭
২৪-২৫	৩২
২৬	৩২
২৭	৮২, ১০০

পঞ্চদশ অধ্যায়

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
১-২	১০৭
৩-৪	১০৪
৫	১৭৫
৬	৬
৭	১৩, ৫৮, ১০২
৭-৯	৪৭, ১১৪
৮-৯	৪৬
১০	৪৮
১১	১৮৬
১২-১৫	১০০
১৫	১৩, ১৬৭, ২০৭
১৬-১৮	৮০
১৮	১০০
১৯-২০	৮২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
ষোড়শ অধ্যায়	
১-৩	২১৬, ২৩৭
৪	২১৬
৫-৯	২১৬
১০	২১৭
১১-১২	১৪৪
১৩-২০	১৪৫
২১-২২	১৪১
২৩	২১৯
২৩-২৪	১৪৩
সপ্তদশ অধ্যায়	
১-৪	২১৭
৫-৬	২১৭
৭-১০	১৯৬
১১-১৩	১৪৮
১৪-১৬	১৪৮, ২০০
১৭-১৯	১৪৯
২০-২২	১৪৯
২৩-২৮	১৫০
অষ্টাদশ অধ্যায়	
১-২	১৪০
৩-৬	১৪৮
৬	১৮
৭	১৪১
৭-৯	১৩৯
১০	১৩৯
১১	১৩৮
১২	১৪০, ২১৯
১৩-১৬	১৭০
১৬-১৭	১৩৬
১৭	১৬১
১৮	১৭১
১৯-২২	১৬৮
২৩-২৫	১৩১
২৬-২৮	১৩১
২৯-৩২	১৮০
৩২	২৭
৩৩-৩৫	১৮০
৩৬-৩৯	১৪০
৪০	২৭, ১৫০
৪১-৪৪	১৫১
৪৫-৪৮	১৫৫
৪৭	১৫৩
৪৮	১৫৩
৪৯	১২৯
৫০-৫৩	১৮০
৫৪	৭৮, ১৬৭
৫৪-৫৫	১১৩
৫৪-৫৬	১৮১
৫৫	২২৩
৫৫-৫৬	৭৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক	শ্লোকাঙ্ক	পত্রাঙ্ক
৫৬	২২৯	৬৩	১৬২
৫৭-৫৮	২১৩	৬৪	২২৭
৫৯-৬০	১২১	৬৫	২২৭
৬১	১৬০, ১৭২	৬৬	১৬২, ২২৮
৬২	১৬১	৬৭-৭৮	২৫৭

গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক—

ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক (বঙ্গভাষায় লিখিত)—

১। সরল গঠন-তত্ত্ব
(Theory of Structures Made Easy)

২। বারি-বেগ-বিজ্ঞান (Hydraulics)

ধর্ম্ম বিষয়ক—

৩। গোড়ীয় বৈষ্ণব-তত্ত্ব

সংবাদপত্রে এবং বিশিষ্ট মহোদয়গণ কর্তৃক
উচ্চ-প্রশংসিত।

(প্রত্যেকখানির মূল্য দুই টাকা মাত্র।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 2/193
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

গীতা প্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টি রহস্য

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে এক চতুর্যুগ। এইরূপ সহস্র চতুর্যুগে আদি সৃষ্ট পুরুষ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার একদিন, আবার ঐরূপ সহস্র চতুর্যুগে তাঁহার এক রাত্রি (গীতা ৮।১৭)। সুতরাং দ্বিসহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হইয়া থাকে।

ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প। প্রতিকল্পে স্বায়ম্ভুব-স্বারোচিষাদি চতুর্দ্দশ মনু ক্রমান্বয়ে সৃষ্টির অধিপতি হইয়া মানব সমাজ নিয়ন্ত্রিত করেন। প্রত্যেক মনুর অধিকার-কালকে মন্বন্তর বলা হয়। সুতরাং ১৪ মন্বন্তরে এক কল্প বা ১০০০ চতুর্যুগ, অর্থাৎ ১ মন্বন্তরে ৭১৽ চতুর্যুগ। সাধারণ হিসাবে ৭১ চতুর্যুগে এক মন্বন্তর ধরা হইলে, প্রতি মন্বন্তরে ৭১ বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগ ঘুরিয়া আসিবে। এইরূপে ১৪ মন্বন্তর শেষ হইলে যখন কল্পের অবসান হয়, তখন প্রলয় আরম্ভ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পের নাম শ্বেতবরাহ কল্প। ইহার ছয় মন্বন্তর শেষ হইয়া এখন সপ্তম মন্বন্তর অর্থাৎ সপ্তম মনু বৈবস্বতের অধিকার কাল চলিতেছে। সপ্তম মন্বন্তরেই পৃথিবী শীতল হইয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়া থাকে। এই ৭ম মন্বন্তরের ২৭ চতুর্যুগ শেষ হইয়া এবং ২৮শ চতুর্যুগের সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর অতিক্রান্ত হইয়া সম্প্রতি কলিযুগ চলিতেছে। কলিযুগের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণে (বর্ত্তমান ১৩৫৬ সনে) এই কলিযুগের ৫০৫০ বৎসর মাত্র গত হইবে। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে এই কলিযুগ শেষ হইতে এখনও বহু বৎসর বাকী।

ব্রহ্মার দিবাগমে কল্প আরম্ভ হইলে সৃষ্টি প্রকটিত হয় এবং তাঁহার রাত্রি সমাগমে কল্পক্ষয় হইলে প্রলয় আরম্ভ হয়। প্রলয় আরম্ভ হইলে প্রথমে শতবৎসর ব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হয়। সেই প্রচণ্ড উত্তাপে সমস্তই তখন দগ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর শত বৎসরব্যাপী বৃষ্টিপাত, তাহাতে চরাচর সমস্তই জলমগ্ন হইয়া থাকে। কল্পাবসানে যে প্রলয় হয় তাহার নাম দৈনন্দিন বা নৈমিত্তিক প্রলয়—ইহাকে খণ্ড প্রলয়ও বলা হয়। কল্পান্তে খণ্ড প্রলয় হইলে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ শ্রীভগবানের অব্যক্তা প্রকৃতিতে আসিয়া বিলীন হইয়া যায় এবং প্রলয়ান্তে সৃষ্টি আরম্ভ হইলে শ্রীভগবানই আবার ঐ সকলকে ব্যক্ত করেন (গীতা ৯।৭)। এইরূপে ব্রহ্মার দিবাগমে অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি ব্যক্ত হয় এবং তাঁহার রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে সমস্তই আবার সেই অব্যক্তা প্রকৃতিতেই লয়প্রাপ্ত হয় (গীতা ৮।১৮)। এইভাবে সৃষ্টির পর প্রলয় এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টি অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য দর্শনের মূল প্রকৃতিই অব্যক্ত। অন্যমতে, অব্যক্ত বলিতে হিরণ্যগর্ভের বা আদিসৃষ্টপুরুষ ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থা বুঝায়। পরিণামশীল জড়া প্রকৃতির প্রথম পরিণাম যে মহত্তত্ত্ব, তাহাই বেদের হিরণ্যগর্ভ এবং পুরাণের লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা।

মুক্তপুরুষ ব্যতীত যাবতীয় ভূত দৈনন্দিন সৃষ্টির ও প্রলয়ের অধীন হইয়া আছে। ইহা কিন্তু নূতন নূতন ভূতগ্রামের সৃষ্টি নহে। পূর্ব্বকল্পে যাহারা নিজ নিজ কর্ম্মফলে জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া ধরায় বিদ্যমান ছিল এবং কল্পান্তে প্রকৃতিতে আসিয়া বিলীন হইয়াছিল, বর্ত্তমান কল্পে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই ভূতগণই আবার অবশভাবে ধরায় আবির্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান কল্পে তাহারাই—"ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে"—পুনঃ পুনঃ জাত হইয়া অর্থাৎ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া কল্পাবসানে আবার প্রকৃতিতে বিলীন হইবে। পরবর্ত্তী কল্পে তাহারাই আবার নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত বার বার ধরায় আবির্ভূত হইবে (গীতা ৮।১৯)। এইভাবে সেই এক ভূতগ্রামই মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত অবশ হইয়াই বার বার জন্মিতেছে ও মরিতেছে। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের পরম পদ লাভ না করা পর্য্যন্ত পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না। প্রাক্তন কর্ম্মজনিত যে সংস্কার প্রলয়কালে সুপ্তাবস্থায় থাকে, সৃষ্টিকালে তাহাই স্বভাবরূপে পরিণত হয়। এই স্বভাবের বশেই ভূতগণ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া বার বার প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া থাকে (গীতা ৯।৮)। সুতরাং খণ্ড প্রলয়ের পর যে সৃষ্টি হয়, তাহা নব সৃষ্টি নহে। খণ্ড প্রলয়ে যাহারা যে যে সংস্কার লইয়া প্রকৃতিতে বিলীন ছিল, প্রলয়ান্তে তাহারাই আবার সেই সেই সংস্কারজনিত স্বভাব লইয়া প্রপঞ্চে আবির্ভূত হয়। অতএব আমাদের এই নশ্বর জড় দেহে অবস্থিত চৈতন্যময় জীবাত্মা জড়দেহের সহিত উৎপন্নও হন না, মৃতও হন না। জীবাত্মা একবার সৃষ্ট হইয়া এবং আত্মবিস্মরণ হেতু আসক্তচিত্তে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত ব্রহ্মদিবায় বা প্রতিকল্পে বার বার জন্মগ্রহণ করেন এবং কল্পাবসানে অব্যক্ত প্রকৃতিতে আসিয়া বিলীন হয়েন। সেই জীবাত্মাই আবার পরবর্ত্তী কল্পে কর্ম্মাধীন হইয়া কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

মনুষ্যলোকের উত্তরায়ণ ছয় মাস (মাঘ হইতে আষাঢ়) দেবগণের দিনমান এবং দক্ষিণায়ন ছয় মাস (শ্রাবণ হইতে পৌষ) তাঁহাদের রাত্রিকাল। এইরূপে মনুষ্যলোকের একবৎসরে দেবগণের এক অহোরাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। ৩৬০ অহোরাত্রে এক বৎসর ধরিয়া শাস্ত্র বলেন—মনুষ্যগণের ৩৬০ বৎসরে দেবগণের এক বৎসর, দেবগণের ১২০০০ বৎসরে এক চতুর্যুগ এবং ১০০০ চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিবাভাগ অথবা তাঁহার এক রাত্রিকাল। সুতরাং মনুষ্যলোকের (৩৬০ × ১২০০০ × ১০০০ =) ৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক দিবাভাগ বা এক কল্প এবং ঐরূপ ৪৩২ কোটি বৎসর ব্যাপিয়া তাঁহার রাত্রিকাল। অতএব মনুষ্যলোকের ৮৬৪ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। এইরূপে তাঁহার শতবর্ষ আয়ুষ্কাল গত হইলে যে প্রলয় হয়, তাহার নাম প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয়। সুতরাং (৩৬০ × ১০০ =) ৩৬ হাজার কল্পের পর মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়। মহাপ্রলয়ে সেই এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ বিচিত্র সৃষ্টিলীলা সম্বরণ করিয়া স্বীয় নির্গুণ স্বরূপে নিত্যভাবে অবস্থান করেন। তখন তিনি ব্যতীত আর কিছুরই স্ফুরণ থাকে না, এমন কি চতুর্মুখ ব্রহ্মারও তখন প্রকাশ থাকেনা। তখনই প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির পূর্ণ সমাপ্তি হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ের অবসানে পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হইলে, সেই নির্গুণ পরম পুরুষই স্বীয় নিত্যভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সগুণভাবে লীলায় অবতরণ করেন।

মহাপ্রলয়ে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্তই অব্যক্তা প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। চরাচর বিশ্বের কারণস্বরূপা অব্যক্তা প্রকৃতিও আবার তাঁহারও কারণভূত ও আশ্রয়স্বরূপ পরব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়েন। পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বের সমস্তই তখন এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্তাবস্থায় আসিয়া পড়ে। এইরূপে যাবতীয় ভূতভাব বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও যিনি বিনষ্ট হন না, যিনি সর্ব্বকারণের একমাত্র কারণ এবং অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত, সেই অনাদি পরব্রহ্মই শুধু সমভাবে বিদ্যমান থাকেন (গীতা ৮।২০)। সেই নিত্য নিরঞ্জন পরম পুরুষের কোনও কালে নাশ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—"কত চতুরানন মরি মরি যায়ত, না তুয়া আদি অবসানা।"

চতুর্দ্দশভুবন বলিতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—এই সাত উর্দ্ধলোক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সাত অধোলোক বুঝায়। খণ্ডপ্রলয় হইলে, সপ্ত উর্দ্ধলোকের মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ—এই তিন লোকই শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তদূর্দ্ধে অবস্থিত মহরাদি চারিলোক তখন বিনষ্ট হয় না, মহাপ্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই চারিলোক স্থায়ী হয়। ভূরাদি তিন সকাম লোকেই সাধারণ জীব যাতায়াত করিয়া থাকে। ভূর্লোকে (ধরায়) যাঁহারা ভোগ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য **সকামভাবে** জনহিতকর পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, দেহান্তে তাঁহারা স্ব স্ব সুকৃতি অনুসারে ভুবর্লোকে (পিতৃলোকে) বা স্বর্লোকে (স্বর্গে) নানাপ্রকার সুখভোগাদি করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন (গীতা ৯।২১)। এইরূপে—"পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননী জঠরে শয়নং"—তাঁহাদিগকে বারবার গর্ভযন্ত্রণা ও সংসার জ্বালা ভোগ করিতে হয়।

এমন অনেক সাধক আছেন মৃত্যুকালে যাঁহাদের অবিদ্যার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তাদৃশ **নিষ্কাম** সিদ্ধপুরুষগণ দেহান্তে ভূরাদি তিন সকাম লোক অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব সুকৃতি অনুসারে মহরাদি চারি উর্দ্ধ-লোকে গমন করেন এবং সাধারণতঃ তাঁহারা মহাপ্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। সর্ব্বোচ্চে অবস্থিত সত্যলোকই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার স্থিতিস্থান বলিয়া ইহাকে **ব্রহ্মলোক** বলা হয়। মনুষ্যগণনায় এই ব্রহ্মলোক অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও অনিত্য—সুতরাং এই লোক হইতেও ফিরিয়া আসিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। আর যাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানের নিত্যধাম প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না (গীতা ৮।১৬)।

উৎপত্তি থাকিলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং আদি সৃষ্ট পুরুষ চতুর্মুখ ব্রহ্মারও ধ্বংস আছে। মহাপ্রলয়ে তিনিও কারণে বিলীন হইয়া যান। প্রকৃতপক্ষে "ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ"—ব্রহ্মা হইতে তৃণাদি পর্য্যন্ত সমস্তই মায়া বিরচিত, সুতরাং অনিত্য। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকই মায়ারচিত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত থাকা পর্য্যন্ত পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে শ্রীভগবানের পরমধাম, পুরাণে যাহাকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এই ধাম প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না (গীতা ৮।২১)। শ্রীভগবানের এই পরম ধাম সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত হয় না (গীতা ১৫।৬)। স্বপ্রকাশ এই ধামের প্রকাশেই সূর্য্য চন্দ্রাদি সমস্তই প্রকাশিত হইয়া থাকে। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাদি সমুদয় ভূত এবং ব্রহ্মলোকাদি সমুদয় লোক বিনষ্ট হইলেও শ্রীভগবানের এই পরম ধাম বিনষ্ট হয় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যাঁহারা আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা দেহ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। মহাপ্রলয়ে আদি সৃষ্ট পুরুষ ব্রহ্মার পতন হইলেও তাঁহারা প্রলয়-দুঃখ বোধ করেন না এবং মহাপ্রলয়ান্তে ব্রহ্মার উৎপত্তি-কালেও তাঁহারা পুনরুৎপন্ন হন না (গীতা ১৪।১-২)।

মহাপ্রলয়ে সৃষ্টির পূর্ণ সমাপ্তি কালে অব্যক্ত প্রকৃতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করিয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যান। ঋত ও সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই তখন স্ফুরণ থাকে না। তখন তাঁহার পরাশক্তি (অব্যক্ত প্রকৃতি বা মায়া) অভিন্নভাবে তাঁহাতেই অবস্থান করেন। শক্তি ও শক্তিমান যখন এইরূপে এক হইয়া থাকেন, যখন শক্তির বাহ্য প্রকাশ থাকে না, তখন সৃষ্টিও থাকে না। ইহাই পরব্রহ্মের স্থির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গুণ অবস্থা। তখন বিশুদ্ধ চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুরই উপলব্ধি হয় না। প্রকৃতপক্ষে শক্তি অবলম্বনেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই সৃষ্টির প্রাক্কালে সেই এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষ স্বীয় নির্গুণ স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই আপনাকে সৃষ্টিরূপে ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত নিজ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সৃষ্টি-সঙ্কল্প হওয়া মাত্রই শক্তির স্ফুরণ হয়। মণিতে স্বাভাবিক ঝলক্ উঠার ন্যায় স্বভাবতঃই তাঁহার শক্তির স্ফুরণ হইলে, সেই ব্রহ্মশক্তিই তখন ব্রহ্মসান্নিধ্যে চেতনবৎ হইয়া চৈতন্যজড়িত শক্তিরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এই সব করিতে থাকেন। ব্রহ্মাণীরূপে তিনিই সৃষ্টি করেন, বৈষ্ণবীরূপে তিনিই পালন করেন, আবার রুদ্রাণীরূপে তিনিই সংহার করেন অর্থাৎ সৃষ্ট জীব জগৎকে আপনার মধ্যে সংহরণ বা প্রত্যাকর্ষণ করেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন—"ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ—তাহারা দুইটি পৃথক পদার্থ নহে। একই পদার্থ কখন পুরুষভাবে, কখন বা প্রকৃতিভাবে থাকে। সেটা কিরকম জানিস্? —যেমন সাপটা কখন চল্‌চে, আবার কখন স্থির হ'য়ে পড়ে আছে। যখন স্থির হ'য়ে আছে, তখন হয় পুরুষভাব—প্রকৃতি তখন পুরুষের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে আছে। আর যখন সাপটা চল্‌চে, তখন যেন প্রকৃতি পুরুষ থেকে আলাদা হ'য়ে কাজ কর্‌চে। ওরে কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী—একই বস্তু, কেবল নামে তফাৎ। ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁকে শুদ্ধব্রহ্ম বলে, আর যখন সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি করেন তখন তাঁর শক্তির কাজ বলে। গঙ্গা আর তার ঢেউ যেমন একই, ব্রহ্ম ও শক্তির অবস্থা সেইরকম বুঝতে হবে। স্থির গঙ্গার সঙ্গে ব্রহ্মের এবং ঢেউয়ের সঙ্গে শক্তির তুলনা করা যায়। স্থির গঙ্গায় ঢেউ উঠলে তাতে শক্তির ভাব এসে থাকে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেনোপনিষদ্ হইতে জানা যায়—এক সময়ে অসুর-বিজয়ী দেবগণ নিজ নিজ শক্তির অহঙ্কার করিতেছিলেন। তখন তাঁহাদের মিথ্যা অভিমান দূর করিয়া দিবার নিমিত্ত পরব্রহ্ম স্বয়ং যক্ষরূপ ধারণ করিয়া অন্তরীক্ষে আবির্ভূত হয়েন। যক্ষের পরিচয় জানিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমে অগ্নিদেবতাকে, পরে বায়ুদেবতাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। উভয়েই যক্ষের নিকটে যাইয়া ও শক্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া লজ্জাবনতমুখে ফিরিয়া আসিলে পর দেবরাজ স্বয়ং যক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন, আর যক্ষও অমনি চক্ষুর অগোচর হইলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ হতবুদ্ধি হইয়া স্বীয় ইষ্টদেবী সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়াকে স্মরণ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে দেবী ভগবতী হৈমবতী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে বলিতে লাগিলেন—"ছদ্মবেশী সেই যক্ষকে তোমরা ব্রহ্ম বলিয়া জানিও। আমি তাঁহারই শক্তি। আমি জানাইয়া না দিলে কেহই সেই পরম পুরুষের তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। তোমরা আমারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া অসুর সংগ্রামে বিজয়ী হইয়াছ। তোমাদের নিজস্ব কোন শক্তি নাই, সুতরাং তোমরা আর নিজ নিজ শক্তির অহঙ্কার করিও না।" এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। বেদের যিনি ব্রহ্ম, বৈদিক যুগ হইতে তাঁহাকেই জগজ্জননী আদ্যাশক্তিরূপে উপাসনা করা হয়। তাঁহারই শক্তি জীবে জীবে প্রকটিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ভেদে এই শক্তির প্রকাশ ত্রিবিধ। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম বা শ্রীভগবানকে পাইবার পথ জানা যায়, ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সেই পথে চলিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে এবং ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়। বিবিধ শক্তি-রূপে আদ্যাশক্তিই সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। শক্তিহীন অবস্থায় কেহই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন না। শক্তিছাড়া হইলে পরমপুরুষ শিব ও শবত্ব প্রাপ্ত হন।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য ফিরিয়া আইসে, সেই অবাঙমনসোগোচর তুরীয় ব্রহ্ম স্বীয় নির্গুণ স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই নিজ প্রকৃতি বা মায়া অবলম্বনে সগুণ-ভাবে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। সৃষ্টির প্রাক্কালে মায়াকে অবলম্বন করিয়া তিনি প্রথমে যাহা হয়েন, তাহা তুরীয় বা কারণাতীত অবস্থা হইতে সুষুপ্তি অবস্থায় অবতরণের ন্যায়। সুষুপ্তি অবস্থায় ভোগ বা স্বপ্নাদি কিছুই থাকে না, অহংজ্ঞানও তখন স্ফুরিত হয় না। অতঃপর তিনি স্বপ্নবৎ বিবর্ত্তিত হইলে তাঁহাতে অহংজ্ঞান স্ফুরিত হয়। স্বপ্নবৎ ভাসিয়া তিনি মনন বা সঙ্কল্প করিলেন—"অহং বহুস্যাম্"—এক ও অদ্বিতীয় আমি জীব জগৎরূপে বহু হইয়া লীলা করিব। তাঁহার এই যে বহু হইবার সঙ্কল্প বা ইচ্ছা, ইহাই সৃষ্টির মূল কারণ। নির্গুণ স্বরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্ভব হয় না বলিয়া তিনি স্বীয় নির্গুণ স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সগুণ ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি ইচ্ছা করিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বরূপে যিনি নির্গুণ ও পরম শান্ত, তিনিই মায়া অবলম্বনে সগুণ হইয়া নিখিল জীব জগৎ সৃষ্টি করেন।

বেদাদি শাস্ত্র মতে—মহাপ্রলয়ের অবসানে সৃষ্টি আরম্ভ হইলে প্রথমে জন্মে কারণার্ণব বা কারণ সমুদ্র। চিন্ময় এই কারণ সমুদ্রে অব্যয় পরমপুরুষই নারায়ণ মূর্ত্তিতে অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন এবং তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বপ্রকটনকারী সৃষ্টি-নিপুণ ব্রহ্মা উদ্ভূত হন। যে পরমপুরুষের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয় তাঁহাকে পদ্মনাভ এবং ব্রহ্মাকে পদ্মযোনি বলা হয়। পদ্মযোনি ব্রহ্মাই প্রকৃতপক্ষে আদি সৃষ্ট পুরুষ, তিনিই জীবঘন বা সমষ্টি জীব। ইঁহারই গর্ভে সমগ্র সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে বলিয়া বেদে ইনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হন। ব্রহ্মার প্রতি দৈববাণী হইল-"তপঃ"। তদনুসারে তিনি জ্ঞানময় তপস্যা বা ভাবনা দ্বারা সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ"-পূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ দিবাপ্রকাশক সূর্য্য ও রাত্রি প্রকাশক চন্দ্রমা সৃষ্টি করিলেন। তখন দিবারাত্রি হইতে লাগিল ও বৎসরাদি কল্পিত হইল। এইরূপে ভূরাদি লোক সকল ও চরাচর জীব জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

তন্ত্রমতে, ঋত ও সত্যস্বরূপ নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্মই শববৎ শয়ান পরমপুরুষ শিব, আর তাঁহার বক্ষের উপর সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় নৃত্যপরা শিবশক্তি কালী। নিষ্ক্রিয় পরমপুরুষ শিবকে মূলে রাখিয়া, শিবের বক্ষোপরি নৃত্যচ্ছলে যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া থাকিয়া, সচ্চিদানন্দময়ী আদ্যাশক্তি কালীই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন। স্থির সমুদ্র স্বরূপ পরব্রহ্ম শিব নীচে না থাকিলে চঞ্চল তরঙ্গস্বরূপা ব্রহ্মশক্তি লীলা করিবেন কাহার উপরে? প্রকৃতপক্ষে তরঙ্গ জল হইতে পৃথক নহে। অগ্নি ও তাহার তাপ যেমন একই, সেইরূপ শক্তিমান ও তাঁহার শক্তি এক হইলেও তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তিরই প্রাধান্য। "জন্মাদ্যস্য যতঃ– ব্রহ্মসূত্রের এই বাক্যে যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হয়, তিনিই তন্ত্রের জগজ্জননী মহামায়া কালী। তিনিই সমরে সিংহবাহিনী ও জগৎপালনে জগদ্ধাত্রী। তিনিই আবার প্রলয় কালে নৃমুণ্ডমালিনী করালবদনা কালী। এইরূপে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ নির্গুণ ব্রহ্মকে শক্তিমূর্ত্তিতে ক্রিয়াশীল অবস্থায় দেখিয়াছেন।

বৈষ্ণব মতে—মহাপ্রলয়ের অবসানে মহাসঙ্কর্ষণের এক অংশ **প্রথম পুরুষাবতার** মহাবিষ্ণুরূপে কারণার্ণবে শয়ন করিয়া এবং ঈক্ষণ-প্রভাবে প্রকৃতিকে ক্ষোভিতা করিয়া তাঁহাতে সূক্ষ্ম জীবরূপ বীর্য্য আধান বা অর্পণ করেন। এইরূপে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষই অনন্তকোটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক এক মূর্ত্তিতে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং স্বীয় ঘর্ম্মজলে ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক পূর্ণ করিয় সেই জলে অনন্তশব্যায় শয়ন করেন। ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভে শয়ন করেন বলিয়া প্রথম পুরুষের এই অংশটির নাম **গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়পুরুষ**। ইহাঁরই নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয় এবং পদ্মটীর মৃণালে চতুর্দ্দশ ভুবন অবস্থিত থাকে। এই দ্বিতীয় পুরুষের অংশ হইলেন **ক্ষীরোদশায়ী তৃতীয়পুরুষ**। ইনিই জগৎ পালনকর্তা গুণাবতার বিষ্ণু, ইনিই অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন।

শ্রীগীতার মতে, কল্পাবসানে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান নিখিল জীবজগৎকে সূক্ষ্মাবস্থায় স্বীয় অব্যক্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে লয় করেন এবং প্রলয়ান্তে কল্প আরম্ভ হইলে তিনিই আবার স্বীয় প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়া তাহাদিগকে স্থূলরূপে প্রকাশ করেন। এইরূপে অবিদ্যাপরবশ ভূতগণ প্রাক্তন কর্ম্মজনিত স্বভাবের বশে বারবার ব্যক্ত হইয়া থাকে (গীতা ৯৷৭-৮)। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তির মূল কারণ। তাঁহারই নিয়মাধীনে যাবতীয় বিশ্বভাব প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে (গীতা ১০৷৮)। সৃষ্টি প্রলয়াদি যাবতীয় কার্য্য তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়!

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে—মহাপ্রলয়ে যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ সূক্ষ্মাবস্থায় অব্যক্তা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, প্রকৃতিও আবার চৈতন্যময় পর-ব্রহ্মের সহিত অভেদে মিলিত হয়েন। তখন সমস্তই যেন এক বিরাট চৈতন্য-সমুদ্রে মিশিয়া এক হইয়া যায়। মহাপ্রলয়ান্তে সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রকৃতির স্ফুরণ বা বিকাশ হইলে, স্বীয় প্রকৃতির সহিত পরব্রহ্মের অধ্যাসরূপ সংযোগ থাকায় এবং সেই সংযোগের ফলে একের গুণ বা ধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপরটীতে আরোপিত হওয়ায় মনে হয় যেন রেতঃস্বরূপ পূর্ব্ববিলীন সৃষ্টি পিতৃরূপী পরব্রহ্ম হইতে পৃথক হইয়া পত্নীরূপা প্রকৃতিতে আসিয়া সম্মিলিত হইল। এইরূপে প্রকৃতিকে গর্ভাধান-স্থান এবং পরব্রহ্মকে গর্ভাধান-কর্ত্তা পিতা বলা হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—মহৎব্রহ্মরূপা প্রকৃতিই আমার যোনি বা গর্ভাধানস্থান। বহুরূপে লীলা করিবার সঙ্কল্প করিয়া এবং আমার প্রকৃতিকে যোনিস্বরূপ অবলম্বন করিয়া, আমি তাহাতে সর্ব্বভূতের জন্মকারণস্বরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীজ নিষেক করি। এইরূপে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। শুধু সৃষ্টিকালেই নহে, অন্য সময়েও এইভাবে ভূতোৎপত্তি হইয়া থাকে। দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্যাদি যে কোন যোনিতে যে কোন মূর্ত্তির উদ্ভব হয়, আমার প্রকৃতিই সে সমস্তের মাতৃস্থানীয়া, আর আমিই তাহাদের গর্ভাধানকর্ত্তা বীজপ্রদ পিতা (গীতা ১৪।৩-৪)।

"অহং বহুস্যাম্" অর্থাৎ আমি বহু হইয়া লীলা করিব—ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের এইরূপ যে সৃষ্টি সঙ্কল্প, তাহাই গর্ভাধান স্বরূপ। বেদান্তে ইহারই নাম ঈক্ষণ। ঈক্ষণ প্রভাবে প্রকৃতি ক্ষোভিতা হইলে তাঁহাতে সূক্ষ্ম জীবরূপ বীর্য্য আধান করা হয়। এইরূপে প্রকৃতিই সৃষ্টি প্রসব করেন। প্রকৃতির কিন্তু স্বতন্ত্র সৃষ্টি সামর্থ্য নাই, শ্রীভগবানের সান্নিধ্য-মাত্রেই তিনি সৃষ্টিকার্য্যে সমর্থা হন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—আমার অধ্যক্ষতায় বা ইচ্ছায় আমারই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করিয়া থাকেন। সর্ব্ববিষয়ে আমি উদাসীনের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে থাকি বলিয়া কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না (গীতা ৯।৯-১০)। শ্রীভগবানই প্রকৃতপক্ষে সঙ্কল্পরূপে প্রকৃতির গর্ভে প্রবেশ করিয়া জীব জগৎরূপে বহু হইয়াছেন। পিতা যেমন স্ত্রীগর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, শ্রীভগবানও তেমনি বহুরূপে প্রকাশিত হন। তাহাতে তাঁহার একত্বের বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিত্যত্বের কোন প্রকার হানি হয় না। তিনিই বিশ্বরূপ সাজেন, তিনিই আবার চেতন আত্মারূপে সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (গীতা ১৫।১৫)—সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে আমি অন্তর্যামী আত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছি।

পরা ও অপরা ভেদে শ্রীভগবানের প্রকৃতি দ্বিবিধা। চৈতন্যময় জীবরূপা যে প্রকৃতি তাহাই পরা এবং অচেতন বা জড়রূপা যে প্রকৃতি তাহাই অপরা। সচেতন জীবভাব ও অচেতন জড়ভাব, এই দুইই শ্রীভগবান হইতে উৎপন্ন। শ্রীভগবানই প্রকৃতপক্ষে এই দুইরূপে চরাচর বিশ্বে প্রকাশিত হইয়া আছেন। তাঁহার অপরা বা জড়া প্রকৃতি অষ্টধা ভিন্না অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত (বা তাহাদের সাররূপে, তাহাদের সূক্ষ্মাবস্থা-রূপে, অবস্থিত গন্ধরসাদি পঞ্চ তন্মাত্র) এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকারে বিভক্তা (গীতা ৭।৪) আর শ্রীভগবানের যে সনাতন অংশ প্রকৃতির সংসর্গ বশতঃ ত্রিগুণময় এই সংসারে জীবভূত হইয়াছেন (গীতা ১৫।৭), সেই জীব-চৈতন্য বা অহংজ্ঞানরূপী জীবভাবই পরাপ্রকৃতি। পরা ও অপরার সংযোগে অর্থাৎ চৈতন্য ও জড়ের সমবায়ে এই জীব-জগতের উৎপত্তি। অপরা প্রকৃতিই জড় দেহাদিরূপে পরিণত হয়। আর জীবরূপা চৈতন্যময় পরা প্রকৃতি জড় দেহাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ও তাহাতে চৈতন্য বিধান করিয়া অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপে এই চরাচর বিশ্ব ধারণ করিয়া আছেন (গীতা ৭।৫-৬)। চৈতন্যময় এই পরা প্রকৃতিই জীব, জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ প্রভৃতি নামে অভিহিত হন এবং আত্মবিস্মৃতি হেতু প্রকৃতির গুণে মুগ্ধ হইয়া মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংসারে বিষয় সুখ উপভোগ করেন। এই চেতন পরা প্রকৃতি ব্যতীত দেহাদি অপরা প্রকৃতির অস্তিত্বই থাকে না। যতক্ষণ এই পরা প্রকৃতি প্রাণ বা চৈতন্যরূপে জড়দেহে অবস্থিত আছেন, ততক্ষণই এই দেহের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তা বিদ্যমান থাকে। প্রাণহীন দেহ পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীভগবানের এই পরা ও অপরা প্রকৃতিই যথাক্রমে সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি।

সাংখ্য দর্শনের মতে, প্রকৃতি ও পুরুষই সৃষ্টির মূল কারণ। চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে জড়া প্রকৃতির যে পরিণাম হয়, তাহা হইতে নিখিল জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সৃষ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সংযুক্ত থাকেন। এই অধ্যাসরূপ সংযোগের ফলে জড়া প্রকৃতির গুণ চেতন-পুরুষে এবং চেতন পুরুষের গুণ জড়াপ্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া থাকে। নিশ্চেষ্ট লৌহ যেমন চুম্বক সন্নিধানে চুম্বকত্ব লাভ করিয়া সচেষ্ট হয়, জড়াপ্রকৃতিও তেমনি চেতন পুরুষের সন্নিধানে চেতনবৎ হইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন।

সাংখ্য দর্শন বলেন—প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগরূপ কারণই সৃষ্টি কার্য্যের পক্ষে যথেষ্ট, তজ্জন্য শ্রীভগবানের বা আর কাহারও অপেক্ষা করিতে হয় না। সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা শ্রীগীতা কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। শ্রীগীতা বলেন—প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টির কারণ হইলেও তাহারা সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবানেরই অধীন। পুরুষোত্তম শ্রীভগবানই মূলতত্ত্ব। তাঁহারই অধ্যক্ষতায় বা ইচ্ছায় তাঁহারই প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন (গীতা ৯।১০)। শ্রীগীতার মতে, শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানই সৃষ্টির মূল কারণ, সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নাই। সাংখ্যের মতে, প্রকৃতি স্বয়ংই সৃষ্টি সমর্থা। সৃষ্টি বিষয়ে প্রকৃতি ও পুরুষের উপর শ্রীভগবানের কর্তৃত্ব সাংখ্য দর্শন স্বীকার করেন না। এই মতে, পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন মুক্তপুরুষ কিছুকালের জন্য জন্য-ঈশ্বর বা ঈশ্বর সদৃশ হইতে পারেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাঁকে শ্রীভগবানের আবেশাবতার বলা হইয়াছে। জীবকোটী ব্রহ্মাতে সৃষ্টি শক্তির আবেশ হইলে তিনি তখন সৃষ্টিকর্ত্তারূপে সৃষ্টিকার্য্য করিয়া থাকেন। এইরূপ আবেশে, আবেশ কাল পর্য্যন্তই ভগবত্তার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ থাকে। এইরূপে সাংখ্য দর্শন উৎপত্তিবিনাশশীল জন্য-ঈশ্বর স্বীকার করিলেও, ইহাতে নিত্য ঈশ্বরের প্রসঙ্গ মাত্র নাই। সে কারণে সাংখ্যদর্শনকে নিরীশ্বরবাদ শাস্ত্র বলা হয়।

যাহার যোগে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহাই সেই কার্য্যের কারণ। যিনি বস্তু উৎপাদনরূপ কার্য্য করেন তিনি নিমিত্ত কারণ এবং যে উপাদান হইতে বস্তুটা উৎপন্ন হয় তাহাই উপাদান কারণ। ঘট নির্ম্মাণ বিষয়ে কুম্ভকার যেমন নিমিত্ত কারণ এবং মৃত্তিকা যেমন উপাদান কারণ, সেইরূপ শ্রীগীতার মতে শ্রীভগবানই মূল সৃষ্টিকর্ত্তারূপে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ (গীতা ৯।৭-৮)। তিনিই আবার সৃষ্টির সনাতন বীজরূপে সৃষ্টির উপাদান কারণ (গীতা ৭।১০)। সাংখ্য দর্শন কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। সাংখ্যের মতে, পুরুষই সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি তাহার উপাদান কারণ। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি যথাক্রমে শ্রীভগবানেরই পরা ও অপরা প্রকৃতি।

LIBRARY
No
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

ষড় দর্শন

সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শ্রীভগবানই জীবের প্রকৃতস্বরূপ। সে কারণে জীবমাত্রই সুখ চায়, দুঃখ কেহই চায় না। অনন্ত দুঃখের আলয় স্বরূপ এই সংসারে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তিই ত্রিতাপদগ্ধ জীবের চরম লক্ষ্য হইলেও, অনাদি বহির্মুখ জীব ভগবৎ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারে না যে আপাতসুখকর বিষয় উপভোগে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা স্থায়ী আনন্দ লাভ করা যায় না। অনিত্য বিষয়সুখে আসক্ত হইলে পরিণামে দুঃখভোগ করিতেই হইবে।

দুঃখমিশ্রিত পরিচ্ছিন্ন সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ সংস্রবশূন্য পরাশান্তি ও শাশ্বত আনন্দ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন ঋষিগণের চিন্তাধারা বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইতে থাকে। তাহারই ফলে—(১) মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শন, (২) মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শন (৩) মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসা, (৪) মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন (৫) মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শন এবং (৬) মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন প্রচারিত হয়। বেদান্ত দর্শন ব্যতীত ষড়দর্শনের সকলগুলিই নিরীশ্বর। প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের সগুণ ব্রহ্মবাদ ব্যতীত ষড়দর্শনে ভক্তির স্থান নাই।

মনিষীগণ বলেন—অধিকারী ভেদে জ্ঞানলাভের ক্রম এই ষড়দর্শনে পাওয়া যায়। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে যেরূপ ব্যবহারিক জ্ঞানের উল্লেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও বিচার আছে, তাহার সাহায্যে মোক্ষপ্রদ পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। এইরূপে সূক্ষ্ম তর্ক ও বিচারমূলক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকে মোক্ষদর্শন বলা হইলেও, ইহারা কিন্তু কখনও মোক্ষের সাধনরূপে অবলম্বিত হয় নাই। আবার সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে যেরূপ পারমার্থিক জ্ঞানের উপদেশ আছে, তাহাকে বেদান্ত প্রদর্শিত পূর্ণ পারমার্থিক জ্ঞানের নিম্নভূমিকা মাত্র বলা যায়। **ন্যায় দর্শনের মতে** প্রমাণ-প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে এবং **বৈশেষিক দর্শনের** মতে পরমানুবাদের জ্ঞান জন্মিলে, সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মীমাংসা বলিতে প্রধানতঃ বেদার্থ বিচার বুঝায়। মলিন বাসনার বশে যাহারা অধর্ম্মের আচরণ করিয়া থাকে, তাদৃশ নিম্নাধিকারীর জন্য **পূর্ব্ব মীমাংসা,** আর উচ্চাধিকারীর জন্য **উত্তর মীমাংসা** বা বেদান্ত-দর্শন। বেদের প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মকাণ্ডের উপরে **পূর্ব্ব মীমাংসা** প্রতিষ্ঠিত। অজ্ঞ জীবগণকে ধর্ম্মপথে আনিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে নরকাদির ভয় দেখান হইয়াছে, আবার আত্মানন্দের তুলনায় অতি তুচ্ছ যে স্বর্গসুখ তাহার প্রলোভনও ইহাতে আছে। মীমাংসকগণের মতে, বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি সকাম কর্ম্ম যথারীতি সুসম্পন্ন হইলে ইহলোকে ঐশ্বর্য্যভোগ ও পরলোকে স্বর্গসুখাদি লাভ হয়। বেদবিহিত কর্ম্মই তাঁহাদের সাধনা। তাঁহারা বলেন—বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম এবং স্বর্গসুখই একমাত্র কাম্য, ইহাতেই সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইমতে, কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। সে কারণে মীমাংসকগণ ঈশ্বর বিষয়ে অনুসন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। ভক্তিবাদী শ্রীগীতা কিন্তু বলেন—ভগবৎ-কৃপা হইলে সর্ব্ববিধ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। সন্ন্যাসবাদিগণের মতে, কর্ম্মমাত্রই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধনের কারণ। তাঁহারা বলেন—কর্ম্মত্যাগ বিনা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা মোক্ষলাভ হয় না। সর্ব্ববেদান্তের সার শ্রীগীতা তাহা স্বীকার করেন না। শ্রীগীতার মতে কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের কারণ নহে, কর্ম্মের ফলকামনাই প্রকৃতপক্ষে বন্ধনের কারণ। সুতরাং ফলকামনা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ত-চিত্তে যাগযজ্ঞাদি বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই উচিত (গীতা ১৮।৬)। ইহাতেই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করা যায়। শ্রীগীতা বলেন—সকামভাবে যাগযজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে দেহান্তে স্বর্গলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয় না। স্বর্গলোকে সুখভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় ধরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় (গীতা ৯।২১)।

মহর্ষি কপিলের আবির্ভাবের পরে ভারতে প্রকৃত ধর্ম্মযুগ আরম্ভ হয়। শ্রীভগবানের অবতার মধ্যে তিনি পরিগণিত হয়েন। কাপিল সাংখ্য-দর্শন বলেন— প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুইটি মূল তত্ত্ব, এই দুইটিই সৃষ্টির মূল কারণ। ইহারা উভয়েই অনাদি ও নিত্য এবং উভয়ে স্বতন্ত্র হইয়াও অনাদিকাল হইতে পরস্পর সম্বদ্ধ। শ্রীগীতাও উভয়কে অনাদি বলিয়াছেন (গীতা ১৩।১৯)। শ্রীগীতার মতে, প্রকৃতি শ্রীভগবানেরই শক্তি এবং পুরুষ তাঁহারই অংশ। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ স্বতন্ত্র নহেন, তাঁহারা শ্রীভগবানেরই অধীন :

সাংখ্যদর্শন বলেন—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনগুণ প্রকৃতির স্বরূপ। এই তিনগুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন প্রকৃতির অব্যক্তাবস্থা— তদবস্থায় সৃষ্টি থাকে না। সৃষ্টির প্রারম্ভে পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে অব্যক্তা প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়—তখন সৃষ্টি ব্যক্ত হইয়া থাকে। সাংখ্যের মতে, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগেই সৃষ্টি। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব আছে কিন্তু চৈতন্য নাই, আর পুরুষের চৈতন্য আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু কর্তৃত্ব নাই। সাংখ্যদর্শনে নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষকে পঙ্গুর সহিত এবং জড়া প্রকৃতিকে অন্ধের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পঙ্গু দেখিতে পায় কিন্তু চলিতে পারে না এবং অন্ধ চলিতে পারে কিন্তু দেখিতে পায় না। অন্ধের স্কন্ধের উপরে পঙ্গু আরোহন করিলে উভয়ের সংযোগে যেমন গমন-কার্য্য সম্ভব হয়, তদ্রূপ পঙ্গুবৎ চেতন পুরুষ ও অন্ধবৎ জড়া প্রকৃতি—এই দুইয়ের পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় সংযোগের ফলে পরিদৃশ্যমান এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে অধ্যাসরূপ সংযোগ থাকায় একের গুণ বা ধর্ম্ম অপরটিতে আরোপিত হয়। এইরূপে চেতনপুরুষের অধিষ্ঠান হেতু জড়া প্রকৃতি চেতনবৎ কার্য্য করিয়া থাকে এবং প্রকৃতির সংসর্গে নিষ্ক্রিয় পুরুষ বা উদাসীন আত্মা আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। মূলে চেতন পুরুষ থাকায় জড়া প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিতেছে, উদাসীন নিষ্ক্রিয় আত্মা স্বয়ং কিছুই করেন না—জ্ঞানচক্ষু দ্বারা যিনি এইরূপ দর্শন করেন তিনিই সম্যকদর্শী (গীতা ১৩।২৯)।

সাংখ্যগণের জ্ঞানই সাধনা, সুতরাং সাংখ্যদর্শন জ্ঞান মার্গেরই অন্তর্গত। সাংখ্যদর্শন বলেন—প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক জানাই জ্ঞান, আর এই পার্থক্য জ্ঞানেই মুক্তি বা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই মতে, পুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়াও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। এইরূপ জ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ বা জীবাত্মা আর প্রকৃতির অধীন হন না, প্রাকৃত দেহাদিতে আর তাঁহার 'আমি-আমার-বোধ' থাকে না। প্রকৃতপক্ষে সুখ দুঃখাদি প্রকৃতিরই গুণ বা কার্য্য, ইহাদের সহিত পুরুষের বা আত্মার সম্বন্ধ নাই—এইরূপ জ্ঞানে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি আপনাকে অকর্ত্তা ও অভোক্তা বলিয়া জানেন এবং ত্রিগুণা প্রকৃতি হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া নির্লিপ্তভাবে সংসারে বিচরণ করেন। বিধি লঙ্ঘন করিয়াও তিনি যে কোন অবস্থায় থাকুন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না কেন, তাঁহাকে আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না (গীতা ১৩।২৩)। ইহাই পুরুষের মুক্তাবস্থা।

পরমহংসদেব বলিতেন—"সাংখ্যের পুরুষ অকর্ত্তা, প্রকৃতিই সকল কাজ করেন। পুরুষ প্রকৃতির ঐ সকল কাজ সাক্ষিস্বরূপ হ'য়ে দেখেন। প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনি কোন কাজ কর্‌তে পারেন না। ঐ যে গো দেখনি-বে-বাড়ীতে? কর্ত্তা হুকুম দিয়ে নিজে বসে বসে আলবোলায় তামাক টান্‌চে। গিন্নি কিন্তু বাড়ীময় ছুটোছুটি ক'রে সব দেখ্‌চেন—আর মাঝে মাঝে কর্ত্তার কাছে এসে সব শুনিয়ে যাচ্চেন। কর্ত্তা তামাক টান্‌তে টান্‌তে সব শুন্‌চেন আর হুঁ হুঁ ক'রে ঘাড় নেড়ে সব কথায় সায় দিচ্চেন—সেই রকম আর কি?" প্রকৃত-পক্ষে প্রকৃতির দ্বারাই সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পুরুষ বা আত্মা অকর্ত্তা, তিনি স্বয়ং কিছুই করেন না। প্রকৃতির কার্য্যে উদাসীন আত্মার অনুকূল বা প্রতিকূল ভাব থাকে না, নিষ্ক্রিয় আত্মার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল আচরণ সম্ভবই হয় না। নির্ব্বিকার পুরুষ প্রকৃতির কার্য্যের উপদ্রষ্টা বা উদাসীন দ্রষ্টা এবং অনুমন্তা বা অনুরাগবিহীন অনুমোদন-কর্ত্তা মাত্র। সর্ব্ব ঘটে সাক্ষিস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া তিনি উদাসীন ভাবে প্রকৃতির যাবতীয় কার্য্য দর্শন করিতেছেন এবং অনুমোদন করিতেছেন। বিধিনিষেধ দ্বারা তিনি প্রকৃতিকে কোন বিষয়ে প্রবৃত্তও করেন না, নিবৃত্তও করেন না (গীতা ১৩।২২)।

সৃষ্টি ব্যাপারে শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব সাংখ্যদর্শন স্বীকার করেন না। এইরূপে সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর হইলেও, ইহাতে নিষ্ক্রিয় আত্মার উপলব্ধি হয়। তখন সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্খা হৃদয়ে জাগিয়া উঠাই স্বাভাবিক। এইরূপে পাতঞ্জল যোগ দর্শনের অর্থাৎ নির্গুণ-পুরুষপ্রাপক ক্রিয়াযোগের উদ্ভব হইয়াছে। সাংখ্য তত্ত্বই ইহার ভিত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া ইহাকে জ্ঞানমূলক সাধন বা কর্ম্মমার্গ বলা হয়। প্রাণ বা ক্রিয়া-শক্তিকে ছন্দোমত স্পন্দিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া মনের একাগ্রতা সাধন করাই এই ক্রিয়াযোগের প্রধান অঙ্গ। পাতঞ্জল দর্শনের মতে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা অথবা ঈশ্বর-প্রণিধানাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক পরমাত্মাস্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলে, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। এইরূপ যে ক্রিয়াময় প্রচেষ্টা যাহা সাংখ্যদর্শনে নাই, তাহাই যোগদর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। পাতঞ্জল যোগমার্গ প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য বা জ্ঞান মার্গেরই সাধন মাত্র। সাংখ্য দর্শন যেমন জ্ঞান বা তত্ত্বকাণ্ড, যোগদর্শন তেমনি কর্ম্ম বা সাধন কাণ্ড। এই যোগ দর্শন সাংখ্য মতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, মহর্ষি পতঞ্জলি সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন এবং মনকে তিনি আত্মা বা পুরুষের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী মনে করেন। সাংখ্য দর্শন কিন্তু তাহা স্বীকার করেন না। এইরূপে পাতঞ্জলদর্শনকে **সেশ্বর সাংখ্যদর্শন** বলা হয়।

সনাতন বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। ইহার প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মকাণ্ড হইতে যেমন পূর্ব্ব-মীমাংসা, ইহার নিবৃত্তিমূলক জ্ঞানকাণ্ড লইয়া তেমনি উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। বেদের এই জ্ঞানকাণ্ডের নাম উপনিষদ্—বেদের অন্তে স্থাপিত বলিয়া ইহার আর একটী নাম **বেদান্ত**। বেদান্তের অসংলগ্ন ভাবধারাগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে সুসজ্জিত করিয়া মহর্ষি বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র বা **বেদান্ত দর্শন** রচনা করেন।

সাংখ্যের যাহা পুরুষ, বেদান্ত দর্শনের তাহাই ব্রহ্ম এবং উপনিষদের তাহাই আত্মা। সাংখ্য দর্শনে পুরুষের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যের মতে জীব বহু, সুতরাং পুরুষও বহু। বেদান্ত দর্শন বলেন—জীব বহু বটে, ব্রহ্ম বা আত্মা কিন্তু এক। এই মতে একই আত্মা, জল মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায়, বহু জীবরূপে দৃষ্ট হইতেছেন। শ্রীগীতা বেদান্তের এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্ম কোথাও নির্গুণ স্বরূপে, কোথাও সগুণ স্বরূপে, কোথাও বা উভয় স্বরূপেই বর্ণিত। এ বিষয়ে শ্রীগীতা বেদান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। সাংখ্যের পুরুষ শুধুই নির্গুণ। মায়াবাদিগণ সাংখ্যের এই মতই সমর্থন করেন।

বেদান্ত দর্শনে প্রকৃতির নাম মায়া। এই মায়া বা অজ্ঞানই সংসার প্রপঞ্চের মূল। সাংখ্যে প্রকৃতির পৃথক অস্তিত্ব আছে, কিন্তু বেদান্তে মায়ার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যের মতে, প্রকৃতি হইতে পুরুষের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি হইলে জীব স্বস্বরূপে ফিরিয়া আইসে। বেদান্ত দর্শন বলেন—মায়া হেতু জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ধারণা হয়, মায়া অন্তর্হিত হইলে জীব ব্রহ্ম হইয়া যান। বেদান্তের মতে, মায়াযুক্ত জীবই মায়ামুক্ত হইয়া পরম পুরুষ শিব হয়েন। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন—উভয়ে স্বরূপতঃ এক হইলেও শ্রীভগবান বিভুচৈতন্য এবং জীব অনুচৈতন্য। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান ও জীব চৈতন্য-অংশে অভেদ হইলেও, শক্তি বিকাশের বিভিন্নতা হেতু শক্তি-অংশে জীবে ও শ্রীভগবানে ভেদ আছে। এই ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বিদ্যমান। ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ। বৈষ্ণব মতে, মায়ামুক্ত হইলেও জীব জীবই থাকে। বিন্দু যেমন কখনও সিন্ধু হইতে পারে না, তদ্রূপ মায়ামুক্ত জীব কখনও শ্রীভগবানের ন্যায় মায়ার অধীশ্বর বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা হইতে পারিবেন না। শ্রীগীতার পুরুষোত্তম-বাদে এই মতই সমর্থিত হইয়াছে।

দ্বৈত ও অদ্বৈত, উভয়বিধ বাদের উপরেই বেদান্ত দর্শন প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত মতের এক পক্ষ বলেন—কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, সন্ন্যাস বা কর্ম্ম-ত্যাগ ব্যতীত মুক্তি নাই। সাংখ্যদর্শন এইরূপ মত পোষণ করেন বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাপিল সাংখ্যকে **জ্ঞানমূলক সন্ন্যাস মার্গ** বলা হয়। বেদান্তের অপর পক্ষ বলেন—নিষ্কাম কর্ম্মে বন্ধন হয় না, সুতরাং মোক্ষ লাভের জন্য কর্ম্মত্যাগের প্রয়োজন নাই। শ্রীগীতা এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীগীতার মতে সংসার ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। সংসারে থাকিয়াও যাঁহার কোনও বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ নাই, তাদৃশ শুদ্ধ-চিত্ত সংসারীকে শ্রীগীতায় নিত্য-সন্ন্যাসী বলা হইয়াছে (গীতা ৫।৩)। রাগ দ্বেষাদি শূন্য শুদ্ধচিত্ত পুরুষই প্রকৃত সন্ন্যাসী। নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করিয়া তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে যোগিগণ যোগবলে যাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, সাংখ্যজ্ঞানিগণ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়েন। সাংখ্যের বা জ্ঞান মার্গের সাধন স্বরূপ এই ক্রিয়ামূলক পাতঞ্জল যোগকে **জ্ঞানমূলক কর্ম্ম মার্গ** বলা হয়। মোক্ষ ধর্ম্ম বলেন—"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং, নাস্তি যোগসমং বলং"—সাংখ্যের তুল্য জ্ঞান নাই, আর যোগের তুল্য বল নাই। শ্রীগীতার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ব্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ এই দুই সাধনমার্গ প্রচলিত ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকৃতি রহস্য

১। প্রকৃতির স্বরূপ—

সাংখ্যদর্শনের মতে, জগতের যাহা মূল উপাদান তাহার নাম প্রকৃতি। অনাদি ও অনন্ত এই প্রকৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিয়া ধারণার অতীত। ইহার স্বরূপ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কার্য্য দেখিয়া শুধু অনুমানের সাহায্যেই ইহার সত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে। কার্য্য ব্যতিরেকে ইহা ব্যক্ত হয় না বলিয়া ইহাকে অব্যক্তা বলা হয়। অব্যক্তা প্রকৃতির পরিণামেই পরিদৃশ্যমান এই ব্যক্ত জীব জগৎ। প্রলয়কালে নিখিল জীবজগৎ অব্যক্তা প্রকৃতিতে বিলীন থাকে। সৃষ্টির প্রাক্কালে ইহারা ব্যক্ত হইয়া সৃষ্টির অবসানে আবার প্রকৃতিতে লীন হইয়া যায়।

শ্রীগীতার মতে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহা তিনগুণ প্রকৃতিজাত অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন (গীতা ১৪।৫)। সাংখ্য দর্শন কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না। সাংখ্য বলেন—সত্ত্বাদি ত্রিগুণের নামই প্রকৃতি। এই মতে, সত্ত্বাদি ত্রিগুণ প্রকৃতিরই স্বরূপ, প্রকৃতি এই তিনের সমষ্টি। প্রলয়কালে ত্রিগুণাপ্রকৃতি অব্যক্তাবস্থায় থাকেন, তখন সত্ত্বাদি ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা। চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে গুণত্রয়ের এই সাম্যভাব নষ্ট হইলে অর্থাৎ গুণক্ষোভ বশতঃ প্রকৃতি বৈষম্যভাব ধারণ করিলে, সৃষ্টি আরম্ভ হয়। প্রকৃতপক্ষে বৈষম্য না হইলে সৃষ্টি হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় এক বস্তুর গুণ বা ধর্ম্ম অপর বস্তুর উপরে আরোপিত হইলে যে মিথ্যা জ্ঞান জন্মে তাহার নাম **অধ্যাস**। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়—স্বচ্ছ স্ফটিকের পার্শ্বে রক্তবর্ণ জবা পুষ্প থাকিলে পুষ্পের বর্ণ স্ফটিকে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, আবার স্ফটিকের আভাও জবা পুষ্পকে উজ্জ্বল করে। সেইরূপে জড়া প্রকৃতি ও চেতন পুরুষের মধ্যে অধ্যাসরূপ সংযোগ থাকায়, চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু অচেতন প্রকৃতি চেতনবৎ হইয়া কার্য্য করেন এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য হেতু নির্ব্বিকার পুরুষ প্রকৃতির কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করেন। প্রকৃত-পক্ষে প্রকৃতি ও তাহার গুণত্রয়ই কর্ত্তা, নির্ব্বিকার পুরুষ কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন। স্বরূপে অকর্ত্তা ও অভোক্তা হইয়াও এই চেতন পুরুষ ত্রিগুণা প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ ত্রিগুণের অধীন হইয়া জীবরূপ উপাধি গ্রহণ করেন এবং সুখ-দুঃখ-মোহাদি ত্রিগুণের ধর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকেন। ত্রিগুণের এই ধর্ম্ম নির্ব্বিকার পুরুষে বা আত্মায় আরোপিত হয় মাত্র। এই মিথ্যা আরোপের ফলে অজ্ঞানী জীব মোহগ্রস্ত হইয়া আপনাকে সুখী বা দুঃখী বলিয়া মনে করেন। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের প্রতি আসক্তিই জীবকে কর্ম্মপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করে (গীতা ১৩।২১)। ইহাই জীবের **বদ্ধাবস্থা**।

সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণের দ্বারা গুণময়ী প্রকৃতি কার্য্য করেন। সত্ত্বগুণের দ্বারা সাত্ত্বিকভাবের, রজোগুণের দ্বারা রাজসিকভাবের এবং তমোগুণের দ্বারা তামসিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ব ও তমোগুণ উভয়ই নিশ্চেষ্ট এবং রজোগুণ ইহাদের পরিচালক। প্রকাশ-শীল সত্ত্বগুণ, আবরণশীল তমোগুণ ও চেষ্টাশীল রজোগুণ—এই তিনগুণই জীবের বন্ধনের কারণ হইলেও, মোক্ষানুকূল **সত্ত্বগুণই** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল। শান্তভাবাপন্ন ও দুঃখবিরোধী এই সত্ত্বগুণ সর্ব্বদা সুখ চাহে ও শান্তভাবকে ভালবাসে। জ্ঞানের প্রকাশক বলিয়া ইহা হৃদয় মধ্যে জ্ঞানালোক প্রজ্জলিত করিয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে সুখ ও জ্ঞান, এই দুইটী সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণের বশে জীব ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ হইয়া আপনাকে সুখী ও জ্ঞানী বলিয়া মনে করে। এই রূপে সত্ত্বগুণ জীবকে সুখাভিমুখী ও জ্ঞানাভিমুখী করিয়া তাহাকে শান্তিময় সুখাসক্তি দ্বারা এবং সুবিমল জ্ঞানাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই যে সুখ ও জ্ঞান, ইহারা কিন্তু মোক্ষদায়ক আত্মানন্দ বা আত্মজ্ঞান নহে, ইহারা আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। এই মিথ্যা আরোপের ফলে জীব "আমি সুখী, আমি জ্ঞানী," এইরূপ অভিমান করেন। এইরূপে অভিমান জন্মাইয়া সত্ত্বগুণ বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে। **রজোগুণ** রাগাত্মক বা তৃষ্ণাজনক বলিয়া ইহাতে বিষয়ানুরাগ বৃদ্ধি পায়। এই রজোগুণের বশে জীব ঘোর সংসারী হইয়া আপনাকে কর্ত্তা বা ভোক্তা বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে রজোগুণ বিষয়ভোগে আসক্তি জন্মাইয়া ও অশান্তিপূর্ণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া জীবকে দুঃখে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। আর মোহজনক **তমোগুণ** জীবকে জ্ঞান-বিমুখ ও কর্ম্মবিমুখ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণরূপ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদি দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করে। এইরূপে জীব ত্রিগুণের বশে সুখ, দুঃখ, মোহাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে (গীতা ১৪।৫-৯)।

এই বিশ্বের সমস্তই সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণের অধীন। যখন যাহাতে যে গুণ প্রবল হয়, তখন তাহাতে সেই গুণেরই কার্য্য প্রকটিত হইয়া থাকে। প্রকাশশীল সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ বা নির্ম্মল জ্ঞান, আর ক্রিয়াশীল রজোগুণের স্বভাব প্রবৃত্তি ও কর্ম্মচাঞ্চল্য। বিষয়-স্পৃহা বা ভোগাসক্তিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজোগুণের সর্ব্বস্ব। ভোগাসক্তিজনিত লোভই জীবকে সদসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় এবং তাহারই ফলে কর্ম্মোদ্যম, অস্থিরতা, তৃপ্তির অভাব —এইসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইরূপে রজোগুণ পরিণামে দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। রজোগুণের ন্যায় তমোগুণেও ভোগাসক্তি আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কর্ম্মোদ্যম নাই। জ্ঞানবিমুখ ও কর্ম্মবিমুখ এই তমোগুণের স্বভাব অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি ও মোহ বা বুদ্ধি বিপর্য্যয়। অজ্ঞানতা উৎপাদন করাই ইহার প্রধান কার্য্য। তমোগুণের প্রভাবে জীব কার্য্যাকার্য্যের বিচারে অসমর্থ হইয়া মোহ বা বিপরীত বুদ্ধি বশতঃ সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ বলিয়া মনে করে (গীতা ১৮।৩২)। এই তমোগুণ হইতে অবিবেক, আলস্য, নিদ্রা, বিষাদ, মোহাদি অপগুণসকল প্রকাশ পায়। এইরূপে সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান ও নির্ম্মল সুখ এবং রজোগুণ হইতে লোভ ও দুঃখবহুল অল্প সুখ জন্মায়। আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞানাদির বিকাশ হয় বলিয়া শুধু দুঃখ ভোগই হইয়া থাকে (গীতা ১৪।১৬-১৭)। মনিষীগণের মতে, সত্ত্বগুণ পবিত্রতাসূচক শ্বেতবর্ণ, আর রজোগুণ রক্তবর্ণ এবং তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ।

প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি ত্রিগুণ প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান হইতে উদ্ভূত হইলেও, একমাত্র তিনিই সে সকলের অধীন নহেন (গীতা ৭।১২)। শ্রীভগবান ব্যতীত অন্য সমস্ত পদার্থই ত্রিগুণের বশীভূত। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ প্রকৃতির পরিণামে উৎপন্ন হওয়ায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চেতন বা অচেতন এমন কিছুই নাই, যাহা প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ হইতে মুক্ত (গীতা ১৮।৪০)। এইরূপে প্রাণিমাত্রই ত্রিগুণাত্মক হইলেও এবং সত্ত্বাদি তিনগুণ সর্ব্বদা একত্র থাকিলেও, তাহাদের মাত্রা বা পরিমাণ কিন্তু সর্ব্বত্র সমানভাবে থাকে না। এই গুণবৈষম্যের ফলেই বস্তুসমূহ পৃথক পৃথক বলিয়া বোধ হয়। দেবতাগণের মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিমাণে প্রবল থাকে, কিন্তু তাঁহারাও ত্রিগুণের অতীত নহেন। মনুষ্যগণের মধ্যে এই তিনগুণই সম্যক পরিস্ফুট হইলেও জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে কাহারও মধ্যে কোন গুণের মাত্রা অধিক হয়, আবার কাহারও মধ্যে কোন গুণেরই মাত্রা অল্প হইয়া থাকে। পশ্বাদি ইতরজন্তুর মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য, সত্ত্বগুণ ঈষৎ পরিস্ফুট থাকে মাত্র। বৃক্ষলতাদিতে তমোগুণেরই প্রাধান্য—সত্ত্ব ও রজোগুণ ঈষৎ পরিস্ফুট থাকা হেতু ইহাদের মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি প্রকাশ পায়। প্রস্তরাদি অচেতন পদার্থে সত্ত্বগুণ সম্পূর্ণ অভিভূত ও রজোগুণ ঈষৎ পরিস্ফুট থাকে এবং তমোগুণই তথায় প্রাধান্য লাভ করে। এইরূপে জানা যায় যে এই তিনগুণের কখনও ধ্বংস হয় না, অবস্থাবিশেষে কোন কোন গুণ অভিভূত হইয়া থাকে মাত্র।

পরস্পর বিরোধী সত্ত্বাদি এই তিন গুণ সর্ব্বদা একত্রই থাকে এবং প্রত্যেকটি অপর দুইটীকে অভিভূত করিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ চেষ্টা করে। এইরূপ পরস্পর বিরোধের ফলে দেখা যায়—রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ কখন প্রবল হয়, কখন বা সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ প্রবল হয়, আবার কখন সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রবল হয় (গীতা ১৪।১০)। এইরূপে এক একটী গুণ প্রবল হইয়া নিজ নিজ ভাবের প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে ধর্ম্মে মতি হয় এবং সুখময় জ্ঞানের বিকাশ হয়। তখন জীব ক্ষণিক বিষয় সুখ ত্যাগ করিয়া নিত্যসুখের আশায় সুখস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তায় রত থাকে। রজোগুণ প্রবল হইয়া আসক্তি জন্মায়, তখন জীব লোভবশতঃ আয়াসসাধ্য কর্ম্মে ও ধনসঞ্চয়ে রত থাকে এবং রাজসিক ভোগবাসনার তাড়নায় দৃষ্টবস্তু মাত্রেই গ্রহণেচ্ছা হওয়ায় অস্থিরতা, অতৃপ্তি ও অশান্তি ভোগ করে। আবার তমোগুণ যখন প্রবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তখন জ্ঞান ও উদ্যমের অভাববশতঃ বিপরীত বুদ্ধি, উদ্যমহীনতা, প্রমাদ ও মোহাদি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। এইরূপে জীব তমোগুণের প্রভাবে বিচারবুদ্ধিহীন ও কুক্রিয়াসক্ত হইয়া অপরের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হয় এবং সকল বিষয়েই যথেচ্ছাচার করিতে থাকে (গীতা ১৪। ১১-১৩)। সুতরাং সত্ত্বাদি ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্য বশতঃ জীবের প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া থাকে। যাঁহার মধ্যে সত্ত্বগুণ অধিক পরিমাণে থাকে, তাঁহার প্রকৃতিকে সাত্ত্বিক বলা হয়। সেইরূপ রজোগুণ ও তমোগুণ অধিক পরিমাণে থাকিলে জীব যথাক্রমে রাজসিক প্রকৃতির ও তামসিক প্রকৃতির অধীন হইয়া থাকে।

সুখময় সত্ত্বগুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও ইহা মোক্ষদায়ক নহে। সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন মহাত্মাগণ দেহান্তে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয় না, কারণ ব্রহ্মলোক হইতেও পতনের সম্ভাবনা থাকে। আর রাজসিকগণ দেহান্তে পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তামসিকগণ অধোগতি লাভ করেন (গীতা ১৪।১৮)। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুকালে যাহার হৃদয়ে যে গুণ প্রবল হয়, দেহান্তে তাঁহার তদনুরূপ গতি হইয়া থাকে। আজীবন সত্ত্বগুণ বিরোধী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যদি কেহ মৃত্যুকালে অনুতপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তিনি ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া দেবভোগ্য উত্তম লোক-সকল প্রাপ্ত হন। মহাপাপী অজামিল ইহার উদাহরণস্থল হইলেও সাধারণতঃ দেখা যায় যে সাত্ত্বিকতা প্রকৃতিগত না হওয়া পর্য্যন্ত মৃত্যুকালে সত্ত্বগুণ প্রবল হয় না। আর যাহারা রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদিগকে পুনরায় কর্ম্মপ্রবণ মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তমোগুণ নীচভাবাপন্ন, সুতরাং তমোগুণের বৃদ্ধিকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহত্যাগ হইলে পশ্বাদি নিকৃষ্টযোনিতে জন্ম হইয়া থাকে (গীতা ১৪।১৪-১৫)।

মায়ামুগ্ধ জীব অজ্ঞানতার বশে মনে করে—শ্রীভগবানই বুঝি পাপীকে পাপ পথে চালিত করেন। যথা অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ"—কাহা কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া জীব পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়? তদুত্তরে শ্রীভগবান বলিলেন—"কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণ সমুদ্ভবঃ"—রজোগুণ হইতে উৎপন্ন অত্যুগ্র কাম ও উহারই পরিণতি ক্রোধ বিষয়ভোগে আসক্তি জন্মাইয়া জীবকে যেন বলপূর্ব্বক পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত করে। মোক্ষমার্গে ইহারা পরম শত্রু (গীতা ৩।৩৬-৩৭)। প্রকৃতপক্ষে ত্রিগুণের অধীন হওয়াই জীবের জীবত্ব। সত্ত্বাদি ত্রিগুণের বশে জীব সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গুণাতীত ও সর্ব্ববিকার বর্জ্জিত শ্রীভগবানকে জানিতে পারে না (গীতা ৭।১৩)। জন্ম, মৃত্যু, জরাদি জনিত যে দুঃখ, ত্রিগুণই তাহার কারণ। দেহোৎপত্তির ও সংসারিত্বের কারণ স্বরূপ সত্ত্বাদি ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে না পারিলে নিত্য পরমানন্দ স্বরূপ ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয় না (গীতা ১৪।২০)। সুতরাং প্রথমে রজোগুণকে নিয়ন্ত্রিত ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণকে প্রবল করা এবং পরিণামে বন্ধনস্বরূপ এই সত্ত্বগুণকেও অতিক্রম করিয়া ত্রিগুণাতীত হওয়াই বা ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই সকল সাধনার মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ সত্ত্বগুণ যখন সাতিশয় প্রবল হয়, তখনও রজঃ ও তমোগুণ নষ্ট হয় না, তাহারা তখন অভিভূত হইয়া থাকে মাত্র। যে কোন মুহূর্ত্তে তাহারা আবার প্রবল হইয়া সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারে। সুতরাং রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়াশক্তির নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের পতনের সম্ভাবনা থাকে। তখনকার সত্ত্বগুণ রজস্তমের সংস্পর্শে মলিন অবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে বলিয়া তাহাকে **মলিন সত্ত্ব** বলা হয়। আর নিত্যসত্ত্বস্থ অবস্থায় যখন রজঃ ও তমোগুণ দগ্ধবীজবৎ কার্য্যোৎপাদন শক্তি হারাইয়া দুঃখ-মোহাদি চিত্তবৃত্তি উৎপাদন করিতে পারে না, তখনকার রজস্তমোগুণের ক্রিয়া বর্জ্জিত সত্ত্বগুণকে **বিশুদ্ধ সত্ত্ব** বলা হয়। সমুদ্রে পতিত নদীর মোহানাকে যেমন নদী ও সমুদ্র উভয়ই বলা যায়, সেইরূপে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণাশ্রিত অবস্থাকে ত্রিগুণাতীত অবস্থা বা সিদ্ধাবস্থা বলা হইলেও, সত্ত্বাদি ত্রিগুণের অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মজয় সম্পূর্ণ হয় না। ত্রিগুণাতীত অবস্থায় সাত্ত্বিক সুখ ও সাত্ত্বিক জ্ঞান তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে। এই সাত্ত্বিক সুখ ও জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম নহে, ইহারা আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ত্রিগুণের মধ্যে থাকা পর্য্যন্ত সংসারে গতাগতি নিবারিত হয় না।

প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি ত্রিগুণের দ্বারাই যাবতীয় কার্য্য সাধিত হয়, কিন্তু অজ্ঞানী জীব অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া মনে করে—"আমি কর্ত্তা, আমিই সব করিতেছি" (গীতা ৩।২৭)। জীব স্বরূপতঃ গুণাতীত ও নিত্যমুক্ত আত্মা, সুতরাং অকর্ত্তা ও অভোক্তা। এইরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া এবং গুণাতীত শ্রীভগবানকে অবগত হইয়া যিনি সর্ব্বক্ষণ অচঞ্চলচিত্তে থাকিতে পারেন, তিনি শ্রীভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন (গীতা ১৪।১৯)। দেহ থাকিলে সাত্ত্বিক প্রকাশ, রাজসিক প্রবৃত্তি ও তামসিক মোহরূপে ত্রিগুণের কার্য্য চলিবেই। ত্রিগুণই আপন আপন কার্য্য করিতেছে, ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—এইরূপ জানিয়া যিনি ত্রিগুণের কার্য্যে দ্বেষ করেন না এবং তন্নিবৃত্তিও আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি সর্ব্ববিধ উদ্যম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন দ্রষ্টা বা সাক্ষিরূপে ত্রিগুণের ক্রীড়ারহস্য দর্শন করেন এবং ত্রিগুণজাত সুখদুঃখাদিতে অবিচলিত থাকেন, তাদৃশ নিত্যতৃপ্ত আত্মজ্ঞানী মহাত্মাই ত্রিগুণের বন্ধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিগুণাতীত বা জীবন্মুক্ত পুরুষ নামে অভিহিত হন (গীতা ১৪।২১-২৩)।

ত্রিগুণাতীত পুরুষ উদাসীনের ন্যায় সংসারে বিচরণ করেন। কোনরূপ সঙ্কল্প বা ফলকামনা করিয়া তিনি কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। তাদৃশ মহাত্মার 'আমি-আমার'-অভিমান থাকে না, স্বীয় ভরণপোষণাদির চিন্তাও তাঁহার থাকে না। সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানে নির্ভরশীল হইয়া তিনি সবই করেন, অথচ কিছুই যেন করেন না। ত্রিগুণের দ্বারাই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, আমি নিষ্ক্রিয় আত্মা, সুতরাং আমি কিছুই করি না—এইরূপ জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা হেতু তাঁহার কোনও বিষয়ে রাগ বা আসক্তি এবং দ্বেষ বা বিরক্তি থাকে না। সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র, লোষ্ট্র-কাঞ্চন প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার নিকটে সমান বলিয়া বোধ হয় (গীতা ১৪।২৪-২৫)। শ্রীগীতার মতে, বিশুদ্ধ ভক্তিযোগই গুণাতীত বা মায়ামুক্ত হইবার প্রধান উপায়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—অনন্যাভক্তি যোগে যিনি আমার সেবা করেন, তিনি সত্ত্বাদি ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভে বা মোক্ষলাভে সমর্থ হন (গীতা ১৪।২৬)। ইহাকেই ব্রাহ্মীস্থিতি বা ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি বলা হইয়াছে (গীতা ২।৭২)। এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না।

২। প্রকৃতির পরিণাম—

সাংখ্য দর্শনের মতে, ত্রিগুণাত্মিকা এই প্রকৃতি প্রসবধর্ম্মী, প্রসব বা উৎপাদন করাই ইহার ধর্ম্ম বা স্বভাব। পরিণামশীলা এই প্রকৃতির পরিণামেই পরিদৃশ্যমান এই জগতের উৎপত্তি। প্রলয়কালে প্রকৃতির সত্ত্বাদি ত্রিগুণ সাম্যবস্থায় থাকে। সৃষ্টির প্রাক্কালে পুরুষের সান্নিধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির গুণ-ক্ষোভ হইলে অর্থাৎ তাহার সাম্যবস্থা নষ্ট হইলে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এইরূপে প্রকৃতির যে প্রথম পরিণাম বা রূপান্তর, তাহার নাম মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব। সত্ত্ব ও রজোগুণে পরিবর্দ্ধিত এই মহত্তত্ত্বই বুদ্ধি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই বুদ্ধিতেই চৈতন্যময় শুদ্ধ আত্মা পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হন। সত্ত্ব-প্রধান এই মহত্তত্ত্বকে বা সমষ্টি বুদ্ধিকে বেদে হিরণ্যগর্ভ ও পুরাণে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বলা হয়। ইনিই পরম পুরুষের বহু হইবার সঙ্কল্পকে বহুরূপে প্রকাশ করেন।

প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি যে মহত্তত্ত্ব, তাহা বিকার প্রাপ্ত হইলে অহঙ্কার তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। অন্য হইতে পৃথক হইয়া থাকিবার জন্য যে অভিমান তাহার নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কার বা আমিত্বই ভেদবুদ্ধি জন্মায়। ইহারই বশে জীব মোহাচ্ছন্ন হইয়া ব্যক্তিগতভাবে "আমি আমি" করিয়া থাকে। "আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী" ইত্যাকার অভিমান করাই ইহার কার্য্য। প্রকৃতপক্ষে অহং জ্ঞানরূপী জীব চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষের বা শুদ্ধ আত্মার বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ছায়া মাত্র। অভিমানাত্মক এই অহঙ্কারের বশে চিৎ-ছায়া জীব নানা আকারে আকারিত হইয়া তাহার স্থূল দেহটাকে 'অহং' বা 'আমি' বলিয়া মনে করে এবং স্বরূপতঃ এক হইয়াও প্রত্যেক 'অহং' আপনাকে অন্য হইতে পৃথকভাবে দেখে। এইরূপে জীব অহং-গণ্ডীর ভিতরে থাকিয়া এবং নিজ নিজ দেহে 'অহং' অভিমান করিয়া আপনাকে অন্য হইতে পৃথক মনে করিতেছে। এক অখণ্ড আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। অখণ্ড আত্মাকে খণ্ডমত দেখাই জীবের জীবত্ব। এইরূপে অহং অভিমানী জীব নিজ স্বরূপ ভুলিয়া বার বার সংসার জ্বালা ভোগ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এক অখণ্ড আত্মাই বহু দেহের ভিতর দিয়া বহু-আমি রূপে প্রকাশিত

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছেন। অজ্ঞানপ্রসূত এই বহু-আমিকে বিলয় করিতে পারিলে অখণ্ড আত্মার বা শ্রীভগবানের সন্ধান পাওয়া যায়।

পরমহংসদেব বলিতেন--মানুষের ভিতর দুইরকম 'আমি' আছে—একটা পাকা- আমি, আর একটা কাঁচা-আমি। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে—এগুলো কাঁচা আমি। আর পাকা-আমি হচ্চে—আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান বা আমি সেই নিত্যমুক্ত জ্ঞানস্বরূপ। শরীর থাকতে 'আমিত্ব' একেবারে যায় না, একটু না একটু থাকেই—যেমন নারিকেল গাছের বাল্‌তো খসে যায় কিন্তু দাগ থাকে। 'আমি' যখন যাইয়াও যায় না, তবে দাস-আমি হ'য়েই থাক।'

"আমি এই দেহ"—দেহাদিতে এইরূপ যে অহংবুদ্ধি তাহাই অহং-মমতার মূল কারণ। যে "আমি-আমি" করিয়া দেহাভিমানী জীব দুঃখময় এই সংসারে আবদ্ধ থাকে, তাহাই মহত্তত্ত্বের পরিণাম জীবভাবীয় অহঙ্কার অর্থাৎ বাসনাময় কাঁচা-আমি। ইহা প্রকৃতিজাত গুণমাত্র, অজ্ঞান হইতেই ইহার উৎপত্তি। ইহাই চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে বা প্রকৃত 'আমি'কে আবৃত করিয়া রাখে। প্রকৃতপক্ষে নিত্যমুক্ত চেতন আত্মাই দেহাভিমান বশতঃ জড়দেহের সহিত জড়িত হইয়া বদ্ধ জীবাত্মা নামে অভিহিত হন এবং নিজে কর্ত্তা সাজিয়া ও ভোক্তা হইয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। আমিত্বের প্রসারে খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র 'আমির' বিলোপ হইলে শুদ্ধ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তখন আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন বুঝিতে পারা যায়—"মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা"—আমার আত্মাই সর্ব্বভূতের আত্মা; অর্থাৎ সকলেই এক অখণ্ড আত্মার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরে অহংবোধ বা মিথ্যা অহঙ্কার দৃঢ় হইতে থাকিলে ভোগবিষয়ে উন্মুখতা জন্মে, তখন ভোগকরণ ইন্দ্রিয়াদি এবং ভোগ্য বিষয়সকল উৎপন্ন হয়। শ্রীমদ্ভাগবত (২। ৫। ২৩-৩১) হইতে জানা যায়—সত্ত্বাদি ত্রিগুণ ভেদে অহঙ্কারতত্ত্ব ত্রিবিধ। **সাত্ত্বিক অহঙ্কার** বিকৃত হইলে তাহা হইতে মন এবং মনপ্রমুখ একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল উৎপন্ন হয়। আর **বিকৃত রাজস অহঙ্কার** হইতে বাক-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-জিহ্বা-ত্বক, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় এবং বিকৃত **তামস অহঙ্কার** হইতে গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দ, এই পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। অতঃপর পঞ্চ তন্মাত্র হইতে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চসূক্ষ্মভূত নামে অভিহিত হয়।

পঞ্চস্থূলভূতের যাহা সার বা সূক্ষ্মাবস্থা তাহার নাম **তন্মাত্র** অর্থাৎ কেবল তাহাই। গন্ধই ক্ষিতির তন্মাত্র—এই গন্ধ-তন্মাত্রের অনুভূতিরূপ জ্ঞান দ্বারা ক্ষিতিতত্ত্বের উপলব্ধি হইয়া থাকে। ক্ষিতির বা পৃথিবীর সূক্ষ্মাবস্থা যেমন গন্ধ-তন্মাত্র, সেইরূপ অপ্ বা জলের রস-তন্মাত্র, তেজ বা অগ্নির রূপ-তন্মাত্র, মরুৎ বা বায়ুর স্পর্শ-তন্মাত্র এবং ব্যোম বা আকাশের শব্দ-তন্মাত্র। প্রথমে গন্ধাদি পঞ্চতন্মাত্রের বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তি, অতঃপর পঞ্চসূক্ষ্মভূত হইতে পঞ্চীকরণ বা মিশ্রণ দ্বারা পঞ্চস্থূলভূতের উৎপত্তি। বেদান্তে তন্মাত্রগুলিকে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত বলা হয়।

পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া—প্রথমে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্মভূতের প্রত্যেকটী সমান দুই অংশে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক অর্দ্ধাংশ আবার সমান চারি-অংশে অর্থাৎ প্রত্যেকটী অষ্টমাংশে বিভক্ত হয়। এইরূপে বিভক্ত প্রত্যেক অর্দ্ধাংশের বা আট আনা (৷৷০) পরিমাণ অংশের সহিত অপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারিটীর অষ্টমাংশ বা দুই আনা (৵০) পরিমাণ অংশ সংযুক্ত হইলে পঞ্চীকৃত স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে—যথা, অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম আকাশ (বা শব্দতন্মাত্র) ৷৹, সূক্ষ্ম পৃথিবী (বা গন্ধতন্মাত্র) ৵০, সূক্ষ্ম জল (বা রস তন্মাত্র) ৵০, সূক্ষ্ম তেজ (বা রূপ তন্মাত্র) ৵০, সূক্ষ্ম বায়ু (বা স্পর্শ তন্মাত্র) ৵০—এই পাঁচটী একত্র সংযুক্ত হইলে মোট এই ষোল আনায় পঞ্চীকৃত স্থূল আকাশের (ব্যোম) উৎপত্তি হয়। এইরূপে পঞ্চীকৃত স্থূল বায়ুর (মরুৎ), স্থূল তেজের, স্থূল জলের (অপ্) ও স্থূল পৃথিবীর (ক্ষিতি) উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে উৎপন্ন পঞ্চস্থূলভূতের পরিণামে ভৌতিক জগতের ও স্থূল দেহাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শব্দই আকাশের স্বাভাবিক বা বিশেষ গুণ, স্পর্শই বায়ুর বিশেষ গুণ, রূপই তেজের বিশেষ গুণ, রসই জলের বিশেষ গুণ এবং গন্ধই পৃথিবীর বিশেষ গুণ। ক্ষিত্যাদি পঞ্চস্থূলভূতের গন্ধাদি পঞ্চ তন্মাত্র এইরূপে বর্ণিত হইলেও বুধগণ বলেন—আকাশের একটীমাত্র গুণ, যথা শব্দ। আবার, আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হওয়ায় এবং আকাশের শব্দ-গুণ বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করায় বায়ুর দুইটী গুণ যথা শব্দ এবং স্পর্শ। সেইরূপ বায়ুসম্ভূত তেজের তিনটী গুণ যথা শব্দ-স্পর্শ এবং রূপ, তেজসম্ভূত জলের চারিটী গুণ যথা শব্দ-স্পর্শ-রূপ এবং রস, এবং জলসম্ভূত পৃথিবীর পাঁচটী গুণ যথা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস এবং গন্ধ। এইরূপে যাহার গুণ যত অধিক, তাহার ব্যাপকতা সেই পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে। পৃথিবীর গুণসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া তাহার ব্যাপকতা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প এবং আকাশের গুণসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বলিয়া তাহার ব্যাপকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। সমষ্টি প্রকৃতি বা ভুচর্বিংশতিতত্ত্ব—

যাহা অন্যতত্ত্বের কারণ তাহাকে **প্রকৃতি** এবং যাহা অন্যতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত তাহাকে **বিকৃতি** বলা হয়। সমুদয় জড়পদার্থের মূলকারণ স্বরূপ যে প্রকৃতি, যাহা হইতে পরম্পরাক্রমে চরাচর জগতের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই **মুল প্রকৃতি**। অন্য তত্ত্ব হইতে ইহা উদ্ভূত হয় নাই বলিয়া ইহাকে শুদ্ধ বা **নিছক প্রকৃতি** বলা হয়।

পূর্ব্ব বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মূল প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্বের, অহঙ্কার তত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূলভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং মহতত্ত্ব হইল মূল প্রকৃতির বিকৃতি কিন্তু অহঙ্কার তত্ত্বের প্রকৃতি। আবার অহঙ্কার তত্ত্ব হইল মহত্তত্ত্বের বিকৃতি কিন্তু পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি এবং পঞ্চতন্মাত্র হইল অহঙ্কার তত্ত্বের বিকৃতি কিন্তু পঞ্চ স্থূলভূতের প্রকৃতি। অতএব মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্র—ইহাদের প্রত্যেকটী অন্য তত্ত্বের কারণ বলিয়া **প্রকৃতি**, আবার নিজে অন্য তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া **বিকৃতি**। সুতরাং মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সাতটি একাধারে **প্রকৃতি ও বিকৃতি**.

প্রকৃতির ষোড়শ বিকার বলিতে পঞ্চ স্থূলভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—এই ষোলটীকে বুঝায়। ইহারা কাহারও প্রকৃতি নহে, কারণ এই ষোড়শ বিকার হইতে অন্য কোনও তত্ত্ব উদ্ভূত হয় নাই। ইহারা কিন্তু অন্য তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সুতরাং ইহারা শুধুই বিকৃতি। মূল প্রকৃতি যেমন নিছক্ প্রকৃতি, এই ষোড়শ বিকার তেমনি **নিছক্ বিকৃতি**।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি ও ষোড়শ বিকার—এই ২৩টী লইয়া ব্যক্ততত্ত্ব আর মূল প্রকৃতিই অব্যক্ততত্ত্ব। এই দুইয়ের মিলনে যে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব, তাহাকে সমষ্টি প্রকৃতি বলা হয়। সাংখ্যের মতে, এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বই জীব দেহের উপাদান। সাংখ্য দর্শন বলেন—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে জীব দেহ ত্রিবিধ। ৫ কর্ম্মেন্দ্রিয়, ৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ তন্মাত্র এবং বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন—এই ১৮-তত্ত্বে সূক্ষ্ম-শরীরের উৎপত্তি। আর পঞ্চ স্থূল ভূত হইতে স্থূল শরীরের এবং মূল প্রকৃতি হইতে কারণ শরীরের উৎপত্তি।

শ্রীগীতায় সাংখ্যোক্ত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখাদিকে স্থূল দেহের বিকার বা ধর্ম্ম বলা হইয়াছে (গীতা ১৩।৫-৬)। এই ২৪-তত্ত্বই শ্রীভগবানের অপরা প্রকৃতি। শ্রীগীতার অন্যত্র আবার বলা হইয়াছে যে অপরা প্রকৃতি অষ্টবিধ অর্থাৎ ইহা পঞ্চ স্থূল-ভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট ভাগে বিভক্ত (গীতা ৭।৪)। পূর্ব্বোক্ত ২৪-তত্ত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্য স্বীকার করা হয় যে শ্লোকোক্ত পঞ্চ স্থূলভূতের সহিত উহাদের কারণ স্বরূপ যে পঞ্চ-তন্মাত্র, তাহাদিগকেও এই শ্লোকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আবার ইন্দ্রিয়াধিপতি মনের সহিত দশ ইন্দ্রিয়কে এবং বুদ্ধি ও অহঙ্কারের সহিত উহাদের কারণ স্বরূপ যে মূল-প্রকৃতি, তাহাকেও এই শ্লোকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সাংখ্যোক্ত চেতন পুরুষ বা জীব-চৈতন্যই শ্রীভগবানের পরাপ্রকৃতি। এই পরাপ্রকৃতিই অচেতন জড় জগতে প্রবিষ্ট হইয়া ও তাহাতে চৈতন্য বিধান করিয়া তাহাকে ধারণ করিয়া আছে এবং রক্ষা করিতেছে (গীতা ৭।৫ ।) ২৪-তত্ত্বের অতীত এই অপরিণামী পুরুষ কাহারও প্রকৃতিও নহেন এবং বিকৃতিও নহেন। সুতরাং ইহাকে অপ্রকৃতি-অবিকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হয়। এই চেতন পুরুষকে লইয়া ২৪-তত্ত্ব বা সমষ্টি প্রকৃতিই ২৫-তত্ত্ব বা জীব হয়েন। এইরূপে জীবের মধ্যে দুইটী পৃথক ভাব বিদ্যমান থাকে—একটী অহং-জ্ঞানরূপী অবিনাশী জীব ভাব, আর অপরটী দেহ-রূপী বিনাশশীল জড় ভাব। এই দুইটীকে শ্রীগীতায় যথাক্রমে শ্রীভগবানের পরা প্রকৃতি ও অপরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। অপরা প্রকৃতির সহিত সহিত জড়িত হইয়াই পরা প্রকৃতি বা চেতন পুরুষ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হন। সাংখ্যদর্শন বলেন—যে জ্ঞান দ্বারা এই ২৫-তত্ত্ব সম্যকরূপে জানা যায় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, আর এই জ্ঞানেই মুক্তি সুনিশ্চিত। ২৫-তত্ত্বের গণনা বা সংখ্যা করা হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সংখ্যাসূচক দর্শন বা সাংখ্যদর্শন বলা হয়।

জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক ভাবে ধরিয়া মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব (৩০৬ অধ্যায়) বলেন—পণ্ডিতেরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ ভূত, শব্দাদি পঞ্চ বিষয় এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি ও জীবাত্মা, এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকে সৃষ্ট পদার্থ এবং এই সমুদয় হইতে পৃথক ষড়বিংশ পদার্থকেই পরমাত্মা বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। আবার ৩০৮ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—সাংখ্য মতাবলম্বীরা ষড়বিংশকে পরম তত্ত্ব না বলিয়া পঞ্চবিংশকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই কারণে বেদশাস্ত্রে সাংখ্যের সম্যক সমাদর নাই। (কালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদ)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

ইন্দ্রিয়াদি বস্তু বিচার

যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহার নাম করণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়েরই অপর একটী নাম করণ। সাংখ্য-কারিকার মতে, যদ্বারা বিষয়ের আহরণ, ধারণ ও প্রকাশ হয় তাহাদিগকে করণ বলে। সাংখ্যোক্ত ত্রয়োদশ করণের মধ্যে মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন—এই তিনটী অন্তঃকরণ এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই দশটী বাহ্য করণ। এই ত্রয়োদশ করণের সহিত পঞ্চ তন্মাত্র যুক্ত হইলে অষ্টাদশ অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কোন কোন মতে, চিত্তকে অন্তঃকরণের মধ্যে এবং পঞ্চ প্রাণকে বাহ্য করণের মধ্যে গণনা করা হয়।

বাহ্যকরণ প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণের দ্বার স্বরূপ। রূপরসাদি পঞ্চ বিষয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করে এবং অন্তরের ভাব বা অনুভূতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহিরে প্রকাশ পায়। এইরূপে বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের আদান প্রদান চলিতেছে।

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় বলিতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পঞ্চ বিষয়কেই বুঝায়। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে মনের নিকটে আনিয়া দেয়, মন আবার তাহাকে বুদ্ধির নিকটে লইয়া যায়। বুদ্ধি তখন বিচার দ্বারা ভাল মন্দ নিশ্চয় করে বলিয়া উহাকে নিশ্চয়াত্মিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃত্তি বলা হয়। বুদ্ধি স্বভাবতঃ স্থির, কিন্তু চঞ্চল মনের সান্নিধ্যে উহাকে চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয় গ্রহণ কালে মনটী ইন্দ্রিয়ে যুক্ত থাকা আবশ্যক। মনের সাহায্য ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ই আপন আপন বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। মন হয়ত কোন বিষয় প্রগাঢ়ভাবে চিন্তা করিতেছে, সেই সময়ে যদি কেহ চক্ষুর সম্মুখ দিয়াও চলিয়া যায়, তথাপি চক্ষু তাহাকে দেখিতে পায় না। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত মনটী যুক্ত ছিল না বলিয়াই এইরূপ হইয়া থাকে। মন যদি কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আনীত বিষয়টী গ্রহণ না করে, তাহা হইলে সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ বৃথা হইয়া যায়। এইভাবে ইন্দ্রিয়গণ মনের দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া মনকে **ইন্দ্রিয়াধিপতি** বলা হয়। সঙ্কল্প বা বিষয় গ্রহণ এবং বিকল্প বা বিষয় ত্যাগ—ইহাই মনের স্বভাব। চঞ্চল মন অধিকক্ষণ এক ভাবে থাকিতে পারে না, সদাই ইহা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিয়া বেড়ায়। চিৎ-ধাতু নিবন্ধন চিত্ত সম্বিৎ বা জ্ঞান বিশিষ্ট হইলেও, চিত্ত ও মন সাধারণতঃ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চিত্তের ধর্ম্ম হইল অনুসন্ধান করা। মন ব্যতীত চিত্তের কার্য্য চলিতে পারে না বলিয়া, নিজ কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত এই চঞ্চল মনকে ছাড়িয়া দেয় না—শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখে। সঙ্কল্প বিকল্প দ্বারা সকল বিষয়ে সংশয় বা সন্দেহ করাই যেমন মনের ধর্ম্ম, সকল বিষয়কেই নিশ্চয় বা নিঃসন্দেহ করিয়া দেওয়া তেমনি বুদ্ধির ধর্ম্ম। আর অহঙ্কার আমিত্ব-জ্ঞান জন্মাইয়া সকল বিষয়েরই অভিমান করিয়া থাকে। এইরূপে বৃত্তির তারতম্যানুসারে অন্তঃকরণ চারি প্রকার হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা বৃত্তির নাম মন, তাহার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধি, তাহার অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তির নাম চিত্ত এবং তাহার অভিমানাত্মিকা বৃত্তির নাম অহঙ্কার।

চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয় গোলকগুলি প্রকৃত ইন্দ্রিয় নহে। প্রকৃত ইন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্মাবস্থায় মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ু-কেন্দ্রে শক্তিবিশেষ রূপে অবস্থিত থাকে। এই সূক্ষ্ম শক্তির সাহায্যেই দর্শনাদি কার্য্য সম্ভবপর হয়। চক্ষুর্গোলকাদি স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃতপক্ষে এক একটী গ্রাহক বা বাহক যন্ত্র মাত্র। স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহারা গৃহীত বিষয়গুলি মস্তিষ্কস্থ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের নিকটে আনিয়া দেয়। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি তখন আনীত বিষয়টীকে মনের নিকটে, মন আবার তাহাকে বুদ্ধির নিকটে লইয়া যায়। এই সকলের পশ্চাতে উদাসীন দ্রষ্টা বা সাক্ষিরূপে যে চৈতন্যময় পুরুষ বা আত্মা আছেন, তিনি তখন সেই বিষয়টীকে গ্রহণ করিয়া তাহা যে ভাবে আসিয়াছিল, সেই ভাবেই তাহাকে পাঠাইয়া দেন। ইহাদের মধ্যে একমাত্র পুরুষই চেতন, আর সকল গুলিই অচেতন বা জড়। চেতন পুরুষের সহিত অধ্যাসরূপ সংযোগ থাকায় অচেতন মন বা বুদ্ধি চেতনবৎ হইয়া সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে। বুদ্ধির সম্মুখে আবার চিৎ-দর্পণ বিদ্যমান থাকা হেতু বুদ্ধির সেই অনুভূতি চিৎ বা চেতন পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া চেতন পুরুষকে বা নির্ব্বিকার আত্মাকে যেন অনুভব করায়। এইরূপে মন বা বুদ্ধির সুখ দুঃখাদি ধর্ম্ম উদাসীন পুরুষে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাই হইল উদাসীন আত্মার সুখ দুঃখানুভব রূপ ভোগ। বস্তুতঃ এই ভোগ বুদ্ধিতেই থাকে। স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে রঙ্গিন কিছু রাখিলে স্ফটিকটী যেমন রঞ্জিত দেখায়, চেতন পুরুষের বা জীবাত্মার সুখ-দুঃখাদি ভোগও সেই প্রকারে হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেরকরূপে চক্ষুরাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। তাঁহাদের শক্তিতেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাঁহাদের শক্তিতেই চক্ষু দেখিতে পায় বা কর্ণ শুনিতে পায়। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২২।৩০) বলেন—বিবিধ বিকার সম্পন্ন হইলেও সৃষ্টি প্রধানতঃ ত্রিবিধ—অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও অধিভূত। এই তিন ভাবেই ইন্দ্রিয়াদি বস্তুসমূহের বিচার করা হয়। মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব, ৩১৪ অধ্যায়) হইতে জানা যায়—ভূতসমূহে অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপে অবস্থিত সূর্য্যাদি চতুর্দ্দশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে **অধিদৈব**, আত্মা বা দেহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত চক্ষুরাদি চতুর্দ্দশ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়কে **অধ্যাত্ম** এবং ভূত মাত্রকে অধিকার করিয়া অবস্থিত রূপাদি চতুর্দ্দশ নশ্বর বিষয়কে **অধিভূত** বলা হয়। শ্রীগীতায়—"স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে"—স্বভাবকেই অর্থাৎ স্বকীয় ভাব বা স্বরূপকেই অধ্যাত্ম বলা হইয়াছে। স্ব স্বরূপে অবস্থান করিয়া আত্মা যখন জীবভাব প্রাপ্ত হন, তখন তিনি অধ্যাত্ম। এইমতে অধ্যাত্ম বলিতে জীব চৈতন্য বা অবিনাশী জীবভাব এবং অধিভূত বলিতে দেহাদি পদার্থ বা বিনাশশীল জড়ভাব বুঝায় (গীতা ৮।১-৪)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তালিকা।

পরিচয়	ইন্দ্রিয়	ভোগ্য বিষয়	অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়	চক্ষু	রূপ	সূর্য্য
	কর্ণ	শব্দ	দিক্
	নাসিকা	গন্ধ	অশ্বিনীকুমার-দ্বয়
	জিহ্বা	রস	বরুণ
	ত্বক	স্পর্শ	বায়ু (পবন)
পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়	বাক্	বচন	অগ্নি
	পাণি	আদান প্রদান	ইন্দ্র
	পাদ্	গমন	বামন (উপেন্দ্র)
	পায়ু বা মলদ্বার	মলত্যাগ	যম (ধর্ম্ম)
	উপস্থবাজননেন্দ্রিয়	রতিভোগ	প্রজাপতি
চারি অন্তরেন্দ্রিয়	মন	সঙ্কল্প-বিকল্প	চন্দ্র
	বুদ্ধি	নিশ্চয় বা অধ্যবসায়	ব্রহ্মা (মতান্তরে বৃহস্পতি)
	চিত্ত	চিন্তন বা অনুসন্ধান	বিষ্ণু (অচ্যুত)
	অহঙ্কার	অহংপণা বা অভিমান	রুদ্র

চৈতন্য যখন বিশেষ বিশেষ ভাবযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হন, তখন তিনি দেবতা পদ বাচ্য। দেবতাগণ ব্রহ্মচৈতন্যেরই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিমাত্র। সূর্য্যাদি যে যে দেবতাগণের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সেই দেবতারূপে যিনি **অধিদৈব পুরুষ,** চক্ষুরাদি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়রূপে তিনি **অধ্যাত্ম পুরুষ**। তিনিই আবার রূপ রসাদি বিষয়রূপে বা নশ্বর দেহাদি রূপে পরিণত **অধিভূত পুরুষ**। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানই এই তিন ভাবে বিরাজ করেন। তাঁহারই ইচ্ছায় এই তিনের দ্বারা সমুদয় কার্য্য চলিতেছে। তিনিই আবার **অধিযজ্ঞ পুরুষ** রূপে যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তা ও ফলদাতা। তিনিই অন্তর্যামিরূপে এই স্থূল দেহে বিরাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে সকলই শ্রীভগবান, সকলেরই কর্ত্তৃত্ব তাঁহারই মহান কর্ত্তৃত্বে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যাঁহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত জানেন, তাদৃশ সমাহিত চিত্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুকালেও আমাকে বিস্মৃত হন না (গীতা ৭।৩০)। শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া তাঁহারা ভগবদ্ভাব প্রাপ্ত হন (গীতা ৮।৫)। এইরূপে শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইলে, জীবিতকালে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভাবে ভাবিত হইয়া থাকা যায় এবং মৃত্যুকালে তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করা যায়। তখন আর সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

দ্রষ্টব্য—শাস্ত্রে ত্রিবিধ তাপের উল্লেখ আছে—(১) অধিদৈব বা দৈবপ্রেরণা হইতে বজ্রাঘাতাদিরূপে যে দুঃখ আসে তাহাই **আধিদৈবিক** (২) অধ্যাত্ম হইতে অর্থাৎ দেহ-মন অবলম্বন করিয়া রোগ শোকাদি যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহাই **আধ্যাত্মিক** এবং (৩) অধিভূত বা হিংস্র ভূত গ্রাম হইতে যে দুঃখ আইসে তাহাই **আধিভৌতিক**।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

পঞ্চম অধ্যায়

দেহতত্ত্ব

উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ ভেদে জীব দেহ চারিপ্রকার। উদ্ভিদ্ হইতে জাত বৃক্ষলতাদি **উদ্ভিজ্জ**, স্বেদ হইতে জাত মশকাদি **স্বেদজ**, অণ্ড হইতে জাত পক্ষী সর্পাদি **অণ্ডজ**, আর যাহারা জরায়ু বা গর্ভাশয় হইতে প্রসূত হয় তাহারা **জরায়ুজ**, যথা মনুষ্য পশ্বাদি জীবগণ।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে,—সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন যে দেহ বা শরীর তাহা স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে ত্রিবিধ। পিতামাতা হইতে জাত এবং ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত দ্বারা নির্ম্মিত যে শরীর তাহাই **স্থূলশরীর**। স্থূল শরীরের কতকগুলি পদার্থ (অস্থি, স্নায়ু ও মজ্জা প্রভৃতি পিতৃ-অংশে, কতকগুলি (ত্বক, মাংস ও শোণিত প্রভৃতি) মাতৃ-অংশে এবং কতকগুলি নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সাংখ্য মতে, দশ বাহ্যেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই ১৮টী সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা **সূক্ষ্মশরীর** গঠিত হয়। বেদান্তের মতে, দশ বাহ্যেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ এবং মন ও বুদ্ধি, এই ১৭টী দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর গঠিত। শ্রীগীতায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত মনকে সূক্ষ্মশরীর রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (গীতা ১৫।৮।৯), কিন্তু শ্লোকোক্ত স্পর্শনঞ্চ ঘ্রাণমেব চ এবং মনশ্চ—এই তিন পদ চ-কার যুক্ত থাকায় বুঝা যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে উহাদের সহিত অবশিষ্ট অবয়বগুলিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই বিষয় গ্রহণ ও বিষয় ভোগ হয় বলিয়া শ্রীগীতায় এই ছয়টাই বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইন্দ্রিয় বলিতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ই বুঝাইবে—চক্ষু কর্ণাদি স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি প্রকৃত পক্ষে স্থূল দেহেরই অন্তর্গত।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—-জীব আমারই সনাতন অংশ। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানই চৈতন্যময় জীবাত্মারূপে স্থূল দেহে অবস্থিত আছেন। মায়াশ্রিত খণ্ড চৈতন্যই জীবাত্মা। ইনিই প্রকৃতি হইতে মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়যুক্ত সূক্ষ্ম শরীরকে গ্রহণ করিয়া জীব নামে অভিহিত হন এবং এই সূক্ষ্ম শরীরকেই আশ্রয় করিয়া মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সংসারে রূপ রসাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করেন। এই সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়াই দেহাতীত জীবাত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করেন এবং পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার বা প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। দেহান্তর গ্রহণের জন্য কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীরই বিনষ্ট হয়। বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে সূক্ষ্ম গন্ধাংশ লইয়া যায়, সেইরূপ জীবাত্মা মৃত্যুকালে সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রয়াণ করেন। আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ কলে জীবাত্মা মাতৃগর্ভে পূর্ব্বকর্ম্মানুযায়ী নূতন এক স্থূল শরীর পরিগ্রহপূর্ব্বক সেই সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন (গীতা ১৫।৭-৯)। আধার ভেদে এক জলই কূপের জল, পুষ্করিণীর জল ইত্যাদিরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। সেইরূপ যতক্ষণ আত্মায় জীবভাবের অধ্যাস বা আমিত্বের উপাধি, ততক্ষণই আত্মা জীব-আখ্যা ধারণ করেন। এই অধ্যাস বা আমিত্বের উপাধি দূর করিতে পারিলে আত্মা স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। তখন বুঝিতে পারা যায় যে মন-ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত সূক্ষ্ম শরীরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় ভোগে রত থাকে। বিষয় ভোগ ব্যাপারে অবিকারী নিঃসঙ্গ আত্মা সম্পূর্ণ উদাসীন।

সাংখ্যদর্শন বলেন—প্রথমে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি, অতঃপর তাহার আবরণ বা বাহ্যমূর্ত্তি স্বরূপ স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা স্থূল শরীর দেখা যায় কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর দেখা যায় না। অজ্ঞানীর পক্ষে এই সূক্ষ্ম শরীর চক্ষুর অগোচর হইলেও জ্ঞানিগণ ইহাকে জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। সত্ত্বাদি ত্রিগুণের বশে জীবাত্মা দেহে অবস্থিত থাকিয়া যে ভাবে বিষয়সমূহ উপভোগ করেন এবং দেহান্তর গ্রহণ কালে যে ভাবে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হন—জ্ঞানিগণ তাহা জ্ঞাননেত্রে দেখিতে পান (গীতা ১৫।১০)। এই সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়াই যোগিগণ ইচ্ছামত এক স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থূল শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে স্থূল শরীরের সংযোগ ব্যতীত সূক্ষ্ম শরীর ভোগ জন্মাইতে পারে না। স্থূল শরীর বিনাশশীল, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর মহাপ্রলয় অথবা মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না।

সাংখ্যের মতে ভাবময় এই সূক্ষ্ম শরীর নিরালম্ব থাকে না—পঞ্চতন্মাত্রই ইহার অবলম্বন বা আশ্রয়। সর্ব্বত্রই ইহার গতি, যথাতথা ইহা বিচরণ করিতে সমর্থ। নিদ্রা বা স্বপ্নাবস্থায় এই সূক্ষ্ম শরীর স্থূল দেহকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিলেও উভয় শরীরের মধ্যে একটা সংযোগ বা বন্ধন সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান থাকে। সে কারণে জাগ্রৎ-অবস্থা ফিরিয়া আসা মাত্রই সূক্ষ্ম শরীরটী স্থূল শরীরের নিকটে ফিরিয়া আইসে। মৃত্যু কালে জীবাত্মা এই সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়াই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করেন—তখন এই যোগ সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু বলিতে স্থূল শরীরের সহিত সূক্ষ্ম শরীরের সম্বন্ধ নাশই বুঝায়। এই সম্বন্ধ নষ্ট হইলে পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীর পচিয়া ক্ষিত্যাদি পঞ্চ স্থূল ভূতে মিশিয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্ত দর্শনে দেহ বা শরীরকে **কোষ** বলা হয়। এই মতে, আত্মা পঞ্চকোষের দ্বারা আবৃত থাকেন। এই আবরণ মোচন করাই সকল সাধনার উদ্দেশ্য। একটি একটি করিয়া পঞ্চকোষের আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারিলে আত্মা স্বস্বরূপে প্রকাশিত হয়েন। আত্মার আবরণ বা আচ্ছাদন স্বরূপ এই কোষ পঞ্চবিধ—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। অন্নময় কোষটীকে ওতপ্রোতভাবে আবৃত করিয়া প্রাণময় কোষ অবস্থিত। আবার প্রাণময় কোষকে আবৃত করিয়া মনোময় কোষ, মনোময় কোষকে আবৃত করিয়া বিজ্ঞানময় কোষ এবং বিজ্ঞানময় কোষকে আবৃত করিয়া আনন্দময় কোষ অবস্থিত।

পঞ্চ স্থূল ভূত দ্বারা গঠিত এই রক্তমাংসময় **স্থূল শরীর** অন্নাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হয় বলিয়া বেদান্ত-দর্শনে ইহাকে **অন্নময় কোষ** বলা হয়। প্রাণবায়ু এই কোষে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেছে—এইরূপে প্রাণময় কোষ দ্বারা অন্নময় কোষটি ক্রিয়াশীল থাকে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত পঞ্চ প্রাণকে **প্রাণময় কোষ** বলা হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত (বেদান্ত-সার মতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত) মিলিত মনই **মনোময় কোষ**। আর **বিজ্ঞানময় কোষ** বলিতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত বুদ্ধিকেই বুঝায় এবং **আনন্দময় কোষ** বলিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অব্যক্তা প্রকৃতিকেই বুঝায়। প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়—বেদান্তদর্শনের এই তিন কোষের মিলনে সাংখ্যের **সূক্ষ্ম শরীর** এবং বেদান্তের আনন্দময় কোষই সাংখ্যের **কারণ শরীর**। আনন্দময় কোষ ও আত্মার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ব্যবধান থাকা হেতু এই আনন্দময় কোষে আত্মার স্বরূপ বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্ত মতে, উপরোক্ত কোষগুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়াছে। তন্মধ্যে অন্নময় কোষটিই সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল এবং আনন্দময় কোষটী সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। সাধারণ জীব অন্নময় কোষে অর্থাৎ স্থূল শরীরেই অবস্থান করে এবং স্থূল দেহে আত্মবুদ্ধি থাকায় স্থূল দেহের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া সংসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যোগ সাধনা দ্বারা সূক্ষ্ম অনুভূতি বা সূক্ষ্মভাবের ধারণাশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সাধক স্থূল শরীর হইতে আপনার পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর কোষের সহিত সম্বন্ধবদ্ধ হইয়া সেই সেই কোষেই অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন। উন্নত সাধক আনন্দময় কোষে অবস্থান করিয়া আপনাকে আনন্দস্বরূপে অনুভব করিয়া থাকেন।

দেহে আত্মবোধ না থাকিলে অন্নময় কোষটি ধ্বংস হইয়া যায়। অতঃপর প্রাণায়ামাদি দ্বারা প্রাণময় কোষটি, সঙ্কল্প বিকল্পাদি ত্যাগপূর্ব্বক মনোময় কোষটি এবং পরিশেষে বিজ্ঞানময় কোষটি অতিক্রম করিতে পারিলে নিত্যানন্দ স্বরূপ আনন্দময় কোষে অবস্থান করা যায়। আনন্দময় কোষে স্থিতিলাভ করিয়া সুবিমল আনন্দাতিশয্য অনুভব করাই সকল সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সর্ব্বশেষে এই আনন্দময় কোষটি ভেদ করিলে অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ ক্রমান্বয়ে লয় প্রাপ্ত হইলে, সাধক নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিয়া পঞ্চকোষের অতীত সেই কারণাতীত স্বরূপে বিলীন হইয়া যান। প্রকৃতপক্ষে, আনন্দময় কোষে অবস্থান করিয়া তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা যে নির্ব্বাণ তাহা অনায়াসে লাভ করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত সাধক তাহা ইচ্ছা করেন না। সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"নির্ব্বাণে কি আছে ফল? জলেতে মিশায় জল। চিনি হওয়া ভাল নয় মন! চিনি খেতে ভালবাসি।" তাই সাধু বৈষ্ণব-ভক্তগণ দাস-অভিমান রাখার আনন্দ ত্যাগ করিয়াও চিরশান্তিময় এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময় কোষটি ধ্বংস করিয়া সেবাশূন্যা নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে বাঞ্ছা করেন না—"দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ (ভাঃ ৩।২৯) তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছারূপ কাম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় কোষেই অবস্থান করেন এবং পার্থিব কাম গন্ধহীন প্রেম সেবা দ্বারা রসময় শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া কোটি মোক্ষানন্দ তুচ্ছকারী অনির্বচনীয় আনন্দবৈচিত্রী অনুভব করিয়া থাকেন। ভগবৎ-সেবা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা মোক্ষও বাঞ্ছা করেন না।

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ভেদে জীবের অবস্থা ত্রিবিধ। জাগ্রতাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই ক্রিয়াশীল থাকে। নিদ্রাকালে স্থূল শরীর বিশ্রাম লাভ করে, কিন্তু তখনও সূক্ষ্ম শরীরের বিশ্রাম নাই। আত্মা তখন এই সূক্ষ্ম শরীরকে আশ্রয় করিয়া দেহেন্দ্রিয়ের অতীত এক মনোময় রাজ্যে বিচরণ করেন এবং উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বসংস্কার মত স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নকালে সূক্ষ্মশরীর দ্বারাই বিষয় ভোগ হইয়া থাকে। সুষুপ্তি বলিতে স্বপ্নরহিত গভীর নিদ্রাবস্থা বুঝায়। তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই কার্য্য করে না। তখন সমস্তই যেন শ্রীভগবানের আনন্দময় ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়ে। এই সুষুপ্তি অবস্থা শান্তিপূর্ণ কারণ-দেহের। তদবস্থার অহংজ্ঞানরূপ জীবভাব অব্যক্ত কারণ শরীরে বিলীন হয় বলিয়া আমি-আমার-জ্ঞান বা সুখ দুঃখাদি বোধ কিছুই তখন থাকে না। এই সুষুপ্তি-অবস্থা মন-ইন্দ্রিয়াদির অতীত হইলেও বোধের অতীত নহে। বোধের অতীত হইলে, কেহই সুপ্তিভঙ্গে নিদ্রোত্থিত হইয়া এবং সুষুপ্তি কালে অনুভূত সুখ উপলব্ধি করিয়া "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম" —এইরূপ বলিতে বা ভাবিতে পারিত না। জাগ্রদাদি এই ত্রিবিধ অবস্থার অতীত অথচ তাহাদের আশ্রয় স্বরূপ এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা আছে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার নাম তুরীয় বা সমাধি। এই চতুর্থ অবস্থায় জগৎ-জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তখনও আত্ম সত্তাটি পূর্ণভাবে প্রবুদ্ধ থাকে।

প্রাণ—যে ক্রিয়াশক্তি এই স্থূল শরীরকে ধারণ করিয়া পোষণ করিতেছে তাহার নাম প্রাণ বা আধ্যাত্মিক বায়ু। ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদন হেতু এই প্রাণশক্তি পঞ্চবিধ—যথা, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। পাঁচ প্রকার এই মুখ্য বায়ু-শক্তি দ্বারা আমাদের এই দেহ যন্ত্র পরিচালিত ও পরিপুষ্ট হইতেছে। আমরা দেহের মধ্যে মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া অভ্যন্তরস্থ বায়ু বাহিরে ত্যাগ করিয়া থাকি। ভিতরে বায়ু গ্রহণ অধোগামী **অপান** বায়ুর কার্য্য এবং অভ্যন্তরস্থ বায়ুর বহির্গমন অর্থাৎ বাহিরে বায়ুত্যাগ উর্দ্ধগামী **প্রাণ** বায়ুর কার্য্য। দেহাভ্যন্তর হইতে বহিরাগত প্রাণবায়ুকে **নিঃশ্বাস** এবং বাহির হইতে দেহমধ্যে গৃহীত অপান বায়ুকে **প্রশ্বাস** বলা হয়। এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপ কার্য্য ২৪ ঘণ্টায় ২১৬০০ বার চলিতেছে। যোগশাস্ত্র বলেন—হং-কার ও স-কার পূর্ব্বক এই শ্বাস-প্রশ্বাস-কার্য্য অবিরত চলিতে থাকে। এইরূপে জীব সুস্থ শরীরে দিবারাত্র মধ্যে ২১৬০০ বার এই হংস মন্ত্র জপ করে। ইহারই নাম **অজপা জপ**। 'হং' বলিতে পরমপুরুষ শিবকে এবং 'স' বলিতে শক্তিকেই বুঝায়। এই হংস-মন্ত্রই বিপরীত ভাবে 'সোঽহং' হইয়া থাকে।

পঞ্চবিধ **মুখ্য বায়ুর** মধ্যে (১) **প্রাণ** বায়ুর স্থান হৃদয়ে—ইহার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসাদি যন্ত্র ও যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান পরিস্ফুট ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, (২) **অপান** বায়ুর স্থান গুহ্যদেশে (মলদ্বারে)—ইহার দ্বারা মলমূত্রাদি অপসারিত হইয়া থাকে, (৩) **সমান** বায়ুর স্থান নাভিমূলে—ইহা ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করিয়া রক্ত মাংসাদিতে পরিণত করে, (৪) **উদান** বায়ুর স্থান কণ্ঠদেশে—ইহার দ্বারা স্নায়ু-রক্ত-মাংসাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপুষ্ট হয় এবং (৫) ব্যান বায়ু সর্ব্ব শরীরে থাকিয়া আকুঞ্চন প্রসারণাদি দ্বারা রস-রক্তাদির সঞ্চালনাদি কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রাণাদি পঞ্চবিধ মুখ্যবায়ু ব্যতীত নাগাদি পঞ্চবিধ গৌণবায়ুর উল্লেখ আছে। পঞ্চ গৌণবায়ুর মধ্যে উদ্গার সময়ে নাগ, চক্ষুরুন্মীলন কার্য্যে কূর্ম্ম, ক্ষুত্‌ৎপাদন কার্য্যে অর্থাৎ হাঁচিবার সময়ে কৃকর, জৃম্ভন বা হাই তুলিবার সময় দেবদত্ত এবং সর্ব্ব শরীরে ধনঞ্জয় বায়ু প্রবাহিত হয়। মৃত্যু হইলেও এই ধনঞ্জয় বায়ু স্থূলদেহ ত্যাগ করে না। মৃতদেহের আকুঞ্চন-সঞ্চালনাদি কার্য্য এই ধনঞ্জয় বায়ুর দ্বারাই হইয়া থাকে।

ত্রিবিধ নাড়ী—আমাদের পৃষ্ঠদেশে যে মেরুদণ্ড (শিরদাঁড়া) আছে, তাহা কতকগুলি অস্থি বা হাড়ের মালা বিশেষ। চার (৪) সংখ্যাটীকে লম্বালম্বি ভাবে (৪) রাখিলে যেরূপ হয়, এই অস্থিগুলিও তদ্রূপ। ইহার বামদিকে স্ত্রীরূপা **ইড়া** বা চন্দ্রনাড়ী এবং দক্ষিণ দিকে পুংরূপা **পিঙ্গলা** বা সূর্য্যনাড়ী অবস্থিত। মেরুদণ্ডের অধোভাগে মূলাধার নামে যে পদ্ম বা চক্র আছে, তাহা হইতেই ইড়া নাড়ী মেরুদণ্ডের বাম পার্শ্ব দিয়া বাম নাসামূলে গিয়াছে এবং পিঙ্গলা নাড়ী মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণ নাসামূলে গিয়াছে। এই রূপে ইড়া নাড়ী দ্বারা বাম নাসিকাতে এবং পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে আর একটী নাড়ী আছে, তাহার নাম **সুষুম্না** বা জ্ঞান নাড়ী। সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী এই সুষুম্না নাড়ীও ইড়া ও পিঙ্গলার ন্যায় মূলাধার চক্র হইতে বহির্গত হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই সুষুম্নানাড়ীই প্রকৃতপক্ষে মোক্ষের দ্বার-স্বরূপ। সাধারণ জীবে ইহার নিম্নমুখ বদ্ধ থাকে—যোগ সাধনা দ্বারা বা ভক্তি প্রভাবে ইহাকে উন্মুক্ত করা হয়। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষটচক্র—যোগশাস্ত্র বলেন, আমাদের দেহমধ্যে প্রাণশক্তির কেন্দ্র স্বরূপ ছয় চক্র আছে—যথা (১) গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূলের মধ্যস্থলে **মূলাধার**, (২) লিঙ্গমূলে **স্বাধিষ্ঠান**, (৩) নাভিমূলে **মণিপুর**, (৪) হৃদয়ে **অনাহত**, (৫) কণ্ঠদেশে **বিশুদ্ধ** এবং (৬) ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে, নাসিকার মূলদেশে **আজ্ঞা**। একাদিক্রমে এই ষটচক্র ভেদ করিয়া মূলাধারে অবস্থিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে লইয়া যাওয়া হয়। এই **সহস্রার** বা সহস্রদলপদ্ম মস্তিষ্কে বা ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত। ইহাই নিত্যনিরঞ্জন পরব্রহ্মের অধিষ্ঠানভূমি।

যোগশাস্ত্রে মূলাধারকেই প্রথম পদ্ম বা চক্র বলা হয়। এই মূলাধার চক্র হইতেই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ী তিনটী নিঃসৃত হইয়াছে। সর্ব্বশক্তির আধার স্বরূপা ও সর্ব্বানন্দ প্রদায়িনী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এই মূলাধার চক্রে কুণ্ডলাকারে নিদ্রিতা থাকেন। প্রাণায়ামাদি যোগ-সাধন দ্বারা অথবা ভগবৎ-প্রেমের প্রভাবে এই নিদ্রিতা শিবশক্তিকে জাগরিতা করা হয় এবং সেই সঙ্গে সুষুম্না নাড়ীর নিম্নমুখ উন্মুক্ত করা হয়। কুলকুণ্ডলিনী শিবশক্তি তখন সুষুম্না নাড়ীর নিম্নমুখে প্রবেশ করেন এবং ঊর্দ্ধপথে একটীর পর একটী করিয়া ছয় চক্র অতিক্রম করতঃ সহস্রারস্থিত পরমপুরুষ শিবের সহিত মিলিতা হন। এইরূপে শিব ও শক্তির মহাসম্মিলন সংঘটিত হইলে সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া অনন্তশক্তির অধিকারী হয়েন। ইহারই নাম **ষট্‌চক্রভেদ**।

আমাদের কণ্ঠদেশই জড় ও চৈতন্যের সন্ধিস্থল, তাই শাক্তগণের বলিদান-কার্য্যে নিবেদ্য পশুর কণ্ঠদেশ ছেদন পূর্ব্বক চৈতন্যাংশকে জড়াংশ হইতে পৃথক করিয়া আরাধ্য শক্তির শ্রীচরণে নিবেদন করা হয়। কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধ চক্রের উপরিভাগই জ্ঞান বা চৈতন্যের বিশেষ অভিব্যক্তি স্থান। এই স্থানেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অবস্থিত, তন্নিম্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চভূতাত্মক জড় ক্ষেত্রে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় অবস্থিত। এই জড় ক্ষেত্রের এক একটী চক্রে ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব বিদ্যমান—যথা, (১) মূলাধারে ক্ষিতি বা পৃথ্বিতত্ত্ব (পৃথ্বীবীজ'লং'), (২) স্বাধিষ্ঠানে অপ্ বা জলতত্ত্ব (বরুণবীজ'বং'), (৩) মণিপুরে বহ্নি বা তেজ-তত্ত্ব (বহ্নিবীজ'রং'), (৪) অনাহতে মরুৎ বা বায়ুতত্ত্ব (বায়ুবীজ'যং') এবং (৫) বিশুদ্ধ চক্রে ব্যোম বা আকাশতত্ত্ব (ব্যোমবীজ'হং')। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন—শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে সাধকের প্রাণবায়ু মূলাধারে পৃথ্বি-তত্ত্বকে আশ্রয় করিলে স্তম্ভভাব, স্বাধিষ্ঠানে জলতত্ত্বকে আশ্রয় করিলে অশ্রুপাত, মণিপুরে তেজস্তত্ত্বকে আশ্রয় করিলে স্বেদ (ঘর্ম্ম) ও বর্ণবিকার এবং বিশুদ্ধ চক্রে ব্যোম বা আকাশতত্ত্বকে আশ্রয় করিলে প্রলয় বা মূর্চ্ছা প্রকাশ পায়। আর যখন প্রাণবায়ু অনাহত চক্রে আপন স্থান বায়ুকে আশ্রয় করে, তখন রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভঙ্গ প্রকাশ পায়। এইরূপে সত্ত্বগুণাক্রান্ত সাধুভক্তের দেহে স্তম্ভাদি অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত হয়।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

আত্মতত্ত্ব

'আমি' এই শব্দের সহিত সকলেই পরিচিত, "আমি" ও "আমার" লইয়া সকলেই বিব্রত, কিন্তু এই আমি-বস্তুটী স্বরূপতঃ কে? কোন্ বস্তুর অভাব হইলে আমার আমিত্ব থাকে না?—ইত্যাকার বিষয়ে সকলের সম্যক জ্ঞান থাকে না। উপনিষদ্ বলেন—"আত্মানং বিদ্ধি"—আপনাকে জান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ কর। আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কেনই বা আসিয়াছি? কোথায়ই বা যাইব?—ইত্যাকার প্রশ্নের আলোচনা ও বিচার করিতে করিতে ক্রমশঃ জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মায়ার কৌশলে আত্মজ্ঞান আবৃত থাকে বলিয়া রক্তমাংসময় এই জড়দেহটাতে অহংজ্ঞান বা আত্মবোধ জন্মে। এককে অন্যরূপে দেখানই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী এই মায়ার কার্য্য। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং (গীতা ৬।৫)—আত্মবিচার ও আত্মস্মরণ দ্বারা আপনাকে সংসার ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আত্মবিস্মরণেই সর্ব্বদুঃখের উৎপত্তি এবং আত্মস্মরণেই সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

সংসার-মোহে অন্ধ হইয়া এই যে আমরা নিরন্তর 'আমি—আমার' করিয়া থাকি, এই আমি-বস্তুটী স্বরূপতঃ কে? জীবের যথার্থ স্বরূপটা কি? ইহা অবশ্য রক্তমাংসময় এই জড় দেহপিণ্ডটা নহে, হস্তপদাদি কোন ইন্দ্রিয়ও ইহা নহে। কারণ, এই স্থূল দেহের হস্তপদাদি কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশ কাটিয়া বাদ দিলে, অথবা জরা-বার্দ্ধক্যাদি রূপে দেহের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে আমি-বস্তুটীর কোন পরিবর্ত্তন হয় না, পূর্ব্ববৎ ইহা এক ভাবেই থাকে। আবার জাগ্রৎ-অবস্থার স্থূলশরীর স্বপ্নকালে থাকে না এবং স্বপ্নাবস্থার সূক্ষ্ম শরীর সুষুপ্তিকালে থাকে না—কিন্তু আমি-বস্তুটী সর্ব্বাবস্থায় একই ভাবে থাকিয়া যায়। সুষুপ্তি-অবস্থায় যখন জগৎ-সংসার কিছুই থাকে না, যখন চিত্তস্থ ভাবের কোন প্রকার উপলব্ধি হয় না, তখনও আমি-বস্তুটী সমান ভাবেই থাকে। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিরও আমিত্ব-বোধটী নষ্ট হইতে দেখা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হয় যে আমাদের এই দেহ, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি কিছুই জীবের প্রকৃত 'আমি' হইতে পারে না। এই দেহ 'আমি' নহি, ইহা 'আমার'—তবে এই আমি-বস্তুটী স্বরূপতঃ কে? জীবের যথার্থ স্বরূপটা কি?

পরমহংসদেব বলিতেন—যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেই রকম কোন্‌টা 'আমি' বিচার ক'রে দেখ্‌তে গিয়ে শরীরটা নয়, মনটা নয়, বুদ্ধিটা নয়, ক'রে ছাড়াতে ছাড়াতে গিয়ে দেখা যায়—'আমি' ব'লে একটা আলাদা কিছুই নেই, সবই তিনি (ভগবান)। সাধক-অবস্থায় সব মনটা নেতি নেতি (ইহা নহে, ইহা নহে) ক'রে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। তাঁকে লাভ কর্‌লে তখন ঠিক ঠিক বোধ হয়—তিনিই সব হ'য়েছেন। যদি ভাল ক'রে বিচার ক'রে দেখ, আমি কে?—তবে কি পাবে? রক্ত-মাংস-হাড়-চুল-নখ এই সবই দেখবে, আর এ ছাড়া আছে প্রাণ। এই প্রাণই হচ্ছে আত্মা বা আমি! একমাত্র এই আত্মাই সচেতন, আর সব জড় ভিন্ন কিছুই নয়। তবেই দেখ, জড়-অংশ বাদ দিলে আমার আমিত্ব ঘোচে। আমিত্ব ঘুচলেই ভগবানকে পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—জীব আমারই সনাতন অংশ। শ্রীভগবানেরই সনাতন অংশ প্রকৃতি হইতে মন ইন্দ্রিয়াদি গ্রহণ করিয়া জীব নামে অভিহিত হন (গীতা ১৫।৭)। মায়াশ্রিত চৈতন্যই জীবাত্মা, চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবানই জড়দেহে জীবরূপে অবস্থিত আছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের যে অংশ জীবভূত, যাহা তাঁহার পরাপ্রকৃতি (গীতা ৭।৫), তাহাই প্রাণ (জীবনী শক্তি) বা চৈতন্যময় আত্মা। দেহের হস্তপদাদি অবয়বগুলি একে একে ত্যাগ করিয়াও শুধু প্রাণ বা চৈতন্যকে অবলম্বন করিয়াই জীব জীবিত থাকিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই জড় দেহের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। যতক্ষণ শ্রীভগবান প্রাণ বা চৈতন্য রূপে এই জড় দেহে আছেন, ততক্ষণই এই দেহের অস্তিত্ব, ততক্ষণই এই জড় দেহে বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য চলিতে থাকে। বিশ্বকবি গাহিয়াছেন—"ভরাগৃহে শূন্য আমি তোমা বিহনে।" একের পৃষ্ঠে শূন্য দিলে দশ (১০) হয়। যতক্ষণ এক আছে, ততক্ষণই শূন্যের দাম। এক না থাকিলে শূন্যের কোন দাম থাকে না। সেইরূপ যতক্ষণ শ্রীভগবান চৈতন্যরূপে জড় দেহে থাকেন, ততক্ষণ দেহের সমস্তই চেতনবৎ হইয়া নানা প্রকারের কর্ম্ম করে, ততক্ষণই আমরা জীবিত থাকি। চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবান এই দেহ ত্যাগ করিলে অর্থাৎ দেহে প্রাণ না থাকিলে, ঐ শূন্যের ন্যায় দেহের কোন মূল্যই থাকে না। তখন সেই দেহে দেখা,-শুনা,-বলা,-চলা,-চিন্তাকরা প্রভৃতি কোন ব্যাপারই সম্ভব হয় না। প্রাণহীন দেহ জড় পদার্থ মাত্র, উহা পচিয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। সুতরাং এই জড় দেহে প্রাণ বা চৈতন্যময় বস্তুটী না থাকিলে আমার আমিত্বই থাকে না। অতএব জীবের 'অহং' বা 'আমি' বলিতে দেহাতিরিক্ত এই প্রাণ বা চৈতন্যময় আত্মাকেই বুঝায়, রক্ত-মাংসাদিময় এই জড় দেহপিণ্ডটাকে নহে। জড় দেহে এই প্রাণের বা চৈতন্যময় সত্তাটীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাব অনুভব করিয়াই সদ্যোমৃতের আত্মীয় স্বজন মৃতের জন্য হা-হুতাশ ও আকুল ক্রন্দন করিয়া থাকেন। প্রাণহীন চৈতন্যশূন্য দেহ অস্পৃশ্য ও ভীতিপ্রদ শবমাত্র, কেহই তাহাকে যত্ন করিয়া ঘরে রাখিয়া দেয় না। অতএব বুঝা যায় যে জড় দেহের চিদংশই অর্থাৎ প্রাণ বা চৈতন্যময় আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ, এক কথায় চৈতন্য-সত্তাটীই জীবের সব। এই চৈতন্য-সত্তাটী বাদে আর যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই জড়। আর শ্রীভগবানই যখন প্রাণ বা চৈতন্যময় আত্মারূপে অসংখ্য জীবদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সংসারে এই খেলা খেলিতেছেন (গীতা ১০।২০), তখন স্বীকার করিতে হয় যে সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ শ্রীভগবানই জীবের প্রকৃত স্বরূপ, তাহার প্রকৃত 'আমি'। তাঁহার বিচ্ছেদে জীব শব ব্যতীত আর কিছুই নহে। পরমহংসদেব বলিতেন—আপনাকে জান্‌লেই ভগবানকে জানা যায়। প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞান জন্মিলে, বহুত্বের মধ্যে সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহারই জন্য যতকিছু সাধনা—নচেৎ সমস্তই বিফল হইয়া যায়।

শ্রীভগবানই জীবের প্রকৃত স্বরূপ হইলেও, স্বস্বরূপের বিস্মৃতি বশতঃ যতক্ষণ জীবভাব বা আমিত্বের উপাধি অর্থাৎ 'তুমি'-'আমি' ইত্যাকার বোধ থাকে, ততক্ষণই দ্বৈতভাবটী ফুটিয়া উঠে, ততক্ষণই উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে ভেদ দৃষ্ট হয়। সাধনার চরম অবস্থায় আমিত্বের বিলোপ হইলে অদ্বৈতভাব প্রকাশ পায়, তখন উপাস্য ও উপাসক এক হইয়া যান। কথিত আছে, পরমহংসদেব মায়ের পূজা করিতে বসিয়া নিজের মাথায় সচন্দন পুষ্পাদি অর্পণ করিতেন। তিনি বলিতেন—"অদ্বৈত-ভাব শেষ কথা রে, শেষ কথা। ঈশ্বরপ্রেমের শেষ অবস্থায় পৌঁছুলে সাধকের জীবনে ঐ ভাব আপনা আপনি এসে পড়ে। জান্‌বি সকল মতেরই উহা শেষ কথা, আর যত মত তত পথ।" দেহে বিন্দুমাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মবোধ বা অহংজ্ঞান থাকিতে কেহ কখনও এরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারে না।

মুণ্ডক্ উপনিষদে (৩।১।১) একই বৃক্ষে অবস্থিত ও নিত্য সখ্য-ভাবাপন্ন দুই পক্ষীর কথা আছে। উভয়ে স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে একজন ভোক্তা হইয়া বৃক্ষের সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করেন, আর অপরটী দ্রষ্টাভাবে সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন থাকেন। যিনি ভোক্তা, তাঁহাকে জীবভাবাপন্ন আত্মা বা দেহাভিমানী জীবাত্মা বলা হয়—আর যিনি উদাসীন দ্রষ্টা তিনি দেহাভিমানশূন্য অন্তর্যামী পরমাত্মা, প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানই এই দুইরূপে জীবদেহে অবস্থান করেন। পরমাত্মারূপে তিনি সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধবিহীন হইলেও, জীবাত্মা বা খণ্ড জীবচৈতন্য রূপে তিনি দেহে অভিমান করিয়া ত্রিগুণের ধর্ম্ম যে সুখ-দুঃখ-মোহাদি, সেই সকল ভোগ করিয়া থাকেন। এই গুণ সঙ্গ হেতু আত্মার জীবত্ব ঘটে এবং সদসৎ যোনিতে জন্ম হয় (গীতা ১৩।২১)। এইরূপে জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকৃতির দ্বারাই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। প্রকৃতির কার্য্যের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, দেহাভিমানী জীবাত্মা প্রকৃতির কার্য্যকে নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করেন এবং এইরূপে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া "আমি কর্ত্তা" ইত্যাকার অভিমান করিয়া থাকেন (গীতা ৩।২৭)। এইরূপে প্রকৃতিজাত সত্ত্বাদি গুণত্রয় অব্যয় জীবাত্মাকে জড়দেহে আবদ্ধ করিয়া রাখে (গীতা ১৪।৫)। জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপে এক, কিন্তু উপাধি দ্বারা পৃথক। যতক্ষণ আমিত্বের উপাধি, যতক্ষণ 'দেহই আমি' এইরূপ বোধ, ততক্ষণই জীবাত্মার ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ দৃষ্ট হয়। ঘটাকাশ ও মহাকাশ একই বস্তু, উভয়ের মধ্যে উপাধিগত একটা পার্থক্য থাকে মাত্র। ঘটের নাশে ঘটাকাশ বা ঘটমধ্যস্থ আকাশ যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাকাশে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ আমিত্বরূপউপাধি না থাকিলে খণ্ড জীবাত্মা অখণ্ড পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যান। প্রকৃতপক্ষে "আমি" বোধেই খণ্ড জীবভাবের সৃষ্টি।

যিনি আপনাকে আপনি জানেন এবং অপরকেও জানেন তিনিই **চৈতন্য,** আর যাহা আপনাকে আপনি জানেনা এবং অপরকেও জানেনা তাহাই অচেতন বা জড়। সুতরাং এই জীবদেহ জড়বস্তু, ইহা প্রকৃত-পক্ষে চৈতন্যময় আত্মার বাসগৃহ। এক অখণ্ড চৈতন্যময় আত্মাই সর্ব্বদেহে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। এক মহাকাশ যেমন ঘট-উপাধিযোগে খণ্ডমত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ঘটে বহু ঘটাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এক অখণ্ড আত্মা আমিত্বরূপ উপাধি যোগে খণ্ডমত হইয়া বিভিন্ন জীবদেহে বহু জীবাত্মা বলিয়া প্রতীত হয়েন। অখণ্ড আত্মাকে খণ্ডমত বোধ করাই জীবত্ব। প্রকৃতির সঙ্গবশতঃ এক অপরিচ্ছিন্ন আত্মা যখন আমিত্বরূপ উপাধি যোগে পরিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে খণ্ডমত বোধ করেন এবং অহংজ্ঞানে বহু হইয়া কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজেন, তখন তিনি জীবাত্মা নামে অভিহিত হন। জীবাত্মা বহু হইলেও সর্ব্বব্যাপী আত্মার কিন্তু বহুত্ব নাই। একই আত্মা ভূতে ভূতে বহু জীবাত্মা রূপে অধিষ্ঠিত আছেন বটে, কিন্তু একটী ঘটের আকাশ ধূলিধূমযুক্ত হইলে সকল ঘটাকাশ যেমন ধূলিধূমযুক্ত হয় না, সেইরূপ এক জীবাত্মার সুখ বা দুঃখ হইলে সকল জীবাত্মার সুখ বা দুঃখ হয় না। আবার দেখা যায় যে এক অগ্নি হইতে বহু দীপ জ্বালিতে পারা যায়। দীপ বহু হইলেও অগ্নি কিন্তু সেই একই। সকল দীপের অগ্নি এক হইলেও এক দীপের নির্ব্বাণে যেমন সকল দীপ নির্ব্বাপিত হয় না এবং এক দীপে তৈলদান করিলে যেমন সকল দীপে তৈল দেওয়া হয় না—তদ্রূপ সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের মধ্যে এক আত্মা বিরাজ করিলেও একজন মরিলে সকলে মরেনা এবং এক জনের আহারে সকলের আহার হয় না।

দেশ দেশান্তর ব্যাপী কোন তড়িৎবাহী তারের সর্ব্বাংশে তড়িৎ-প্রবাহ সর্ব্বক্ষণ বিদ্যমান থাকিলেও বিকাশোপযোগী উপাধি বা উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলে, আলোকাদি রূপে তাহার বিকাশ হয় না। উপাধির অভাবে অব্যক্ত থাকিলেও উপাধির সাহায্যেই যেমন তড়িৎ শক্তি ব্যক্ত হইয়া থাকে—তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মা বা পরমাত্মা অব্যক্তভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াই আমিত্বরূপ উপাধির সাহায্যে বহু জীবাত্মারূপে প্রকাশিত হন। সর্ব্বোপাধিশূন্য এক পরমাত্মাই প্রকৃত পক্ষে উপাধি বিশিষ্ট হইয়া বহু জীবাত্মারূপে প্রতীয়মান হন। সমষ্টিভাবে যিনি এক পরমাত্মা, ব্যষ্টিভাবে তিনিই বহু জীবাত্মা। এক অখণ্ড আত্মাই নানা আকারে আকারিত হইয়া বহু জীবাত্মারূপে বিভিন্ন দেহে অবস্থিত আছেন এবং বহুভাবে প্রকাশিত হইয়া খণ্ডবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন (গীতা ১৩।১৬)। সূর্য্য যেমন এক হইয়াও জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া শত শত আকারে প্রকাশিত হন, সেইরূপ পরমাত্মা স্বরূপতঃ অখণ্ড বা অপরিচ্ছিন্ন হইলেও জীবে জীবে খণ্ডমত হইয়া বহু জীবাত্মারূপে প্রকাশমান হন। আত্মজ্ঞানী পুরুষ এক অখণ্ড আত্মাকেই সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন, মায়াধীন অজ্ঞ জীব মায়িক দেহে আত্মাভিমান করিয়া সেই এককেই বহু বলিয়া মনে করেন।

বেদান্ত মতে, জীবাত্মা বোধস্বরূপ পরমাত্মারই বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত ছায়া মাত্র। এক অখণ্ড পরমাত্মাই বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিফলিত হইয়া বহু জীবাত্মারূপে প্রতীত হন। বুদ্ধিরূপ স্বচ্ছ দর্পণের একদিকে চিৎস্বরূপ আত্মার বা পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাই অহংঅভিমানী চিৎ-ছায়া জীব বা জীবাত্মা। দর্পণটীর অপরদিকে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আনীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়সমূহ প্রতিবিম্বিত হইলে, চিচ্ছায়া জীব তাহা গ্রহণ করিয়া ভোগ করেন। জীবাত্মার বিষয় ভোগ এইরূপেই হইয়া থাকে। প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল, দেহেন্দ্রিয়াদির কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই কারণ। প্রকৃতিই সব করেন, প্রকৃতির কার্য্য নিষ্ক্রিয় আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। এইরূপে পুরুষ বা জীবাত্মা,স্বরূপে নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন হইয়াও প্রকৃতির সংসর্গ বশতঃ প্রকৃতিতে অভিমান করিয়া এবং প্রকৃতিজাত সুখ দুঃখাদি-গুণসমূহ অনুভব বা ভোগ করিয়া কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজেন (গীতা ১৩।২০)। এইরূপে জীব কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়েন।

অচেতন প্রকৃতির কর্তৃত্ব ও উদাসীন পুরুষের ভোক্তৃত্ব সর্ব্বথা অসম্ভব হইলেও, উভয়ের মধ্যে অধ্যাসরূপ সংযোগ থাকায় পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির গুণ পুরুষে আরোপিত হয়। এইরূপে চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু অচেতন প্রকৃতির চেতনবৎ কর্তৃত্ব এবং ত্রিগুণা প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ অভোক্তা পুরুষের ভোক্তৃত্ব ঘটিয়া থাকে। পুরুষ বা জীবাত্মা স্বরূপতঃ অকর্ত্তা ও অভোক্তা হইলেও প্রকৃতির গুণসঙ্গহেতু মোহগ্রস্ত হইয়া "আমি সব করিতেছি, আমিই সুখ দুঃখ ভোগ করি"—ইত্যাকার অভিমান করেন। ইহাই জীবের বদ্ধাবস্থা। প্রকৃতপক্ষে সুখ দুঃখাদি প্রকৃতির গুণ বা বিকারগুলি চিত্তেরই ধর্ম্ম, ইহারা চিৎস্বরূপ আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয় মাত্র। চিত্ত সন্নিহিত আত্মাতে সুখ দুঃখাদি যুক্ত চিত্তের প্রতিবিম্ব পড়িলে, আত্মা তাহা গ্রহণ করিয়া "আমিই সুখ দুঃখাদির ভোক্তা," এইরূপ মনে করেন। এইরূপ অনুভূতিই আত্মার জীবত্বপ্রাপ্তি রূপ বন্ধনের কারণ। আত্মা প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখ-শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবের অতীত, সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব নিঃসঙ্গ আত্মাকে স্পর্শও করিতে পারে না। যে ধীর পুরুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ দুঃখে বিচলিত না হইয়া উহাদিগকে সমভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি অমৃতস্বরূপ মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়েন (গীতা ২।১৫)

জীবাত্মা স্বরূপতঃ নিত্য মুক্ত এবং ত্রিগুণা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেও প্রকৃতির গুণে আসক্ত হইয়া সুখ দুঃখ মোহাদিতে জড়িত হইয়া পড়েন। প্রকৃতি হইতে আপনাকে পৃথক জানাই জ্ঞান এবং এই জ্ঞানেই মুক্তি। রাগ-দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে এইরূপ আত্মজ্ঞানে অধিকার জন্মায় না। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে জীব সম্যক্‌দর্শী হইয়া বুঝিতে পারেন—প্রকৃতির গুণসমূহের দ্বারাই সর্ব্বকর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, শুভাশুভ কর্ম্মে একমাত্র প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব। তিনি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার আত্মা, প্রকৃতির কার্য্যের উদাসীন দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। সুতরাং তিনি নিজে কিছুই করেন না, কর্ম্মের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই (গীতা ১৩।২৯)। এইরূপ আত্মজ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। যতদিন আমিত্ব বা কর্ত্তৃত্ব জ্ঞান থাকে, যতদিন দেহাদিকৃত কর্ম্মে "আমি করি" এইরূপ অভিমান জন্মায়, ততদিনই কর্ম্ম বন্ধন, ততদিনই দুঃখময় এই সংসারে কর্ত্তা সাজিয়া ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতে হয়। পরমহংসদেব বলিতেন—"মুক্তি হবে কবে ? অহং বা আমি যাবে যবে।" প্রকৃতপক্ষে মায়ার প্রভাবেই জীব মায়াময় এই সংসারে "আমি আমি" করিয়া থাকে। মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইলে জীবের বিষয়মুখী মিথ্যা আমিত্ব দূর হয়, তখন সর্ব্বদুঃখের অবসান হইয়া থাকে।

আত্মজ্ঞানহীন জীব "দেহই আমি" ইত্যাকার অভিমান করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ঘট ও তন্মধ্যস্থ জলের ন্যায় দেহ ও আত্মা এক নহে। ঘট ভাঙ্গিলে তন্মধ্যস্থ জল যেমন নষ্ট হয় না, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলে দেহ মধ্যস্থ আত্মার নাশ হয় না। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জড় দেহ নিয়ত রূপান্তরিত হইতেছে, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, দৈহিক পরিবর্ত্তন আত্মাকে স্পর্শও করিতে পারে না। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ—এই ছয় প্রকার বিকার স্থূল দেহেরই ধর্ম্ম, চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ধর্ম্ম নহে। ষড় বিকার বর্জ্জিত এই আত্মা জড়দেহে অবস্থান করিলেও দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম আকাশ যেমন সর্ব্ব বস্তুতে অবস্থান করিলেও কোন বস্তুর সহিত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ দেহাতীত এই চেতন আত্মা সর্ব্ব দেহে অবস্থিত থাকিয়াও দৈহিক দোষগুণে লিপ্ত বা আবদ্ধ হন না (গীতা ১৩।৩১-৩২)। আবার স্ত্রী-পুরুষ লক্ষণযুক্ত জড়দেহে নরবানরাদি বিভিন্ন প্রকারের জাতিভেদ আছে কিন্তু দেহাতিরিক্ত এই চৈতন্যময় আত্মাতে লিঙ্গভেদ বা জাতিভেদ নাই। সাধারণ জীবের দৃষ্টি শুধু স্থূল দেহের উপরেই নিবদ্ধ থাকে বলিয়া তাহারা দেহাবস্থিত চৈতন্যময় আত্মাকে না দেখিয়া নানা নাম ও নানা রূপ দেখিতেছে। সকল নাম-রূপের অন্তরালে যে এক অখণ্ড আত্মাই নিত্য বিরাজ করিতেছেন, দেহাভিমানী জীব তাহা বুঝিতে পারে না। আত্মার স্বরূপ জানার নাম **আত্মজ্ঞান**। আত্মজ্ঞান সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। আত্মজ্ঞান না জন্মিলে শ্রীভগবানের স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। আত্মজ্ঞানী পুরুষ জানেন—সর্ব্বভূতস্থ আত্মাই তাঁহার আত্মা, আর শ্রীভগবানই আত্মারূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন (গীতা ১০।২০)। শ্রীশ্রীচণ্ডীও (৫।৩৪) বলেন—"চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ"—চিতি বা চেতন আত্মারূপে দেবী ভগবতী এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আছেন। দেহ ভিন্ন হইলেও দেহ-মধ্যস্থ আত্মা কিন্তু এক ও অভিন্ন। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে দেহগত পার্থক্য থাকিলেও আত্মাগত কোন পার্থক্য নাই। এইরূপ জ্ঞানে

৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বপ্রাণীর মধ্যে সেই এক ও অদ্বিতীয়ের সন্ধান পাইয়া এবং সকলকেই আপন আত্মা বলিয়া জানিয়া সকলকেই আত্মবৎ মনে করেন এবং সকলের মধ্যে চৈতন্যরূপে আপনাকে দেখিয়া সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন। কাহারও মন্দ ব্যবহারে তিনি বিচলিত হন না। তিনি মনে করেন—স্বীয় দন্ত দ্বারা জিহ্বা দংশিত হইলে কাহার প্রতি ক্রোধ করা যাইতে পারে ?

আত্মজ্ঞানী পুরুষ জানেন—অপরকে ভালবাসিয়া তিনি আপনাকেই ভালবাসিতেছেন, অপরের উপকার করিয়া তিনি আপনারই উপকার করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সংসারে যিনি যাহা করেন, সে সবই আত্মতৃপ্তির নিমিত্ত। আত্মতৃপ্তির নিমিত্তই একজন অপর একজনকে ভালবাসে। বৃহদারণ্যক্ উপনিষদ্ হইতে জানা যায় যে দেবী মৈত্রেয়ী ধন সম্পদাদির মোহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পতির নিকটে অমৃতলাভের উপায় জানিতে চাহিলে পতি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন —"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি..... "—পতি যে পত্নীর নিকট প্রিয় হয় তাহা পতির প্রীতির নিমিত্ত নহে; পত্নীর আত্মতৃপ্তির নিমিত্তই অর্থাৎ পতিকে ভালবাসিয়া পত্নী স্বয়ং তৃপ্তিলাভ করেন বলিয়াই পতি পত্নীর প্রিয় বা প্রীতির পাত্র হইয়া থাকেন। পত্নীর যদি আত্মতৃপ্তি না থাকিত, তবে পতি পত্নীর এত প্রিয় হইতেন না। সেইরূপ পত্নীকে ভালবাসিয়া পতি স্বয়ং সুখী হন, তাই পতি পত্নীকে ভালবাসেন। আত্মতৃপ্তির নিমিত্তই পিতা, মাতা, পতি, পত্নী ও পুত্রাদি এবং ধন সম্পদাদি সমস্তই প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। আত্মাই প্রকৃতপক্ষে জীবের একমাত্র প্রিয় বস্তু। এইরূপ যে আত্মা তাঁহাকে নিয়ত ভাবনা করিবে, সাধু গুরু সকাশে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে এবং আত্মবিচার দ্বারা আত্মাকে নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবে। যিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও সর্ব্বভূত হইতে ভিন্ন, তিনিই তোমার ও সর্ব্বভূতের আত্মা। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান —তিনকালেই আত্মা একভাবে থাকেন। এই আত্মাই একমাত্র সত্য ও নিত্য, আর সমস্তই অনিত্য ও দুঃখময়। যাঁহারা আত্মাকে এই রূপে জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভের যোগ্য হন।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়াধিপতি মন আবার ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। মনের পরিচালক বুদ্ধি আবার মন অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। এই বুদ্ধির সাক্ষিরূপে যিনি সূক্ষ্মতম ও শ্রেষ্ঠতম, তিনিই জ্ঞান বুদ্ধির অতীত চৈতন্যময় আত্মা (গীতা ৩।৪২)। আর শ্রীভগবানই সর্ব্বভূতের হৃদয়ে নিঃসঙ্গ আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন (গীতা ১০।২০)। সুতরাং এই চিন্ময় আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ নাই, ইহার আদি বা অন্ত থাকিতে পারে না। জীবদেহ বিনাশশীল, কিন্তু যিনি জড়দেহের মধ্যে চেতন আত্মা রূপে অবস্থিত, সেই দেহী বা আত্মা অবিনাশী। ঘটের নাশে ঘটাকাশ যেমন নষ্ট হয় না, সেইরূপ জীবদেহ নষ্ট হইলে দেহাবস্থিত আত্মা বিনষ্ট হন না। এই আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। এই আত্মা কখন জন্মান না বা মরেন না। আত্মা কখন হনন করেন না এবং কখন হতও হন না। আত্মা শস্ত্রে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না, জলে দ্রব হন না বা বায়ুতে শুষ্ক হন না। আত্মা অনাদি, অনন্ত, চিরস্থায়ী ও সর্ব্বব্যাপী। আত্মার জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, পাপ-পুণ্য, ক্ষয় ব্যয় কিছুই নাই। আত্মা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ও অবিকারী বলিয়া কথিত হন। মৃত্যু হইলে জন্মমরণশীল এই স্থূল দেহেরই নাশ হয়, অবিনাশী আত্মার তাহাতে নাশ হয় না। মৃত্যুর পর আত্মা ক্রমোন্নতি পথে এক দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন এক দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিগ্রহ করেন মাত্র। দেহে বাল্য, যৌবন বা জরা উপস্থিত হইলে কেহই তজ্জন্য শোক করেন না, কারণ ইহারা অবস্থার এক একটা পরিবর্ত্তন মাত্র। সেইরূপ দেহনাশে দেহান্তর প্রাপ্তিও অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন মাত্র, বিনাশ নহে। সুতরাং স্থূল দেহের নাশ হইলে তাহাতে শোকের বা দুঃখের কারণ থাকিতে পারে না। অজ ও অব্যয় এই আত্মার পক্ষে মৃত্যুটা কিছুই নহে। জন্মের পূর্ব্বেও ইহা ছিল, মৃত্যুর পরেও ইহা থাকিবে। জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরিধানের ন্যায় এই আত্মা জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন এক দেহ গ্রহণ করেন। এইরূপে বদ্ধ জীবাত্মা কর্ম্মবন্ধন হেতু সংসারে বার বার যাতায়াত করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। ইহাঁর নূতন দেহ গ্রহণ করার নাম জন্ম এবং দেহান্তর প্রাপ্তির নিমিত্ত জীর্ণ দেহ ত্যাগ করার নাম মৃত্যু। নববস্ত্র পরিধান কালে দেহের যেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় না, দেহান্তর গ্রহণ কালে আত্মারও কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কাহারও মৃত্যু হইলে তজ্জন্য শোক করা উচিত নহে। বস্তুতঃ এক মাত্র শ্রীভগবানই জীবের প্রকৃত আপনার জন, কোন অবস্থাতেই তিনি জীবকে পরিত্যাগ করেন না। যিনি প্রকৃত আপনার জন নহেন, যিনি চিরদিন থাকিবেন না, তাঁহাকে আপনার বলিয়া মনে করিলে পরিণামে দুঃখভোগ করিতেই হইবে। এই সংসারের কেহই ত সঙ্গে আসে নাই, কেহই ত সঙ্গে যাইবে না। এই যে পুত্রকলত্রাদি আত্মীয় স্বজনগণ, ইহাদের সহিত কাহারও কোন চিরস্থায়ী সম্বন্ধ নাই। ইহারা ত পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না। পান্থশালায় সমাগত পথিকগণের ন্যায় অথবা বৃক্ষোপরি সম্মিলিত পক্ষিগণের ন্যায় পরস্পরের সহিত পরিচয় হয় মাত্র। অতএব পরস্পরের সান্নিধ্যবশতঃ এই কয়দিনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্থায়ী সম্বন্ধে মুগ্ধ হইয়া কাহারও জন্য শোক করা উচিত হয় না (গীতা ২।১১-৩০)।

আত্মা বা শ্রীভগবানই একমাত্র সৎ বা নিত্যবস্তু, আর স্থূলদেহাদি সমস্তই মায়ারচিত বলিয়া অসৎ বা অনিত্য—এইরূপ যে জ্ঞান তাহার নাম নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। মনিষীগণের মতে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (২) ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ অর্থাৎ ইহ-পরলোকের অনিত্য সুখের প্রতি অনাসক্তি, (৩) শম দমাদি ষট্‌সম্পত্তি (শম বা চিত্ত সংযম, দম বা ইন্দ্রিয় সংযম, উপরতি বা বিষয় বৈরাগ্য, তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতা, সমাধান বা চিত্তের একাগ্রতা ও শ্রদ্ধা বা আপ্ত বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস—এই ছয় সম্পত্তি) ও মুমুক্ষা বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা—এই **সাধন চতুষ্টয়** প্রয়োজন। নিষ্কাম কর্ম্মের ফলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে এইগুলি স্বতঃই প্রকাশ পায়।

দুঃখ শোকাদির ঘাত প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া সংসার-কারাগার হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য মনের মধ্যে একটা প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠাই স্বাভাবিক। উপরোক্ত সাধন চতুষ্টয়ই প্রকৃতপক্ষে অন্তরে এইরূপ শুভেচ্ছা জাগাইয়া দেয়। বেদে **সপ্ত জ্ঞান-ভূমির** যে উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে এইরূপ সুদৃঢ় **শুভেচ্ছাই** জ্ঞানের প্রথমা ভূমি। বিশুদ্ধ চিত্তেই ইহা প্রকাশ পায়। অতঃপর সজ্জন সহবাসে শ্রবণ-মননাত্মক তত্ত্বজ্ঞানের বিচার—ইহাই **বিচারণা** নাম্নী জ্ঞানের দ্বিতীয়া ভূমি। ইহার পর আত্মার নিদিধ্যাসন চলিতে থাকে। তখন স্থূল বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ হইয়া যায় এবং সূক্ষ্মবস্তু ধারণের যোগ্যতা জন্মে। এইরূপ সাধনাকে **তনুমানসা** বলা হয়। ইহাই জ্ঞানের তৃতীয়া ভূমি। এইরূপ অবস্থায় আত্মাতে বা শ্রীভগবানে নিষ্ঠা জন্মে এবং চিত্ত সত্ত্বগুণে ভরিয়া যায়। ইহাই **সত্ত্বাপত্তি** নাম্নী জ্ঞানের চতুর্থী ভূমি, ইহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মবৎ বা জীবন্মুক্ত হওয়ার অবস্থা। এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে, যোগভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আর থাকে না। ইহার পরবর্ত্তী অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী, তুর্য্যগা, এই তিন ভূমি জীবন্মুক্ত পুরুষের সমাধি-অবস্থার প্রকার ভেদ মাত্র।

বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত—এইরূপে জীবের অবস্থা ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যিনি ত্রিগুণা প্রকৃতির বা মায়ার অধীন, তিনিই বদ্ধ জীব। বদ্ধ অবস্থায় জীব মায়ার আবরণী শক্তির প্রভাবে আপন স্বরূপ ভুলিয়া যায়, আবার মায়ার বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে ভগবৎ-বিমুখ হইয়া ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়ে। এইরূপে বিষয় ভোগ করিতে করিতে বদ্ধ জীব যখন উপর্য্যুপরি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শান্তিলাভের আশায় ব্যাকুল প্রাণে সাধনায় প্রবৃত্ত হন, সেই শুভমুহূর্ত্তে তিনি মোক্ষেচ্ছু হইয়া মুমুক্ষু-অবস্থা লাভ করেন। মুমুক্ষু জীব আবার যখন সাধনা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া মায়ামুক্ত হন অর্থাৎ সত্ত্বাদি ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে মুক্ত পুরুষ বলা হয়। পরমহংসদেব বলিতেন—যারা আমার-আমার ক'রে সংসারে বদ্ধ হ'য়ে পড়ে, তারা বদ্ধজীব। আর যারা সংসারে খুব ধুমধাম করে পূজা আচ্চা করে, মাঝে মাঝে সাধু সঙ্গ নেয়, পালাই পালাই করে অথচ পালাতে পারে না, তারাই মুমুক্ষু। আর যারা সংসারকে অনিত্য ভেবে এই সংসারে আবদ্ধ না হয়ে পাঁকাল মাছের মত সংসারে থাকে, তারাই মুক্ত পুরুষ।

স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ

চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ হইলেও মায়ার অপ্রতিহত প্রভাবে জীব স্থূল দেহে অহং জ্ঞান করিয়া দেহের সুখ-দুঃখ-মৃত্যুর সহিত আপনাকে এক করিয়া ফেলে। স্ব স্বরূপের বিস্মৃতিই প্রকৃতপক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংসার-বন্ধনের হেতু। সাধনার প্রভাবে প্রকৃতির বা মায়ার বন্ধন ক্ষীণ হইতে থাকিলে সাধক ধীরে ধীরে আপনার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারেন—প্রকৃতি ছাড়া আর কোন কর্ত্তা নাই, ত্রিগুণের বশে ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকিয়া সংসারে এই খেলা খেলিতেছে। তিনি স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় আত্মা, সুতরাং তিনি নিজে কোন কার্য্যই করেন না। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির অহং জ্ঞানরূপ প্রকাশটাই "আমি কর্ম্ম করিতেছি" ইত্যাকার অভিমান করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। প্রকৃতির কোন্ গুণের দ্বারা কোন্ ক্রিয়া হইতেছে, গুণ-সমূহের নিজেদের মধ্যে কি ভাবে এই খেলা চলিতেছে, এ সকল বিষয় যিনি বিশেষরূপে অবগত আছেন, তিনি আপনাকে নিঃসঙ্গ জানিয়া সর্ব্বকর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন, অনাত্ম কোন বিষয়েই তিনি আসক্ত হন না (গীতা ৩।২৮)। সিদ্ধাবস্থায় মায়ার আবরণ একেবারে দূর হইলে তিনি ত্রিগুণের অতীত অবস্থা লাভ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন। তদবস্থায় তাঁহার দৃষ্টি সতত আত্মাতেই নিবদ্ধ থাকে বলিয়া তিনি অন্তঃসুখেই সুখী হন এবং ব্রহ্ম ভাবে আত্মহারা হইয়া ব্রহ্মেই নির্ব্বাণ বা লয় প্রাপ্ত হন (গীতা ৫।২৪)। এইরূপ আত্মারাম পুরুষের প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান পরমাত্মায় স্থিত বা প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া তিনি মনোগত সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে বাসনা থাকিতে স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না।

সমাধি কালে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের বাহ্যকর্ম্ম থাকে না। তদবস্থায় তিনি সর্ব্ববিধ বাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া নশ্বর বিষয়সুখে উদাসীন হন এবং সর্ব্বপ্রকারে চিত্তবিক্ষেপশূন্য হইয়া ও নিত্যপরমানন্দ-স্বরূপ আত্মাতে রমণ বা বিহার করিয়া আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন। তখন সুখের প্রতি তাঁহার আসক্তি থাকে না, দুঃখেও তাঁহার কষ্ট হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। তদবস্থায় তাঁহার আনন্দ কোন বাহ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে না। সমাধিভঙ্গের পর ব্যুত্থিত অবস্থায় তাঁহাকে স্থিতধী বলা হয়। শ্রীগীতার মতে, তাদৃশ স্থিতধী পুরুষের কোন কর্ম্ম না থাকিলেও, তাঁহার পক্ষে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া এবং চিত্তকে আত্মাতে বা শ্রীভগবানে যুক্ত রাখিয়া লোকহিতার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম্ম করিলেও তিনি কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। হৃদ্গত বাসনা ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করাই উচিত, উপবাসাদি দ্বারা তাহাদিগকে দুর্ব্বল করা বা এককালে ধ্বংস করা শ্রীগীতার অভিপ্রেত নহে। কূর্ম্ম বা কচ্ছপ যেমন নিজের করচরণাদি অঙ্গসমূহকে দেহের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে এবং প্রয়োজন মত ব্যবহারও করে, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংস না করিয়া তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় সকল হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া রাখেন। প্রকৃতপক্ষে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয় সংযম স্বভাবসিদ্ধ। কোনরূপ চেষ্টা বা ভাবনা করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হয় না। তাদৃশ মহাত্মা আসক্তি-ভয়-ক্রোধাদি প্রবৃত্তিগুলিকে নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া ও শুভাশুভ মায়িক বস্তুলাভে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকেন এবং সকল বিষয়ে মমতাশূন্য হইয়া সম্পূর্ণ উদাসীন ভাবে সংসারে বিচরণ করেন (গীতা ২।৫৪-৫৮)। ইহাই প্রকৃতপক্ষে জীবন্মুক্ত অবস্থা।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ হয়, ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়দমনই সিদ্ধিলাভের এক প্রধান উপায়। "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়ানি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা"—যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়া যায় না, আর সুবিমল আত্মানন্দে নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেক-বিচার দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম করা যায় না। বিষয় লোলুপ দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানী পুরুষের মনকেও বলপূর্ব্বক বাহ্য বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া বিষয়-রসে নিমগ্ন করে। সেবক সাধারণতঃ প্রভুরই অনুসরণ করিয়া থাকে বলিয়া ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে বশে রাখিতে পারিলে, তদধীন ইন্দ্রিয়গণও আপনা আপনি বশে আসিবে। প্রকৃতপক্ষে নশ্বর বিষয় সমূহ সর্ব্বদুঃখের আকর। এইরূপ জ্ঞানে মনকে অন্তর্মুখী করিয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে এবং সমাহিত চিত্তে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-চিন্তা করিতে থাকিলে, ভগবৎ-কৃপায় ইন্দ্রিয়গণ আপনা আপনি সংযত হইয়া আইসে। "যো যিন্‌কা শরণ লিয়ে, ওহি রাখে উন্‌কা লাজ। উলট্‌ জলে মছ্‌লি চলে, বহি যায় গজরাজ॥" জলাশ্রিত ক্ষুদ্র মীন বা মৎস্য যেমন জলের তীব্র বেগ অতিক্রম করিয়া অনায়াসে স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে পারে, কিন্তু বলীয়ান হস্তী বলপ্রয়োগ করিয়াও দূরে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ ভগবৎ-শরণাগতের সকল বাধা শ্রীভগবানই দূর করিয়া দেন। সে কারণে তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ সহজেই বশীভূত হইয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে হইলে বিষয়-চিন্তা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বশক্তিমান ও শরণাগত-পালক শ্রীভগবানে মনকে যুক্ত রাখিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ ভগবৎ-নিষ্ঠাই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের প্রধান উপায় (গীতা ২।৬০-৬১)। সর্ব্বজন-সুহৃৎ শ্রীভগবানই একমাত্র সৎ বা নিত্যবস্তু, আর সবই মায়াকল্পিত সুতরাং মিথ্যা। শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া ক্ষণিক বিষয় সুখের প্রতি ধাবিত হইলে পরিণামে দুঃখভোগ করিতেই হইবে।

ইন্দ্রিয় সংযম ও বাসনাত্যাগই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধন। ব্যাধি বা অন্য কোন কারণে যাঁহারা বিষয় উপভোগে অসমর্থ, তাঁহাদের বিষয়োপ-ভোগের নিবৃত্তি হয় বটে কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে বিষয় ভোগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। বিষয় বাসনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা শুধু বিষয়-উপভোগ ত্যাগ করিলেই ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয় না। হস্তপদাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি পরিত্যাগ করিলেও অন্তরে মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। সুতরাং এই মনকেও সংযত করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া বাহিরে বিষয়-উপভোগ ত্যাগ করে, কিন্তু মনে মনে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়গুলি চিন্তা করিতে থাকে, তাহার ইন্দ্রিয়-সংযম বৃথা হইয়া যায়। তাদৃশ মূঢ় ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয় (গীতা ৩।৬)। অবশ্য যে ব্যক্তি বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম করিয়া অকপটভাবে মনকে বশে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, অথচ তাহাকে এখনও দমন করিতে পারে নাই, তাহাকে ভণ্ড বা মিথ্যাচারী বলা শ্রীগীতার অভিপ্রেত নহে। প্রকৃতপক্ষে হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া বাহিরে বিষয়-উপভোগ ত্যাগ করিলেই ভোগাসক্তি বা বিষয়ানুরাগ দূর হয় না। বিষয়াসক্তি তখনও থাকিয়া যায়। আর যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া ও ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আত্মারাম হইয়াছেন, আত্মাতে রমণ করিয়া যাঁহারা সুমধুর আত্মানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ে বিষয়-বাসনা বা ভোগেচ্ছা থাকিতে পারে না। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ আর নশ্বর বিষয়ে রস বা আনন্দ পায় না বলিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দ আর তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না (গীতা ২।৫৯)। প্রকৃতপক্ষে বিষয়ে সুখ নাই, সুখ অন্তরের বস্তু—এইরূপ জ্ঞানে বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়া মনকে অন্তর্মুখী করাই নিখিল কল্যাণের হেতু।

ইন্দ্রিয়গণের পক্ষে স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি ধাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। অবশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-বিচরণ কালে অবশীভূত মনও যদি বহির্মুখী হইয়া তদনুকূলেই চলে, তবে প্রতিকূল বায়ু যেমন নৌকাকে জলমগ্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, বিষয়মুখী মনও তেমনি সাধকের প্রজ্ঞাকে বা তাহার বিবেক-বুদ্ধিকে হরণ বা বিনাশ করিয়া থাকে (গীতা ২।৬৭)। প্রকৃতপক্ষে রূপরসাদি পঞ্চ বিষয় চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের আহার। ইন্দ্রিয়াধিপতি মনের সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। অবশীভূত মন যদি একটী মাত্র ইন্দ্রিয়কেও অবলম্বন করিয়া বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তাহাতেই বিবেক-বুদ্ধি অপহৃত হইবে এবং সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করার বিষময় ফল দেখাইবার জন্য বলা হয়—পতঙ্গ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন, ইহারা এক একটী ইন্দ্রিয়ের বশে এক একটী বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া থাকে। পতঙ্গ রূপের মোহে অগ্নিতে পুড়িয়া, মীন বা মৎস্য রসের প্রলোভনে বড়শি বিদ্ধ হইয়া, ভৃঙ্গ বা ভ্রমর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বশে কমলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া, মাতঙ্গ বা হস্তী স্পর্শ-সুখাকাঙ্ক্ষায় জ্ঞানশূন্য হইয়া এবং কুরঙ্গ বা হরিণ বাঁশীর শব্দে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়। আর যে অবিবেকী মনুষ্য একাধারেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবায় নিযুক্ত থাকে, যাহার মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চবিষয়ের প্রতিই ধাবিত হয়, তাহার বিবেক-বুদ্ধি যে লোপ পাইবে তাহাতে কোন সংশয় থাকিতে পারে না।

এই সংসারে বিষয়-চিন্তাই যত অনিষ্টের ও যত অশান্তির মূল। বিষয়-চিন্তা প্রবল হইলে চিত্তে আত্মচিন্তা বা ভগবৎ-চিন্তা আসিতে পারে না। যাঁহার চিত্ত আত্মায় বা শ্রীভগবানে সমাহিত হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বপ্রকারে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারই ব্রহ্মদর্শিনী প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত বা স্থির হইয়া থাকে। এইরূপ স্থিরবুদ্ধি ও জিতচিত্ত সাধক রাগ-দ্বেষশূন্য হইয়া আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও মন তাঁহার সম্পূর্ণ বশে থাকায় তিনি চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ করেন। চিত্তের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসন্নতাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের প্রসন্নতার চিহ্ন। প্রসন্ন চেতার বুদ্ধি শ্রীভগবানে প্রতিষ্ঠিত বা স্থির হয় বলিয়া তাঁহার সর্ব্বদুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সাংসারিক জীবনে বিষয় ভোগ একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই। বিষয়ে আসক্তিই প্রকৃতপক্ষে সংসার বন্ধনের হেতু। সে কারণে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত ও মনকে বশীভূত করিয়া অনাসক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করিতে হইবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু অনাসক্ত চিত্তে বিষয় ভোগ করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—"যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া"। প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞানী সাধক বিষয়ে নিদ্রিত থাকেন কিন্তু আত্ম-চিন্তায় সতত জাগ্রত থাকেন। আর ভোগাসক্ত বদ্ধ জীব সতত বিষয় চিন্তায় মগ্ন থাকেন বলিয়া তিনি বিষয়ে জাগ্রত কিন্তু আত্মচিন্তায় বা শ্রীভগবান বিষয়ে নিদ্রিত থাকেন। তাদৃশ ভোগ-কামনাশীল অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাচ আত্ম-প্রসন্নতা বা নির্ম্মল সুখ শান্তি লাভ করিতে পারে না (গীতা ২।৬৪-৬৯)।

নদ নদীর জল নানাদিক হইতে আসিয়া নিয়তই বিশাল সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে এবং সমুদ্রেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। সমুদ্র কিন্তু তাহাতে বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয় না। সেইরূপে বিষয় বাসনা যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, তাদৃশ অনাসক্ত পুরুষ সর্ব্বক্ষণ অবিচলিত চিত্তে থাকিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। বিষয়-কামী ভোগকামনাশীল পুরুষের হৃদয়ে কদাচ শান্তি নাই। কামনার অপূরণে তাহার দুঃখ ত আছেই, কামনা পূর্ণ হইলেও তৃপ্তির অভাব হেতু দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে (গীতা ২।৭০)। হৃদয়ে বিষয় বাসনা থাকিতে প্রকৃত সুখ বা শান্তি লাভ করা যায় না। আর যিনি সর্ব্ববিধ বাসনা নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি হেতু সর্ব্বতোভাবে আমি-আমার-বোধশূন্য হইয়া "তিনিই সব করাইতেছেন"—এইরূপ জ্ঞানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্লিপ্তভাবে সংসারে বিচরণ করেন তাদৃশ শমদমাদি সাধন সম্পন্ন সংসারী বিষয় ভোগ করিয়াও চিত্তপ্রসাদ ও পরাশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। তদবস্থায় তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। এইরূপ অবস্থার নাম ব্রাহ্মীস্থিতি বা জীবন্মুক্তি অর্থাৎ শুধু আত্মবোধটী লইয়া অচঞ্চল চিত্তে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি। তদবস্থায় "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"—এইরূপ জ্ঞান লাভ হয় বলিয়া "আমি", "তুমি" ইত্যাকার ভেদ-জ্ঞান থাকে না। তাদৃশ ভেদজ্ঞান শূন্য সাধক সংসার মোহে আর মুগ্ধ হন না। মৃত্যুকালেও তিনি ব্রহ্মচিন্তায় একনিষ্ঠ থাকিয়া দেহান্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হন (গীতা ২।৭১-৭২)। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়পরায়ণ বদ্ধ জীবের জন্যই কর্ম্মের ব্যবস্থা। আর যিনি বাসনা-শূন্য হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তাদৃশ আত্মারাম পুরুষের কোন কর্ত্তব্য থাকে না বলিয়া তাঁহার আর কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হয় না। কর্ম্মত্যাগ করিলেও তাঁহার কোন পাপ হয় না। শ্রীগীতার মতে, তাঁহার পক্ষে তখনও অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বভূতহিতে রত থাকাই উচিত। অনাসক্ত চিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পরমপদ বা মোক্ষ লাভ করা যায় (গীতা ৩।১৭-১৯)। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ সিদ্ধ মহাত্মাগণ আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকিয়া এবং এইরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত অবস্থা লাভ করিয়া ত্রিগুণাতীত, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মভূত, জীবন্মুক্ত, আত্মারাম প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মীস্থিতি অবস্থায় পতনের আশঙ্কা আর না থাকিলেও শ্রীগীতার মতে এই ব্রাহ্মীস্থিতিও সিদ্ধির চরম অবস্থা নহে। শ্রীভগবানের পরাভক্তিই ইহার পরের অবস্থা এবং ভগবৎ-প্রাপ্তিই সিদ্ধির চরম অবস্থা। ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা সাধক সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া পরাভক্তি লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন (গীতা ১৮।৫৪)। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।১০) বলেন—শ্রীভগবানের চিত্তাকর্ষক গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারাম মুনিগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। তদবস্থায় তাঁহারা সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীবিগ্রহাদির সেবা না করিলেও, পরাভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন এবং সেই জ্ঞানের পরিপাকে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে সর্ব্ব কর্ম্ম করিতে থাকিলেও, ভগবৎ কৃপায় তাঁহারা শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন (গীতা ১৮।৫৫-৫৬)। এইরূপ জ্ঞানী ভক্তগণ ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা মলিন জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিবেন—ইহাই শ্রীগীতার শেষ কথা। ইহারই ফলে ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শ্রীগীতার মতে, ভগবৎ-প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মোক্ষলাভ হয় না।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব—

যে ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করা হয়, সেই ক্ষেত্র তদনুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে। সেইরূপ এই জড় দেহ অবলম্বন করিয়া যেরূপ কর্ম্ম করা যায় কর্ম্মফলও তদনুরূপ হইয়া থাকে। ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"এমন মানব জমিন্ রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।" প্রকৃতপক্ষে এই দেহ অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলে ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ বা মোক্ষ সমস্তই লাভ করা যায়। এইরূপে যিনি দেহরূপ ক্ষেত্রকে জানেন, যিনি এই দেহের যাবতীয় ব্যাপারের সাক্ষি-স্বরূপ আত্মা, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রতিক্ষেত্রে জীবই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রত্যেক জীবই নিজ নিজ ক্ষেত্রের এক একটী ক্ষেত্রজ্ঞ (গীতা ১৩।১)। কৃষক যেমন ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ক্ষেত্রোৎপন্ন শষ্যাদি ফল ভোগ করে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদ্রূপ অহংজ্ঞানরূপী চিচ্ছায়া জীব অর্থাৎ দেহাভিমানী জীবাত্মা দেহরূপ ক্ষেত্রকে অবলম্বন করিয়া প্রাক্তন কর্ম্মজনিত সুখ দুঃখাদি শুভাশুভ ফল ভোগ করেন এবং অনুক্ষণ আপনাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। ক্ষেত্রাতীত কৃষকের সহিত তাহার ক্ষেত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, দেহাতীত ক্ষেত্রজ্ঞের বা জীবাত্মার সহিত তাঁহার ক্ষেত্রস্বরূপ দেহেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগেই চরাচর এই জীব জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে (গীতা ১৩।২৬)। সাংখ্য মতে, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগেই জগৎ-সৃষ্টি। সুতরাং এস্থলে ক্ষেত্র বলিতে শুধু দেহকে না বুঝাইয়া দেহাদির কারণস্বরূপা মূল প্রকৃতিকেই বুঝাইবে। এইরূপে সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষই যথাক্রমে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহারাই আবার শ্রীভগবানের অপরা ও পরা প্রকৃতি (গীতা ৭।৪-৫)।

অহংজ্ঞান-রূপী জীবাত্মা বা মায়াজড়িত খণ্ডচৈতন্য ব্যষ্টিভাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, আর যিনি সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড চৈতন্যরূপে সমুদয় ক্ষেত্রে অবস্থিত আছেন সেই এক ও অদ্বিতীয় পরম-পুরুষই সমষ্টিভাবে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্য জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, আর এই জ্ঞানই মোক্ষের হেতু। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব বিবিধ প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন (গীতা ১৩।২-৪)। প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্মা সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্ম আকাশের ন্যায় সর্ব্বক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিলেও এবং সর্ব্ব প্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করিলেও আকাশ ও সূর্য্যের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে থাকেন। মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব যিনি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা অবগত আছেন, তিনি শ্রীভগবানের পরম পদ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন (গীতা ১৩।৩২-৩৪)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষোত্তম তত্ত্ব—

পুরুষ ত্রিবিধ—ক্ষর, অক্ষর, ও উত্তম। এই ত্রিবিধ তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে সেই এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্বেরই ত্রিবিধ প্রকাশ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন —"ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি, কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে"—বিনাশশীল সর্ব্বভূতই ক্ষর পুরুষ আর যিনি কূটস্থ তিনি অক্ষর পুরুষ। এই ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও উত্তম এক অব্যয় পরম পুরুষ আছেন, যিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে ধারণ ও পালন করিতেছেন এবং সমস্তই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্ববিষয়ে সকলের কর্ত্তা। তিনিই লোকে ও বেদে উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম নামে খ্যাত। তিনি আবার পরমাত্মা নামেও অভিহিত হন (গীতা ১৫।১৬-১৮)।

কোন কোন ভাষ্যকার অব্যয় আত্মাকে, কেহ বা মায়াশক্তিকে কূটস্থ বলিয়াছেন। প্রথমোক্ত মতে, ক্ষর ও অক্ষর পুরুষই যথাক্রমে শ্রীভগবানের অপরা ও পরাপ্রকৃতি, সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ এবং শ্রীগীতার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। শেষোক্ত মতে, ব্যক্ত সৃষ্টিই ক্ষর পুরুষ এবং সৃষ্টির মূল কারণ যে অব্যক্তা প্রকৃতি বা মায়া তাহাই অক্ষর পুরুষ। অন্য মতে, কূটস্থ অক্ষর বলিতে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বই বুঝায়। তাঁহারা বলেন—পরিণামী এই চরাচর জগৎই ক্ষর পুরুষ, আর অপরিণামী কুটস্থ নির্গুণ স্বরূপই অক্ষর পুরুষ।

আর একমতে, ক্ষরত্ব বা পরিণামশীল ক্ষরভাব ভোগময় জীবত্বের বা বদ্ধ জীবের লক্ষণ এবং অপরিণামী অক্ষরত্ব মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। শ্রীগীতায় কুটস্থ-শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, বিজিতেন্দ্রিয় যোগী পুরুষকেও কুটস্থ বলা হইয়াছে (গীতা ৬।৮)। কুট বলিতে শিলারাশি বা পর্ব্বতকে বুঝায়। বিনাশশীল এই বিকারী দেহে যিনি পর্ব্বতের ন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিকারভাবে থাকিয়া সংসারে বিচরণ করেন, যিনি প্রকৃতির বা মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত, তিনিই কূটস্থ অক্ষর পুরুষ। অক্ষর পুরুষের অক্ষরত্ব বা দেবত্ব বস্তুতঃ জীবত্বেরই পূর্ণ পরিণত অবস্থা। এই ক্ষরত্ব ও অক্ষরত্ব পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী। যতক্ষণ ক্ষরত্বের অস্তিত্ব ততক্ষণই অক্ষরত্বের অস্তিত্ব, আবার যতক্ষণ অক্ষরত্বের অস্তিত্ব ততক্ষণই ক্ষরত্বের অস্তিত্ব। অক্ষর পুরুষই প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া গুণযুক্ত ক্ষর পুরুষ হন, আবার ক্ষর পুরুষই প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গুণাতীত অক্ষর পুরুষ হন। আর যিনি পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, তিনি মুক্ত অক্ষর পুরুষের ন্যায় প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্রও নহেন, আবার বদ্ধ ক্ষর পুরুষের ন্যায় প্রকৃতিতে লিপ্তও নহেন। এই দুইয়েরই তিনি অতীত। প্রকৃতপক্ষে মুক্ত অক্ষর পুরুষ পরমপদের অধিকারী হইয়া আপনাকে ভগবৎ-স্বরূপে অনুভব করিতে পারেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহার জীবত্ব বা জীবভাব নষ্ট হয় না, তখনও তিনি যে জীব সেই জীবই থাকেন; বিন্দু যেমন কখনও সিন্ধু হইতে পারে না, সেইরূপ তিনি কখনও পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ন্যায় মায়ার অধীশ্বর বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা হইতে পারেন না। বৈষ্ণব শাস্ত্র শ্রীগীতার এই মতই সমর্থন করেন। এই পুরুষোত্তম-বাদই শ্রীগীতার প্রাণ। নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মে কর্ম্মের ও ভক্তির স্থান নাই, কিন্তু শ্রীগীতার এই পুরুষোত্তম-তত্ত্বে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে।

মায়াবাদিগণের ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, সাংখ্যের পুরুষও তদ্রূপ। শ্রীগীতার মতে যিনি পুরুষোত্তম শ্রীভগবান, একাধারে তিনি অক্ষর ব্রহ্ম-রূপে নির্গুণ এবং ত্রিগুণের ভোক্তা ও পালক রূপে সগুণ (গীতা ১৩।১৪)। তিনি নিরাকার হইয়াও সাকার (গীতা ৪।৬) এবং নিষ্ক্রিয় হইয়াও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা (গীতা ১৩।১৬)। তাঁহারই ইচ্ছায় তাঁহারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি তাঁহারই কর্ম্ম করেন (গীতা ৯।১০)। তিনিই যজ্ঞতপস্যাদির ভোক্তা, সর্ব্ব জীবের অকৃত্রিম সুহৃৎ ও সর্ব্বলোকমহেশ্বর (গীতা ৫।২৯)। লীলাবশে তিনি অবতারত্ব গ্রহণ করিলেও (গীতা ৪।৭-৮), যুগপৎ তিনি সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মারূপে সর্ব্বভূতের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন (গীতা ১০।২০) এবং বাহিরেও বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন (গীতা ১০।১৬)। তিনিই সর্ব্বভূতের গতি, ভর্ত্তা (পোষণ কর্ত্তা), প্রভু (নিয়ন্তা), সাক্ষী (শুভাশুভ দ্রষ্টা) ও নিবাস (স্থিতিস্থান)। সর্ব্বাবস্থায় তিনি সকলকেই রক্ষা করেন এবং প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া সকলেরই উপকার করেন, তাই তিনি সকলেরই শরণ বা রক্ষক ও নিরপেক্ষ সুহৃৎ (গীতা ৯।১৮)। তিনি ব্রহ্মতত্ত্বেরও আশ্রয় (গীতা ১৪।২৭)। প্রকৃতপক্ষে তিনি একাধারেই নির্গুণ, সগুণ, অবতার ও সর্ব্বান্তর্যামী আত্মা। এইরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জানিবার আর কিছু বাকি থাকে না। যে ভাগ্যবান পুরুষ মোহবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্ববিভূতিসম্পন্ন শ্রীভগবানকে পুরুষোত্তমরূপে জানিতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানকেই ভজনা করেন। ইহাই শ্রীগীতার গুহ্যতম সার তত্ত্ব। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এই উদার পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বিদিত হইলে সাধক প্রকৃত জ্ঞানী হইয়া কৃতকৃত্য বা ধন্য হইয়া থাকেন (গীতা ১৫।১৯-২০)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়

শ্রীভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব

রাত্রিকালে নীলাকাশে অসংখ্য তারা দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেগুলির নিজস্ব জ্যোতি বা আলোক আছে, তাহাদের নাম নক্ষত্র (Star)। আর যাহাদের নিজস্ব আলোক নাই, সূর্য্যের আলোকেই যাহারা আলোকিত তাহাদের নাম গ্রহ (Planet)। সুতরাং আমাদের এই সূর্য্যকে নক্ষত্র এবং এই পৃথিবীকে গ্রহ বলা হয়। গ্রহগুলি প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যেরই এক একটী বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য ১৩।১৪ লক্ষ গুণ বড়। কোন কোন নক্ষত্র আকারে সূর্য্যের মত হইলেও এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যাহারা সূর্য্য অপেক্ষা শত সহস্র গুণ বৃহৎ এবং শত সহস্র গুণ অধিক তেজোময়। বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া ইহারা এক একটী আলোকবিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র দেখায়। বিশেষজ্ঞ-গণের মতে, নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় সহস্র কোটি এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কোটি কোটি মাইল। এই ধারণাতীত ব্যাপারের সমস্তই এক বিরাট শূন্যে অবস্থিত।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন—সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রায় ১০ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। পৃথিবীতে আসিতে সূর্য্যালোকের প্রায় ৮ মিনিট সময় লাগে। আর যে নক্ষত্রটী সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে, তাহার আলোক প্রায় চারি বৎসরে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায়। আবার এমন অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নক্ষত্র আছে যাহাদের আলোক এখনও এই পৃথিবীতে আসিয়া পৌছায় নাই। সুতরাং তাহারা এই পৃথিবী হইতে যে কত দূরে অবস্থিত, তাহা যেমন গণনার অতীত, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ শ্রীভগবানও তেমনি ধারণার অতীত। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—আমি সর্ব্বজ্ঞ ও মায়ার অধীশ্বর। আমি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালের সমস্ত ভূতগণের সকল বিষয়ই অবগত আছি, কিন্তু মায়াধীন জীবের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি মায়া দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া তাহারা কেহই আমাকে জানিতে পারে না (গীতা ৭।২৬)। যে বৈরাগ্যবান সাধক জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের জন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তিনি অনায়াসে আমাকে সমগ্রভাবে জানিতে পারেন (গীতা ৭।২৯)।

পরিদৃশ্যমান এই সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া এবং তাহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আমাদের এই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষপথে সূর্য্যের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। এই সূর্য্য ও তাঁহারই চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহাদি লইয়া একটা **সৌর জগৎ** হয়। এই সৌরজগৎ প্রকৃতপক্ষে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র, মহাশূন্যের একাংশমাত্র ব্যাপিয়া ইহা অবস্থিত। এই সৌরজগৎ আবার দ্বিতীয় এক সৌরজগতের সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া সামান্য একটী গ্রহের ন্যায় তাহারই চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরিতেছে। দ্বিতীয় সৌরজগৎটা আবার তৃতীয় এক সৌরজগতের গ্রহস্বরূপ হইয়া পূর্ব্ববৎ চক্রাকারে ঘুরিতেছে। এ ধারার আর বিরাম নাই। এই রূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মহাকেন্দ্রে অবস্থান করিয়া এবং অনন্তে ব্যাপ্ত থাকিয়া যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপার পরিচালিত করিতেছেন, সেই অনাদি ও অনন্ত পরমপুরুষই সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীভগবান। তিনিই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধীশ্বর। ব্রহ্মসূত্রে তাঁহাকেই ব্রহ্ম এবং তন্ত্রে তাঁহাকেই জগজ্জননী আদ্যা-শক্তি কালী বলা হয়। তাঁহারই মঙ্গলময় বিধানে চন্দ্র সূর্য্যাদি সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। তাঁহারই প্রশাসনে অগ্নি দগ্ধ করে এবং বায়ু প্রবাহিত হয়।

এই যে ধরাবক্ষে বিশালায়তন বটবৃক্ষ দেখা যায়, তাহাতে লক্ষ লক্ষ ফল ধরে এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বীজ থাকে। বীজগুলি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, ইহাদের প্রত্যেকটীই অনন্ত শক্তির আধার। একটী ক্ষুদ্র বট-বীজ লইয়া তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিলে তাহার মধ্যে কিছুই দেখা যায় না বটে, কিন্তু সেই অদৃশ্য বস্তুতেই এক বিশালাকার বটবৃক্ষ সূক্ষ্মাকারে লুক্কায়িত থাকে—কারণ এক একটী ক্ষুদ্রবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতে এক একটী বিশাল বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে। শুধু তাহাই নহে। এইরূপে যে বটবৃক্ষটী উৎপন্ন হইবে, তাহার শাখায় লক্ষ লক্ষ ফল ধরিবে, প্রতি ফলের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বীজ থাকিবে এবং প্রত্যেক বীজ অঙ্কুরিত হইলে তাহা হইতে সমশক্তিসম্পন্ন লক্ষ লক্ষ ফলবীজাদি সমেত এক একটী বিশাল বটবৃক্ষ জন্মিবে। এইরূপে এক একটী বীজ অনন্ত-কাল ধরিয়া স্বতুল্য অনন্ত কোটি বীজ প্রকাশ করিতে সক্ষম। এই বট-বীজের উদাহরণ দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির ও অনন্ত মহিমার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীভগবান আপনাকে চরাচর বিশ্বের সনাতন বীজ বা মূল কারণ বলিয়াছেন (গীতা ৭।১০)। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বিশ্ববীজ, অনন্তকাল ধরিয়া তিনি আপনাকে অনন্ত আকারে প্রকাশ করিতেছেন। সকলের মূলে একমাত্র তিনিই আছেন, তিনিই সকলের আধার ও আশ্রয়। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমুদয় ভূত তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান। সর্ব্বদেহে তিনিই অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপে অবস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছেন বলিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। অব্যক্ত স্বরূপে তিনিই এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। সূর্য্য-কিরণে ধূলিকণার ন্যায় তাঁহার একাংশে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া উঠে। তাঁহার ব্যাপ্তি শুধু এই বিশ্বেই সীমাবদ্ধ নহে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানই ভূতসমূহের আধার কিন্তু ভূতসমূহ তাঁহার আধার নহে। সুতরাং ভূতসমূহ তাঁহাতে অবস্থান করিলেও তিনি ভূতসমূহে অবস্থিত নহেন। এইরূপে তিনি সর্ব্বভূতকে ধারণ ও পোষণ করিলেও নিঃসঙ্গ আকাশের ন্যায় কোন বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না (গীতা ৯।৪-৬)। সৃষ্ট্যাদি সকল কর্ম্ম করিয়াও তিনি অনাসক্তভাবে উদাসীনবৎ অবস্থিত (গীতা ৯।৯)। শ্রীভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃ তাঁহারই জড়া প্রকৃতি চেতনবৎ হইয়া চরাচর বিশ্ব সৃজন করেন। এইরূপে তিনি কর্ত্তা ও অকর্ত্তা উভয়ই। শ্রীমদ্ভাগবত (৭।২।৩৯) বলেন—এই চরাচর বিশ্ব সেই অব্যয় পরমেশ্বরের ক্রীড়া-দ্রব্য। বস্তুতঃ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে তাঁহার কোন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন নাই, ইহা তাঁহার লীলাখেলা মাত্র। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—কর্ম্মে আমার আসক্তি নাই, কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। আমাকে যিনি এইরূপে জানেন এবং আমার নিষ্কাম কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া সেই মত চলেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না (গীতা ৪।১৪)।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-বাক্য (৩।১) হইতে জানা যায় যে এই চরাচর বিশ্ব যাঁহা হইতে উৎপন্ন, যাঁহাতে অবস্থিত এবং যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান। স্বীয় মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া এবং তাঁহাকে আত্মবশে রাখিয়া শ্রীভগবানই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন (গীতা ৯।৮)। কুম্ভকার যেমন মৃদ্ঘটের নিমিত্ত কারণ, এবং মৃত্তিকা যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার উপাদান কারণ, সেইরূপ শ্রীভগবান সৃষ্টিকর্ত্তারূপে এই চরাচর বিশ্বের নিমিত্ত কারণ, তিনিই আবার বিশ্বের সনাতন বীজরূপে ইহার উপাদান কারণ। অধিষ্ঠানচৈতন্য রূপে তিনিই সর্ব্ববস্তুর আশ্রয়। অব্যক্ত মূর্ত্তিতে তিনি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সর্ব্বত্রই তিনি ওতঃপ্রোতভাবে বিদ্যমান। এইরূপে তিনি সৃষ্টজগতের কণায় কণায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও, লবণাক্ত জলে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত লবণকণার ন্যায়, লোকচক্ষে দৃষ্টিগোচর হন না। আস্বাদন দ্বারা যেমন লবণাক্ত জলে লবণের অবস্থিতি অনুভব করা যায়, সেইরূপ সাধনাদি দ্বারা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। শ্রীভগবান স্বরূপতঃ নিরাকার বা রূপবর্জ্জিত হইয়াও, সকলরূপে রূপ মিশাইয়া সর্ব্বরূপেই অবস্থিত আছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিশিষ্ট কোন রূপ নাই, অথচ সকল রূপই তাঁহার রূপ। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" —সাধক তাঁহাকে যে মূর্ত্তিতে দেখিতে ইচ্ছা করেন, সেই মূর্ত্তিতেই তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এইরূপে সাধকগণ নিজ নিজ সাধনার বলে নিজ নিজ ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সেই মূর্ত্তি জীবন্ত বা প্রাণময় না হওয়া পর্য্যন্ত সাধকের অভীষ্ট পূরণ করিতে পারিবে না। প্রাণহীন মূর্ত্তিদর্শনে কখনও ভগবৎ-লাভ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১) হইতে জানা যায় যে সাধকের অধিকার ও উপাসনা ভেদে সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন নামে অভিহিত হন। উপাসনায় যাঁহার যেরূপ অধিকার, অনুভূতি ও প্রাপ্তিও তাঁহার সেইরূপ হইয়া থাকে। জ্ঞানিগণ জ্ঞানমার্গে সেই অনাদি ও অনন্ত পরমপুরুষকে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, অষ্টাঙ্গ যোগিগণ ধ্যানমার্গে তাঁহাকে অন্তর্যামী পরমাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে এবং ভক্তগণ ভক্তিমার্গে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবান রূপে অনুভব বা দর্শন করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মসূত্রের যিনি ব্রহ্ম, উপনিষদের তিনিই আত্মা এবং পুরাণের তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা"—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়বিধ ঐশ্বর্য্যের সমষ্টিরূপ ভগ শ্রীভগবানে নিত্য বিদ্যমান। সাধারণতঃ ব্রহ্ম বলিতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্তুকেই বুঝায়। আর যিনি পরমাত্মা তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকারে জীব-হৃদয়ে বিরাজ করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৩।২০) বলেন—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—নিত্যপরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান যে সময়ে ব্রহ্মরূপে মহৎ হইতেও মহত্তর, সেই সময়েই তিনি পরমাত্মারূপে সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর। এইরূপে তাঁহাতে অণুত্ব ও বিশালত্ব যুগপৎ বিদ্যমান। সৎ, চিৎ ও আনন্দই তাঁহার স্বরূপ। ত্রিকালে তিনি একইভাবে আছেন বলিয়া অস্তিত্বে তিনি সৎ বা নিত্য বস্তু, কোনও কালে যাঁহার নিবৃত্তি হয় না। যাবতীয় বস্তুর প্রকাশক বলিয়া ভাতিত্বে তিনি চিৎ, যাঁহার প্রকাশ কখনও বিলুপ্ত হয় না। আবার সর্ব্ববিধ দুঃখের অতীত বলিয়া প্রিয়ত্বে তিনি আনন্দস্বরূপ, সকল সময়েই যিনি পরম প্রীতির বিষয়।

অবতার—দৈবী শক্তি যখন আসুরী শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, ধরায় যখন ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন সর্ব্ব অবতারের অবতারী পুরুষোত্তম শ্রীভগবান ধরা মাঝে অবতাররূপে নিজে আসিয়া এবং তাঁহাকে পাইবার সহজ উপায়টী শিক্ষা দিয়া ত্রিতাপদগ্ধ মলিন জীবকে ধর্ম্মপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। স্বরূপে নিরাকার হইলেও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তিনি মায়া অবলম্বনে মানুষী তনু ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া সাকার হন। লীলাদেহ ধারণ পূর্ব্বক আস্বাদনের সীমার মধ্যে আসিয়া ক্ষুদ্রতার সাজে অবতার রূপে লীলাময়ের এই যে লীলা খেলা, তাহা তাঁহার স্বেচ্ছাধীন। এইভাবে তাঁহার বহুবার জন্ম হইলেও তিনি মায়ার অধীন হন না বা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা কখনও বিলুপ্ত হয় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—আমি অব্যয় আত্মা ও সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। আমার জন্মমৃত্যু বা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই। তথাপি ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে, আমি আমারই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রকৃতি বা মায়াশক্তিকে আশ্রয়পূর্ব্বক স্বীয় নির্গুণ স্বরূপ ও সর্বেশ্বরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই লীলাময় দিব্যদেহ ধারণ করিয়া থাকি। এই রূপে আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া এবং সাধুরক্ষণ ও পাষণ্ডদলন করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করি (গীতা ৪।৪-৮)। শ্রীশ্রীচণ্ডী-গ্রন্থে (১১।৫১) দেবী-বাক্যে এইরূপ কথাই পাওয়া যায়—"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি। তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং"॥ অসুর পীড়ন উপস্থিত হইলেই দেবী ভগবতী স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অরিকুল বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

জীব জগতের কল্যাণের নিমিত্তই শ্রীভগবানের ধরায় আবির্ভাব। স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে তিনি সর্ব্বাবস্থায় পূর্ণ থাকেন এবং স্বীয় অপরিণামী পরমভাবটী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি মনুষ্যমূর্ত্তিতে প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করেন। লীলাবশে অবতারভাব গ্রহণ করিয়াও তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন এবং অসংখ্য আত্মারূপে সর্বভূতের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—আমি সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা (গীতা ১০।২০), অব্যক্ত স্বরূপে আমি এই নিখিল জগৎ ব্যপিয়া অবস্থান করিতেছি (গীতা ৯।৪)। প্রকৃত-পক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার রূপ, চরাচর বিশ্ব তাঁহার একাংশ মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গীতা ১০।৪২)। স্বরূপে তিনি নির্গুণ হইয়াও বিশ্বরূপে তিনি সগুণ এবং যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের প্রয়োজনে তিনি অবতার। সমকালেই তিনি নির্গুণ, সগুণ, বিশ্বরূপ, আত্মা ও অবতার। অবতাররূপে মনুষ্যভাব গ্রহণ করিলেও তাঁহার পূর্ণত্বের বিন্দুমাত্র হানি হয় না, তাঁহার নির্গুণ স্বরূপের কোন প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। যোগমায়া দ্বারা তিনি সমাচ্ছন্ন থাকেন বলিয়া আসুরিক প্রকৃতির মূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহার জন্মকর্ম্মরহিত অব্যয় স্বরূপকে জানিতে পারে না। সে কারণে উহারা তাঁহাকে প্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকে (গীতা ৭।২৪-২৫)। মোহাবিষ্ট হইয়া উহারা বুঝিতে পারে না যে সর্বভূতমহেশ্বর এই অবতার পুরুষই অন্তর্যামী আত্মা-রূপে প্রতিজীবের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, সর্বশক্তিমান এই অবতার পুরুষই বিশ্বের প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে সর্বক্ষণ সমভাবে দর্শন ও পালন করিতেছেন। সামান্য একটী পিপিলিকার ক্ষুদ্র পাদক্ষেপও তাঁহার অগোচরে থাকে না। এইরূপ বিভ্রান্তচিত্ত অজ্ঞগণের সকল আশা ব্যর্থ হয়, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই নিষ্ফল হয় এবং জ্ঞানবুদ্ধি বৃথা হইয়া যায়। রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির অধীন হইয়া উহারা পরিণামে শোচনীয় গতি লাভ করিয়া থাকে (গীতা ৯।১১-১২)। আর যাঁহারা তত্ত্ববিচার দ্বারা জন্মকর্ম্মরহিত শ্রীভগ-বানের স্বেচ্ছাকৃত অপ্রাকৃত জন্মের ও লোকসংগ্রাহার্থ নিষ্কাম কর্ম্মের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া সেই আদর্শমত আচরণ করেন, তাদৃশ মহাত্মাগণ দেহান্তে শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত হন। দেহত্যাগের পর তাঁহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না (গীতা ৪।৯)।

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন—মহাভারত হইতে জানা যায় যে কৃষ্ণাবতারে শ্রীভগবান স্বয়ং ধরায় অবতীর্ণ হইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রিয়তম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সখা অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে বলিলেন—"হে পুরুষোত্তম! চরাচর বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি বিশ্বরূপ। আমি তোমার সেই ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।" তখন শ্রীভগবান তাঁহাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান পূর্ব্বক নানা বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট এবং সহস্র সহস্র সূর্য্যের প্রভাযুক্ত স্বীয় অপরূপ বিশ্বরূপ দেখাইলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন—আদ্যন্তবিহীন সেই বিরাট বিশ্বরূপ এক কালে সহস্র সহস্র বাহু-উদর-বদন-নয়নাদিযুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন। দিব্যমাল্যাম্বরশোভিত ও বহুবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত সেই অত্যদ্ভুত বিরাট শরীর সর্ব্বতোমুখ হইয়া বিরাজমান। তাঁহাতে দিব্য গন্ধ-দ্রব্য সকল অনুলিপ্ত রহিয়াছে এবং অসংখ্য দিব্যাভরণ ও উদ্যত দিব্যাস্ত্র সকল শোভা পাইতেছে। দেবগণাদি সহ চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সেই বিরাট দেহে একত্র অবস্থান করিতেছে। পতঙ্গসমূহ যেমন মরিবার জন্য দ্রুতবেগে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে, সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্থ সর্ব্ব জীব নিজ নিজ মরণের জন্য বিশ্বনিয়ন্তার প্রলয়াগ্নিসদৃশ দংষ্ট্রাকরাল মুখবিবরে সবেগে প্রবেশ করিতেছে। কেহ কেহ আবার আচূর্ণিত মস্তকে তাঁহার ভীষণ দন্তসন্ধিতে লগ্ন হইয়া আছে। তাহাদের রুধিরে বিরাট পুরুষের ওষ্ঠপুট সিক্ত হইয়া আছে এবং লেলিহান জিহ্বা লক্‌লক্ করিয়া ত্রিভুবনের ভয়োৎপাদন করিতেছে। ভবিষ্যতে এই কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাহা যাহা ঘটিবে, অর্জ্জুন তাহাও সেই বিরাট দেহে দেখিতে পাইলেন। শ্রীভগবানের এই অপূর্ব্ব সংহারমূর্ত্তি দর্শন করিয়া অর্জ্জুন বিস্ময়ে আপ্লুত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি আর ধৈর্য্য ধরিতে ও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন অর্জ্জুন ভীত-কম্পিত-কলেবরে অবনতমস্তকে শ্রীভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর অর্জ্জুন তাঁহার আগেকার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিতে চাহিলেন (গীতা ১১।১-৪৬)। তখন শ্রীভগবান আপনাকে লোকক্ষয়কারী ভীষণ কালপুরুষরূপে পরিচয় দিয়া তেজোময় উগ্রমূর্ত্তি সম্বরণ পূর্ব্বক স্বীয় সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিলেন (গীতা ১১।৪৯-৫১)।

শ্রীভগবানের এই করাল কালমূর্ত্তি আর কেহ কখনও দেখেন নাই। বেদ, যজ্ঞ, দান বা তপস্যাদি দ্বারা নরলোকে কেহই, এমন কি দেবগণও, এই বিরাট বিশ্বরূপ দর্শনে সমর্থ নহেন। ভগবৎ-কৃপায় একমাত্র অর্জ্জুনই এই দেবদুর্লভ অপরূপ রূপ দেখিয়াছিলেন (গীতা ১১।৪৭-৪৮)। দান যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে উর্দ্ধগতি লাভ হয় বটে, কিন্তু অনন্যভক্তিযোগ ব্যতীত বিশ্বরূপদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করা যায় না। একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। তখন তাঁহাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে এবং তাদাত্ম্যলাভ করতঃ তাঁহাতে বিলীন হইতে পারা যায় (গীতা ১১।৫২-৫৪)। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানে যেমন ভীষণতা আছে, তেমনি তাঁহাতে মধুরতাও আছে। লোকক্ষয়কর কালরূপে যিনি ভীষণ হইতেও ভীষণতর, যিনি "ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং", তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন —"রসো বৈ সঃ"-তিনি রসস্বরূপ, তিনি সকল সৌন্দর্য্যের ও সকল মাধুর্য্যের আধার। সুতরাং তিনি যেমন অতি রৌদ্র, তেমনি আবার অতি সৌম্য। তিনি বজ্রাদপি কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষাও কোমল।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬।১৫) বলেন—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"-সেই বিরাট পুরুষকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, এতদ্ব্যতীত মুক্তিলাভের কোন উপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তু। তাঁহাকে জানিলেই সব জানা যায় এবং তাঁহাকে পাইলেই সব পাওয়া যায়। উপনিষদের নানাস্থানে শ্রীভগবানের নির্গুণভাবের সহিত সগুণভাবের বর্ণনা একসঙ্গেই পাওয়া যায়, যথা—(১)"অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা যায় যে নির্গুণ স্বরূপে তাঁহার হস্ত-পদাদি বা চক্ষুকর্ণাদি অবয়ববিশিষ্ট কোন মূর্ত্তি না থাকিলেও, সগুণভাবে তিনি গ্রহণ করেন, চলেন, দেখেন ও শুনেন; (২) "আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ"—নির্গুণভাবে তিনি একস্থানে বসিয়া বা শুইয়া থাকিয়াই, সগুণভাবে তিনি দূরে ভ্রমণ করেন বা সর্ব্বত্র গমন করেন, (৩) "অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ" —নির্গুণভাবে সেই এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ অনেজৎ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চলনরহিত, অথচ সগুণভাবে তিনি মন অপেক্ষাও অধিক বেগবান বা দ্রুতগমনশীল। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমকালেই নির্গুণ ও সগুণ এবং নিরাকার ও সাকার। সমকালেই তিনি আবার অবতারাদিরূপে ও অন্তর্যামী আত্মারূপে বিরাজমান। সর্ব্বব্যাপী তিনি, অব্যক্ত স্বরূপে তিনি তিনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। সকল দিকেই তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মস্তক ও বদন--এইরূপে তিনি সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত। তিনি স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত, চক্ষুকর্ণাদি কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ই তাঁহার নাই, অথচ সকল ইন্দ্রিয়ের গুণ বা ধর্ম্ম তাঁহাতে পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত। তাঁহার চক্ষু না থাকিলেও তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, তাঁহার কর্ণ না থাকিলেও তিনি সর্ব্বশ্রোতা। তিনি সকল ইন্দ্রিয়েরই কারণ-স্বরূপ। তিনিই সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের গুণসকল প্রকাশ করেন এবং স্বয়ং যে কোন আকারে প্রকাশিত হন। প্রাণ বা অধিষ্ঠানচৈতন্য রূপে যতক্ষণ তিনি দেহমধ্যে আছেন, ততক্ষণই জড় দেহেন্দ্রিয়গণ সচেতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে আপনাপন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম হয়। সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া তিনি সকলকে ধারণ ও পালন করিতেছেন। স্বরূপতঃ নির্গুণ বা গুণাতীত হইয়াও তিনি সর্ব্বগুণের আধার স্বরূপ। জীবাদি অবস্থায় তিনি সত্বাদি ত্রিগুণের ভোক্তা হন। অক্ষর আত্মারূপে তিনি সৎ এবং অনিত্য জগৎরূপে তিনি অসৎ। তিনি আবার সৎও নহেন আবার অসৎও নহেন, বিধি ও নিষেধমুখে তিনি প্রমাণের অতীত। সর্ব্বভূতের অন্তরেও তিনি, আবার বাহিরেও তিনি। স্বরূপতঃ অবিভক্ত থাকিয়াও চেতন আত্মারূপে তিনি সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজ করিয়া বিভক্তের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এইরূপে আদ্যন্তবিহীন শ্রীভগবানে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে (গীতা ১৩।১২-১৫)। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই জ্ঞেয় ও জ্ঞান-গম্য। ভগবৎ-ভক্তগণ শ্রীভগবানকে এইরূপে অবগত হইয়া ভগবৎ-ভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন (গীতা ১৩।১৭-১৮)।

যেখানে যাহা কিছু আছে, সে সকলেরই মূল হইলেন শ্রীভগবান। তিনি এই বিশ্বের একমাত্র আধার ও লয়স্থান। তিনিই এই বিশ্ব-ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন (গীতা ১১।৩৮)। ওতঃপ্রোতভাবে তিনি সর্বত্র আছেন বলিয়া জীবজগতের অস্তিত্ব রহিয়াছে। তিনিই প্রকৃতপক্ষে চরাচর জীব জগৎ হইয়াছেন। স্থাবরও তিনি, জঙ্গমও তিনি। পদার্থ মাত্রই তাঁহার সাকার মূর্ত্তি। স্বীয় মায়ার অন্তরালে তিনি আত্মগোপন করিয়া থাকেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অণু-পরমাণুর মধ্যেও তিনি বিদ্যমান। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়, সাধারণ জ্ঞানে তাঁহাকে জানা যায় না। তিনি অতি দূর হইতেও দূরে এবং অতি নিকট হইতেও নিকটে বিরাজ করিতেছেন। অজ্ঞানীর বা অভক্তের পক্ষে তিনি দূরাৎ সুদূরে, কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা তাঁহাকে ধারণা করিতে অক্ষম। তিনি আবার জ্ঞানী ভক্তের পক্ষে নিত্যনিকটস্থ, কারণ তাঁহারা নিজ নিজ হৃদয়ের মধ্যেই তাঁহাকে অন্তর্যামী আত্মারূপে অনুভব করিতে পারেন (গীতা ১৩।১৫)। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রীভগবান অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত। বাক্য, মন ও বুদ্ধির অগোচর হইলেও তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশিত জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয়, তিনিই জ্ঞানগম্য বা জ্ঞানযোগে প্রাপ্য (গীতা ১৩।১৭)। প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বস্তু, যাঁহাকে জানিলে জীব সর্ব্বজ্ঞ হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে (গীতা ১৩।১২)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৬।১৪) বলেন—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি"—তিনিই সকলকে প্রকাশ করেন, তাঁহারই দীপ্তিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দীপ্তিমান। প্রকৃতপক্ষে তিনি আপনা দ্বারা আপনি প্রকাশিত হন। অজ্ঞানাতীত ও স্বপ্রকাশ সেই পরমপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, অনাদি, সর্ব্বনিয়ন্তা ও সকলের বিধাতা। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ও মনবুদ্ধির অগোচর (গীতা ৮।৯)। নির্গুণ ভাবে তিনি অক্ষর ব্রহ্ম, সগুণভাবে তিনিই আবার যজ্ঞ-তপস্যাদির ভোক্তা, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ও সর্ব্বলোকমহেশ্বর (গীতা ৫।২৯)। অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে তিনি সর্ব্বজীবের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনিই আবার বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাহিরেও আছেন। তিনি নিরাকার হইয়াও সাকার (গীতা ৪।৬)। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই প্রকট মূর্ত্তি। একাংশে তিনি সমগ্র জীবজগৎ ধারণ করিয়া আছেন (গীতা ১০।৪২)। স্থূল রূপেও তিনি এবং সূক্ষ্ম রূপেও তিনি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি স্বয়ং আপনাকে জানাইয়া না দিলে কেহই তাঁহাকে সম্যকরূপে জানিতে পারেনা। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ত্রিজগতে যাহা কিছু জ্ঞেয় এবং ওঁ-কারাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত পবিত্র বস্তু, সে সমস্তই আমি। বৈধ কর্ম্মাদিরূপে একমাত্র আমিই আছি। আমিই সর্ব্ববিধ যজ্ঞ, আমিই হোম, মন্ত্র, অগ্নি ও হোমসাধন ঘৃতাদি সমস্তই। আমিই এই জগতের পিতা, মাতা ও ধাতা এবং অব্যক্ত প্রকৃতিরও কারণরূপে পিতামহ। আমিই জগতের অব্যয় বীজ। প্রলয় কালে জীবসমূহ আমাতেই অবস্থান করে। আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু এবং সাক্ষিস্বরূপ অব্যয় আত্মা। আমিই সকলের হিতকারী সুহৃৎ ও রক্ষক। সূর্য্যরূপে আমিই পৃথিবীতে তাপ দান করি, আমিই পৃথিবী হইতে জল আকর্ষণ করিয়া তাহা বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করি। আমিই জীবের জীবন ও মৃত্যু, সৎ ও অসৎ উভয়ই আমি (গীতা ৯।১৬-১৯)।

অধিষ্ঠানচৈতন্য রূপে শ্রীভগবান সমভাবে সর্বত্র বিরাজিত। সর্ব-জীবে তিনি সমভাবাপন্ন। তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই। কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি কিছুই করেন না (গীতা ৯।২৯)। সকলকেই তিনি সমানভাবে আকর্ষণ করেন বলিয়া তাঁহার এক নাম কৃষ্ণ। চুম্বক যেমন স্বভাবতঃ লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনিও তেমনি স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য দ্বারা সকলকেই সমভাবে আকর্ষণ করিতেছেন। কর্দ্দমাক্ত বা সুদূরে অবস্থিত লৌহ যেমন চুম্বকের আকর্ষণ অনুভব করে না, সেইরূপ ভগবৎবিমুখী অভক্তগণের চিত্ত মলিন হওয়ায় এবং তাহারা শ্রীভগবান হইতে দূরে থাকায় শ্রীভগবানের মধুর আকর্ষণ তাহারা অনুভব করিতে পারে না। সূর্য্যকিরণের ন্যায় ভগবৎ-কৃপা পাত্রাপাত্র বিচার করেনা। ভক্ত ও অভক্ত সকলেই তাঁহার নিকটে সমান। ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসা এবং বিদ্বেষের প্রতিদানে বিদ্বেষই পাওয়া যায়—ইহাই সাধারণ নিয়ম। শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের যে ভালবাসা বা ভক্তি, তাহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তকে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করে। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি (গীতা ৯।৩১)। প্রকৃতপক্ষে অভক্তের বিদ্বেষভাবই অভক্তকে বিনাশ করিয়া থাকে। বৃষ্টিপাত সর্ব্বত্র সমানভাবে হইলেও ক্ষেত্রের বা বীজের স্বভাব অনুসারে যেমন কোথাও খাদ্য-শস্য জন্মে, আবার কোথাও কণ্টকবৃক্ষ জন্মে, সেইরূপ শ্রীভগবানের করুণাবারি সর্ব্বত্রই সমভাবে বর্ষিত হইলেও, তাঁহার প্রতি ভক্তের যে ভালবাসা ও অভক্তের যে বিদ্বেষভাব—ইহাদের প্রতিক্রিয়ার ফলেই ভক্তগণ মোক্ষ-লাভ করেন এবং অভক্তগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের ন্যায় জীবের আপনার জন আর কেহই নাই। সকল অবস্থাতেই তিনি জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। তিনিই জীবের প্রাণ, তিনিই জীবের আত্মা, তিনিই জীবের যথাসর্ব্বস্ব। প্রাণ বা চৈতন্যরূপে তিনি যতক্ষণ জীব-দেহে থাকেন, ততক্ষণ সেই দেহ সজীব বলিয়া প্রতীত হয়, ততক্ষণই সেই দেহের সহিত লৌকিক ব্যবহার করা চলে। প্রাণ বা চৈতন্যবিহীন দেহ জড়বৎ পড়িয়া থাকে। তাদৃশ নির্জীব দেহ অস্পৃশ্য ও ভীতিপ্রদ শব মাত্র, কেহই তাহাকে আদর করিয়া ঘরে রাখিয়া দেয় না। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে জীব বুঝিতে পারেনা যে অপরকে ভালবাসিয়া বা তাহায় সেবা করিয়া সে প্রকৃতপক্ষে চেতন আত্মারূপী শ্রীভগবানকেই ভাল-বাসিতেছে বা তাঁহারই সেবা করিতেছে। শ্রীভগবান সকলের মধ্যেই আছেন, সকলেই আবার তাঁহার মধ্যে আছে—এইরূপ জ্ঞানে যিনি সর্ব্বভূতে ভেদভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবানকে বিশ্বময় দেখেন এবং ভগবৎ-জ্ঞানে সর্ব্বভূতের সেবা করেন, তিনি পরিণামে শ্রীভগবানকেই প্রাপ্ত হন (গীতা ৬।৩১)

শ্রীগীতার মতে শ্রীভগবানই চরমতত্ত্ব। তিনিই মায়া অবলম্বনে বিশ্বরূপ হয়েন। পরিদৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই তাঁহার বিভূতি বা প্রকাশ। দীপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিখা যেমন চতুর্দ্দিকে কিরণ বিকিরণ করিয়াও নিজে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেইরূপে শ্রীভগবান আপনাকে বহুরূপে ব্যক্ত করিয়াও স্বরূপে অক্ষুণ্ণই থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব হইয়াছেন। সূক্ষ্ম শক্তিরূপে, সকল বস্তুর সাররূপে, তিনিই সর্ব্বত্র বিরাজিত। জলে তিনি রস স্বরূপ, চন্দ্র–সূর্য্যে কিরণ স্বরূপ, অগ্নিতে তেজঃ স্বরূপ, পৃথিবীতে গন্ধস্বরূপ, আকাশে শব্দ স্বরূপ, বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি স্বরূপ, তপস্বিগণের তপঃ স্বরূপ এবং তেজস্বিগণের তেজঃ স্বরূপ। তিনিই সর্ব্ব জীবের জীবন, তিনিই সর্ব্ব ভূতের সনাতন বীজ বা আদি কারণ। সাত্ত্বিক ভাবগুলির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় তিনি বলবানগণের কাম-রাগবর্জ্জিত সাত্ত্বিক বল, তিনিই প্রাণিগণের ধর্ম্মের অবিরোধী কাম বা ভোগলিপ্সা। সর্ব্ব বেদের সাররূপে তিনিই প্রণব বা ওঁ-কার (গীতা ৭।৮-১১)।

যেখানে যত কিছু মূর্ত্তি আছে সে সমস্তই শ্রীভগবানের মূর্ত্তি, অনন্ত মূর্ত্তিতে তিনিই সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়া আছেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই সত্তায় সত্তাবান। বিশ্বের সর্ব্বত্রই ভগবৎ-শক্তির প্রকাশ। এই শক্তি যাহাতে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয় তাহার নাম বিভূতি। প্রকৃত ভক্ত হইতে হইলে শ্রীভগবানের ঐশী বিভূতির অনুভূতি হওয়া প্রয়োজন। তাই সখা অর্জ্জুন শ্রীভগবানের স্তুতি করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন—হে পুরুষোত্তম! আপনি যে যে বিভূতি দ্বারা সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, যে যে পদার্থসমূহে যে যে ভাবে চিন্তা করিলে আপনাকে সম্যক্‌রূপে জানিতে পারা যায়, সেই সেই বিভূতি সকল আমাকে বিস্তারিতভাবে বলুন (গীতা ১০।১২-১৮)। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। নিখিল বিশ্বই তাঁহার বিভূতি। সর্ব্বভূতের হৃদয়ে তিনি আত্মারূপে অবস্থিত। সৃষ্টি–স্থিতি–লয়ের কর্ত্তাও তিনি। তিনি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, জ্যোতিষ্ক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণের মধ্যে সূর্য্য, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, শব্দ সকলের মধ্যে ওঁ-কার ইত্যাদি (গীতা ১০।১৯-৩৮)। এইরূপে শ্রীভগবান ধ্যানের অবলম্বন স্বরূপ স্বীয় বহুবিধ বিভূতি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন—সর্ব্বভূতের যাহা বীজস্বরূপ বা মূল কারণ তাহাই আমি। আত্মমায়ার দ্বারা আমিই এই জগৎ সৃজন করিয়াছি। চরাচর বিশ্বে আমা ব্যতীত কোন বস্তুই নাই, আর হইতেও পারেনা। এই বিশ্বে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, যাহা কিছু শ্রী বা গুণ সম্পন্ন, যাহা কিছু অসাধারণ, তৎসমুদয়ই আমার অনন্ত শক্তির সামান্য অংশ মাত্র। অধিক আর কি বলিব—সারা বিশ্বটা আমার একাংশ মাত্র। একাংশেই আমি নিখিল জগৎ ধারণ করিয়া আছি। একাংশের দ্বারাই আমি চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি (গীতা ১০।৩৯-৪২)। প্রকৃতপক্ষে সমস্তই শ্রীভগবানের শরীর, সুতরাং যে কোন বস্তু লক্ষ্য করিয়া উপাসনা করা হউক না কেন, তাহাতে শ্রীভগবানকেই উপাসনা করা হয়।

শ্রীভগবান স্বপ্রকাশ, তাঁহার প্রকাশেই চরাচর জগৎ প্রকাশিত। তিনিই সর্ববিধ সংরক্ষণী শক্তির মূলাধার। সকলের মূলে একমাত্র তিনিই আছেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সূর্য্যের যে তেজ সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ বিদ্যমান, সে সকলই আমা হইতে স্ফুরিত হইয়া থাকে। সূর্য্যাদি আমারই তেজে তেজীয়ান হইয়া নিখিল জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। আমারই বলে বলীয়ান হইয়া বসুন্ধরা ভূধর সাগরাদি ধারণ করিয়া আছেন। রসাত্মক চন্দ্রমারূপে আমিই ধান্য যবাদি ওষধি সমূহ পরিপুষ্ট করি এবং জঠরাগ্নিরূপে সর্বপ্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া আমিই প্রাণাপান বায়ুযোগে ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক করি। অন্তর্যামী আত্মারূপে আমিই নিখিল জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত আছি। আমা হইতেই জ্ঞান স্ফুরিত হয় ও স্মৃতির উদয় হয়, আমা হইতেই আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানাদির অভাব হইয়া থাকে। বেদের সমগ্রতত্ত্ব একমাত্র আমিই অবগত আছি, আচার্য্যরূপে আমিই বেদান্তের অর্থ প্রকাশ করি। আমিই সমগ্র বেদের একমাত্র জানিবার বিষয় (গীতা ১৫।১২–১৫)।

প্রকৃতপক্ষে সর্বরূপে রূপ মিশাইয়া শ্রীভগবানই সব করিতেছেন। তিনি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। নিত্যমুক্ত পরমানন্দ স্বরূপ বলিয়া তিনি সনাতন ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখের আশ্রয় (গীতা ১৪।২৭)। লোকে ও বেদে তিনিই পুরুষোত্তম নামে খ্যাত (গীতা ১৫।১৮)। (পূর্ব্বাধ্যয়ের শেষভাগে পুরুষোত্তম তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে)। পরমভক্ত ভীষ্মদেব ভক্তিভরে ভগবৎ চরণে প্রণত হইয়া শ্রীভগবানের স্তব স্তুতি করিতে করিতে বলিলেন—"যস্মিন্ সর্ব্বং, যতঃ সর্ব্বং, যঃ সর্ব্বঃ, সর্ব্বত যঃ। যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যন্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥" যাঁহার মধ্যে সর্ব্ব জীবজগৎ অবস্থান করিতেছে, যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি সর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন, যিনি সর্ব্বদিকে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বপদার্থে বিদ্যমান, যিনি সর্ব্বসময়ে সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, সেই সর্ব্বরূপী ও সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার করি। এইরূপ জ্ঞানে জগতের সমস্ত পদার্থকে ঈশ্বর ভাবনা দ্বারা ঢাকিয়া ফেলাই প্রকৃত সাধনা। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান দেশ, কাল ও পাত্র বা বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে তিনি সমভাবে বিদ্যমান থাকেন বলিয়া তিনি সর্ব্বাবস্থায় পূর্ণ থাকেন। তিনি সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ হইয়াই তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত। তাঁহাতে বিন্দুমাত্র অপূর্ণতা থাকিতে পারে না। তিনিই পরিদৃশ্যমান এই জগৎরূপে সাজিয়াছেন বলিয়া পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই জগৎও পূর্ণ। শ্রুতিও বলেন—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥" অদঃ অর্থাৎ সেই পরব্রহ্ম বা শ্রীভগবান পূর্ণ। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ভাসিতেছে বলিয়া এই জগৎও পূর্ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ হইতে যাহার উদয় হয় তাহাই পূর্ণ। পরিদৃশ্যমান এই পূর্ণ জগতের পূর্ণত্বভাবটী গ্রহণ করিতে পারিলে অর্থাৎ পূর্ণ-চৈতন্যের বা শ্রীভগবানের চিন্তাকে মুখ্য করিতে পারিলে, পূর্ণব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন অর্থাৎ তখন পূর্ণব্রহ্ম বা শ্রীভগবান রূপে স্থিতিলাভ করা যায়। সুতরাং ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য প্রতি কর্ম্মে, প্রতিবাক্যে ও প্রতি ভাবনায় শ্রীভগবানকে লইয়া থাকিতে হইবে, ক্ষণকালও তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

সংসার বৃক্ষ

দেহাভিমানী বদ্ধ জীব অহংবোধে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত বার বার ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। দেহে অহংবুদ্ধি হইতেই সংসার, আর এই সংসারই জীবের বন্ধনের কারণ। সংসার-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অহংজ্ঞানরূপী জীব আপনাকে অপর হইতে পৃথক মনে করিতেছে এবং এইরূপে বার বার ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিতেছে। জীব স্বরূপতঃ শ্রীভগবানেরই সনাতন অংশ (গীতা ১৫।৭)। সুতরাং জীব আদিতে শুদ্ধ ছিল—পরে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে, যখন সে ক্রমোন্নতি পথে বাসনামুক্ত হইয়া এবং মোক্ষ লাভ করিয়া শ্রীভগবানের নিকট ফিরিয়া যাইবে। যাহা হইতে উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি বা লয় হয়—ইহাই সনাতন নিয়ম। এই নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। প্রকৃতপক্ষে সকলেই এই সংসারে জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হওয়াই জীবের চরম বা শেষ গতি।

যাহার ভোগ বাসনা যত প্রবল, তাহার স্থান শ্রীভগবান হইতে তত দূরে। অনাদি বহির্মুখ জীব ভোগাসক্তির তাড়নায় শান্তিপ্রদ ও মোক্ষ-দায়ক **শ্রেয়কে** উপেক্ষা করিয়া আপাতরমণীয় কামিনী কাঞ্চনাদি **প্রেয়কেই** সাদরে বরণ করিয়া থাকে। আর যাঁহারা বিবেকী ও জ্ঞানী, তাঁহারা প্রেয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয়কেই গ্রহণ করেন। ভোগাসক্তিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতপক্ষে জীবের সংসার বন্ধনের বা জন্মান্তর গ্রহণের মূল কারণ। ভোগাসক্তি ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে বার বার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া বার বার সংসার জ্বালা ভোগ করিতে হয়। ভোগাসক্তিবশতঃ সংসারী জীব তৃষ্ণার্ত্ত মৃগের ন্যায় সংসার-মরুভূমিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া নানা ভাবে দারুণ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কাঁটা ঘাসে মুখ ক্ষতবিক্ষত হইলেও উট যেমন তাহা ত্যাগ করে না, শুষ্ক হাড় চিবাইয়া রক্তপাত হইতে থাকিলেও কুকুর যেমন তাহার লোভ দমন করিতে পারে না, তদ্রূপ মায়ামুগ্ধ জীব সংসার-দুঃখে প্রপীড়িত হইয়াও দুঃখদায়ক এই সংসারের মায়া ত্যাগ করিতে পারে না। যদি বা শ্মশান-বৈরাগ্যের মত কথনও সংসারে বিরক্তি আইসে, পরক্ষণেই সে সব ভুলিয়া আরও দৃঢ়তার সহিত সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

ত্যাগের ভিতর দিয়া সংযম শিক্ষার নিমিত্তই সংসার-ধর্ম্ম। শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইয়া ভগবৎ প্রীত্যর্থে সংসার ধর্ম্ম পালন করাই জীবের কর্ত্তব্য। পরমহংসদেব বলিতেন—"আমি মরে গেলেই যখন সংসারের সব সম্বন্ধ ঘুচে যায়, তখন সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? তবে তিনি যখন সংসারে পাঠিয়েছেন, তখন সংসার কর্‌তে হবে, তা নির্লিপ্ত ভাবে।" অবিদ্যার নাশে যতদিন না "আমি-আমার"-জ্ঞান দূর হয়, ততদিনই জীব মায়াময় এই সংসারকে সত্য বলিয়া মনে করে এবং সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে সংসারকে স্বপ্নবৎ অলীক বলিয়া বুঝা যায়। তখন এই সংসার আর থাকে না। এই সংসারে আমি কাহারও নহি, কেহই আমার প্রকৃত আপন জন নহে—এইরূপ জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া মায়া-রচিত এই অলীক সংসারের সুদৃঢ় বন্ধন অনাসক্তি বা তীব্র বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতে হইবে এবং একমাত্র নিত্য বা সত্যবস্তু যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান, যাঁহা হইতে চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে (গীতা ১৫।৩-৪)। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের পরমপদই জীবের একমাত্র আশ্রয়-স্থান। শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বদুঃখের অবসান হইয়া থাকে। তখন আর সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না (গীতা ৮।১৬)।

মায়িক সংসারের প্রতি অনাস্থাই সকল সাধনার মূল। সংসারে আসক্তি থাকিতে সেই নিত্য নিরঞ্জন পরমপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায় না, আর তাঁহাকে না পাওয়া পর্য্যন্ত সংসার নিবৃত্তির বা পুনর্জন্ম নিবারণের সম্ভাবনা নাই। শ্রীগীতার মতে, সংসারের প্রতি আসক্তিই ত্যাগ করিতে হইবে, সংসারকে নহে। পরমহংসদেব বলিতেন—সংসারী সংসারের সব কাজ কর্‌বে, কিন্তু মনটী সব সময়ে ফেলে রাখতে হবে ঈশ্বরের পায়ে। সংসারের কেউ তার আপনার নয়, কেবল ভগবানই তার আপনার—এই ভেবে সংসার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে যে মৎস্যগুলি জেলের পায়ের কাছে থাকে, তাহারা যেমন জালে আবদ্ধ হয় না, সেইরূপ যে ভাগ্যবান জীব ভক্তি সহকারে ভগবৎ চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তিনি আর মায়াজালে আবদ্ধ হন না। দুস্তরা মায়া অতিক্রম করিয়া তিনি শ্রীভগবানের পরমপদ লাভ করেন (গীতা ৭।১৪)।

শ্রীগীতায় অনিত্য এই সংসারকে অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শ্বঃ অর্থাৎ পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহারই নাম অশ্বত্থ। অনন্তকালের সহিত তুলনায় অশ্বত্থবৃক্ষ ক্ষণস্থায়ী। অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় মায়াময় এই সংসারও অনিত্য, অনুক্ষণ ইহা রূপান্তরিত হইতেছে। তথাপি ইহা প্রবাহরূপে অনাদি ও অনন্ত, সুতরাং অব্যয়। প্রকৃতপক্ষে এই সংসারের কিছুই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য নহে, ইহার রূপ, আদি, মধ্য বা অন্ত কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। সৃষ্টির আদিকাল হইতে ইহা অনন্ত কালের স্রোতে সমভাবে বিদ্যমান আছে এবং সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। ক্ষণবিধ্বংসী হইলেও কাম্যকর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের পক্ষে ইহার নাশ নাই। সম্যক জ্ঞানোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা কোন না কোনভাবে থাকিবেই থাকিবে। জ্ঞানোদয় হইলে এই সংসারের অস্তিত্বই থাকে না।

সাধারণতঃ বৃক্ষের মূল নিম্নে থাকে, কিন্তু এই সংসারবৃক্ষটীর মূল থাকে ঊর্দ্ধদেশে এবং শাখা প্রশাখাযুক্ত অগ্রভাগ থাকে অধোদিকে। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই সূত্রানুসারে ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান হইতেই এই সংসারের উৎপত্তি। সুতরাং শ্রীভগবানই ইহার প্রধান মূল, শ্রীভগবান হইতেই চিরন্তন এই সংসার প্রবৃত্তির বিস্তার। সে কারণে সংসারবৃক্ষটীকে **ঊর্দ্ধমূল** বলা হইয়াছে। আর বৃক্ষটীর শাখা স্থানীয় মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাদি পরিণামশীল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ইহারা অপরিণামী শ্রীভগবান হইতে নিকৃষ্টভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সে কারণে শাখাগুলিকে অধোগামী এবং বৃক্ষটীকে **অধঃশাখ** বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবান এই সংসার বৃক্ষের মুখ্য বা প্রধান মূল হইলেও, ইহার শাখাগুলি হইতে বটবৃক্ষের ন্যায় বহু অবান্তর মূল বা ঝুরি নির্গত হইয়া অধোদিকে কর্ম্মবন্ধনযুক্ত মনুষ্যলোকে বিস্তৃত হইয়া আছে। এই মনুষ্যলোকই কর্ম্মক্ষেত্র, মনুষ্যগণেরই শুধু কর্ম্মে অধিকার। কর্ম্মক্ষয়ের জন্য এই মনুষ্যলোকেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যলোকে অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মের দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষ জীবিত থাকে ও পরিবর্দ্ধিত হয়। শুভাশুভ কর্ম্মের কারণ স্বরূপ বাসনাজালই এই অবান্তর মূল, এই বাসনা হইতেই জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সংসার বন্ধন। বাসনাই প্রকৃতপক্ষে সংসারের বীজ। যতদিন বাসনা থাকিবে ততদিন এই সংসারে আসিতে হইবে। অনাদিকাল-প্রবৃত্ত বাসনার উপরেই এই সংসার প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ বাসনার নামই সংসার। বাসনা না থাকিলে কেহ কোন কর্ম্ম করে না, সুতরাং সংসারও থাকে না।

সংসার-বৃক্ষের শাখাগুলি অধোগামী হইলেও, কতকগুলি শাখা ঊর্দ্ধে বিস্তৃত অর্থাৎ মূলের সন্নিকটে অবস্থিত, আর কতকগুলি শাখা নিম্নে, মূল হইতে দূরে, অবস্থিত। উপরের শাখাগুলি সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তথায় দেবগণ ও সিদ্ধপুরুষগণ বাস করেন। আর নীচের শাখাগুলি পশ্বাদি অধোযোনির দিকে বিস্তৃত আছে। এইরূপে জীব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে দেবাদি যোনি বা পশ্বাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। এই বৃক্ষের কতকগুলি শাখা কর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যলোকে বিস্তৃত হইলেও, বিবেকী মনুষ্যগণও সত্ত্বাদি ত্রিগুণের তাড়নায় বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হন বলিয়া, এই শাখাগুলিও অধঃস্থানীয়। সংসারবৃক্ষের শাখাগুলি সত্ত্বাদি ত্রিগুণরসে পুষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণপুষ্ট শাখাগুলি ঊর্দ্ধ-লোকে, রজোগুণপুষ্ট শাখাগুলি মনুষ্যলোকে এবং তমোগুণপুষ্ট শাখাগুলি মনুষ্যেতর তির্য্যক লোকে প্রসারিত হইয়া আছে। রূপ-রসাদি বিষয়পঞ্চ এই সংসার বৃক্ষের প্রবাল বা নবোদ্গত তরুণ পল্লব (কচি-পাতা) স্থানীয়। চিত্তাকর্ষক বিষয়পঞ্চ জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে বলিয়া তাহাদিগকে মনোমুগ্ধকর তরুণ পল্লবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

সনাতন বেদ অর্থাৎ কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদবাক্য সমূহ এই সংসার-বৃক্ষের পুরাতন পত্র স্থানীয়। যতদিন বৃক্ষে পত্র থাকে, ততদিনই বৃক্ষ সজীব বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ যতদিন সকাম কর্ম্মকাণ্ডরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ আছে, ততদিন ইহা জীবের সংসারাসক্তি জন্মাইয়া সংসারবৃক্ষটীকে জীবিত রাখিবে। পুরাতন পত্রস্বরূপ সনাতন বেদই ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতি-পাদন দ্বারা এই সংসারবৃক্ষটীকে রক্ষা করিতেছে। বস্তুতঃ বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা কর্ম্মাত্মক এই সংসার রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়, আবার বেদোক্ত জ্ঞানমার্গে ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে আসক্তি দূর করিয়া সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিলে সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। অনন্ত দুঃখের আলয়স্বরূপ এই সংসার আর তখন থাকে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতি প্রমাণ ব্যতীত সংসারতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। এই সংসারবৃক্ষটীকে যিনি বিশেষভাবে জানেন, এই বৃক্ষের নশ্বরত্ব যিনি সম্যকরূপে অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ জ্ঞানী পুরুষ (গীতা ১৫।১-২)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

জন্ম-মৃত্যু রহস্য

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" (গীতা ২।২৭)—জন্ম হইলেই মৃত্যু নিশ্চিত এবং মৃত্যুর পর পুনর্জন্মও অবশ্যম্ভাবী। ইহারই নাম জন্মান্তরবাদ। এই জন্মান্তরবাদই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ বা মূল ভিত্তি। এই মতে জীবাত্মা অনাদি ও নিত্য। ইহারই এক দেহ ত্যাগের নাম মৃত্যু এবং প্রাক্তন কর্ম্মফলভোগার্থ দেহান্তর গ্রহণের নাম জন্ম। এইরূপে জীব জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম্মও এই জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন, কিন্তু অনাত্মা জড়বাদিগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে পুনর্জন্ম স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—আত্মা অনাদিও নহে এবং নিত্যও নহে। আণবিক ক্রিয়ার ফলে উহা উদ্ভূত হইয়া ক্রিয়ার রোধ হইলে লয় প্রাপ্ত হয়। এক জন্মবাদী খৃষ্টধর্ম্ম বলেন—প্রতি জন্মে নূতন নূতন আত্মার সৃষ্টি হয়। এইমতে, আত্মা অনাদি না হইলেও অবিনশ্বর। মৃত্যুর পর এই আত্মা স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে অনন্তকালব্যাপী স্বর্গভোগ বা নরকভোগ করিয়া থাকে। এই মতের বিরুদ্ধে বলা হয়—এই মানব জীবন পাপ পুণ্যে মিশ্রিত। এমন কেহ নাই যে শুধু পাপ কর্ম্মই করে বা পুণ্য কর্ম্মই করে—সুতরাং এক জন্মের পাপ-পুণ্য মিশ্রিত কর্ম্মের ফলে কাহারও অনন্তকালব্যাপী স্বর্গভোগ বা নরকভোগ হওয়া সঙ্গত হয় না। আর যদি প্রতি জন্মেই নূতন নূতন আত্মা সৃষ্ট হইয়া ধরায় জন্মগ্রহণ করে, তবে মনুষ্যজীবনে এত বৈষম্য হয় কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন এক জন হয় চিরসুখী এবং আর এক জন হয় চিরদুঃখী? কেন একজন হয় অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং আর একজন হয় অতিশয় বুদ্ধিহীন? ইহাতে সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধানে পক্ষপাতিত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন—আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই নাই, সর্ব্বভূতের প্রতি আমার সমভাব (গীতা ৯।২৯)। সুতরাং শ্রীভগবানে পক্ষপাতিত্ব দোষ থাকিতে পারে না। যদি কেহ বলেন যে পিতামাতা হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রকৃতিগত বৈষম্য উদ্ভূত হয়, তবে একই পিতামাতার সন্তান বিভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হয় কেন? আবার যদি কেহ বলেন যে জন্মদানকালে পিতামাতার দোষ-গুণ সন্তানে বর্ত্তায়, তবে যমজ সন্তানগণ একরূপ হয় না কেন? সকল-দিক বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল বা প্রাক্তন সংস্কারই সৃষ্ট জগতের অবস্থা বৈষম্যের একমাত্র সঙ্গত কারণ। পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কারবশতঃই মানবশিশু জন্মিয়াই কাঁদিয়া থাকে ও স্তন্যপান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃই কুক্কুট-শাবক ডিম হইতে বাহির হইয়াই খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্তই জীব ধরায় জন্মগ্রহণ করে, নিরপেক্ষ কর্ম্মফল-প্রদাতা শ্রীভগবানের প্রেরণায় তাহার জন্ম নিয়মিত হয় মাত্র।

ক্রমোন্নতিই বিধির বিধান। ক্রমোন্নতিপথে জীব ৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করে। মনুষ্যজন্মে যাঁহার মন কামনা-বাসনাশূন্য হইয়া যত উন্নত ও বিশুদ্ধ হয়, তিনি ত[illegible] সূক্ষ্মশক্তি লাভ করিয়া দেহান্তে উচ্চতর বা সূক্ষ্মতর লোকে গমন করেন। কোন এক লোকের আত্মা তদূর্দ্ধলোকের উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় যাইতে পারেন না। শাস্ত্রমতে, নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফলে নরকাদি দুঃখভোগ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎকর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি সুখভোগ এবং নিষ্কামকর্ম্মের ফলে মোক্ষ-লাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মপ্রধান মনুষ্যজন্ম বিনা মোক্ষলাভ করা যায় না, সে কারণে দেবগণও এই মনুষ্যজন্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যজন্মে যিনি যেরূপ চিন্তা বা কর্ম্ম করেন, মরণান্তে তিনি সেইরূপ গতি লাভ করেন। যিনি যাঁহার উপাসক তিনি তাঁহারই লোক প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসকগণ দেহান্তে দেবলোকে, পিতৃপূজক-গণ দেহান্তে পিতৃলোকে এবং ভূতযাজিগণ দেহান্তে ভূতলোকে গমন করেন। এইরূপে নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে পাওয়া যায় বটে এবং এইরূপে অভীষ্ট লাভও হয় বটে, কিন্তু ইহাদের সকলকেই ভোগা-বসানে ধরায় ফিরিয়া আসিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আর যাঁহারা শ্রীভগবানের ভজনা করেন তাঁহারা শ্রীভগবানকে লাভ করেন—তাঁহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। পুরুষোত্তম শ্রীভগবান সর্ব্বদেবাত্মক, দেবগণ তাঁহারই শক্তি বিশেষের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। সেই এক ও অদ্বিতীয় শ্রীভগবানই ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেব-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। তিনি ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই। সুতরাং অন্য দেবতার পূজা করিলে কার্য্যতঃ তাঁহারই পূজা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রাদি দেবতারূপে সর্ব্বদেবময় শ্রীভগবানই সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা, তিনিই একমাত্র কর্ম্মফলপ্রদাতা। এই প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে স্বতন্ত্র জ্ঞানে ইষ্টফলদাতারূপে ভাবিয়া যাঁহারা অজ্ঞানতাবশতঃ অন্য দেবতার ভজনা করেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে শ্রীভগবানেরই ভজনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে ভেদজ্ঞান বিদ্যমান থাকায়, সে ভজনা মোক্ষপ্রাপক বিধি অনুসারে হয় না। তাদৃশ অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ শ্রীভগবানকে তত্ত্বতঃ জানে না বলিয়া তাহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয় না (গীতা ৯।২৩-২৫)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগীতার মতে, জ্ঞানদৃষ্টিহীন ভক্তি জীবকে পরমপদের বা মোক্ষের অধিকারী করিতে পারে না।

দেহান্তে জীবের গতি শুক্লা ও কৃষ্ণা ভেদে দ্বিবিধা। **নিষ্কাম** যোগিগণ যে পথে অগ্নি-জ্যোতি (অর্চ্চিঃ বা তেজ) দিবা, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ ছয়মাস (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ মতে, অতঃপর সংবৎসর, সূর্য্য, চন্দ্রমা, ও বিদ্যুৎ)—এইরূপে ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বশেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাহার নাম **শুক্লা** বা উত্তরায়ণ গতি। ইহাকেই **দেবযান** বা অর্চ্চিরাদি মার্গ বলা হয়। আর সকাম কর্ম্মযোগিগণ যে পথে ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ণ ছয়মাস (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ মতে, অতঃপর পিতৃলোক ও আকাশ)—এইরূপে ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বশেষে চন্দ্রলোক বা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন, তাহার নাম **কৃষ্ণা** বা দক্ষিণায়ণ গতি। ইহাকেই **পিতৃযান** বা ধূম মার্গ বলা হয় (গীতা ৮।২৩-২৫)। শ্রীগীতার ৮।২৩ শ্লোকে যে **কাল**-শব্দের উল্লেখ আছে, তদ্বারা দিবা, রাত্রি ইত্যাদি কালের অভিমানী দেবতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট যে **পথ**, তাহাই বুঝিতে হইবে—কারণ একই সময়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী দেহত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু দেহান্তে উভয়ের গতি একই প্রকার হইবে, এরূপ মনে করা সঙ্গত হয় না। সাধারণতঃ দিনমান, শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ কাল মরণের প্রশস্ত সময় বলিয়া গণ্য হইলেও এইমত শ্রীগীতার মান্য নহে বলিয়া বোধ হয়।

অপরিণত বুদ্ধিবশতঃ যাঁহারা মনে করেন যে যাবতীয় সুখ স্বর্গনামক স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ, যাঁহারা স্বর্গলাভের আশায় সকাম ভাবে বেদ-বিহিত যাগযজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, মরণান্তে তাঁহারা **পিতৃযান পথে** স্বর্গলোকে গমন করিয়া এবং স্ব স্ব সুকৃতি অনুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথায় দিব্য সুখ সকল ভোগ করিয়া, পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় ধরায় জন্মগ্রহণ করেন (গীতা ৯।২০-২১)। এই রূপে ভোগাসক্ত সকাম ভক্তগণ দানাদি লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও বার বার সংসারে ফিরিয়া আসিয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা আসক্তি বিহীন জ্ঞানী তপস্বী, দেহান্তে তাঁহারা দেবযান পথে মহরাদি কোন উর্দ্ধলোকে গমন করিয়া এবং উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না (গীতা ৮।২৬)। আবার যাহারা শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ না মানিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম করেন তাহারা দেবযান ও পিতৃযান, এই দুই পথের কোন একটীরও উপযুক্ত নহে। দেহান্তে তাহারা স্থাবর জঙ্গমাদি বহু নিকৃষ্ট যোনি ভ্রমণ করিয়া পাপের ক্ষয় হইলে পর পুনরায় মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। মনু বলিয়াছেন—শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিযোনিতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাং”— ইন্দ্রিয়াদির অপব্যবহারে মানুষ ইন্দ্রিয়াদিবর্জ্জিত হইয়া বৃক্ষলতাদি হইয়া যায়। বাক্য দ্বারা পাপ করিয়া মানুষ বাক্‌শক্তি হারাইয়া পক্ষি-যোনি প্রাপ্ত হয়, আর মনে মনে পাপ চিন্তা করিয়া মানুষ মনের সমস্ত শক্তি হারাইয়া হীনজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্রীগীতার ৮।২৬ শ্লোকে বলা হইল—দেবযান পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শ্রীগীতার অন্যত্র (৮।১৬) বলা হইয়াছে—ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোক হইতেই ফিরিয়া আসিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই দুই পরস্পর বিরোধী উক্তির মীমাংসা নিম্নলিখিত রূপে করা হয়। ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মলোকে অবস্থান কালে সাধনা দ্বারা ক্রমশঃ আপন উৎকর্ষ বৃদ্ধি করিয়া ক্রম-মুক্তি বা বিদেহ মুক্তি লাভ করেন, ভগবৎ-কৃপায় তাঁহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানের সহিত মিলিত হন। তাঁহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। এইরূপে যাঁহাদের ভগবৎ-প্রাপ্তি না ঘটে, সুকৃতির তারতম্যানুসারে তাঁহাদের গতি দ্বিবিধা হইয়া থাকে। যাঁহাদের সুকৃতি অল্প, তাঁহারা পুণ্যক্ষয়ে সংসারে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। আর যাঁহাদের বহু সুকৃতি থাকে, তাঁহারা মহাপ্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করেন এবং মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে বিলীন হন। মহাপ্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইলে তাঁহারা ব্রহ্মলোকেই ফিরিয়া আসেন। ক্রমমুক্ত সাধকগণকে দেহত্যাগের পর ব্রহ্মলোকে যাইয়া বিদেহ মুক্তি লাভ করিতে হয়—কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ক্রমমুক্ত সাধকগণের ন্যায় তাঁহাদের প্রাণের উৎক্রমণ হয় না এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকেও যাইতে হয় না। জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা সদ্যোমুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মভাবে স্থিতিলাভ করেন। শ্রীগীতার মতে, এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে শ্রীভগবানে পরাভক্তি জন্মে এবং তাহারই ফলে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে ও মোক্ষলাভ হয় (গীতা ১৮।৫৪-৫৫)।

পুণ্যক্ষয়ে যাহারা পুনর্জন্ম গ্রহণের নিমিত্ত অধোগতি প্রাপ্ত হন, শ্রুতিমতে তাঁহারা সূক্ষ্মাবস্থায় আকাশ, বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টি অবলম্বনে ধরায় পতিত হইয়া ধান্য যবাদি অন্নমধ্যে প্রবেশ করেন। ভাগ্যক্রমে কোন সক্ষম পুরুষ সেই অন্ন গ্রহণ করিলে তাঁহার রেতঃ মধ্যে সূক্ষ্ম জীব-বীজ অনুপ্রবিষ্ট হয়। পুরুষ সেই রেতঃ স্ত্রীতে সেচন করিলে স্ত্রীগর্ভে পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী ভোগময় স্থূলদেহ গঠিত হয়। অতঃপর যথাসময়ে স্ত্রীগর্ভ হইতে জীবের জন্ম হইয়া থাকে। নিরপেক্ষ কর্ম্মফলপ্রদাতা শ্রীভগবানই প্রত্যেক জীবের উপযুক্ত পিতামাতা এবং অনুকূল অবস্থাদি প্রাপ্ত করাইয়া জীবের জন্মের কারণ হন। এইরূপে জীবের জন্মাদি সমস্তই শ্রীভগবানের অধীন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবাত্মার উৎক্রমণ—মৃত্যুকালে জীবাত্মা ধীরে ধীরে প্রাণশক্তি গুটাইয়া লইয়া এবং মন-ইন্দ্রিয়াদি যুক্ত সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিয়া স্থূলদেহ ত্যাগ করেন। বায়ু যেমন পুষ্পাদি হইতে গন্ধাংশ লইয়া যায়, উৎক্রমণ কালে জীবাত্মাও তেমনি সূক্ষ্ম শরীরকে লইয়া যান। এই সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিয়াই বদ্ধজীব পুনর্জন্ম লাভ করে এবং পূর্ব্ব কর্ম্মানুযায়ী নূতন এক স্থূল শরীর লাভ করতঃ রূপ রসাদি বিষয়পঞ্চ উপভোগ করে (গীতা ১৫।৭-৯)। মৃত্যু হইলে পঞ্চভূতাত্মক স্থূল শরীরই বিনষ্ট হয়, কিন্তু মোক্ষলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম শরীর নষ্ট হয় না। এই সূক্ষ্ম শরীরেই পূর্ব্বজন্মের সংস্কার ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজ নিহিত থাকে বলিয়া জীবের স্বভাব পূর্ব্বজন্মের অনুরূপ হইয়া থাকে ; চর্ম্ম-চক্ষু দ্বারা এই সূক্ষ্ম শরীর দেখা যায় না।

মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্বে জীবনের সমস্ত ঘটনা বায়োস্কোপের ছবির মত মুমূর্ষুর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। তখন স্বকৃত কুকর্ম্মের ছবি দর্শনে ভীত হইয়া যিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করেন, তিনি ভগবৎকৃপায় ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রমতে জীবাত্মা মৃত্যুর পর আতিবাহিক বা বায়বীয় দেহ ধারণ করিয়া নিরালম্ব অবস্থায় বাতাসে ভাসিতে থাকেন। শাস্ত্রানুসারে দশম দিবসে মৃতের উদ্দেশে দশপিণ্ড প্রদত্ত হইলে প্রেতদেহ বা ভোগদেহ গঠিত হয়। তখন প্রেতাত্মার উদ্দেশে দুগ্ধ জলাদি প্রদত্ত হইলে প্রেতাত্মা তাহা পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। ইহা অবশ্য দৃষ্টিভোগ মাত্র—কারণ, স্থূলদেহ ব্যতীত স্থূলের ভোগ সম্ভব নহে। সংস্কারবশেই ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি বোধ হয়, সংস্কারবশেই ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

দেহাভিমান বশতঃ স্থূলদেহের প্রতি প্রবল আসক্তি থাকায়, মৃত্যু-কালে জীবাত্মা স্বেচ্ছায় এই স্থূলদেহ ত্যাগ করিতে চাহে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহত্যাগকালে তাহার হৃদয়ে নূতন এক ভোগদেহ লাভের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এইরূপ আকাঙ্ক্ষা লইয়া সে অতি অনিচ্ছায় স্থূলদেহ ত্যাগ করে, এই আকাঙ্ক্ষার বশেই তাহার নূতন ভোগদেহ বা প্রেতদেহ গঠিত ও পুষ্ট হয়। শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য এই ভোগ-দেহের গঠনে ও পোষণে সহায়তা করিয়া থাকে। আর যাহারা আত্মঘাতী, দেহপ্রীতির অভাবে যাহারা আত্মহত্যা করে, তাহাদের হৃদয়ে নূতন এক ভোগদেহপ্রাপ্তির বাসনা থাকে না বলিয়া তাহাদের নূতন ভোগদেহ গঠিত হয় না। ভোগদেহপ্রাপ্তির বাসনা উদ্দীপিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বহুকাল ধরিয়া নিরালম্ব অবস্থায় দারুণ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। শ্রাদ্ধাদি কার্য্য তাহাদের কোন উপকারে আসে না বলিয়া শাস্ত্রে আত্মঘাতীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে।

প্রেততত্ত্বজ্ঞগণ বলেন—মৃত্যুর পর জীবাত্মা কিছুক্ষণের জন্য (কোন কোন মতে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল) অচৈতন্য অবস্থায় থাকেন। সেই সময়ে দাহাদি কার্য্যের জন্য তাঁহার স্থূল দেহটীকে স্থানান্তরিত করা উচিত নহে। চেতনা লাভ করিয়া প্রিয় দেহটীকে দেখিতে না পাইলে জীবাত্মার কষ্ট হইতে পারে। চেতনা লাভের পর তিনি শোকার্ত্ত স্বজন-বর্গকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি ক্রমশঃ বুঝিতে পারেন যে ইহজগতের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। তথাপি যাহারা কিছুতেই ইহজগতের বন্ধন অর্থাৎ সংসারের মায়া ত্যাগ করিতে পারে না, কিছুদিন তাহারা বিভ্রান্তচিত্তে নিজ বাসগৃহের চারিদিকেই ঘুরিয়া বেড়ায় এবং অতৃপ্ত বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করিতে থাকে। যাহারা আবার অতিশয় পাপী, যাবজ্জীবন যাহারা পাপাচরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া ব্যাকুল ভাবে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মরজগতে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং এইরূপে দারুণ দুঃখভোগ করিতে থাকে। এই প্রেতযোনি প্রেতদেহ নহে, প্রেতদেহ হইতে ইহা আরও স্থূল। প্রেতযোনিপ্রাপ্ত দুষ্ট জীবাত্মার ঊর্দ্ধগতি হয় না। তাহারা সাধরাণতঃ পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহে বা জনশূন্য স্থানে বাস করে এবং সুবিধা পাইলেই অন্যের অনিষ্ট করিয়া থাকে। আর যাহারা আত্মহত্যা বা নরহত্যা করিয়াছে, তাহারা বিভ্রান্তচিত্তে হত্যাস্থানের নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তথায় যেন হত্যার পুনরভিনয় দেখিতে পায়। কিছুকাল এইরূপে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তাহারা কৃমিকীটাদি তির্য্যক যোনি প্রাপ্ত হয়। ভূতপ্রেত নামে পরিচিত এই সকল দুষ্টাত্মা হীন চরিত্র মানুষকে প্রলুব্ধ করিয়া নীচ বা ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে।

এই স্থূল জগতের পরবর্ত্তী সূক্ষ্ম স্তরের নাম **ভুবর্লোক** বা অন্তরীক্ষ। মৃত্যুর পর জীবাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগপূর্ব্বক সূক্ষ্ম শরীরে ভুবর্লোকে ব্যক্ত হন। ভুবর্লোকের স্থূলাংশকে **প্রেতলোক** ও সূক্ষ্মাংশকে **পিতৃলোক** বলে। প্রেতলোকের সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল উপাদানও ভূর্লোকের সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম উপাদান (ব্যোম) অপেক্ষা সূক্ষ্ম। মুক্ত জীবাত্মা ব্যতীত আর সকলকেই মৃত্যুর পর প্রেতদেহে এই প্রেতলোকে আসিতে হয় এবং মনোভাবের পরিবর্ত্তন বা উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত এই প্রেতলোকেই থাকিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—জীবাত্মা সাধারণতঃ এক বৎসর কাল প্রেতলোকে বাস করিয়া দেবলোকে গমন করেন। মনুষ্যলোকের একমাসে প্রেতলোকের এক অহোরাত্র এবং মনুষ্যলোকের এক বৎসরে দেবলোকের এক অহোরাত্র। সুতরাং মৃত্যুর পর মৃতের উদ্দেশে এক বৎসর কাল মাসিক শ্রাদ্ধ এবং বৎসরান্তে প্রতি বৎসর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করা হইলে, পরলোকগত জীবাত্মা প্রতিদিনই আহার্য্য প্রাপ্ত হন। ইতিমধ্যে যদি তাঁহার পুনর্জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যোনিতে তাঁহার জন্ম হয় সেই যোনির উপযোগী তৃপ্তিকর খাদ্য তিনি শ্রাদ্ধ কার্য্যের ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন। শাস্ত্র বলেন—পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে যথাযথ ভাবে আগুশ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে আত্মা প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইয়া শান্তি লাভ করেন, নচেৎ আত্মাকে বিষম অশান্তি ভোগ করিতে হয়। অবশ্য যাহাদের এ বিষয়ে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই, তাহাদের শ্রাদ্ধাদি না হইলে অশান্তির সম্ভাবনা থাকে না। শ্রদ্ধাই প্রকৃতপক্ষে শ্রাদ্ধ কার্য্যের মূল, শ্রদ্ধা বিনা শ্রাদ্ধে সম্যক ফল লাভ হয় না।

মৃত্যুর পর জীবাত্মা তাহার সমস্ত অপূর্ণ বাসনা লইয়া প্রেতলোকে গমন করে। সেখানে ভোগ্যবস্তুর অভাব না হইলেও, স্থূল দেহের অভাবে তাহা ভোগ করা যায় না বলিয়া বাসনার পরিতৃপ্তি হয় না। অতৃপ্ত কামনা বাসনার তীব্র জ্বালাই নরকযন্ত্রণা রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। এইরূপে ভোগাসক্ত জীবাত্মা অতৃপ্ত বাসনার তাড়নায় এই প্রেতলোকে অশেষ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। কাম-ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি আবার তথায় প্রবলাকার ধারণ করিয়া জীবাত্মাকে ভীষণ যন্ত্রণা দিতে থাকে। জীবদ্দশায় যাহার ভোগবাসনা যত প্রবল ছিল, যে যত আসক্তির সহিত কুচিন্তা ও কুকার্য্য করিয়াছে, সে তত অধিককাল এই প্রেতলোকে অবস্থান করে এবং তত অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে অনুতাপাদি দ্বারা কামনা-বাসনা সকল ক্ষীণ হইয়া যাইলে জীব সুকৃতির বশে **পিতৃলোকে** গমন করেন, নচেৎ ভোগান্তে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। সূক্ষ্ম দেহধারী অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃদেবতাগণ পিতৃলোকে বাস করেন। প্রেতলোকের ন্যায় পিতৃলোকে বাসনা থাকে বটে, কিন্তু সেগুলি মান-যশ-শিল্পাদি বিষয়ে আসক্তিজনিত অপেক্ষাকৃত সৎবাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা শুভভাবনা। পিতৃলোকে এই সকল বৰ্দ্ধিত হইয়া আরও প্রবল হয়। কিছুকাল পরে ইহারাও ক্ষীণ হইয়া পড়িলে যেন দ্বিতীয়বার মৃত্যু হয়। অতঃপর দানাদি পুণ্যকর্ম্মের শুভফল ভোগের নিমিত্ত স্বর্গলোকে গমন। দেবগণের আবাস স্থান এই স্বর্গলোক ভুবর্লোক অপেক্ষা আরও সূক্ষ্ম। স্বর্গে দয়া.পরোপকারাদি সৎগুণ সকল জাগিয়া উঠে এবং তথায় অতুল সুখভোগ হইয়া থাকে। সকামভাবে দানাদি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গসুখ লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাও চিরস্থায়ী নহে, পুণ্যক্ষয় হইলে সংসারে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় (গীতা ৯।২১)। সকাম পুণ্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গলাভ হইলেও পুনর্জন্ম গ্রহণ ও সংসার প্রাপ্তি অনিবার্য্য। নিষ্কাম যোগিগণ এই সকল তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হইয়া সংসারপ্রাপক কাম্যকর্ম্মে লিপ্ত হন না। তাঁহারা অনিত্য স্বর্গসুখকে তুচ্ছজ্ঞান করেন এবং চিরানন্দময় শ্রীভগবানে সমাহিত বা সতত যুক্ত থাকিয়া দেহান্তে তাঁহারই অব্যয় :পরমপদ প্রাপ্ত হন (গীতা ৮।২৭-২৮)। তাঁহাদিগকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। শ্রীগীতার মতে, ভগবৎ প্রাপ্তি বিনা পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না (গীতা ৮।১৬)।

যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, সর্ব্বদা সেই ভাবে চিত্ত নিমগ্ন থাকায় তিনি দেহান্তে সেইভাবই প্রাপ্ত হন। শেষ সময়ে যিনি পার্থিব ভোগ্যবস্তু চিন্তা করেন তিনি পুনরায় পার্থিব স্থূল দেহই প্রাপ্ত হন। আর যিনি সে সময়ে শ্রীভগবানকে চিন্তা করেন, তিনি ভগবৎ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করেন। মৃত্যুকালে যে যাহা চিন্তা করে, মৃত্যুর পর সে তাহাই হয়। অন্তিমকালে এক হরিণ শিশুর চিন্তা করিয়া রাজা ভরত দেহান্তে হরিণ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীগীতা বলেন—অনিত্য বিষয়াদির চিন্তা ত্যাগ করিয়া অনন্যমনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসময়ের বন্ধু শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে ভগবৎ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যে কোন প্রকারে ভগবৎ-স্মরণ করিলেই কিন্তু শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় না। ভগবৎ-প্রাপ্তির নিমিত্ত, "সদা তদ্ভাবভাবিত" অর্থাৎ অনুক্ষণ ভগবদ্ভাবে ভাবিত বা তন্ময়চিত্ত হইতে হইবে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর," অর্থাৎ মৃত্যুকালে ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত বা তন্ময় হইয়া থাকিবার জন্য অনুক্ষণ আমাকে স্মরণ কর। প্রকৃতপক্ষে সারা-জীবন যাহা অভ্যাস করা যায়, মৃত্যুকালে তাহাই অবশভাবে স্মরণপথে উদিত হয়। শ্রীগীতার মতে, শ্রীভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া এবং তাঁহাকে সতত স্মরণ পথে রাখিয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে স্বধর্ম্ম পালন করাই জীবের কর্ত্তব্য। এইরূপ স্মরণের ফলে, অন্তিমকালে ভগবৎ-চিন্তাই অবশভাবে চিত্তে উদিত হইবে এবং দেহান্তে শ্রীভগবানকেই পাওয়া যাইবে (গীতা ৮।৫-৮)। যে ভাগ্যবান জীব ইন্দ্রিয়াদি সংযত ও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে ধারণ করিয়া ব্রহ্মবাচক একাক্ষর ওঁ-কার উচ্চারণ করতঃ শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, তাদৃশ অনাসক্ত যোগী-পুরুষ পরমাগতি লাভ করেন (গীতা ৮।১০-১৩)।

নিদ্রাকালে যেমন চেষ্টা করিয়া ইচ্ছামত স্বপ্ন দেখা যায় না, মৃত্যুকালেও তেমনি চেষ্টা করিয়া ইচ্ছানুরূপ ভাবকে হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া রাখা যায় না। সারাজীবন বিষয় চিন্তা করিতে থাকিলে, অন্তিমকালে বিষয় চিন্তাই হৃদয়ে উদিত হইবে। শেষ মুহূর্ত্তে সাংসারিক চিন্তা দূর করিয়া হৃদয়ে ভগবৎ-চিন্তা জাগরূক রাখা সারাজীবনব্যাপী ভগবৎ স্মরণেরই ফল। মুমূর্ষুর হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে হরিনাম শুনান হয় ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করা হয়। তাহাতে যদি মনের স্বাভাবিক গতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবর্ত্তিত হইয়া হৃদয়ক্ষেত্র হইতে চিরাভ্যস্ত বিষয়-চিন্তা দূর হয় এবং চিত্ত ভগবৎ-ভাবে ভাবিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে যে উর্দ্ধগতি লাভ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে পাপী আজীবন পাপ-কার্য্য করিবে এবং মরণ মুহূর্ত্তে শুধু নাম শুনিয়াই উর্দ্ধগতি লাভ করিবে —এরূপ আশা করা সঙ্গত হয় না! শাস্ত্র বলে—মুমূর্ষু বা মৃত ব্যক্তির নিকটে শোক করা উচিত নহে, তাহাতে উর্দ্ধগতির পক্ষে ক্ষতিই হইয়া থাকে। সদ্যোমৃতের উদ্দেশে অশ্রু ত্যাগ করিলে প্রেতাত্মা তাহা পান করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহার যন্ত্রণার লাঘব হয় না, বরং বর্দ্ধিত হইয়াই থাকে।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন—কোন কিছু চিন্তা করিলে হৃদয়ে তাহার একটা দাগ পড়ে। যে চিন্তা যত অধিককাল হৃদয়ে জাগ্রত থাকে, সেই চিন্তা তত দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া স্বভাবে পরিণত হয় এবং সংস্কাররূপে হৃদয় মধ্যে অবস্থান করে। মৃত্যুকালে মৃত্যু-যন্ত্রণায় যখন ইন্দ্রিয়াদি ক্ষীণ, প্রাণ অস্থির ও মন অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন আর ইন্দ্রিয়াদির উপর আত্মকর্ত্তৃত্ব থাকে না বলিয়া ইচ্ছামত ভাবকে স্মরণ পথে আনা যায় না। চিরাভ্যস্ত সংস্কারের তরঙ্গরাশিই তখন অবশভাবে চিত্তে উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং সরলচিত্তে নিরন্তর ভগবৎ-চিন্তার অভ্যাস করিলে, সেই অভ্যাসজনিত সংস্কারের বশে ভগবৎ-চিন্তাই অন্তিমকালে চিত্তে আপনা আপনি স্ফুরিত হইবে। এইরূপে মৃত্যুকালে শ্রীভগবানকে স্মরণ পথে জাগ্রত রাখা সম্ভব হইবে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—অন্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া আজীবন যিনি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করেন, তাদৃশ নিত্যযুক্ত যোগী অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হন। তখন আর তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না (গীতা ৮।১৪-১৫)। সুতরাং ভগবৎ প্রাপ্তির বা মোক্ষ-লাভের জন্য আজীবন পুণ্যপথে থাকিয়া অনন্যচিত্তে অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মরণের অভ্যাস করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবমাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের চিন্তার বা কর্ম্মের ফলে এক একটা প্রকৃতি বা স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই স্বভাবই যেন তাহাকে বলপূর্ব্বক শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায় (গীতা ১৮।৫৯—৬০)। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক চিন্তায় বা কার্য্যে চিত্তের উপর একটা দাগ পড়ে। চিন্তা বা কার্য্য শেষ হইলেও দাগটী নষ্ট হয় না। এইরূপে অনেকগুলি দাগ একত্রিত হইয়া অভ্যাসরূপে পরিণত হয়। জীবের স্বভাব এই অভ্যাসের উপরেই নির্ভর করে। বহুদিনের অভ্যাসই স্বভাব। প্রলয়-কালেও ইহা সংস্কাররূপে সুপ্ত থাকে এবং সৃষ্টিকালে স্বভাবরূপে ব্যক্ত হয়। এই স্বভাবের বশেই জীব সদসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে। সাংখ্যমতে বলা হয় যে প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করেন। প্রকৃতপক্ষে জীব মাত্রই নিজ নিজ প্রকৃতির বা স্বভাবের অধীন, সকলেই প্রকৃতির অনুসরণ করে। প্রকৃতি বা স্বভাবই বলবান। জ্ঞানীগণও ইহার শাসন অতিক্রম করিতে পারেন না। এই স্বভাবের বশে জ্ঞানী ব্যক্তিও অনিচ্ছাসত্ত্বে সদসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করেন (গীতা ৩।৩৩)। পাতঞ্জল যোগসূত্র বলেন—"বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনং"—অসৎ স্বভাবের একমাত্র প্রতিকার তাহার বিপরীত ভাবনা বা অভ্যাস। সতত সৎ চিন্তার ও সৎকর্ম্মের অভ্যাস করিলে অসৎ স্বভাবের সংশোধন হইতে পারে। পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ যিনি অর্থলোভী ও চোর হইয়াছেন, তিনি যদি অপরের দ্রব্যে লোভ ত্যাগ করিয়া যথাশক্তি দান করিতে থাকেন, তাহা হইলে ঐরূপ বিপরীত কর্ম্ম ও ভাবনা দ্বারা পূর্ব্বা-ভ্যাসের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান অসহায়ের সহায়। আপনাকে অক্ষম ও অসহায় জানিয়া এবং প্রতিকর্ম্মে তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া তাঁহার নিকটে কৃপাভিক্ষা ও শক্তিপ্রার্থনা করাই সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা"—কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দিতে পারেনা। স্ব স্ব কর্ম্মফলেই জীব সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কৃত কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বজন্ম-কৃত চিন্তা বা কর্ম্মই জীবের ভাগ্যনিয়ন্তা। এ জন্মে যিনি যেরূপ চিন্তা বা কর্ম্ম করিবেন, পরজন্মে তিনি তদনুরূপ দেহ ও আয়ু লাভ করিয়া তদনুরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিবেন। শাস্ত্রমতে, জীবের জাতি, আয়ু ও সুখ-দুঃখাদি ভোগ তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মদ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। এইরূপে এক জীবনের চিন্তা বা কার্য্যই পর জন্মের উন্নতির বা অবনতির কারণ হয়। সুতরাং পরজন্মকে মনোমত করিয়া গড়িবার ক্ষমতা জীবের আছে। প্রাক্তন কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। এ জন্মে অপরকে সুখী করিলে পরজন্মে সুখী হওয়া যায়। আবার এ জন্মে অপরকে দুঃখ দিলে পরজন্মে দুঃখভোগ করিতেই হইবে। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম্ম শুভাশুভং"—শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। শুভ কর্ম্মের শুভ ফল এবং অশুভ কর্ম্মের অশুভ ফল—ইহাই বিধির বিধান। জগতের কোন শক্তিই ইহার অন্যথা করিতে পারিবে না। অবশ্য সমস্তই সর্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের কৃপা সাপেক্ষ! অতি দুরাচার ব্যক্তিও ভগবৎ কৃপায় সাধু হইয়া যায় (গীতা ৯।৩০)। সাধারণতঃ ভোগ বিনা কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। প্রাক্তন কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, আবার বর্ত্তমান জন্মেও কর্ম্ম করা হয়; এই দুইয়ের মধ্যে যেটী উগ্রতর, যাহার তীব্রতা অপেক্ষাকৃত অধিক, সেই কর্ম্মেরই ফল অগ্রে ভোগ করিতে হইবে। সে কারণে অত্যুৎকৃষ্ট পাপ বা পুণ্য কর্ম্মের ফল ইহজীবনেই এমন কি সঙ্গে সঙ্গেই ভোগ হইয়া যায়। অবস্থাবিশেষে যে কর্ম্মফল ইহজীবনে ভোগ না হয়, পরজন্মের জন্য তাহা সঞ্চিত থাকে। তাই এই সংসারে দেখা যায় যে কোন কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপাত্মা আজীবন গর্হিত কর্ম্ম করিয়াও প্রাক্তন কর্ম্মফলে সুখভোগ করিয়া থাকেন, আবার কোন কোন পুণ্যাত্মা নানাভাবে দুঃখভোগ করেন। আর যাঁহারা শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, যাহা ভোগ করিবার জন্য বহু জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইত, সেই সকল কর্ম্মফল একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া দুই এক জন্মেই ভোগ হইয়া যায়। কথিত আছে—রাজা সুরথ লক্ষ পশু বলি দিয়া এবং একই সময়ে তাহার ফলভোগ করিয়া লক্ষ জন্ম অতিক্রম করিয়াছিলেন।

অসৎ প্রকৃতিবিশিষ্ট জীবের শাস্তিভোগ অবশ্যম্ভাবী। নির্জ্জনে বসিয়াও যদি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করা যায়, অন্তরেও যদি কাহারও প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়, তবে তাহা কোন না কোন প্রকার দুঃখের আকারে ফিরিয়া আসিবেই। বিশেষজ্ঞগণ বলেন—মানব হৃদয়ের অশুভ চিন্তারাশি প্রাণ বায়ুকে বিকৃত করিয়া দেয় এবং সেই বিকৃত বায়ু নিঃশ্বাসরূপে বহির্গত হইয়া বাহিরের বায়ুকে দূষিত করিয়া ফেলে। তাহার ফলে বৃক্ষলতাদি সমস্তই হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। আবার সেই দূষিত বায়ু প্রশ্বাসরূপে জীবদেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। এইরূপে অসাধু পাপী নানাপ্রকারে নিজের ও অপরের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে নিরন্তর পবিত্র চিন্তা ও সৎকার্য্য করিতে থাকিলে নিজেও সুখী হওয়া যায় এবং অপর সকলকেও সুখী করা যায়। শ্রুতির উপদেশানুসারে আমরা সকলেই যেন মনেপ্রাণে প্রার্থনা করিতে পারি—"ভবন্তু সুখিনঃ সর্ব্বে, সর্ব্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ—সকলেই সুখী ও নীরোগ হউন, সকলেই কল্যাণ লাভ করুন, কেহই যেন দুঃখ না পান। এইরূপ শুভ ইচ্ছা বা ভাবনাই নিজেকে সুখী করিবার ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

চিত্তকে বিষয়বিমুখ করিয়া সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানে যুক্ত বা মিলিত করার নাম **যোগ**। এই যোগ কর্ম্মের দ্বারা হইলে তাহা কর্ম্মযোগ, জ্ঞানের দ্বারা হইলে তাহা জ্ঞানযোগ, ধ্যানের দ্বারা হইলে তাহা ধ্যানযোগ এবং ভক্তির দ্বারা হইলে তাহা ভক্তিযোগ। এই যোগের ব্যাপারে বহির্মুখী মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী করিতে হইবে এবং জীবনের প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্যকে অনাসক্তভাবে শ্রীভগবানে উৎসর্গ করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে হইবে। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, প্রিয়-অপ্রিয়-বোধ বা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব আর থাকে না। চিত্তশুদ্ধি বিনা সেই পরম শুদ্ধপুরুষ শ্রীভগবানের সহিত যোগ বা মিলন সম্ভব হয় না।

এই জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র, মনুষ্যজীবন কর্ম্মপ্রধান। শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিবার নিমিত্ত জীবকে বার বার ধরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং জন্ম-মৃত্যু-জরাদির অধীন হইয়া বার বার সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহাই জীবের **কর্ম্মবন্ধন** এবং এই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তির নাম **মোক্ষ**। সন্ন্যাসবাদিগণের মতে কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি নাই, সে কারণে যতিগণ কর্ম্মত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীগীতা কিন্তু তাহা সমর্থন করেন না। শ্রীগীতার মতে, কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের কারণ নহে, কর্ম্মফলে আসক্তি বা বিষয়ভোগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনাই কর্ম্মবন্ধনের কারণ। মলিন বাসনা বা কামনাবশতঃ যাঁহারা কর্ম্মফলে আসক্ত, তাঁহারাই কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন। আর যাঁহারা সর্ব্ববিধ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া অবিচলিতচিত্তে কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করেন এবং এইরূপে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্ম করেন, তাঁহারা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিয়া থাকেন (গীতা ৫।১২)। পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ যিনি ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্ম করেন তিনি কর্ম্মজনিত পাপে লিপ্ত হন না (গীতা ৫।১০)। প্রকৃতপক্ষে সকলকেই পূর্ব্বজন্মের অপূর্ণবাসনাগুলি ভোগ দ্বারা ক্ষয় করিতে হইবে। বাসনাপূর্ণ হৃদয়ে কর্ম্মত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করা আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কর্ম্মভূমিস্বরূপ এই পৃথিবীতে কর্ম্ম না করিয়া কেহই ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। ইচ্ছা না থাকিলেও সকলকেই প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়া অবশভাবে কর্ম্ম করিতে হয় (গীতা ৩।৫)। দেহধারী জীবের পক্ষে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নহে। সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না (গীতা ৩।৮)। কিছু না কিছু কর্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে, তবে সেই কর্ম্ম এমনভাবে করা উচিত, যাহাতে উহা বন্ধনের কারণ না হইয়া বন্ধন-মোচনের বা মোক্ষের কারণ হয়। ইহারই নাম **কর্ম্মযোগ**। প্রকৃত কর্ম্মযোগী জানেন যে প্রকৃতিই সমস্ত ক্রিয়াশক্তির মূল, প্রকৃতির প্রেরণায় জড় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিই কর্ম্ম করিতেছে। স্বরূপতঃ তিনি নিষ্ক্রিয় চেতন আত্মা, সুতরাং তিনি স্বয়ং কিছুই করেন না, দেহেন্দ্রিয়াদি জড় বস্তুর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। এইরূপ জ্ঞানে তিনি আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করিয়া থাকেন (গীতা ৫।১১)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসারন্ধ্র এবং মুখ, পায়ু ও উপস্থ—এই নয়টী দেহরূপ গৃহের দ্বারস্বরূপ। চেতন আত্মা নির্লিপ্তভাবে নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহপুরে অবস্থান করিয়া পুরুষ বা দেহী নামে অভিহিত হন। দেহাবস্থিত এই চেতন আত্মার সহিত জড়দেহের কোন সম্বন্ধ নাই। দেহী আত্মা স্বয়ং কিছুই করেন না, দেহেন্দ্রিয়াদিকেও তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন না। জীব স্বরূপতঃ দেহী বা চৈতন্যময় আত্মা, স্থূলদেহ তাঁহার বাসস্থান মাত্র। দেহটা 'আমি' নয়, দেহটা 'আমার'। যাহা 'আমার', তাহা 'আমি' হইতে পারে না। "আমি এই দেহ"—অজ্ঞানতা বশতঃ জীবের নিজ দেহের প্রতি এইরূপ যে অভিমান, ইহা হইতেই দেহাদিকৃত কর্ম্মের প্রতি তাহার কর্তৃত্বাভিমান জন্মে। ইহারই বশে জীব স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইয়াও আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে এবং তজ্জন্য কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবান কাহাকেও কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন না, কাহারও কর্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, অথবা কর্ম্মের সহিত সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মফলও সংযোগ করিয়া দেন না। প্রলয়কালে যাহা সংস্কাররূপে সুপ্ত থাকে, সৃষ্টিকালে তাহাই স্বভাবরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। যাঁহার দেহে আত্মবোধ নাই, তিনি মনে মনে সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, প্রবাসীর পরগৃহবাসের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে নবদ্বারবিশিষ্ট এই দেহপুরে সুখে বাস করেন। তাদৃশ দেহভিমানশূন্য সাধককে আর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না (গীতা ৫।১৩-১৪)।

প্রকৃতির এবং পুরুষ বা আত্মার মধ্যে বুদ্ধিরূপ দর্পণ থাকা হেতু, প্রকৃতির সকল কার্য্য বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে। সেই দর্পণে আবার আত্মারূপ বিম্বের প্রতিবিম্বও পড়িতেছে। বস্তুতঃ অহংজ্ঞানরূপী বদ্ধজীব নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার আত্মার বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত ছায়ামাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির কার্য্য তাহাতে আরোপিত হওয়ায়, চিচ্ছায়া জীব প্রকৃতির সকল কার্য্যে "আমিই করিতেছি"—ইত্যাকার অভিমান করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করেন। এইরূপ মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমানই জীবের জীবত্বের হেতু। ইহা দূর হইলে জীব আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারেন—স্বরূপতঃ তিনি অবিকারী শুদ্ধ আত্মা, দেহাদিকৃত কার্য্যের তিনি উদাসীন সাক্ষীমাত্র। তিনি নিজেও কিছু করেন না, কাহাকেও তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্তও করেন না। কর্ম্মের বা কর্ম্মফলের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃত-পক্ষে শ্রীভগবান কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে দণ্ডদান করেন না বা পুরস্কৃতও করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা স্বরূপজ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জীবগণ ভ্রমে পতিত হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন এবং এইরূপে সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যাদিরূপ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন। শুদ্ধ আত্মার পক্ষে পাপ বা পুণ্য বলিয়া কিছুই নাই, উহারা আত্মাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ না জানাই অজ্ঞানতা। যাঁহার অজ্ঞানজনিত মিথ্যা আত্মকর্ত্তৃত্বের অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, তাদৃশ আত্মজ্ঞানী মহাত্মার পাপপুণ্যরূপ জন্মান্তর গ্রহণের মূল কারণ বিনষ্ট হইয়া যায়। সূর্য্যবৎ এই আত্মজ্ঞানই অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জীবের হৃৎকমলে শ্রীভগবানকে প্রকাশ করিয়া দেয়। তখন সাধক প্রতিকার্য্যে ভগবৎ-কর্ত্তৃত্বই অনুভব করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিষ্পাপ হইয়াছেন এবং শ্রীভগবানে মনপ্রাণ সমর্পণ পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না (গীতা ৫।১৫-১৭)।

চিন্তাই প্রকৃতপক্ষে কার্য্যের প্রসূতি, চিন্তা হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি। সৎ চিন্তা বা সৎ কার্য্যের দ্বারা জীবনের উৎকর্ষ সাধন করাই জীবের কর্ত্তব্য। যোগশাস্ত্র বলেন—সৎ চিন্তা বা সৎ কার্য্যের দ্বারা অসৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাবকে সংশোধন করা যায়। কাঁটা দ্বারা কাঁটা তুলিয়া উভয় কাঁটাই যেমন ফেলিয়া দিতে হয়, তেমনি শুভ-সংস্কারের দ্বারা অশুভ সংস্কার দূর করিয়া শুভ-সংস্কারগুলিকেও ত্যাগ করিতে হইবে—নচেৎ সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না। এই **অনাসক্তিই** কর্ম্মযোগের মূল ভিত্তি। অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে, তাহাতে কর্ম্ম-বন্ধন হয় না। আসক্তিযুক্ত কর্ম্মই বন্ধনের কারণ এবং আসক্তিরহিত কর্ম্মই মোক্ষের কারণ। আসক্তি ত্যাগ করিবার সহজ উপায় হইল, কর্ত্তব্যবোধে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করা। শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভই এইরূপ কর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবদাজ্ঞাবোধে তাঁহারই প্রীতির উদ্দেশ্যে ভৃত্যবৎ যাহা কিছু করা যায়, তাহাই যজ্ঞ স্বরূপ। শ্লোকোক্ত "যজ্ঞার্থ" কর্ম্ম বলিতে ভগবদুদ্দেশে যে কর্ম্ম তাহাই বুঝায়। এইরূপ কর্ম্মে বন্ধনের আশঙ্কা থাকে না। তদ্ভিন্ন অন্য সমস্ত কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে (গীতা ৩।৯)। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের প্রেরণা অনুভব করিয়া তাঁহারই প্রীতির উদ্দেশ্যে যাহা কিছু করা যায় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম—ইহারই ফলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। শ্রীগীতার মতে, চিত্তশুদ্ধি না থাকিলে শুধু কর্ম্মত্যাগে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। মানুষ সাধারণতঃ ফলের আকাঙ্ক্ষা লইয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিলে কখন উৎসাহ, কখন বা নিরুৎসাহ আসিবেই। নিষ্কাম কর্ম্মে কর্ম্মফলের প্রতি লক্ষ্য থাকে না, লক্ষ্য থাকে শুধু শ্রীভগবানের প্রসন্নতার প্রতি। এইরূপে, ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া অবিচলিত চিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পরমপদ বা মোক্ষ লাভ করা যায় (গীতা ৩।১৯)।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২০।৯) বলেন—যতদিন না কর্ম্মফলে বিরক্তি আইসে, যতদিন না ভগবৎ-কথায় শ্রদ্ধা জন্মায়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই উচিত। প্রকৃতপক্ষে যতদিন কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে, ততদিন কর্ম্ম করাই বিধেয়। পরে এমন এক অবস্থা আসিতে পারে, যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধই আর থাকে না। তদবস্থায় আপনা আপনি কর্ম্মত্যাগ হইয়া যায়। তখন কর্ম্ম করিলেও তাহাতে কর্ম্মবন্ধনের ভয় আর থাকে না! এইরূপ অবস্থাকে **নৈষ্কর্ম্ম্য** বলা হয়। কর্ম্ম না করিয়া কেবল সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক কেহ কখনও এইরূপ কর্ম্মশূন্য অবস্থা লাভ করিতে পারে না (গীতা ৩।৪)। আত্মতৃপ্ত জ্ঞানীর অহংভাব ও ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকায় কৃতকর্ম্ম দ্বারা তাঁহার পুণ্যও হয় না, এবং কর্ম্মের অকরণ হেতু তাঁহার পাপও হয় না। তখন তিনি পাপ-পুণ্যের বা বিধিনিষেধের অতীত অবস্থা লাভ করেন। কর্ম্ম করা বা না করা উভয়ই তখন তাঁহার পক্ষে সমান (গীতা ৩।১৮)। এইরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য-অবস্থা আয়ত্ত্বাধীনে আসিলে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যিনি সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয় ও নিস্পৃহ, তিনিই কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন (গীতা ১৮।৪৯)। কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তির নামই **নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি**। এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থায় সর্ব্ববিধ বাসনা ও তজ্জনিত চিত্ত-চাঞ্চল্য অপসৃত হয় বলিয়া শান্তিময় পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্মেই চিত্তশুদ্ধি ও নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হয় বলিয়া চিত্তশুদ্ধিহীন কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর নিষ্কাম কর্ম্ম করাই উচিত, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়: (গীতা ৩।৮)। সাধারণের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মযোগই উপদিষ্ট হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে পর কর্ম্মত্যাগে বা জ্ঞানযোগে অধিকার জন্মে। অশুদ্ধ চিত্তে কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না (গীতা ৩।১-৪)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই যে সংসারে দিন-রাত্রির ন্যায় সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসিয়া থাকে, আপন আপন কর্ম্মই তাহার কারণ। শাস্ত্রমতে কর্ম্ম ত্রিবিধ—(১) **সঞ্চিত** অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃত হইয়া ভবিষ্যতে ফল প্রসব করিবার নিমিত্ত সঞ্চিত হইয়া আছে, (২) **প্রারব্ধ** অর্থাৎ সঞ্চিত কর্ম্মের যে অংশ হইতে বর্ত্তমান দেহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহা সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া বর্ত্তমান জন্মে ফলদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং (৩) **ক্রিয়মান** বা আগামী অর্থাৎ যাহা বর্ত্তমান জন্মে করা হইতেছে এবং যাহা সঞ্চিত থাকিয়া ইহজন্মেই অথবা পরজন্মে ফল প্রসব করিবে। আচার্য্য শঙ্করের মতে নিষ্কাম কর্ম্মযোগে সিদ্ধি-লাভ করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে, সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু ভোগ বিনা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয় যে কোন এক ব্যাধ পশু শিকারের জন্য একটী শর নিক্ষেপ করিয়াছে এবং আর একটী শর লইয়া তাহা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে শরটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ কর্ম্মের স্বরূপ এবং যেটি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা ক্রিয়মান কর্ম্মের স্বরূপ। ব্যাধ ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় শরটী নিক্ষেপ না করিতেও পারে, কিন্তু যেটী নিক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহাকে আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না, তাহা ফলদান করিবেই করিবে। এইরূপে বলা হয় যে হস্তনিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্মের উপর জীবের কোন অধিকার নাই। ভোগদানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল সকলকেই এমনকি জীবন্মুক্ত পুরুষকেও দেহ-পাত পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে অভুক্ত কর্ম্মের ফল-ভোগ করিবার নিমিত্ত জীবকে বারবার ধরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জীব যাহা কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম করে, তাহার ফল তাহাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। "মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটীশতৈরপি"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—ভোগ ভিন্ন শতকোটী কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিন্তু বলেন—ভক্তিপূর্ব্বক নিরন্তর ভগবৎ-স্মরণ করিলে ভক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে প্রারব্ধ কর্ম্মও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শ্রীগীতাও এই মত সমর্থন করেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-কৃপায় সবই সম্ভব হইতে পারে।

সত্ত্বাদি ত্রিগুণ ভেদে কর্ম্ম আবার ত্রিবিধ হইয়া থাকে। রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী না হইয়া এবং অহং কর্ত্তৃত্ব ও ফল কামনা ত্যাগ করিয়া শুধু কর্ত্তব্যবোধে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই **সাত্ত্বিক**। আর ধনমানাদি ও স্বর্গ-সুখাদি কামনা করিয়া নিজ মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য যে কর্ম্ম দম্ভের সহিত বহু আয়াস পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় তাহাই **রাজসিক** এবং হিংসা ও অজ্ঞানতার বশে পরিণাম চিন্তা ও নিজসামর্থ্য বিচার না করিয়া অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই **তামসিক** (গীতা ১৮।২৩-২৫)। রাজস কর্ম্মের মূলে থাকে কামনা ও অভিমান বা অহঙ্কার, সুতরাং ইহা সকাম। সকাম কর্ম্মে অঙ্গহানি হইলে ফললাভ ত হয়ই না, বরং পাপভাগী হইতে হয়। সে কারণে রাজস কর্ম্ম বহু আয়াসসাধ্য হইয়া থাকে। আর তামসিক কর্ম্ম সাধারণতঃ শাস্ত্রবিধি বর্জ্জিত ও হিংসাযুক্ত হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী তিন শ্লোকে (গীতা ১৮।২৬-২৮) সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ কর্ত্তার যে বর্ণনা আছে, তদনুসারেই কর্ম্মের সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ ভেদ হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম ভাল বা মন্দ যাহাই হোক না কেন কর্ত্তার বুদ্ধি ও গুণানুসারে একই কর্ম্ম সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন অগণিত প্রাণীবধ করিলেও তিনি ধৈর্য্য ও উৎসাহ সহকারে এবং কর্ত্তব্যবোধে ও নিষ্কাম ভাবে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে কারণে তাঁহার পক্ষে ইহা **সাত্ত্বিক**। আর কর্ণাদি যোদ্ধৃবর্গ, যাঁহারা ধনমানাদির আশায় নিজ নিজ মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য দম্ভের সহিত এই যুদ্ধে যোগদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা **রাজসিক** এবং অবিবেকী ও উদ্ধত-স্বভাব রাজা দুর্য্যোধন, যিনি ভাবী ফল, শক্তিক্ষয়, প্রাণিহিংসা ও আত্মসামর্থ্যাদি কিছুই বিবেচনা না করিয়া মোহবশতঃ এই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে ইহা **তামসিক**।

কর্ম্মরহস্য—সাধারণতঃ কর্ম্ম বলিতে মন প্রমুখ একাদশ ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা বা ক্রিয়া বুঝায়। বিষয় ভোগ করাই ইন্দ্রিয়ের স্বভাব। শুধু যে দশ বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই বিষয় ভোগ করা যায় তাহা নয়, ইন্দ্রিয়াধিপতি মনের দ্বারাও বিষয় ভোগ করা যায়। বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া রাখিলেও অন্তরে মনের কার্য্য চলিতে থাকে বলিয়া শুধু হস্ত-পদাদির ক্রিয়াত্যাগকে কর্ম্মত্যাগ বলা যায় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যিনি মন দ্বারা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত ও নিয়মিত করিয়া অনাসক্তভাবে শুধু বাহিরেই হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ভোগ করেন, তাদৃশ নিষ্কাম ব্যক্তিই বিশেষভাবে প্রশংসাযোগ্য। আর যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অর্থাৎ হাত পা বন্ধ করিয়া শুধু বাহিরেই বিষয় ভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু অন্তরে ভোগ-প্রবৃত্তি জাগাইয়া রাখিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি চিন্তা করিতে থাকেন, তাদৃশ বিমূঢ়াত্মাকে মিথ্যাচারী **ভণ্ডযোগী** বলা হয় (গীতা ৩।৬-৭)। অন্তরে অনাসক্তি বা বিষয়-বাসনা ত্যাগ কিন্তু বাহিরে বিষয়ভোগ, আর অন্তরে বিষয়ভোগ কিন্তু বাহিরে বিষয়ত্যাগ—এই দুই প্রকারেই বিষয়ভোগ করা যায় বটে, কিন্তু প্রথমটী দ্বারা সিদ্ধিলাভ করা যায়, আর শেষোক্তটী দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে অনর্থ ঘটিয়া থাকে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বালক দাসগোস্বামীকে অনাসক্ত চিত্তে যথাযোগ্য বিষয়ভোগ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হস্তপদাদি সংযত করিয়া বিষয় ত্যাগ করিলেই কামনা ত্যাগ হয় না। বিষয়াসক্ত অজ্ঞ জীব অনেক সময় হস্তপদাদি সংযত করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম-জপে বা ধ্যানে বসেন বটে, কিন্তু চিত্তশুদ্ধির অভাবে তাঁহার মন বিষয়ে বিচরণ করিতে থাকে। মনে মনে বিষয় চিন্তা করিয়া বাহিরে বিষয়ভোগ ত্যাগ করা মিথ্যাচার মাত্র। এই অবস্থা উল্টাইয়া লইতে পারিলে অর্থাৎ অনাসক্ত চিত্তে হস্তপদাদি দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ চিন্তা করিতে পারিলে চিত্ত ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হয় এবং পরিণামে ভগবৎ প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মতত্ত্ব অতিশয় দুজ্ঞেয়। যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় বিধিমুখে তাহা জানিতে হইলে, যে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে নিষেধমুখে তাহাও জানিতে হইবে। সে কারণে শ্রীভগবান কর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য কর্ম্মের সহিত তাহার বিপরীত ও বিরোধী অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলা হয় এবং অকর্ম্ম বলিতে কর্ম্মত্যাগ ও অবিহিত কর্ম্ম উভয়কেই বুঝায়। শ্রীগীতায় কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগ বুঝাইতে অকর্ম্ম-শব্দ এবং অবিহিত বা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম্ম বুঝাইতে বিকর্ম্ম-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীগীতার মতে, যাহাতে কর্ম্মবন্ধন আছে তাহাই কর্ম্ম, আর যাহাতে কর্ম্মবন্ধন নাই তাহাই অকর্ম্ম এবং অবিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মের নাম বিকর্ম্ম। এই কর্ম্মের, অকর্ম্মের ও বিকর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায় না। পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে যিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দর্শন করেন, মনুষ্য মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই প্রকৃত যোগী। সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও তিনি কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না বলিয়া তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না (গীতা ৪।১৬–১৮)।

সন্ন্যাসবাদিগণ বলেন—কর্ম্ম মাত্রই বন্ধনের কারণ, সুতরাং সর্ব্ব-দোষের আকর এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মতে কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা কর্ম্মত্যাগই মোক্ষের কারণ, কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না। শ্রীগীতার মতে, কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের কারণ নহে, কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে আসক্তিই বন্ধনের কারণ। শ্রীগীতা বলেন— অযাচিত লাভে যিনি সতত সন্তুষ্ট থাকেন, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, কাহারও প্রতি যাঁহার হিংসা বা বৈরভাব নাই, কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়কেই যিনি তুল্যজ্ঞান করেন, তাদৃশ ভোগাসক্তিবর্জ্জিত জ্ঞানী পুরুষ, অহং কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া এবং ভগবৎ প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম অকর্ম্মে পরিণত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায় (গীতা ৪।২২-২৩)। প্রকৃতপক্ষে আসক্তি-শূন্য হইয়া শুধু কর্ত্তব্যবোধে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। জনকাদি রাজর্ষিগণ লোক-সংগ্রহার্থ অর্থাৎ লোক সকলকে নিজ নিজ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন (গীতা ৩।১৯-২০)। শ্রীগীতার মতে, কর্ম্মসন্ন্যাস বলিতে কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে অনাসক্তিই বুঝায়, কর্ম্মত্যাগ নহে। যাঁহার কর্ম্মে আসক্তি অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই, এবং যাঁহার কর্ম্মফলে আসক্তি অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, শুধু কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় যিনি ভগবৎ-প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহার নিজের কোন কর্ম্ম থাকে না। অলব্ধবস্তুর লাভে বা লব্ধবস্তুর রক্ষায় তাঁহার কোন চেষ্টা থাকে না বলিয়া তিনি আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন। তাদৃশ নিত্যতৃপ্ত কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। তিনি যাহা কিছু করেন সমস্তই বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত, নিজের জন্য নহে। সর্ব্বক্ষণ কর্ম্মে ডুবিয়া থাকিলেও তিনি কিছুই যেন করেন না। এইরূপে তাঁহার কর্ম্ম অকর্ম্মে পরিণত হইয়া থাকে (গীতা ৪।২০)। লোকদৃষ্টিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলেও তিনি সদাই অকর্ত্তা এবং বিষয় ভোগ করিলেও তিনি সদাই অভোক্তা। তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম করা বা না করা উভয়ই সমান। তাঁহার সকল কর্ম্মই অকর্ম্মের তুল্য হইয়া থাকে। ইহাই কর্ম্ম-তত্ত্ব, ইহাই কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা।

শ্রীগীতার মতে, অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না, সুতরাং কর্ম্মবন্ধনের ভয়ে কর্ম্মত্যাগ করা উচিত নহে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—অকর্ম্মে বা কর্ম্মত্যাগে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয় (গীতা ২।৪৭)। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মে আসক্তি যেমন দোষের, অকর্ম্মে আসক্তিও তেমনি দোষের। "আমি কর্ম্ম করি না"—এইরূপ অভিমান বশতঃ কর্ম্মত্যাগ রূপ যে অকর্ম্ম অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের অকরণ, তাহা বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে। অহং বুদ্ধি ও ফলাকাঙ্ক্ষা দূর না হইলে, শুধু কর্ম্মত্যাগে বন্ধনমুক্ত হওয়া যায় না। আলস্য বশতঃ বা নিজ সুখ-সুবিধার নিমিত্ত যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক, তিনি কর্ম্ম না করিলেও বিহিত কর্ম্মের অকরণের জন্য অর্থাৎ কর্ত্তব্যের অপালনজনিত অধর্ম্মের জন্য তাঁহার কর্ম্মবন্ধন হইয়া থাকে। এইরূপে তাঁহার অকর্ম্ম বা কর্ম্মত্যাগই বন্ধনের কারণ হইয়া কর্ম্মভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহা কর্ম্মেরই তুল্য হইয়া থাকে। ইহাই অকর্ম্ম তত্ত্ব, ইহাই অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা।

আত্মজ্ঞানহীন মূঢ় জীব আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে এবং সকল কর্ম্মে "আমিই করিতেছি"—এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম করেন প্রকৃতি, নিষ্ক্রিয় আত্মায় কর্ম্মাকর্ম্ম-ভাব নাই। নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। সুতরাং জীব স্বয়ং কিছুই করেন না, কোনও বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিতে পারে না। "যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে"—অর্থাৎ অহং কর্ত্তৃত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ করিয়া যিনি নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করেন, তাদৃশ কর্ম্মযোগীর পক্ষে পাপাচরণ করার সম্ভাবনা নাই। কার্য্যবশে যদি তিনি পাপ কার্য্যও করেন, তাহা হইলেও তিনি পাপের ভাগী হন না। "হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে"—লোকদৃষ্টিতে তিনি সমুদয় লোককে হত্যা করিলেও, পরমার্থদৃষ্টিতে তিনি কাহাকেও হনন করেন না, সুতরাং তাঁহাকে হত্যাজনিত কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না (গীতা ১৮।১৬–১৭)। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ ও জয়-পরাজয় সমান মনে করিয়া লোকক্ষয়কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও, তাহাতে হত্যাজনিত পাপের ভাগী হইতে হইবে না (গীতা ২।৩৮)। এইরূপ নিরহঙ্কারী ও নির্লিপ্ত কর্ম্মযোগী বাহিরের দৃষ্টিতে বিকর্ম্ম বা গর্হিত কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হন না। তাঁহার পক্ষে বিকর্ম্মও অকর্ম্মের তুল্য হইয়া থাকে।

বিকর্ম্মের বা গর্হিত কর্ম্মের বিচার কালে অনেকে ভ্রমে পতিত হন। সত্যকথনরূপ সৎকর্ম্মে যদি অন্যের অপকার হয়, যদি তাহাতে কাহারও প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকে, তবে তাদৃশ সত্যকথনরূপ সৎকর্ম্মও বিকর্ম্মের তুল্য হইবে। কর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার কালে কর্ত্তার উদ্দেশ্যই শুধু দেখিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে যাহার উদ্দেশ্য সৎ তাহাই সত্য এবং যাহার উদ্দেশ্য অসৎ তাহা মিথ্যারই তুল্য। ধর্ম্ম বা প্রাণরক্ষাদি সৎসঙ্কল্পে মিথ্যা কথা বলিলেও তাহাতে পাপ হয় না, বরং তাহা সত্যকথনের শুভ ফলই প্রদান করিবে। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে সত্যকথা তাহা মিথ্যারই তুল্য। প্রকৃত সত্যবাক্যে পরনিন্দা, আত্মপ্রশংসা ও স্বার্থের গন্ধমাত্রও থাকে না।

অনাদি কাল হইতে জীবের মলিন চিত্ত রাগ ও দ্বেষে পূর্ণ হইয়া আছে। রাগ বলিতে প্রিয় বস্তুর প্রতি আসক্তি এবং দ্বেষ বলিতে অপ্রিয় বস্তুর প্রতি বিরক্তি বুঝায়। এই যে জীবের আবশ্যক-অনাবশ্যক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ, লাভ-ক্ষতির ধারণা, সুবিধা-অসুবিধার বিচার—ইহাদের সকলেরই মূলে থাকে সুখের প্রতি রাগ বা আসক্তি এবং দুঃখের প্রতি দ্বেষ বা বিরক্তি। কোন কর্ম্ম করিয়া যদি তাহাতে সুখ বা দুঃখ বোধ হয়, তবে সেই কর্ম্ম পাপপুণ্যের জনক হইয়া বন্ধনের হেতু হইবে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই প্রাকৃতিক নিয়মে কোথাও রাগ, কোথাওবা দ্বেষ হইবেই। "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ"—ঐ রাগ-দ্বেষের বশীভূত হইও না, কারণ উহারা শ্রেয়োমার্গের মহাশত্রু এবং মুক্তির একান্ত বিরোধী (গীতা ৩।৩৪)। যতদিন কোন বিষয়ে অনুরাগ এবং কোন বিষয়ে বিদ্বেষভাব আছে, ততদিন চিত্তশুদ্ধি হয় নাই বুঝিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ফলে চিত্ত রাগদ্বেষশূন্য বা বিশুদ্ধ হইয়া যায়। পরমশুদ্ধ শ্রীভগবান বিশুদ্ধ চিত্তেই প্রকাশিত হন। যে চিত্তে রাগ ও দ্বেষ নাই তাহাই শুদ্ধচিত্ত। চিত্তে রাগ ও দ্বেষ বিদ্যমান থাকিলে অর্থাৎ সুখকর কর্ম্মে আসক্তি ও দুঃখদায়ক কর্ম্মে বিরক্তিভাব থাকিলে বুঝা যায় যে সেই চিত্ত এখনও মলমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হয় নাই। আমি-আমার-বোধই প্রকৃতপক্ষে রাগদ্বেষের কারণ। রাগদ্বেষ-শূন্য হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারে থাকিয়া ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করাই উচিত। ইহাই শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধান। নিজ বুদ্ধি দোষে যাঁহারা এইরূপ বিধানের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করেন, তাদৃশ বিবেকহীন ব্যক্তিগণ সর্ব্বপুরুষার্থ ভ্রষ্ট হন, তাঁহাদের সমস্তই বৃথা হইয়া যায় (গীতা ৩।৩১-৩২)। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ব্যতীত চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না, আর চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সন্ন্যাসে অধিকার জন্মায় না। অশুদ্ধ চিত্তে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ করিলে তাহা শুধু দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে (গীতা ৫।৬)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহধারীর পক্ষে সমস্ত কর্ম্ম নিঃশেষে ত্যাগ করা সম্ভব হয় না। যিনি কর্ম্মের ফলকামনা ত্যাগ করিয়াছেন তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়াও ত্যাগী নামে অভিহিত হন (গীতা ১৮।১১)। কর্ম্ম করেন প্রকৃতি, আমি চৈতন্যময় নিষ্ক্রিয় আত্মা, সুতরাং আমি নিজে কিছুই করি না, ফলাকাঙ্ক্ষা আমার থাকিতে পারে না—এইরূপ জ্ঞানে যাঁহার সমস্ত কর্ম্মের উদ্যোগ ফলকামনাশূন্য, তাদৃশ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত নিষ্কাম সাধকের অন্তরে যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞানরূপ অগ্নিতে তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম ভৃষ্ট বীজবৎ দগ্ধ হইয়া যায় (গীতা ৪।১৯)। সুতরাং সন্ন্যাসী হইলেই যে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। কর্ম্মে সঙ্কল্পত্যাগই সন্ন্যাসের প্রধান লক্ষণ। কর্ম্মফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যিনি শুধু কর্ত্তব্যবোধে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, তিনিই প্রকৃত যোগী। প্রকৃতপক্ষে সঙ্কল্পই চিত্ত বিক্ষেপের হেতু। যাঁহার কর্ম্মে সঙ্কল্প ত্যাগ হয় নাই তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না (গীতা ৬।১-২)। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি"—যিনি কোন বিষয়ে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, অর্থাৎ যিনি রাগ ও দ্বেষ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও নিত্যসন্ন্যাসীর মধ্যে পরিগণিত হন। তাদৃশ দ্বন্দ্বভাবরহিত শুদ্ধচিত ব্যক্তি অনায়াসে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন (গীতা ৫।৩)।

এই সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। সাংসারিক প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া এবং কৃতকর্ম্মের ফলে সংসারে যে ঘাত-প্রতিঘাত আসে সেগুলি নীরবে সহ্য করিয়া বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিবার অভ্যাস করাই জীবের কর্তব্য। এই সংসার ঈশ্বরের, আমি তাঁহার শরণাগত দাস মাত্র, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে এখানে আসিয়াছি— এইরূপ জ্ঞানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে কার্য্য না করিলে চলে না কেবল তাহাই ভগবৎ প্রীত্যর্থে করিতে হইবে। ভগবৎ-প্রসন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনাসক্ত চিত্তে শুধু কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করাই কর্ম্মের কৌশল। এইরূপ কর্ম্মে বন্ধনের আশঙ্কা থাকে না। এই সংসারে স্ত্রীপুত্রাদি প্রকৃতপক্ষে বন্ধনের কারণ নহে, তাহাদের প্রতি আসক্তিই যথার্থ বন্ধন। সুতরাং সংসার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করা উচিত নহে। এইরূপ ত্যাগ অনাসক্তির পরিচায়ক নহে। শোকাদি জনিত ক্ষণিক বৈরাগ্যে সন্ন্যাসাধিকার জন্মায় না। অজ্ঞানতাবশতঃ শাস্ত্রবিহিত নিত্য কর্ম্মের ত্যাগকে **তামস ত্যাগ** বলা হয়। আর অন্তরে ফলাভিসন্ধি থাকা সত্ত্বেও কায়ক্লেশের বা অর্থব্যয়াদির ভয়ে যে কর্ম্মত্যাগ তাহার নাম **রাজস ত্যাগ**। রাজস ত্যাগে ফলকামনা থাকে, অথচ কষ্টকর বোধে কর্ম্মত্যাগ করা হয়। রাজস ও তামস ত্যাগে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে কর্ম্মে ও কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে ও কর্ত্তব্যবোধে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই উচিত। এইরূপ ত্যাগই **সাত্ত্বিক ত্যাগ** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক ত্যাগে কর্ম্মত্যাগ করা হয় না। "আমি করিতেছি" ইত্যাকার কর্ত্তৃত্বাভিমান ইহাতে নাই, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষাও ইহাতে থাকে না। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষার ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ (গীতা ১৮।৭-৯)।

সাত্ত্বিক ত্যাগী পুরুষ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া ও সর্ব্বসংশয়শূন্য হইয়া দুঃখদায়ক কর্ম্মে দ্বেষ করেন না এবং সুখকর কর্ম্মেও আসক্ত হন না (গীতা ১৮।১০)। শ্রীভগবানের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিয়া এবং সুখে দুঃখে বিচলিত না হইয়া তিনি শুধু কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যাঁহারা ফলকামনা ত্যাগ করেন নাই তাঁহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মের ফলভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেই হইবে। কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে পারিলে আর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না (গীতা ১৮।১২)। কর্ম্মের মূলে বাসনা থাকিলে তাহা বন্ধনেরই কারণ হইয়া থাকে। সুখের আশা করিয়া যে কোন কর্ম্ম করা হয় তাহাই কাম্য কর্ম্ম। কোন কোন পণ্ডিত কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' বলিয়া জানেন। আর সূক্ষ্মদর্শী বিচক্ষণগণ সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগকেই 'ত্যাগ' বলিয়া থাকেন, হাত পা বন্ধ করিয়া শুধু কর্ম্মত্যাগকে তাঁহারা 'ত্যাগ' বলেন না। যিনি কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী বা ত্যাগী (গীতা ১৮।১-২)। শ্রীগীতার মতে, অভ্যাস, জ্ঞান বা ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফল ত্যাগই শ্রেষ্ঠ। এই ত্যাগ হইতেই পরা-শান্তি লাভ হইয়া থাকে (গীতা ১২।১২)।

শ্রুতি বলেন—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং—যিনি ভূমা পুরুষ, যিনি সুখস্বরূপ শ্রীভগবান, একমাত্র তাঁহাকে পাইলেই পরমসুখ ও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সাধারণ জীব কিন্তু অজ্ঞানতাবশতঃ বিষয়ভোগ-জনিত সুখেই উন্মত্ত থাকে এবং ক্ষুদ্র বিষয়ানন্দ পাইয়া মনে করে যেন তাহাতে সকল দুঃখের অবসান হইল। প্রকৃতপক্ষে সহসা যাহাতে সুখ হয় পরিণামে তাহা দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। সাধনসাপেক্ষ ও আয়াসসাধ্য যে সুখ প্রথমে বিষবৎ কষ্টকর হইলেও পরিণামে অমৃততুল্য বোধ হয়, যাহা আত্মবুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জন্মে, সেই পরম শান্তিময় সুখই **সাত্ত্বিক সুখ**। আর বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বশতঃ আপাত-মধুর যে বৈষয়িক ভোগ-সুখ, যাহা প্রথমে অমৃততুল্য বোধ হইলেও পরিণামে বিষবৎ জ্বালাময়, তাহাই **রাজস সুখ** এবং নিদ্রা আলস্য এবং প্রমাদাদি হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধিনাশক সুখ, যাহা মোহব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না, তাহাই **তামস সুখ**। এইরূপে সুখের ত্রিবিধ ভেদ হইয়া থাকে (গীতা ১৮।৩৬-৩৯)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাম ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটী নরকের দ্বার স্বরূপ। ইহারা মোহ উৎপাদন করিয়া জীবের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। এই তিন মহাশত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, আপনার শ্রেয়ঃ-সাধক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষলাভ করা যায় (গীতা ১৬।২১–২২)। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যাবজ্জীবন যিনি মোহজনক কামক্রোধাদির বেগ রোধ করিতে পারেন, তিনিই সমাহিত যোগী, তিনিই প্রকৃত সুখী (গীতা ৫।২৩)। প্রকৃতপক্ষে আত্মানন্দ অনুভূত না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ীভাবে কামক্রোধাদি দমন করা যায় না। যাহার হৃদয়ে কামক্রোধাদির উদয় হয় না, যাহার চিত্ত সতত সংযত, আত্মতত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তাদৃশ যোগী পুরুষ ইহজীবনেই মুক্তি লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হন। দেহান্তে যে তিনি মুক্তিলাভ করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? (গীতা ৫।২৬)।

চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে কামক্রোধাদি নিবারিত হয় না। কামক্রোধাদি অন্তঃশত্রু সকলকে জয় করিতে হইলে অনাসক্তভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম দ্বিবিধ। নিত্য-অনুষ্ঠেয় সন্ধ্যা, তর্পণ ও বন্দনাদি কর্ম্ম, যাহা করিলে পুণ্যসঞ্চয় হয় না কিন্তু না করিলে পাপ হয়, তাহাই **নিত্য কর্ম্ম**। আর ব্রত, পিতৃ-শ্রাদ্ধাদি যে সকল কর্ম্ম কোন কিছুকে নিমিত্ত করিয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহাই **নৈমিত্তিক কর্ম্ম**। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মে ফলাভিসন্ধি না থাকায় এইরূপ কর্ম্ম কদাচ বন্ধনের কারণ হয় না। মোহবশতঃ এই সকল কর্ম্মের ত্যাগকে তামস-ত্যাগ বলা হইয়াছে (গীতা ১৮।৭)। যাবজ্জীবন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা শাস্ত্রের বিধান।

আত্মসুখের নিমিত্ত যে কোন কর্ম্ম করা হয় তাহাই **কাম্য কর্ম্ম**, আর যাহা নিজের সুখ দুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া ভগবদাজ্ঞা বোধে ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবৎ-প্রীত্যর্থে করা যায় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। কাম্য কর্ম্ম মাত্রই বন্ধনের কারণ। কৃচ্ছ্রসাধ্য যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অনিত্য স্বর্গ সুখাদি লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রীভগবানের পরমপদ লাভের বা মোক্ষ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই —সে কারণে শ্রীগীতায় কাম্য কর্ম্মের স্থান নাই। শ্রীগীতার মতে, অনিত্য স্বর্গ সুখাদির আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে পারিলে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরিণামে নিত্য পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষ লাভ করা যায়। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি দোষে যাগযজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম অঙ্গহীন হইলে তাহা বিফল হয়, অধিকন্তু তাহাতে প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু নিষ্কামভাবে সেই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহা কখনও বিফল হয় না, সম্যক অনুষ্ঠিত না হইলেও তাহা একেবারে নিস্ফল হয় না, অঙ্গহানি-জনিত পাপের ভয়ও তাহাতে থাকে না। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"—নিষ্কাম কর্ম্মযোগের স্বল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে জীব জন্মমরণরূপ সংসারের মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া থাকে (গীতা ২।৩৯-৪০)। প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর প্রযত্ন কখনও বিফল হয় না, জন্ম জন্মান্তরেও তাহা সুফল প্রদান করিয়া থাকে।

বেদের প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মকাণ্ডে আপাতরমণীয় ভোগৈশ্বর্য্যলাভের ও অনিত্য স্বর্গসুখাদি-প্রাপ্তির বিধান আছে। প্রকৃতপক্ষে স্বর্গাদি ভোগ-জনিত ক্ষুদ্র আনন্দগুলি সীমাশূন্য ব্রহ্মানন্দের বা ভগবৎপ্রাপ্তি জনিত পরমানন্দের অন্তর্ভূত হইলেও ব্রহ্মানন্দের তুলনায় তাহারা অতি তুচ্ছ। যিনি ব্রহ্মানন্দের অধিকারী তাঁহার আর ক্ষুদ্র স্বর্গসুখলাভে আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সকল স্থান জলপ্লাবিত হইলে কূপের বা ক্ষুদ্র জলাশয়ের যেমন আর আবশ্যকতা থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ নিষ্কাম সাধকের নিকটে মোক্ষবিরোধী বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের স্বর্গলাভাদি ফলশ্রুতির কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূল্য থাকে না (গীতা ২।৪৬)। যে নিষ্কাম সাধক অনাসক্তচিত্তে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার লক্ষ্য থাকে শুধু ব্রহ্মের প্রতি বা শ্রীভগবানের প্রসন্নতার প্রতি। তাদৃশ একনিষ্ঠ সাধকের সমস্ত চেষ্টা একই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় বলিয়া তাঁহার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বহুদিকে ধাবিত হয় না। তাহা একমুখী হইয়া সমাধিতে বা ধ্যেয় শ্রীভগবানে স্থির বা নিশ্চল হইয়া থাকে (গীতা ২।৫৩)। আর যাঁহাদের চিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত, অজ্ঞানতাবশতঃ যাঁহারা অনন্ত বাসনা রূপ সমুদ্রে ভাসিতেছেন, তাদৃশ অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি একমুখী হইয়া শ্রীভগবানে স্থির থাকিতে পারে না। ভোগবাসনার তাড়নায় বিক্ষিপ্ত হইয়া তাহা নানাদিকে ধাবিত হইয়া থাকে। শ্রীগীতার মতে, অন্তর্যামী শ্রীভগবানই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, দেহযাত্রাও তিনি সম্পাদন করিবেন—এইরূপ জ্ঞানে মঙ্গলময় শ্রীভগবানে একনিষ্ঠ ও নির্ভরশীল হইয়া অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি বিষয়ে ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষা বিষয়ে চিন্তা ত্যাগ করিতে না পারিলে এবং সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবকে তুল্যজ্ঞান করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য বা ত্রিগুণাতীত হইতে না পারিলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না (গীতা ২।৪১-৪৫)।

জীবের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রবিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ জানিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করাই শ্রেয়ালাভের প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রীভগবানের শাসন বাক্য স্বরূপ এই শাস্ত্রই জীবের একমাত্র পথ-প্রদর্শক। শাস্ত্রই প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া দেয়। যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহার ইহলোক পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়, সে কখনও শান্তি বা মুক্তি লাভ করিতে পারে না (গীতা ১৬।২৩-২৪)। প্রকৃত শান্তি লাভের জন্য সর্ব্ববিধ কামনা ত্যাগ করিতে হইবে এবং নিস্পৃহ ও আমি-আমার-বোধশূন্য হইয়া অনাসক্ত ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় ভোগ করিতে হইবে (গীতা ২।৭১)। কাম্য কর্ম্মের ক্ষুদ্র ফল শীঘ্র পাওয়া যায় বটে (গীতা ৪।১২), কিন্তু কামনাশীল ব্যক্তি কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না (গীতা ২:৭০)। প্রকৃতপক্ষে বহু কামনা বা চিন্তাই বন্ধনের কারণ এবং একমাত্র ভগবৎ চিন্তাই মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি সতত আমাকে চিন্তা করেন, তিনি অনায়াসে আমাকে লাভ করেন (গীতা ৮।১৪)। আর কাম-ক্রোধপরায়ণ আসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ, কামোপভোগই যাহাদের পরমপুরুষার্থ, তাহারা মরণকাল পর্য্যন্ত বিষয় ভোগকেই সার বলিয়া মনে করে এবং শতশত আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া স্বীয় ভোগতৃপ্তির নিমিত্ত অন্যায় উপায়ে অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয় (গীতা ১৬।১১-১২)। তাহাদের অন্তরের ভাব সাধারণতঃ এইরূপ হইয়া থাকে—অদ্য আমার এই লাভ হইয়াছে, কল্য আমার এই বাসনাটি পূর্ণ করিব; এখন আমার এই সম্পত্তি আছে, পরে আমার এত হইবে; এই শত্রুকে আমি বিনাশ করিয়াছি, অপর শত্রুগণকেও বিনাশ করিব; বিত্তাধনাদি ব্যাপারে আমারে তুল্য আর কেহ নাই; আমি বলী, ধনী, মানী ও সুখী; যজ্ঞদানাদি করিয়া আমি আরও সুখী হইব; আমিই সকলের প্রভু আমিই সকল ভোগের অধিকারী। তাদৃশ ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞান প্রসূত নানা কল্পনা ও কুসংস্কার দ্বারা বিভ্রান্ত-চিত্ত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া মহাক্লেশময় অশুচি নরকে পতিত হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান থাকে না। ধনমানাদির গর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া তাহারা দম্ভের সহিত দান যজ্ঞাদির অভিনয় করে মাত্র। তাদৃশ দুর্বিনীত মূঢ়গণ অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধাদির বশে অন্যকে অবজ্ঞা করিয়া বস্তুতঃ সর্ব্বভূতস্থ শ্রীভগবানকেই অবজ্ঞা করিয়া থাকে এবং সাধুভক্তের সদ্গুণে দোষারোপ করিয়া শ্রীভগবানেরই প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করে। তাদৃশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রূরমনা ও পাপকর্ম্মা নরাধমগণ সংসারে সিংহ ব্যাঘ্রাদি আসুরী জন্ম প্রাপ্ত হয় এবং মূঢ়তা বশতঃ আরও অধোগতি লাভ করিয়া কৃমিকীটাদি নিকৃষ্ট যোনি প্রাপ্ত হয় (গীতা ১৬।১৩-২০)।

যজ্ঞাদি কর্ম্ম—হিন্দুশাস্ত্রে পঞ্চসূনার উল্লেখ আছে। চুল্লী (উনন্), পেষণী (জাঁতা বা শিলনোড়া), সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা), জলকুম্ভ (কল্‌সী বা ঘড়া) ও উদূখল (উখ্‌লি)—এই পাঁচটী আধার অজ্ঞাতসারে জীব-হিংসার কারণ হয় বলিয়া ইহারা সূনা বা বধস্থান নামে অভিহিত হয়। গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য এই পাঁচটী ব্যবহার করিলে প্রাণিবধ জনিত যে পাপ সঞ্চিত হয়, তাহার মোচনের জন্য পঞ্চবিধ যজ্ঞের ব্যবস্থা হইয়াছে—যথা, (১) বেদাদি বিষয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি দ্বারা ব্রহ্ম বা ঋষি যজ্ঞ, (২) শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃ যজ্ঞ, (৩) হোমাদি দ্বারা দেব যজ্ঞ, (৪) পশুপক্ষীকে খাদ্য প্রদান করিয়া ভূত যজ্ঞ এবং (৫) অতিথি সেবা দ্বারা নৃ বা মনুষ্য যজ্ঞ। ত্যাগ ও সংযম মূলক এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা ঋষিগণের, পিতৃগণের, দেবগণের, ভূতগণের ও মনুষ্যগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে হয়।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন—এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর শ্রেয়োলাভ কর। যজ্ঞে ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে হবির্ভোজী দেবগণ পরিতৃপ্ত হইবেন, তাঁহারাও পরিতৃপ্ত হইয়া বৃষ্ট্যাদি দ্বারা তোমাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপে যজ্ঞই তোমাদিগকে অভীষ্ট ফল প্রদান করুক। শাস্ত্রমতে, বারিবর্ষণাদি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি এক এক জন দেবতার কৃপার উপরেই নির্ভর করে। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ যজ্ঞাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া বৃষ্ট্যাদি দ্বারা জীবের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। এইরূপে প্রাপ্ত ভোগ্য দ্রব্যাদি যিনি যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে নিবেদন না করিয়া শুধু নিজেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ করেন, তাঁহাকে দেবস্বাপহারী চোর বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন অর্থাৎ নিবেদিত যজ্ঞান্ন অমৃততুল্য। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যে সাধুগণ যজ্ঞ করিয়া উহার অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণ করেন অর্থাৎ দেবতা ও অতিথিগণকে অন্নাদি প্রদান করিয়া অবশেষে-অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যাহারা ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া শুধু আপনার সন্তোষের নিমিত্ত অন্নাদি পাক করে, তাদৃশ পাপিষ্ঠগণ কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকে (গীতা ৩।১০–১৩)। অবশ্য এইরূপ ব্যাখ্যা কেহ কেহ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ত্যাগ, চরাচর বিশ্বের কল্যাণে আত্মত্যাগ। দেবসেবা বলিতে ভূতসেবাই বুঝায়। যে ভূতসেবা করে না তাহার জীবনই বৃথা। কোন কোন মতে, যজ্ঞ বলিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা বেদবিহিত কর্ম্মকেই বুঝায়। ইহার অনুষ্ঠানে দেবগণ পরিতৃপ্ত হইয়া জীবের মঙ্গল করেন।

পরব্রহ্ম বা শ্রীভগবান হইতেই বেদের উৎপত্তি। অপৌরুষেয় এই বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধান আছে। সুতরাং বেদ হইতে যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে পরব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আবার যজ্ঞীয় ধূমাদি হইতে মেঘ জন্মে, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে এবং শুক্র-শোণিত রূপে পরিণত অন্ন হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রাণিগণের বেদজ্ঞান হইতে আবার কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইতে যজ্ঞ সমুদ্ভূত হয়। এইরূপ চক্রবৎ গতির নাম সংসার। এইভাবে প্রবর্ত্তিত জগৎচক্র বা সংসারচক্র সৃষ্টিরক্ষা করিতেছে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম না করিলে সৃষ্টি রক্ষা হয় না। যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপাত্মা যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা জগৎ-চক্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচালনায় সহায়তা না করিয়া শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত কর্ম্ম করে, তাহার জীবন ধারণই বৃথা (গীতা ৩।১৪-১৬)।

শ্রীগীতায় দ্রব্যযজ্ঞ—জ্ঞানযজ্ঞাদি দ্বাদশপ্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞের কথা ব্রহ্মার মুখে উক্ত হইয়াছে। যজ্ঞের ফলে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সংসারী জীবের পক্ষে কোন না কোন প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা নিষ্কাম ভাবে। নিষ্কাম ভাবে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে ভগবৎ-প্রাপ্তি ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অভীষ্ট প্রাপ্তির নিমিত্ত দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের আরাধনা করা হয়। এইরূপ সকাম যজ্ঞের ফলে অনিত্য স্বর্গ-সুখাদি লাভ হয় বটে কিন্তু তাহাতে মোক্ষলাভ হয় না। সুতরাং মোক্ষবিরোধী দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা মোক্ষানুকূল জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে সকল যজ্ঞই কর্ম্মজ, কর্ম্ম বিনা যজ্ঞ নাই। যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তখন জ্ঞান-যজ্ঞে অধিকার জন্মে। ভগবৎপ্রীতি কামনা করিয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিলে তত্ত্বজ্ঞান আপনা আপনি লাভ হয়। এইরূপে সমস্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় জ্ঞানে (গীতা ৪।২৫-৩৩)। এই জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সমুদয় কর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায় বলিয়া জ্ঞানী পুরুষের কর্ম্ম কদাচ বন্ধনের কারণ হয় না (গীতা ৪।৩৭)। প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইলে বুঝা যায়, ব্রহ্মা হইতে কীটানুকীট পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী এক আত্মারই বা শ্রীভগবানেরই ভিন্ন ভিন্ন লীলাময় বিকাশ মাত্র (গীতা ৪।৩৫)। ইহাই হইল জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষণ। এইরূপ জ্ঞানী পুরুষের কর্ম্মবন্ধন নাই।

সন্ন্যাসবাদিগণের মতে, কর্ম্মমাত্রই বন্ধনের হেতু বলিয়া সর্ব্বতো-ভাবে পরিত্যাজ্য। মীমাংসকগণ বলেন—যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি কর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত নহে। শ্রীগীতা শুধু সকাম কর্ম্মেরই বিরোধী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগীতার মতে, যজ্ঞ দানাদি কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। সুতরাং চিত্তশুদ্ধিকর যজ্ঞ দানাদি কর্ম্ম সকামভাবে না করিয়া, কর্ত্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদি ফলকামনা ত্যাগ পূর্ব্বক শুধু কর্ত্তব্য-বোধে করাই উচিত (গীতা ১৮।৩-৬)। তাহার ফলে অব্যয় মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই সংসারে দেখা যায় যে অজ্ঞ জীব ভোগবাসনা পূরণের জন্য সকামভাবেই বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এইভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে ভগবৎ কৃপায় অভীষ্ট লাভ হইলে, শ্রীভগবানের প্রতি তখন একটা কৃতজ্ঞতার ভাব আসিয়া পড়ে। ইহা হইতেই ক্রমশঃ শ্রীভগবানের প্রতি ভালবাসার বা ভক্তির সঞ্চার হয়। প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রবিহিত শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কেহ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হন না (গীতা ৬।৪০)।

সত্ত্বাদি ত্রিগুণ ভেদে যজ্ঞ, তপস্যা ও দান ত্রিবিধ হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রীতিকামনায় যে দ্রব্যত্যাগ, তাহার নাম যজ্ঞ। ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া শুধু কর্ত্তব্যবোধে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিধিপূর্ব্বক করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ এবং ভোগৈশ্বর্য্য কামনা করিয়া নিজ মহত্ত্ব প্রকাশের জন্য দম্ভভরে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহাই রাজস যজ্ঞ। আর বিধি-মন্ত্র-দক্ষিণা-শ্রদ্ধাদিবর্জ্জিত ও অন্নদানবিহীন যে যজ্ঞ তাহাই তামস যজ্ঞ (গীতা ১৭।১১-১৩)। পরবর্ত্তী তিন শ্লোকে (গীতা ১৭।১৪-১৬) শারীর, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধ তপস্যার কথা বলা হইয়াছে। এই ত্রিবিধ তপ ধ্যানযোগ-অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে। ইহারা যদি ফলকামনাশূন্য হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহাই সাত্ত্বিক তপস্যা। আর যে তপস্যা প্রতিষ্ঠা-মান-পূজাদি প্রাপ্তির আশায় দম্ভপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, যাহার ফল অনিশ্চিত ও অস্থায়ী, তাহাই রাজস তপস্যা এবং যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপস্যা অজ্ঞানতার বশে অন্যের অনিষ্ট কামনা করিয়া ও নিজের শরীরাদিকে পীড়া দিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই নিকৃষ্ট **তামস তপস্যা** (গীতা ১৭।১৭-১৯)ঃ এইরূপে দানও ত্রিবিধ হইয়া থাকে। ত্রিবিধ দানের মধ্যে যাহা প্রত্যুপকারের আশা না রাখিয়া এবং দেশ কাল ও পাত্রের সম্যক বিচার করিয়া, কর্ত্তব্যবোধে করা হয় তাহাই **সাত্ত্বিক দান** এবং যে দান প্রত্যুপকারের আশা করিয়া অথবা স্বর্গাদি ফল কামনা করিয়া অতি কষ্টের সহিত করা হয় তাহাই **রাজস দান**। আর যে দান দেশ-কাল বিচার না করিয়া অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার সহিত অপাত্রে করা হয় তাহাই **তামস দান** (গীতা ১৭।২০-২২)।

যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি কার্য্য অনাসক্ত চিত্তে সাত্ত্বিক ভাবে সম্পন্ন করাই বিধি, কিন্তু তাহা সকল সময়ে সম্ভব হয় না। শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কার্য্যে অঙ্গহীন বা প্রমাদ জনিত বৈগুণ্য ঘটিলে, সে সমস্তই ভগবৎ-নামের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে বিদূরিত হয়। যজ্ঞাদি কার্য্যের বৈগুণ্য পরিহারের জন্য **"ওঁ তৎ সৎ"**—ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের এই তিন নাম স্মরণ করাই বিধি। ব্রহ্মবাচক এই তিন নাম একত্রে বা পৃথক ভাবে উচ্চারণ করিয়া এবং সর্ব্বকর্ম্মে ও সর্ব্ব পদার্থে ভগবৎ সত্তা অনুভব করিয়া শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞদানাদি কার্য্য সম্পন্ন হইলে, সেই সকল কার্য্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্ট হইয়া সম্যক ফল দানে সমর্থ হয়। ওঁ—এই প্রণবধ্বনি ব্রহ্মেরই স্বরূপ। আর উপনিষদোক্ত তত্ত্বমসি-বাক্যের অন্তর্গত তৎ-শব্দ দ্বারা ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা হয় এবং পরম মঙ্গলকর সৎ-শব্দ বলিতে একমাত্র ব্রহ্মকেই বুঝায়। সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক এই তিন নাম স্মরণ করিয়া কর্ত্তাস্বরূপ ব্রাহ্মণ, করণস্বরূপ বেদ ও কর্ম্ম স্বরূপ যজ্ঞ সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। ভগবৎ-প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্ম সৎ বলিয়া কথিত হয়, আর শ্রদ্ধাহীন হইয়া যাহা কিছু করা যায় তাহাই অসৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসৎ কার্য্য দ্বারা মঙ্গলদায়ক কিছুই লাভ করা যায় না। পাষাণাদিতে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মবাচক এই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণে অসৎ বা অশ্রদ্ধার কার্য্য শুদ্ধ হয় না, সুতরাং ইহলোকে বা পরলোকে তাহা ফলদায়ক হয় না (গীতা ১৭।২৩-২৮)।

চাতুর্ব্বর্ণ্য ও স্বধর্ম্ম—

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—গুণ ও কর্ম্ম বিভাগ দ্বারা আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি (গীতা ৪।১৩)। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানই চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ত্তা। তিনি কিন্তু কাহাকেও পক্ষপাত পূর্ব্বক ছোট বা বড় করেন নাই! পূর্ব্বজন্মে যিনি যে রূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া যে রূপ গুণ অর্জ্জন করেন, পরজন্মে তিনি তদনুরূপ বর্ণ বা জাতি প্রাপ্ত হন। সৃষ্টিকার্য্যে একমাত্র শ্রীভগবানেরই কর্ত্তৃত্ব, তাঁহারই প্রেরণায় জন্মাদি সমস্তই নিয়মিত হইয়া থাকে। জীবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত গুণ ও কর্ম্ম বিচার করিয়া ও তদনুকূল জাতি, আয়ু ও সুখদুঃখাদি ভোগ প্রাপ্ত করাইয়া শ্রীভগবানই জীবের জন্মের কারণ হন। এইরূপে তিনি কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, কর্ম্মফলে তাঁহার আসক্তি না থাকায়, বস্তুতঃ তিনি অকর্ত্তা। সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মসকল তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না (গীতা ৪।১৪)।

প্রকৃতির পরিণামেই এই ব্যক্ত জগৎ, সুতরাং এই জগতের কোন পদার্থই সত্ত্বাদি ত্রিগুণ হইতে মুক্ত নহে। আর যিনি প্রকৃতিরও নিয়ন্তা শ্রীভগবান, একমাত্র তিনিই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে, স্বর্গে বা দেবলোকে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা ত্রিগুণের ক্রিয়ার অধীন নহে (গীতা ১৮।৪০)। প্রাণিমাত্রই ত্রিগুণাত্মক হইলেও, সকলের মধ্যে এই তিনগুণ সমানভাবে থাকে না—সে কারণে সকলের স্বভাব ও কর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একরূপ হয় না। প্রশান্তস্বভাব ব্রাহ্মণের মধ্যে সত্ত্বগুণেরই আধিক্য। আর শৌর্য্যশালী ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণ অল্প হয় এবং রজোগুণই প্রাধান্য লাভ করে। চেষ্টাশীল বৈশ্যের মধ্যে সত্ত্বগুণের পরিবর্ত্তে তমোগুণের বিকাশ হয় এবং রজোগুণই প্রধান ভাবে থাকে। শূদ্রের মধ্যে অল্প রজোগুণের সহিত তমোগুণেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। এইরূপে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের মধ্যে ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্য হওয়ায়. গুণভেদে তাহাদের কর্ম্মভেদ সংঘটিত হয়। কর্ম্ম সকল প্রকৃতপক্ষে প্রাক্তন সংস্কার জাত গুণেরই বিকাশ মাত্র। যিনি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তাঁহার স্বভাব ও কর্ম্ম সেইরূপই হইয়া থাকে। ইহাতে অভ্যাস বা চেষ্টার অপেক্ষা থাকে না।

বৈষম্যেই সৃষ্টি এবং সাম্যেই লয়—ইহাই বিধির বিধান। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলে থাকে সত্ত্বাদি ত্রিগুণের বৈষম্য বা অসমতা। এই বৈষম্যের ফলে এবং গুণভেদজনিত স্বভাব অনুসারে কর্ম্মেরও তারতম্য ঘটে। এইরূপে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের কর্ম্মসমূহ প্রাক্তন সংস্কার জাত কর্ম্মানুসারে পৃথক পৃথক রূপে বিভক্ত হইয়াছে। শম্ (মনঃ সংযম), দম্ (ইন্দ্রিয় সংযম), ত্রিবিধ তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, পরোক্ষ জ্ঞান (শাস্ত্রার্থ-বোধ), অপরোক্ষ বিজ্ঞান (সাক্ষাৎ অনুভূতি) ও আস্তিক্য (অস্তিভাবে ভগবৎ-বিকাশ দর্শন এবং সেইভাবে পরলোকাদিতে বিশ্বাস)—এই গুলি সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ। শৌর্য্য (পরাক্রম) তেজ, ধৈর্য্য, কার্য্যদক্ষতা, যুদ্ধে ভয়শূন্যতা, দান, প্রজাপালন বিষয়ে প্রভুত্ব বা শাসনক্ষমতা—এইগুলি সত্ত্বমিশ্র রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়ের. স্বভাব-সিদ্ধ। আর কৃষি, বানিজ্য ও পশুপালনাদি তমঃমিশ্র রজঃপ্রধান বৈশ্যের এবং পরিচর্য্যা বা দ্বিজশুশ্রূষা রজঃমিশ্রিত তমঃপ্রধান শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম বা লক্ষণ (গীতা ১৮।৪১-৪৪)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সংসারে দেখা যায় যে প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি কর্ম্ম আছে এবং জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য কর্ম্মবিভাগের প্রয়োজন হয়। সকল কার্য্যেই কিন্তু সকলের সমান দক্ষতা থাকে না। সুতরাং সকলের কর্ম্ম একরূপ হইতে পারে না। যিনি যেরূপ কার্য্যের উপযুক্ত, তাঁহাকে সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত রাখাই কর্ম্মবিভাগের উদ্দেশ্য। জাতীয় কর্ম্ম প্রধানতঃ চারি বিভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত জ্ঞান সাধনা, (২) দেশ রক্ষার ও প্রজা পালনের নিমিত্ত শক্তি অর্জন, (৩) কৃষি–বাণিজ্য-শিল্পাদির দ্বারা অর্থোপার্জ্জন এবং (৪) উপরোক্ত কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য কায়িক পরিশ্রম আবশ্যক। এই চারি কর্ম্মবিভাগ অনুসারেই চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে বলা যায়। যাঁহারা জ্ঞানের উপাসক তাঁহারা ব্রাহ্মণ, যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা কৃষি-বাণিজ্যের উপযুক্ত তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা কায়িক পরিশ্রমের উপযুক্ত তাঁহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যের ধন, শূদ্রের কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সমাজ রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি স্বরূপ এই বর্ণ বিভাগ পুরাকাল হইতে প্রচলিত থাকায় ও জন্মগত হওয়ায়, সকলেই বংশানুক্রমে নিজ নিজ কর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে গঠিত হিন্দু সমাজের সকলেই তখন আপনাকে সমগ্র জাতির একজন একনিষ্ঠ সেবক রূপে মনে করিতেন এবং সমাজ রক্ষার অনুকূল এই ব্যবস্থা সর্ব্বান্তঃকরণে পালন করিতেন। তখন কেহ কাহাকেও ছোট বা অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন না। তাই দীর্ঘকালব্যাপী অত্যাচার ও উপদ্রব সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের ভিত্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে নাই। এক্ষণে সেই উচ্চ আদর্শের অভাব হওয়ায় এবং তাহার ফলে সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হওয়ায়, সমগ্র জাতি দিন দিন দুর্ব্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে এবং সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বধর্ম্ম পালন করাই শাস্ত্রের বিধান—ইহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। লোকক্ষয়কর হইলেও, জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া স্বধর্ম্ম পালন না করিলে তাহাকে পাপগ্রস্ত ও লোকনিন্দার ভাগী হইতে হইবে (গীতা ২।৩১-৩৭)। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" (গীতা ৩।৩৫)। স্বধর্ম্মে থাকিয়া মৃত্যুও ভাল—কারণ তাহাতে স্বর্গাদি লাভ হয়, কিন্তু ভয়াবহ পরধর্ম্ম কোনমতে গ্রহণ করা উচিত নহে,—কারণ তাহাতে নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। স্বধর্ম্ম কিঞ্চিৎ হীন বা দোষযুক্ত হইলেও তাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই যে স্বধর্ম্ম, ইহার প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করাই বর্ত্তমান কালের প্রধান সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রে স্বধর্ম্ম বলিতে বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মই বুঝায়। তদনুসারে পুরাকাল হইতে সকলেই বংশানুক্রমে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতেন। পরস্পরের মধ্যে তখন ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব ছিল না। কালের প্রভাবে এখন তাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এখনকার যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানেন না, তাঁহারা বলেন—প্রাচীন যুগে বর্ণভেদ ছিল না, পরে কর্ম্মভেদের প্রয়োজন হওয়াতে উহার সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বংশগত না হইয়া গুণগত হওয়াই উচিত। তাঁহাদের মতে স্বভাবনির্দ্দিষ্ট বা নিজ প্রকৃতিগত কর্ম্মই স্বধর্ম্ম। শ্রীগীতায় স্বভাবনিয়ত বা স্বভাবনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই স্বধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে (গীতা ১৮।৪৭)। আবার সহজকর্ম্ম অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বজন্মের সংস্কারানুযায়ী সহজাত বা জন্মের সহিত লব্ধ হইয়াছে, সেই জন্মগত বা বংশগত কর্ম্মই স্বধর্ম্মরূপে উক্ত হইয়াছে (গীতা ১৮।৪৮)। শাস্ত্রে স্বভাবনিয়ত কর্ম্ম বলিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বুঝায়। সাধারণতঃ বর্ণাশ্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিহিত কর্ম্ম স্বভাবেরই অনুকূল হইয়া থাকে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে। অনুদার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে যাহা নীচরূপে পরিগণিত, সেইরূপ নীচ বর্ণেও যেমন সৎগুণসম্পন্ন সাধুর অভাব হয় না, তেমনি উচ্চবর্ণেও অসচ্চরিত্র ও অসাধুর অভাব হয় না।

অনুশাসন পর্ব্বের ৪৮ অধ্যায়ে মহাভারতকার বলিয়াছেন—উৎকৃষ্ট জাতি সমুৎপন্ন ব্যক্তি যদি অসচ্চরিত্র হয়, তাহার সমাদর করা কর্ত্তব্য নহে। আর শূদ্রও যদি ধর্ম্মপরায়ণ ও সচ্চরিত্র হয়, তাহার সৎকার করা শ্রেয়স্কর (কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ)। প্রকৃতপক্ষে যাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণ সকল থাকিবে, তিনি ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় সকলের পূজ্য হইবেন। সদ্‌গুণের অভাবে জাতি-ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণের সম্মান পাইবেন না। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডালকেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এবিষয়ে সকলেই একমত, কিন্তু সদসৎ কর্ম্মের বশে বর্ত্তমান জন্মেই নীচ জাতি উচ্চ হইবে এবং উচ্চ জাতি নীচ হইবে—এরূপ কোন ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই। কোন গুণহীন ব্রাহ্মণপুত্র নিজ কর্ম্মদোষে শূদ্র হইয়াছে এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন শূদ্রপুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণের বীর্য্য (চরু) হইতে উৎপন্ন ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র অত্যুগ্র তপোবলে ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করিয়া রাজর্ষি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এত সাধ্য সাধনা করিয়াও তিনি ব্রাহ্মণকুলতিলক বশিষ্ঠ মুনির ন্যায় ব্রহ্মর্ষি হইতে পারেন নাই। স্বর্গীয় অক্ষয় চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার "সনাতনী" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"গুণভেদে জাতিভেদ অসম্ভব। নিজগুণে সিবিলিয়ান হওয়া যায়, কিন্তু কোন্‌ বিধি ব্যবস্থায় বাঙ্গালী ইংরেজ হইতে পারে? মহাভারতেই দেখা যায়—ক্ষত্রিয়-কুলোৎপন্ন মহাপ্রাণ ভীষ্মদেব ব্রাহ্মণোচিত সৎগুণে ভূষিত হইয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষত্রিয়ই ছিলেন এবং ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন দ্রোণাচার্য্য ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণই ছিলেন। ইহাঁরা কেহই অন্য জাতি প্রাপ্ত হন নাই। সকল দিক বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় যে বর্ত্তমান জন্মে যিনি যেরূপ গুণ ও পবিত্রতা লাভ করেন, পরজন্মে তিনি তদনুকূল জাতি প্রাপ্ত হইবেন। ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন কোন শূদ্রজাতীয় ব্যক্তি যে পরজন্মে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিবেন—এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। এইরূপ মনে করিয়া জীবনের বাকি কয় দিন অপেক্ষা করিতে পারিলে সমাজশৃঙ্খলা নষ্ট হয় না এবং তাহাতে জাতীয় জীবনের অহিতকর সমাজবিপ্লবেরও সম্ভাবনা থাকে না।

প্রকৃতপক্ষে জাতির উচ্চ-নীচ ভেদ নাই। জ্ঞানীর উদার দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল উভয়েই সমান (গীতা ৫।১৮)। অগ্নিতে যেমন ধূম থাকে, সেইরূপ সকল কর্ম্মেই কিছু না কিছু দোষ আছেই। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের দোষাংশ ত্যাগ করিয়া তাহার গুণাংশই গ্রহণ করা উচিত। শ্রীগীতার মতে, অঙ্গহীন স্বধর্ম্মও সম্যকরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাধারণ দৃষ্টিতে স্বধর্ম্ম নীচ বা দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। স্বধর্ম্ম পালন করিয়া কেহ কখনও পাপভাগী হন না। ভগবৎ প্রীত্যর্থে স্বধর্ম্ম পালন করিলে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করা হয় এবং তাহাতেই পরিণামে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে (গীতা ১৮।৪৫-৪৮)। মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধই ইহার উদাহরণস্থল। অনাসক্ত চিত্তে ভগবৎ কর্ম্মবোধে ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পশুবধ দ্বারা স্বীয় জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াও তিনি ধর্ম্মরাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

সকলেরই পক্ষে নিজ নিজ প্রকৃতির অনুকূল কর্ম্ম করাই উচিত। স্বীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিলে পাপভাগী হইতে হয়। পূর্ব্বসংস্কার-বশতঃ যিনি বাল্যাবধি ভোগে অনাসক্ত ও সংসারে বিরক্ত, তাঁহার পক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাই স্বধর্ম্ম এবং সংসারী হওয়াই পরধর্ম্ম। আর যিনি ভোগাভিলাষী ও ঘোর বিষয়ী তাঁহার পক্ষে সংসারী হওয়াই স্বধর্ম্ম এবং সংসার ত্যাগ করাই পরধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

অনাসক্তি ও কর্ম্মযোগ

শ্রীগীতার মতে, অনাসক্ত চিত্তে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞান আপনা আপনি ফুটিয়া উঠে। এইরূপে কর্ম্মই পরম্পরাক্রমে মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। কর্ম্ম বিনা সিদ্ধিলাভ হয় না। সিদ্ধিলাভের জন্য সকলকেই কর্ম্ম করিতে হইবে, কিন্তু আসক্তি ত্যাগ করিয়া। জ্ঞাননিষ্ঠায় অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মত্যাগ করিতে নাই। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—কর্ম্ম তুমি করিতে পার, কিন্তু কর্ম্মফল তোমার আয়ত্তাধীন নহে। সুতরাং কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না, আর ফলাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া কর্ম্মত্যাগও করিও না (গীতা ২।৪৭)। ইহাই কর্ম্মযোগের মূলসূত্র, আর কর্ম্মফলে অনাসক্তিই শ্রীগীতার মূলমন্ত্র। কর্ম্মফলে আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হয় না। অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পরমপদ বা মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে (গীতা ৩।১৯)। যতদিন কর্ম্মফলে আসক্তি থাকিবে, ততদিন মুক্তির সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম শ্রীভগবানের, ফলও তাঁহার। সুতরাং কর্ম্মে সিদ্ধি বা অসিদ্ধি যাহাই আসুক না কেন, তাহাতে বিচলিত না হইয়া অর্থাৎ লাভালাভে উদাসীন হইয়া ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যে শুধু কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করা উচিত। এইরূপে কর্ম্ম করিলে তাহা ভৃষ্ট (ভাজা) বীজের ন্যায় উৎপাদিকা শক্তি হারাইয়া আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধনের কারণ হইবে না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি"—যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম কর। কর্ম্মে সিদ্ধিই হউক অথবা অসিদ্ধিই হউক, উভয়কেই সমান জ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই শ্রীভগবানের আদেশ ও উপদেশ। সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে অর্থাৎ লাভালাভে যে সমত্ববুদ্ধি বা সমভাব তাহার নাম যোগ (গীতা ২।৪৮), আর "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং" (গীতা ২।৫০) অর্থাৎ এইরূপে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মের কৌশল। যে কর্ম্ম সাধারণতঃ বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে, তাহাকে বন্ধনমোচনের বা মোক্ষের কারণ করিবার ইহাই উপায়। কর্ম্ম করিব অথচ কর্ম্মবন্ধন হইবে না—কর্ম্ম করিবার এই যে কৌশল, তদ্বিষয়ে শিক্ষাদান করাই শ্রীগীতার বিশেষত্ব। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি যখন ফল কামনার দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া অন্তর্মুখী হয় এবং নিশ্চলভাবে আনন্দধামে বিরাজ করে, তখনই বুদ্ধি সমত্ব লাভ করিয়া লাভালাভকে সমান জ্ঞান করিয়া থাকে। বাহ্যবিষয় আর তখন মনের উপর কার্য্য করিতে পারিবে না। তাদৃশ সমত্ববুদ্ধি-যুক্ত মনিষীগণের ফলাফলে সমবুদ্ধি হওয়ায়, তাঁহারা কর্ম্মের সফলতায় আনন্দে অধীর হন না এবং নিষ্ফলতায় বিষাদে বিহ্বল হইয়া পড়েন না। পাপ বা পুণ্য উভয়ই বন্ধনের হেতু—ইহা জানিয়া তাঁহারা পাপ-পুণ্য উভয়ই পরিত্যাগ করেন। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মী কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বোপদ্রবশূন্য মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। আর যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া শুধু ফলের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে, তাহারা অতি দীন বা কৃপার পাত্র, কারণ তাহারা কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইয়া বারবার সংসার-জ্বালা ভোগ করিয়া থাকে (গীতা ২।৪৯-৫১)।

কর্ম্মযোগের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কর্ম্ম-সন্ন্যাসে বা কর্ম্মত্যাগে অধিকার জন্মায় না। অশুদ্ধচিত্তে সন্ন্যাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করা দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং সাধনার প্রথমাবস্থায় কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। উভয় মার্গেই মোক্ষলাভ করা যায় বটে কিন্তু অনাত্মজ্ঞ মুমুক্ষুর পক্ষে আত্মজ্ঞানের উপায়ভূত এই কর্ম্মযোগের বিশেষ উপযোগিতা আছে (গীতা ৫।১-২)। জ্ঞানযোগে যিনি আরোহন করিতে ইচ্ছুক তাদৃশ **আরুরুক্ষু** সাধকের পক্ষে কর্ম্মই সাধনা। জ্ঞানলাভ না করা পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধিকর কর্ম্মযোগ সাধন করাই তাহার পক্ষে বিহিত। কি অন্তরে কি বাহিরে সর্ব্বত্রই শ্রীভগবান আছেন,—এইরূপ বোধে তাঁহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে হইবে। এইরূপে কর্ম্মযোগ সাধনা দ্বারা যখন তিনি কর্ম্মে ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া সমস্ত সঙ্কল্প বা বাসনা নিঃশেষে পরিত্যাগ করেন এবং সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকেন, তখন তিনি **যোগারূঢ়** নামে অভিহিত হন। তখন আর তাঁহার কর্ম্মে প্রয়োজন থাকে না বলিয়া তাঁহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্মের নিবৃত্তিই মোক্ষলাভের হেতু হইয়া থাকে (গীতা ৬।৩-৪)। তখন শরীর-রক্ষার অনুকূল কর্ম্ম ভিন্ন আর কোন কর্ম্মই তাঁহাকে করিতে হয় না। কর্ম্মত্যাগ জনিত পাপ তাঁহাকে স্পর্শও করে না। তদবস্থায় তিনি শুদ্ধচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এবং সর্ব্বভূতের আত্মাই যে তাঁহার আত্মা, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন। তাদৃশ সমদর্শী সাধকের অহংজ্ঞান ও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না বলিয়া তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না (গীতা ৫।৭)। সমদর্শনই প্রকৃতপক্ষে যোগের চরম ফল। সমদর্শী সাধক মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণ খণ্ডকে সমান জ্ঞান করেন এবং শত্রু-মিত্র, সাধু-অসাধু নির্ব্বিশেষে সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন (গীতা ৬।৮-৯)। এইরূপ সমবুদ্ধি সম্পন্ন আত্মারাম পুরুষের কাহারও সহায়তার প্রয়োজন হয় না। তাঁহার আত্মাতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ, আত্মাতেই তৃপ্তি ও আত্মাতেই আসক্তি থাকা হেতু তিনি আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন। তখন তাঁহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই থাকে না বলিয়া তাঁহার সর্ব্বকর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণ হেতু তাঁহার কোন পাপ হয় না (গীতা ৩।১৭-১৮)। তিনি তখন পাপ পুণ্যের বা বিধি নিষেধের অতীত ভূমিতে বিচরণ করেন। শ্রীগীতার মতে, তখনও তাঁহার পক্ষে লোকশিক্ষার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম করাই বিধেয়। জনকাদি জ্ঞানী মহাত্মাগণ বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

শাস্ত্র বলেন—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—মহাপুরুষের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিলে শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কর্ম্মত্যাগ করিতে দেখিলে, কর্ম্ম করা উচিত নহে—এইরূপ মনে করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণ কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে। শ্রীগীতার মতে, অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে (গীতা ৩।১৯)। অতএব অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা ভোগবাসনাপরায়ণ অজ্ঞানিগণকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখাই অনাসক্ত জ্ঞানিগণের কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে যাহারা প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া আছে, তাদৃশ অজ্ঞানিগণ একমাত্র কর্ম্ম দ্বারাই কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে। সুতরাং "প্রকৃতির ত্রিগুণই কর্ম্ম করে, আত্মা অকর্ত্তা"—এইরূপ উচ্চ জ্ঞানমূলক উপদেশ-বাক্য দ্বারা কর্ম্মের উপর বিদ্বেষভাব জন্মাইয়া কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানিগণের বুদ্ধিকে বিপথে চালিত করা অর্থাৎ তাহাদিগকে কর্ম্মত্যাগের পরামর্শ দেওয়া উচিত নহে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ত্রিভুবনে আমার কোন কর্ত্তব্যই নাই, আমার অপ্রাপ্যও কিছু নাই, যাহার জন্য আমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। সবই আমার সৃষ্টি, সবই আমার করতলগত। তথাপি আমি নিশ্চেষ্ট না হইয়া জীবকে আদর্শ দেখাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিমিত্ত কর্ম্মে রত থাকি। আমি কর্ম্ম না করিলে সমুদয় লোক আমার পথের অনুসরণ করিবে এবং স্ব স্ব কর্ত্তব্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিবে। তখন আমি ধর্ম্মলোপ হেতু মহা অনিষ্টের বা ধ্বংসের কারণ হইব (গীতা ৩।১৯-২৬)। শ্রীগীতার মতে কর্ম্ম-ত্যাগ করা অপেক্ষা শ্রীভগবানে যুক্ত থাকিয়া অনাসক্তচিত্তে কর্ম্ম করাই মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। যাহারা ত্রিগুণের মোহে আবদ্ধ, যাহারা দেহেন্দ্রিয়াদির কার্য্যে আসক্ত, তাদৃশ অনধিকারীকে সন্ন্যাস ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া বা কর্ম্মত্যাগ করিতে বলা উচিত নহে (গীতা ৩।২৯)।

শ্রীভগবানই একমাত্র কর্ত্তা, জীব তাঁহার হাতের যন্ত্রমাত্র। জীবকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানই সব করিয়া থাকেন। হৃদ্দেশে অবস্থান করিয়া তিনি জীবকে যেমন নাচান, জীব তেমনি নাচিয়া থাকে (গীতা ১৮।৬১)। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচিন্"—আমার আনন্দলীলায় নিমিত্ত বা উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া যন্ত্রস্বরূপ আমার কাজ কর (গীতা ১১।৩৩)। সুতরাং সকল কর্ম্মের ভিতরে শ্রীভগবানের কর্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়া অহং বুদ্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করাই বিধেয়। নিজে কর্ত্তা সাজিয়া অহং বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। বেদান্ত মতে প্রকৃতি শ্রীভগবানেরই শক্তি। শ্রীগীতাও এই মত সমর্থন করেন (গীতা ৯।৮)। শ্রীভগবানের প্রকৃতিই কর্ম্ম করেন, কিন্তু বদ্ধজীব অহঙ্কারের বশে মনে করে—"আমিই কর্ত্তা, আমিই সব করিতেছি" (গীতা ৩।২৭)। সাধক গাহিয়াছেন—"সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা! লোকে বলে করি আমি॥" প্রকৃতপক্ষে জীবের নিজের ইচ্ছায় কিছুই হয় না, সুতরাং তাহার কর্তৃত্বাভিমান থাকিতে পারে না। তথাপি জীব মোহাচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্ববিষয়ে নিজে কর্ত্তা সাজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হইলে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার ও কর্ম্মকুশলতার গর্ব্ব করিয়া থাকে। আর যখন কর্ম্মে অসিদ্ধি ঘটে, তখন সে তাহার জন্য দৈবকে বা শ্রীভগবানকেই দায়ী করে। এইরূপে সে সুবিধামত কখন পুরুষকারবাদী, কখন বা দৈববাদী হইয়া পড়ে। ইহা আত্ম-প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীভগবানই একমাত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা—এইরূপ জ্ঞানে যিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন, তিনি ত্রিভুবনে হনন করিলেও হত্যাজনিত পাপের ভাগী হন না (গীতা ১৮।১৭)। মায়ামোহে আচ্ছন্ন হইয়া বদ্ধ জীব বুঝিতে পারে না যে অহংকর্ত্তৃত্ব ও নিজ শুভাশুভের চিন্তা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া সুনিপুণ সারথী শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিলে তিনি দেহরথকে সুপথকে চালিত হইয়া রথী জীবকে শান্তিরাজ্যে লইয়া যাইবেন। তাই শ্রীগীতা সার উপদেশ দিয়াছেন—"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত"—কায়মনোবাক্যে তাঁহারই অভয় চরণে শরণ লও। এইরূপে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে তাঁহারই প্রসাদে নিত্যধাম ও পরাশান্তি লাভ করা যায় (গীতা ১৮।৬২)। এই ভগবৎ-শরণের কথা শ্রীগীতার বহুস্থানে বহুভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মে আসক্তি বা কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং কর্ম্মফলে আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষা উভয়ই ত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়াই **শ্রীগীতার প্রধান শিক্ষা**। প্রকৃত শরণাগতকে নিজ দেহরক্ষার বা ভরণ পোষণাদির জন্য কোনরূপ চিন্তা বা চেষ্টা করিতে হয় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সকল বাসনা ও ভাবনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া যিনি অনন্যচিত্তে আমার উপাসনা করেন, তাদৃশ নিত্যযুক্ত ভক্তের যোগ ও ক্ষেম অর্থাৎ উপার্জ্জন-রক্ষণাদি কার্য্যের সকল ভার আমি স্বয়ং গ্রহণ করি (গীতা ৯।২২) এবং তাঁহাকে সর্ব্ববিধ পাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পরিত্রাণ করি (গীতা ১৮।৬৬)। ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার কোন অভাবই থাকে না এবং সর্ব্ববিধ কর্ম্মত্যাগ জন্য তাঁহার কোন পাপ হয় না। ভগবৎ-শরণাগতিই প্রকৃতপক্ষে শ্রীগীতার গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব কথা (গীতা ১৮।৬৩), ইহাই গীতার্থের সার। সকল কার্য্যকে ভগবন্মুখী করিয়া সকল কার্য্যে ভগবৎ-অনুভূতি ফুটাইয়া তোলাই শ্রীগীতার অভিপ্রেত। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের প্রসন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অন্তরে তাঁহাকে ভাবনা করিতে করিতে যাহা কিছু করা যায় তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, ফলাফলের দিকেও তখন লক্ষ্য পড়ে না—লক্ষ্য থাকে শুধু শ্রীভগবানের প্রসন্নতার দিকে। এইভাবে কর্ম্ম করিতে অভ্যাস করিলে তদ্বারা শ্রীভগবানেরই আরাধনা করা হয়। শ্রীগীতার মতে, ভগবৎ-বোধযুক্ত কর্ম্মই মোক্ষের দ্বারস্বরূপ।

"সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা"—কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই সুখ-দুঃখের কারণ। জন্মান্তরীণ কর্ম্মের বশেই জীব ধরায় জন্মগ্রহণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। চাহিলেই সুখ আসে না বা দুঃখ চলিয়া যায় না। তাই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী পুরুষ সুখের জন্য লালায়িত হন না বা দুঃখেও তিনি কাতর হন না। ভোগ্যবস্তু ও ভোগবাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া এবং মন-ইন্দ্রিয়াদি সংযত করিয়া, তিনি কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্ম করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না (গীতা ৪।২১)। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, গমন, ভোজন, শয়ন, শ্বাসগ্রহণ ও নিদ্রাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি মনে করেন—তিনি স্বয়ং কিছুই করেন না, ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে (গীতা ৫।৮—৯)। ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যে নিষ্ক্রিয় আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই—এইরূপ জ্ঞানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বতন মুমুক্ষুগণ নির্লিপ্তভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন (গীতা ৪।৫)। ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগ। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" (গীতা ২।৪০)—ইহার অত্যল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে সংসার-বন্ধনরূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়।

গীতোক্ত কর্ম্মযোগ সাধনায় কর্ম্মে আসক্তি বা কর্ত্তৃাভিমান এবং কর্ম্মফলে আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষা উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানই যে অন্তরে থাকিয়া ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করিতেছেন—এইরূপ জ্ঞানে তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রতিদানের আশা না রাখিয়া শুধু কর্ত্তব্যবোধে ও নিষ্কাম ভাবে প্রার্থীকে অন্নবস্ত্রাদি দান করিলেও, যদি তাহাতে "আমি এইরূপে তাহার দুঃখ দূর করিতেছি"—এইরূপ অহংকর্ত্তারূপ অভিমান থাকে, তবে তাহা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অঙ্গ হইবে না। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগে কর্ম্মের প্রতি বা কর্ম্মফলের প্রতি লক্ষ্যই থাকে না, লক্ষ্য থাকে শুধু শ্রীভগবানের প্রসন্নতার প্রতি। দানাদি কর্ম্মের দ্বারা শ্রীভগবানেরই সেবা হইতেছে, তাহাতে তিনি প্রীত হইতেছেন—এইরূপ জ্ঞানে অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিতে হইবে। **ইহাই শ্রীগীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।** নিষ্কাম কর্ম্মযোগে তিনটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ম্ম করিতে হয়—(১) ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, (২) কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ এবং (৩) শ্রীভগবানের প্রসন্নতা লাভ। সুতরাং গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর পক্ষে কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া শুধু নিষ্কাম কর্ম্মী হওয়াই যথেষ্ট নহে। তাঁহাকে আবার জ্ঞানী হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে এবং ভক্ত হইয়া ভগবৎ-প্রীত্যর্থে সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে। কর্ম্ম-সম্পাদনে স্বীয় চিত্তের প্রসন্নতাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের প্রসন্নতা জানাইয়া দেয়।

কর্ম্মফলে আসক্তি বা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রথম অবস্থা। অতঃপর, প্রকৃতির গুণ দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে, জীব বা আত্মা উদাসীন সাক্ষী মাত্র—এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া কর্ম্মে আসক্তি বা কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানযোগ। প্রকৃতি আবার স্বাধীনা নহেন। প্রকৃতি শ্রীভগবানেরই, সুতরাং তাঁহারই অধীন—এইরূপ জ্ঞানে সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক সতত ভগবদ্ভাবে যুক্ত থাকিতে হইবে এবং "তিনি ভিন্ন জীবের অন্য কোন গতি নাই"—এইরূপ জানিয়া শ্রীভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহারই নাম ভক্তিযোগ। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। এই জ্ঞান ও ভক্তি প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের প্রাণ। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ যে ইহাদের কোন একটীকে অপর দুইটী হইতে পৃথক করা যায় না। বস্তুতঃ কর্ম্মমাত্রই জ্ঞানসাপেক্ষ, আবার কর্ম্মের উন্নত অবস্থাই ভক্তি। ইহাদের কোনটীই অপর দুইটীর বিরোধী নহে, বরং সহযোগী।

কর্ম্মযোগ সাধনায় ভগবৎ প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতে থাকিলে চিত্ত ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। এইরূপে সাধক সর্ব্বজীবের মধ্যে লীলাময় শ্রীভগবানকে উপলব্ধি করিয়া ও পরের সুখ-দুঃখ নিজ সুখ-দুঃখের ন্যায় মনে করিয়া সর্ব্বভূতহিতে রত থাকেন। তখন তাঁহার নিকটে আপন পর ভেদ থাকে না। তাদৃশ সমবুদ্ধিযুক্ত সাধক শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন (গীতা ১২।৪)। সাধারণতঃ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীকে যোগী বলা হয়, কিন্তু শ্রীগীতা বলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি সর্ব্বভূতের সুখদুঃখ নিজেরই মত দেখেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী (গীতা ৬।৩২)। এইরূপ সমত্ববুদ্ধি বা সমদর্শনই কর্ম্মযোগের ও সকল সাধনার শেষ কথা।

মোক্ষপ্রদ এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ শ্রীভগবান কর্তৃক প্রবর্ত্তিত। সৃষ্টির আদিতে শ্রীভগবান ইহার কথা সূর্য্যদেবকে বলিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব আবার স্বীয় মানসপুত্র মনুকে, মনু আবার স্বপুত্র আদিরাজ ইক্ষ্বাকুকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এইরূপে রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে এই যোগতত্ত্ব অবগত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিতেন। কালক্রমে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানই আবার সেই পুরাতন তত্ত্ব শ্রীগীতায় প্রচার করিলেন (গীতা ৪।১-৩)। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশই প্রকৃতপক্ষে শ্রীগীতার বিশেষত্ব। চিত্তশুদ্ধিকর এই কর্ম্মযোগেই সাধনার আরম্ভ, আবার এই কর্ম্মযোগেই সাধনার পরিসমাপ্তি। সাধনায় যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বিহিত হইয়াছে। জনকাদি সিদ্ধ মহাত্মাগণ লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানই প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মযোগীর আদর্শ। তিনি স্বয়ং আপ্তকাম হইয়াও সর্ব্বদা নির্লিপ্তভাবে বিশ্বকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়

জ্ঞান-যোগ

যাঁহার কোনও বিষয়ে আসক্তি বা বিরক্তি নাই, সুখে দুঃখে যিনি সদাই অবিচলিত থাকেন, তিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও অনায়াসে কর্ম্মবন্ধন হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। তাদৃশ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বভাববিবর্জ্জিত কর্ম্মযোগীকে শ্রীগীতায় **নিত্য সন্ন্যাসী** বলা হইয়াছে (গীতা ৫।৩)। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মসাধন সন্ন্যাসের প্রকারান্তর মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগেরই সাধন। কর্ম্মযোগে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয় (গীতা ৪।৩৮)। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ব্যতীত চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না, আর চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানযোগের অনুশীলনে বা সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার জন্মায় না। জ্ঞান-নিষ্ঠগণ জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন। চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া জ্ঞানযোগে স্থিতি লাভ করিবার জন্যই কর্ম্মযোগ। অশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞান মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ বা কর্ম্মত্যাগ করা কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। অজ্ঞানীর চক্ষে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ পৃথক ভাবে প্রতীয়মান হইলেও বিবেকী পণ্ডিতগণ এতদুভয়কে পৃথক বলেন না। ইহারা উভয়েই সমান ফলপ্রদ, ইহাদের কোন একটী সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত হইলে মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। ফলতঃ যিনি কর্ম্মযোগকে ও জ্ঞানযোগকে একইরূপে দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী (গীতা ৫।৪-৫)। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠ কর্ম্মত্যাগী যে স্থান লাভ করেন, কর্ম্মযোগীও সেই স্থান প্রাপ্ত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগবাশিষ্ঠ বলেন—পক্ষিগণ যেমন উভয় পক্ষ দ্বারা আকাশে উড়িয়া থাকে, সেইরূপ সাধকগণ জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দুই দ্বারাই মোক্ষলাভ করেন। চিত্তশুদ্ধির জন্য নিষ্কাম কর্ম্মের প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞানলাভ করা যায় না, সুতরাং কর্ম্ম বিনা জ্ঞানলাভ হয় না। আবার জ্ঞান বিনা কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক যথানিয়মে কর্ম্ম করা যায় না। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম আবার ভক্তিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। "কর্ম্মণা জায়তে ভক্তিঃ, ভক্ত্যা জ্ঞানঞ্চ জায়তে"—নিষ্কাম কর্ম্মযোগে ভক্তির উৎপত্তি, ভক্তি হইতে আবার জ্ঞানের উৎপত্তি। এই নিষ্কাম কর্ম্মের সহিত ভক্তি ও জ্ঞান যেন ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত আছে। ভক্তিই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধন। অনন্যভক্তিযোগে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া এবং সেই ভক্তিবলে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহাকে লাভ করা যায়। ভক্তিহীন ব্যক্তি কখনও প্রকৃত কর্ম্মী বা জ্ঞানী হইতে পারে না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"—সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে আমি অন্তর্যামী আত্মারূপে অধিষ্ঠিত আছি (গীতা ১৫।১৫)। এইরূপ জ্ঞানের উপলব্ধি না হইলে শ্রীভগবানে শুদ্ধা ভক্তি হয় না, আবার ভক্তিযোগ ব্যতীত জ্ঞান প্রসারিত হয় না। শ্রীগীতার মতে, শ্রীভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তিই জ্ঞান (গীতা ১৩।১০) এবং জ্ঞানীই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত (গীতা ৭।১৭)। সুতরাং কর্ম্মে ও জ্ঞানে যেমন বিরোধ নাই, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যেও কোন বিরোধ নাই। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা শ্রীভগবানের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া জ্ঞানী সাধক তাঁহাকে ভাবসমন্বিতচিত্তে ভজনা করিয়া থাকেন (গীতা ১০।৮)। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত আত্মারাম মুনিগণও সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করেন (গীতা ১৮।৫৪)। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানযোগে শ্রীভগবানকে জানা যায়, কর্ম্মযোগে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা যায় এবং ভক্তিযোগে তাঁহাকে ভালবাসা যায়। বস্তুতঃ জানা না থাকিলে কাহাকেও ভালবাসা যায় না বা কাহারও প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা যায় না। এইরূপে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি অঙ্গাঙ্গিভাবে পরস্পর সম্বদ্ধ। এই তিনের সংযোগেই সাধনা পূর্ণতা লাভ করে।

বৈষ্ণব মতে, "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত" অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মাদিবর্জ্জিত যে ভক্তি তাহাই **উত্তমা ভক্তি**। এস্থলে অবশ্য অদ্বৈতবাদীর ভক্তিহীন শুষ্ক জ্ঞানকে এবং ভক্তির আবরক সকাম কর্ম্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভক্তিবিরোধী জ্ঞান বা কর্ম্মকে শ্রীগীতা কোথাও সমর্থন করেন নাই। শ্রীগীতার মতে, যে কর্ম্মের দ্বারা নিত্যানন্দকর জ্ঞানের উদয় হয় তাহাই **প্রকৃত কর্ম্ম**, আর যে জ্ঞানের দ্বারা পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে স্বরূপতঃ জানিয়া এবং নিখিল জগতের মূলে তাঁহাকে অনুভব করিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শন হয়, তাহাই **প্রকৃত জ্ঞান**। ত্রিগুণাত্মক এই জ্ঞান সত্ত্বাদি ত্রিগুণ ভেদে ত্রিবিধ হইয়া থাকে। মোক্ষপ্রদ **সাত্ত্বিক জ্ঞানের** সাহায্যে বহুরূপে প্রতীয়মান ভূতসমূহের মধ্যে সর্ব্বব্যাপক সেই এক ও অদ্বিতীয় অব্যয় পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায় এবং এইরূপে সর্ব্বভূতে সমদর্শন হয়। **রাজসিক জ্ঞানে** সর্ব্বত্র সমদর্শন না হইয়া জীবে জীবে পৃথক পৃথক ভাবের অনুভূতি হইয়া থাকে। এই ভেদজ্ঞান হইতেই জীবের রাগ দ্বেষাদি দ্বন্দভাব, কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও সংসার বন্ধন। আর যুক্তিবিরুদ্ধ ও ক্ষুদ্র সীমার দ্বারা আবদ্ধ যে জ্ঞান কোন এক তুচ্ছ বিষয়ে অভিনিবিষ্ট বা আসক্ত থাকে তাহাই **তামসিক জ্ঞান** (গীতা ১৮।১৯-২২)। মোহকর এই তামসজ্ঞানে যে একের দর্শন হয় তাহা সাত্ত্বিক জ্ঞানের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশক নহে। কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম প্রভৃতি সকলেই যে সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষের বিভিন্ন প্রকাশ, ইহাঁরা সকলেই যে এক ও অভিন্ন—এইরূপ ধারণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তামস জ্ঞানে হয় না। পরমার্থআশ্রয়বিহীন এই তামস জ্ঞানে জীব মোহাচ্ছন্ন হইয়া মনে করে—এই দেহই আত্মা অথবা এই মৃন্ময় প্রতিমাই ইষ্টদেব বা পরমেশ্বর। তামস জ্ঞান উহার বাহিরে যাইতে পারে না। সাত্ত্বিক জ্ঞানের উদয় হইলে জীব সর্ব্বত্র শ্রীভগবানকে অনুভব বা দর্শন করিয়া সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন— বহু জন্মের সুকৃতির ফলে সাধক জ্ঞানবান হইয়া—"বাসুদেবঃ সর্ব্বং"— চরাচর বিশ্ব বাসুদেবময় অর্থাৎ আমিই অব্যক্ত বাসুদেবমূর্ত্তিতে নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত আছি, এইরূপ জ্ঞানে আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাদৃশ জ্ঞানী মহাত্মা সচরাচর দেখা যায় না (গীতা ৭।১৯)।

কায়মনোবাক্যে যাহা কিছু এই সংসারে করা যায় সেই সমস্ত কর্ম্মের সম্পাদনের পক্ষে **পঞ্চবিধ কারণ** নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। **অধিষ্ঠান** (স্থূলদেহ, যে স্থানে কর্ম্ম প্রকাশ পায়), **কর্ত্তা** (ক্রিয়া সম্পাদক অহঙ্কার বা কর্ত্তৃত্বাভিমান, যাহা কর্ম্ম করে), **বিবিধ করণ** (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ, যদ্দারা কর্ম্ম হয়), **বিবিধ চেষ্টা** (প্রাণাপানাদি বায়ুর ব্যাপার, যাহা না থাকিলে কর্ম্ম হইতেই পারে না) এবং **দৈব** (পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত অদৃষ্ট বা ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার, কোন কোন মতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ—যাঁহাদের সাহায্যে করণ বা ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করে)—এই পাঁচটীর সহায়তায় শুভাশুভ যাবতীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। এই পাঁচ কারণের মধ্যে কোন একটীর অভাব হইলে কোন কর্ম্মই সম্পাদিত হইতে পারে না। অধিষ্ঠানাদি এই পাঁচটীই যাবতীয় কর্ম্মের কারণ। এই পাঁচ কারণে আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় আত্মজ্ঞান-হীন মূঢ় ব্যক্তি অবিদ্যাজনিত ভ্রান্তিবশে অসঙ্গ উদাসীন আত্মাকে কর্ত্তা বলিয়া দেখে এবং অহং-কর্ত্তৃত্বের অভিমান করিয়া কর্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাজে। প্রকৃতপক্ষে দেহাতিরিক্ত আত্মার কর্ম্মকর্তৃত্ব নাই। নির্ব্বিকার এই আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ, সুতরাং জীব স্বয়ং কিছুই করে না, জীবের নিজ চেষ্টায় কোন কার্য্যই হয় না। আত্মজ্ঞানী পুরুষ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া কোনও বিষয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না। (গীতা ১৮।১৩-১৬)।

অধিষ্ঠানাদি পাঁচটীকে সমস্ত কর্ম্মের হেতু বলা হইল, কিন্তু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটা প্রেরণা থাকা আবশ্যক। এই প্রেরণার জন্য জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটী আবশ্যক। এই তিনটীই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু হইয়া থাকে। কারণ, এই তিনটী একত্র হইলেই সকল কর্ম্ম আরম্ভ হয়। যিনি জানেন তিনি জ্ঞাতা, যাহাকে জানেন তাহাই জ্ঞেয় এবং যাহা দ্বারা জানেন তাহাই জ্ঞান। বস্তুতঃ জ্ঞেয় বস্তুর উপলব্ধি একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই হইয়া থাকে। যে বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানের উদয় হয় তাহাই জ্ঞেয়—আর জ্ঞের বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান জন্মে, যিনি জ্ঞানের আশ্রয় স্বরূপ, তিনিই জ্ঞাতা। প্রকৃতপক্ষে অহংজ্ঞানরূপী চিচ্ছায়া জীব যিনি দেহে আত্মবোধ করিয়া কর্ত্তা সাজেন ও ভোক্তা হন, তিনিই জ্ঞাতা। বিষয়ভোগ ব্যাপারে "এই বিষয়টী আমার ইষ্ট সাধন করিবে" ইত্যাকার যে বোধ তাহাই জ্ঞান, ইষ্টসাধক বিষয়পঞ্চ যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই জ্ঞানের উদয় হয় তাহাই জ্ঞেয়। আর সেই ইষ্টবিষয়ে যাঁহার জ্ঞান জন্মে, যিনি বিষয় গ্রহণ করিয়া ভোক্তা হন, তিনিই জ্ঞাতা। এই তিন হইতেই কর্ম্ম প্রেরণা সৃষ্ট হয়. এই তিন ব্যতীত কর্ম্মের সম্ভাবনা নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়—অন্নভোজনরূপ অভীষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্তির জন্য কোন ব্যক্তির (জ্ঞাতা) অন্নের (জ্ঞেয়) প্রয়োজন বোধ (জ্ঞান) আবশ্যক। এই তিনটীই কর্ম্মচোদনা বা কর্ম্মের প্রেরণা অংশ। এই তিনটীই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু। ইহারাই মনের মধ্যে সমস্ত কর্ম্মের আরম্ভ করিয়া থাকে। অতঃপর কর্ম্মসংগ্রহ বা কর্ম্মসম্পাদন অর্থাৎ মানসিক কর্ম্মপ্রবৃত্তির বাহ্য প্রকাশ। অন্নভোজন রূপ অভীষ্ট কর্ম্ম-সম্পাদনের জন্য, কর্ত্তারূপে সেই ব্যক্তি হস্তাদি করণের দ্বারা অন্নভোজন রূপ কর্ম্ম করেন। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ—এই তিনটী কর্ম্ম সম্পাদন করে বলিয়া ইহারা কর্ম্মসংগ্রহ বা ক্রিয়ার আশ্রয়। এই তিনের আশ্রয়ে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। এইরূপে জানা যায় যে কর্ম্মের দুই বিভাগের মধ্যে একটী প্রেরণা অংশ, যাহা হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে এবং অপরটী ক্রিয়া অংশ, যাহা দ্বারা কর্ম্মটী সম্পন্ন হয়। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটী কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া কর্ম্মের প্রেরণা-অংশ এবং কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ—এই তিনটী কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া উহার ক্রিয়া-অংশ (গীতা ১৮।১৮)। ইহারা কিন্তু সকলেই অনাত্মা, চেতন আত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অহমাদিজগৎভাববর্জ্জিত চৈতন্যময় শুদ্ধ আত্মার সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতপক্ষে শুধু আত্মাই চেতন—আর সমস্তই অচেতন বা জড়, চৈতন্যের উপর আরোপিত ভাবমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ হইলে জানা যায় যে নিঃসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় আত্মা স্বয়ং কিছুই করেন না। এই চেতন আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। সুতরাং জীবের কোনও বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিতেই পারে না।

বৈষ্ণবমতে শক্তিমান বা পুরুষ বলিতে একমাত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, আর সকলেই তাঁহার প্রকৃতির বা শক্তির অন্তর্ভূত। শ্রীগীতাও জীবাত্মাকে শ্রীভগবানের পরা প্রকৃতিই বলিয়াছেন (গীতা ৭।৫)। প্রকৃতিজড়িত খণ্ডচৈতন্যই এই জীবরূপা পরা প্রকৃতি, যিনি এই সংসারে কর্ম্মানুরূপ স্থূলদেহ ধারণ করিয়া এবং নিজে কর্ত্তা ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোক্তা সাজিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে জীব আত্মা বা শ্রীভগবানরূপ বিম্বের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। সুতরাং জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা কর্তৃত্ব নাই। শ্রীভগবানই কর্ত্তা, কর্ম্মও তাঁহার। অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে তিনিই জীব হৃদয়ে অবস্থান করিয়া স্বীয় প্রকৃতি বা মায়া দ্বারা জীবগণকে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকাবৎ পরিচালিত করিতেছেন (গীতা ১৮।৬১)। শ্রীভগবানই যন্ত্রী, জীব তাঁহার হাতের যন্ত্র মাত্র। জীব যে শ্রীভগবানের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহারই ইচ্ছার অনুসরণ করিতেছে এবং নিজে নিমিত্তমাত্র হইয়া তাঁহারই কার্য্য করিতেছে—ইহার উপলব্ধি হইল সাধনার প্রথম কথা। এইরূপ জ্ঞানে শ্রীভগবানের দিকে চাহিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান বা অহং কর্তৃত্ব ত্যাগ করাই উচিত। আপনাকে সম্যকরূপে না জানাই অজ্ঞানতা। জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখাদি সমস্তই এই অজ্ঞানতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই অজ্ঞানতার বশেই জীব মোহাচ্ছন্ন হইয়া নিজ কর্তৃত্বের অভিমান করিয়া থাকেন। এই কর্তৃত্ববোধই তাহার জীবত্বের বা বন্ধনের হেতু। প্রকৃতপক্ষে জীব "আমিই সব করিতেছি"—এইরূপ মনে করিয়া কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন। অজ্ঞানতা দূর হইলে জীব আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারেন—ত্রিগুণের বশে ইন্দ্রিয়গণই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সংসাররঙ্গমঞ্চে এই খেলা খেলিতেছে। দেহ থাকিতে ত্রিগুণের কার্য্য চলিবেই, তিনি সাক্ষী স্বরূপ উদাসীন আত্মা, সুতরাং তিনি স্বয়ং কিছুই করেন না। এইরূপ জ্ঞানে তিনি আর কর্ম্মে আসক্ত হন না, কোন বিষয়েই তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না (গীতা ৩।২৮)। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের প্রকৃতিই কর্ম্ম করে, শ্রীভগবানই একমাত্র কর্ত্তা। ইহা জানিয়া আত্মজ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের বিরাট কর্তৃত্ব উপলব্ধি করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ভগবৎ চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকাবৎ অনাসক্ত-ভাবে জগতের কার্য্যগুলি করিয়া যান (গীতা ৩।৩০)। সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

পরমহংসদেব বলিতেন—"যে সয়, সেই রয়।" প্রকৃতপক্ষে সুখ-দুঃখ মান-অপমানাদি হাসিমুখে সহ্য করিতে না পারিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী হইয়া পরাশান্তি লাভ করা যায় না। আত্মজ্ঞানী পুরুষ জানেন—সুখ দুঃখাদি মনেরই ধর্ম্ম, নির্ব্বিকার আত্মার ধর্ম্ম নহে। অধ্যাসের ফলে তাহারা আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি স্বভাবতঃই ধাবিত হইয়া থাকে। এইরূপে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখাদি উপস্থিত হয়। ইহারা কিন্তু আগমাপায়ী, যেমন আসে তেমনই চলিয়া যায়। মনঃকল্পিত সুখদুঃখাদির অনুভূতি চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং ইহারা অনিত্য বা অসৎ। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় পরমার্থতঃ ইহাদের অস্তিত্ব নাই। অনেক সময়ে অন্ধকারের আবরণে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে। তখন রজ্জু রজ্জুভাবে থাকিয়াই সর্পের ন্যায় ভ্রম দেখায়। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানটা ভ্রম মাত্র, ইহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। অন্ধকার দূর হইলে অসত্য সর্পের ভাব আর থাকে না, তখন সত্য রজ্জুই শুধু বিদ্যমান থাকে। সুতরাং অজ্ঞানজনিত অসৎ বস্তুর ভাব বা সত্তা নাই, আর যাহা সৎ বা নিত্যবস্তু, তাহার কখনও অভাব বা নাশ হয় না। সৎস্বরূপ নিত্য বা বিনাশরহিত আত্মা, মনঃকল্পিত সুতরাং অনিত্য ও অসার, সুখদুঃখের অতীত। অতএব প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া নিত্যানিত্যবিবেকের সাহায্য সুখদুঃখাদি সহ্য করাই কর্ত্তব্য। যে ধীর পুরুষ সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকেন তিনি অমৃতত্ব বা মোক্ষ লাভে সমর্থ হন (গীতা ২।১৪-১৭)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যা ও অবিদ্যা ভেদে শ্রীভগবানের প্রকৃতি বা মায়া দ্বিবিধা। "আমি দেহ নহি, আমি চিৎস্বরূপ আত্মা"—এইরূপ যে বুদ্ধি, ইহারই নাম **বিদ্যা**। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যারূপা মায়ার প্রভাবে জীব স্বীয় স্বরূপ-জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং বহুত্বের মধ্যে সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষের সন্ধান পাইয়া চিরশান্তি লাভ করেন। সেই জীবই আবার **অবিদ্যা** রূপা মায়ার আবরণী-শক্তির প্রভাবে নিজ স্বরূপ ভুলিয়া যায় এবং তাহার বিক্ষেপ-শক্তির প্রভাবে মায়িক বস্তুতে আসক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে অবিদ্যা মায়া জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং বিদ্যা মায়া জীবের সংসার বন্ধন মোচন করিয়া দেয়। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা জ্ঞানের নাম অবিদ্যা। বস্তুকে আবরণ করিয়া উহাকে অন্যরূপে দেখানই ইহার কার্য্য। "দেহই আমি" ইত্যাকার ভ্রমযুক্ত ধারণা উৎপাদন করিয়া ইহা সেই এককে বহুরূপে দেখাইতে থাকে। এই অবিদ্যার প্রভাবে অখণ্ড চৈতন্যময় আত্মা যেন খণ্ডিত হইয়া "দেহই আমি, আমিই সব করিতেছি" ইত্যাকার অভিমান করেন এবং এইরূপে সঙ্কীর্ণতার বা ক্ষুদ্রতার দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া খণ্ড জীবভাব প্রাপ্ত হন। অবিদ্যাপ্রসূত 'আমি-আমার' বোধই সংসার বন্ধনের ও জীবত্বের কারণ। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে অবিদ্যার মোহ অর্থাৎ 'আমি-আমার' রূপ সংসারাসক্তি ও ক্ষুদ্র আত্মভাবনা দূর হইলে হৃদয়ে বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হয়। তখন সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, লাভ-অলাভ ইত্যাদি ব্যাপারে সমত্ব বুদ্ধি জন্মে। তদবস্থায় ধ্যেয় বস্তু শ্রীভগবানে সতত যুক্ত হইয়া থাকা যায় (গীতা ২।৫২-৫৩)। সাধারণতঃ মায়া বলিতে অবিদ্যা-রূপা মায়াকেই বুঝায়। শোকমোহাদির কারণ স্বরূপ এই মায়াকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা জীবের নাই। পরমহংসদেব বলিতেন—"মায়ার স্বভাব কিরূপ জান ? যেমন জলের পানা। ঠেইয়ে দিলে সব পানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সরে গেল, আবার একটু পরেই আপনা আপনি পূরে গেল। তেমনি যতক্ষণ বিচার কর, সাধুসঙ্গ কর, যেন কিছুই নাই। একটু পরেই বিষয়-বাসনায় মন ছেয়ে গেল।" যে ভাগ্যবান জীব অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ভগবৎ কৃপায় তিনি এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হন (গীতা ৭।১৪)। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎকৃপা ব্যতীত মায়ানিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না।

অবিদ্যার প্রভাবেই জীব আত্মজ্ঞান হারাইয়া এবং আপনাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা মনে করিয়া সংসারে ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করিয়া থাকে। সর্ব্বানর্থের মূল এই **অবিদ্যা** হইতেই **অস্মিতা** (দেহে আত্মবুদ্ধি বা মিথ্যা অহংজ্ঞান), রাগ (সুখাদি প্রিয়বস্তুর প্রতি আসক্তি), দ্বেষ (দুঃখাদি অপ্রিয় বস্তুর প্রতি বিরক্তি) ও **অভিনিবেশ** (দেহে ও সংসারে মমতা) জন্মিয়া থাকে। ইহারাই **পঞ্চক্লেশ** নামে অভিহিত হয়। প্রকৃতপক্ষে বদ্ধজীব "আমি-আমার" ইত্যাকার অভিমানের বশে সুখ-দুঃখে জড়িত হইয়া আপনাকে সুখী বা দুঃখী বলিয়া মনে করে এবং এইরূপে দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আপনাকে এক করিয়া "আমি এই দেহ'—এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। তখন রক্ত-মাংসাদিময় এই জড় দেহপিণ্ডটাই ভালবাসার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া পড়ে। ইহাই যাবতীয় দুঃখের মূল কারণ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"যাঁহারা অহঙ্কার ও মোহবর্জ্জিত অর্থাৎ যাঁহাদের 'আমি-আমার' রূপ মিথ্যা অভিমান নাই, যাঁহারা সংসার-আসক্তি জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভে সতত সচেষ্ট, কামিনী কাঞ্চনাদি ভোগ্য বস্তুর প্রতি যাঁহাদের কামনা বিনিবৃত্ত হইয়াছে, যাঁহারা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে মুক্ত, তাদৃশ অবিদ্যামুক্ত সাধুগণ আমার অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন (গীতা ১৫।৫)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যয়ন-উপদেশাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তত্ত্বজ্ঞানী বা শাস্ত্রজ্ঞ হওয়া যায় বটে, কিন্তু অধীত ও শ্রুত জ্ঞানকে বিজ্ঞানে বা প্রত্যক্ষানুভূতিতে পরিণত করিতে না পারিলে **তত্ত্বদর্শী** হওয়া যায় না। এইরূপ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী পুরুষের নিকট হইতে জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহা অচিরে সম্যক ফলপ্রদান করিয়া থাকে। তাদৃশ মহাপুরুষের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিয়া এবং প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহারই নিকটে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হয় (গীতা ৪।৩৪)। প্রকৃতপক্ষে অহং-কর্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে নমিত করিতে না পারিলে জ্ঞানলাভ করা যায় না। প্রণিপাতাদি উক্ত তিন উপায় অবশ্য জ্ঞানলাভের মুখ্য সাধন নহে। উহারা প্রকৃতপক্ষে **বহিরঙ্গ সাধন,** কারণ কপটতা দ্বারাও এই তিন উপায় অবলম্বিত হইতে পারে।

শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠা ও আত্মসংযম—এই তিনটী জ্ঞানলাভের **অন্তরঙ্গ সাধন**। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে যিনি শ্রদ্ধাবান ও নিষ্ঠাবান, যিনি সংযত-মনা ও জিতেন্দ্রিয়, তাদৃশ পুরুষ জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে পরাশান্তি প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে জ্ঞানের বিকাশ হইলে মোহরূপ অন্ধকার দূর হইয়া যায়, তখন সমস্তই ব্রহ্মময়, বা ভগবন্ময় হইয়া পড়ে। তদবস্থায় সাধক আপনাকে ও সর্ব্বপ্রাণীকে আত্মারূপী শ্রীভগবানে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীই এক আত্মারই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এইরূপ যে আত্ম-জ্ঞান তাহা অবশ্য কর্ম্ম ও ভক্তি সাপেক্ষ। প্রকৃতপক্ষে ভক্তি বিনা কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ হয় না। ভগবৎ কৃপায় কর্ম্মযোগে সিদ্ধিলাভ হইলে আত্মজ্ঞান স্বতঃই অন্তরে উদিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞানের তুল্য পবিত্রকর আর কিছুই নাই। প্রজ্জলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যায়। সুতরাং জ্ঞানীপুরুষের কর্ম্ম বন্ধনের কারণ হয় না। পরম শান্তিপ্রদ এই জ্ঞানের এমনই মহিমা যে অতি ঘোর পাপীও এই জ্ঞানরূপ তরণী দ্বারা সমুদয় পাপ-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় (গীতা ৪।৩৫-৩৯)।

শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাসই জ্ঞানলাভের ভিত্তি, ইহাই সকল সাধনার মূল। শ্রদ্ধাবান ও সংশয়রহিত হইতে না পারিলে অভীষ্টফল লাভ করা যায় না। যে অজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রমর্ম্ম জানেনা, যে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করে না এবং যাহার চিত্ত সতত সংশয়-দোলায় দোলায়মান—তাদৃশ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া পরাশান্তি লাভ করিতে পারে না। এই তিন প্রকার ব্যক্তিই সিদ্ধিলাভে অসমর্থ হইলেও, অজ্ঞের পক্ষে জ্ঞানলাভ করা সুসাধ্য, শ্রদ্ধাহীনের পক্ষে ইহা যত্নসাধ্য কিন্তু সংশয়াত্মার পক্ষে ইহা অসাধ্য। সাধন মার্গে সংশয়ই যত অনর্থের মূল। যে ব্যক্তি সংশয়াত্মা বা সন্দিগ্ধচিত্ত, তাহার কি ইহলোকে কি পরলোকে সুখলাভের আশা নাই। অজ্ঞানপ্রসূত এই সংশয় জ্ঞান বিনা দূর হয় না। সুতরাং মনের এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারি দ্বারা ছেদন করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে যিনি কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছেন এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বসংশয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনি কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না (গীতা ৪।৪০-৪২)।

কঠোপনিষদ্ (১।৩।১৪) বলেন—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ইত্যাদি”—উঠ, জাগ, আত্মজ্ঞান লাভ কর। আত্মজ্ঞানের পথ শাণিত ক্ষুর ধারার ন্যায় দুর্গম। আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সাধক বুঝিতে পারেন—সর্ব্বভূতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মাই তাঁহার আত্মা এবং শ্রীভগবানই আত্মারূপে সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজ করেন। সুতরাং এই আত্মার সম্পর্কে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের আপনার জন। এইরূপে সাধক সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হন এবং অপরের সুখদুঃখ নিজেরই মত মনে করিয়া সর্ব্বজীবের হিতে রত থাকেন। বাহ্য আকারে ও ব্যবহারে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী, কুকুর প্রভৃতি জীবগণের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও, আত্মস্বরূপে তাহারা সকলেই সমান। প্রকৃত আত্মদর্শীর চক্ষে ব্রাহ্মণ-চণ্ডালাদি সকলেই স্বরূপতঃ শ্রীভগবান। চেতন আত্মা বা শ্রীভগবান ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় না। তাদৃশ নিত্যযুক্ত জ্ঞানী ভক্ত শ্রীভগবানের আত্মস্বরূপ, তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় (গীতা ৭।১৭-১৮)।

সকল সময়ে সকলের সহিত সমান ব্যবহার করা সংসারীর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সকল জলই এক প্রকার হইলেও, কোন জলে ঠাকুর-পূজা হয়, কোন জল পান করা চলে, আবার কোন জলে হস্তপদাদি ধৌত করাও চলে না। সংসারে থাকিতে হইলে ফোঁস ফোঁসানি চাই। তাই পরমহংসদেবের উপদেশ—"ফোঁস করিও কিন্তু দংশন করিওনা" অর্থাৎ কাহারও সর্ব্বনাশ করিও না।

আত্মজ্ঞানের ফলই সমদর্শন। এক আত্মাই সর্ব্বভূতে বিরাজমান, এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়া এবং ব্রাহ্মণ-চণ্ডালাদি সর্ব্বজীবের মধ্যে আত্মারূপী শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া যাঁহার মনে সর্ব্বত্র সমদর্শন বদ্ধমূল হইয়াছে, তাদৃশ ভেদজ্ঞানশূন্য সমদর্শী সাধক জীবদ্দশাতেই জনম-মরণরূপ সংসার জয় করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। তদবস্থায় তিনি প্রিয়বস্তু লাভ করিয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলেও তিনি উদ্বিগ্ন বা বিষণ্ণ হন না। সকল সময়েই তিনি সুখস্বরূপ আত্মাতে রমণ করিয়া অক্ষয় সুখ ও চিরশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হন না। প্রকৃতপক্ষে অনিত্য বিষয়ভোগজনিত যে সুখ তাহা ক্ষণস্থায়ী, ভোগতৃষ্ণাদি জন্মাইয়া তাহা পরিণামে দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। ইহা জানিয়া জ্ঞানী সাধক ক্ষণিক বিষয় সুখে মুগ্ধ বা আসক্ত হন না (গীতা ৫।১৯-২২)। সকলের মধ্যে আত্মা বা অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপে শ্রীভগবানই বিরাজ করিতেছেন—এইরূপ জ্ঞানে তিনি সকলকেই ভালবাসেন এবং অপমান-তাড়নাদি সমস্তই নীরবে সহ্য করেন। তিনি জানেন—এ সবই প্রকৃতির খেলা, আত্মার সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি মনে করেন—প্রারব্ধানুসারে কেহ শত্রু কেহ মিত্র হয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে সুখদুঃখাদি যাহা কিছু আসিতেছে, তাহাতে প্রারব্ধেরই ক্ষয় হইতেছে। প্রারব্ধভোগ করিবার জন্যই যেন তিনি জীবন ধারণ করেন।

শ্রীগীতার মতে—যাঁহারা নিষ্পাপ, সংশয়রহিত, সংযতচিত্ত ও সর্ব্বভূতহিতে রত, তাদৃশ জ্ঞানী সাধুগণ ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করেন, তাঁহাদের অহং জ্ঞানরূপী জীবভাব ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হয় (গীতা ৫।২৫)। এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে হইলে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ও ধৃতি আবশ্যক। যে বৃত্তির প্রভাবে বস্তু বিষয়াদির নিশ্চয় হয়, তাহার নাম বুদ্ধি। ধৃতি বা দৃঢ়তা এই বুদ্ধিরই বৃত্তিবিশেষ, বুদ্ধির নির্ণয়ানুসারেই ইহা কার্য্য করে। সত্ত্বাদি ত্রিগুণ ভেদে বুদ্ধি ও ধৃতি ত্রিবিধ হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, কার্য্য-অকার্য্য, বন্ধন-মুক্তি, ইত্যাদি বিষয়গুলি যথাযথরূপে জানা যায়, কিন্তু রাজসী বুদ্ধির অস্পষ্ট আলোকে এই সমুদয় যথার্থরূপে জানা যায় না। রাজসী বুদ্ধি দ্বারা যাহা কিছু জানা যায়, তাহাতে সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। আর মোহাচ্ছন্ন তামসী বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে এবং সকল বিষয়ই বিপরীত ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝে (গীতা ১৮।২৯-৩২)। আর যে অবিচলিত ধৃতি সাত্ত্বিকী বুদ্ধির নিশ্চয়ানুসারে মোক্ষলাভের জন্য যোগযুক্ত হইয়া এবং বিষয়ান্তরের ধারণা না করিয়া মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সকলকে সুনিয়মিত করে, তাহাই সাত্ত্বিকী ধৃতি। রাজসী ধৃতি ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারি পুরুষার্থের প্রথম তিনটীকে অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে নিত্য কর্ত্তব্যরূপে অবধারণ করে কিন্তু এই সকলের মূলে ফলকামনা থাকায় ইহা মোক্ষবিষয়ে ধারণা করিতে পারে না। রাজসী ধৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ পুণ্য, ধন ও সুখের আশায় শুধু ধর্ম্মের, অর্থের ও কামের সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিবৃত্তিমূলক মোক্ষ বিষয়ে যত্ন করে না। আর যে ধৃতির বশে অবিবেকী ব্যক্তিগণ নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষাদ ও গর্ব্বাদি কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারে না তাহাই তামসী ধৃতি (গীতা ১৮।৩৩-৩৫)।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যিনি বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ও সাত্ত্বিকী ধৃতির সাহায্যে মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া সুনিয়মিত করিয়া স্পর্শ-শব্দাদি বিষয় সমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রাগ-দ্বেষ বর্জ্জন করেন এবং নির্জ্জন অথচ পবিত্র স্থানে বাস করিয়া পরিমিত ভোজনাদি করেন, যিনি দেহ-মন-বাক্য সংযত করিয়া ও অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধাদি হইতে মুক্ত হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক ধ্যানযোগে সতত ভগবৎ-চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তাদৃশ মমত্ববুদ্ধিহীন প্রশান্তচিত্ত সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। ইহাই ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির ও জ্ঞানের চরমনিষ্ঠালাভের প্রকৃষ্ট উপায় (গীতা ১৮।৫০-৫৩)। এইরূপে সাধক ব্রহ্মভূত হইয়া ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অন্তঃসুখে সুখী হন। দেহে আত্মবুদ্ধি না থাকায় তিনি কাহারও জন্য শোক করেন না এবং কোন কিছু আকাঙ্ক্ষাও করেন না। ইহাই কিন্তু গীতার শেষ কথা নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি জ্ঞানের চরম অবস্থা হইলেও, ইহা সিদ্ধির চরম অবস্থা নহে। শ্রীগীতার মতে, ভগবৎ প্রাপ্তিই সিদ্ধির চরম অবস্থা। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আমাতে পরাভক্তি লাভ করেন এবং সেই ভক্তি প্রভাবেই আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া ও মৎপরায়ণ হইয়া মৎপ্রসাদে পরমানন্দস্বরূপ আমার অব্যয় পরমপদ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হন। (গীতা ১৮।৫৪–৫৬)। "আত্মারামশ্চ মুনয়ো" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।১০) বলিয়াছেন—শ্রীহরির চিত্তাকর্ষক গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারাম মুনিগণও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। স্বরূপতঃ শ্রীভগবান নির্গুণ হইয়াও সগুণ, সমকালেই তিনি বিশ্বরূপ, আত্মা ও অবতার। সমকালেই তিনি যজ্ঞতপস্যাদির ভোক্তা, সর্ব্বজীবের সুহৃৎ ও সর্ব্বলোকমহেশ্বর। সিদ্ধ মহাত্মাগণ তাঁহাকে এইরূপে জানিয়া এবং তাঁহার অভয় চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া পরিণামে পরমা শান্তি বা মোক্ষলাভ করেন (গীতা ৫।২৯)। শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান না জন্মিলে ভগবৎ-প্রাপ্তি বা মোক্ষ লাভ হয় না।

শ্রীগীতার মতে, শুধু শুষ্ক জ্ঞান বা শাস্ত্রপাণ্ডিত্য থাকিলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না। প্রকৃত জ্ঞানী হইতে হইলে জ্ঞানলাভের উপায় স্বরূপ নিম্নবর্ণিত ২০টী সদ্‌গুণের অনুশীলন করা আবশ্যক। এই গুণগুলির পরিপাকে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা যায় বলিয়া ইহারা জ্ঞান নামে অভিহিত হয় এবং আত্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধনরূপে বর্ণিত হয়। শ্রীগীতায় যে যে উপায়ে জ্ঞানলাভ হয় তাহাদিগকে অর্থাৎ জ্ঞানের সাধনকেও 'জ্ঞান' বলা হইয়াছে। জ্ঞানের বিংশতিপ্রকার সাধন যথা—(১) অমানিত্ব (আমি মানী ও জ্ঞানী, ইত্যাকার বোধে কাহারও নিকট সম্মান আকাঙ্ক্ষা না করা), (২) অদম্ভিত্ব (সর্ব্বদা দীনভাব অবলম্বন করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং সুখ্যাতির আশায় আপনাকে প্রচার না করা), (৩) অহিংসা (কায়মনোবাক্যে অপরকে ক্লেশ না দেওয়া), (৪) ক্ষান্তি বা ক্ষমা (সামর্থ্যসত্ত্বেও পরপীড়ন সহ্য করিয়া ক্ষমা করা), (৫) আর্জ্জব বা সরলতা (কুটিলতা ত্যাগ করিয়া সরল প্রাণে, মুখে ও মনে এক হওয়া), (৬) আচার্য্যোপাসনা বা গুরুসেবা (সৎগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করা ও মন-প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করা), (৭) শৌচ বা পবিত্রতা (দেহের ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করা), (৮) স্থৈর্য্য বা স্থিরভাব (শত বাধা সত্ত্বেও সৎকার্য্যে দৃঢ় থাকা), (৯) আত্মনিগ্রহ (বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সংযত করা), (১০) বৈরাগ্য (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিতৃষ্ণ হওয়া), (১১) অনহঙ্কার (আমি কর্ত্তা, আমি সর্ব্বোত্তম, ইত্যাকার ভ্রান্তি ত্যাগ করা), (১২) জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধিতে দুঃখরূপ দোষ দর্শন (ইহারা যে সর্ব্ব-দুঃখের আকর, এইরূপ নিরন্তর আলোচনা করা), (১৩) অসক্তি (স্ত্রী পুত্র গৃহাদি বিষয়ে আসক্তি বা প্রীতি ত্যাগ করা), (১৪) অনভিষ্বঙ্গ (স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মমত্ববোধ ত্যাগ করা এবং তাহাদের সুখে-দুঃখে নির্ব্বিকার থাকা—ইহাই অসক্তির পরিপক্ক অবস্থা), (১৫) নিত্যসমচিত্তত্ব (ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা অবিচলিত থাকা), (১৬) অব্যভিচারিণী ভক্তি (তিনি ভিন্ন আর গতি নাই, ইত্যাকার বোধে শ্রীভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া এক মনে তাঁহাকে ভজনা করা), (১৭) বিবিক্ত দেশ সেবিত্ব (নির্জ্জন, নিরুপদ্রব ও পবিত্র স্থানে একাকী বাস করা), (১৮) জনসমাজে অরতি বা লোক সংসর্গে বিরক্তি (আত্মজ্ঞানবিমুখ বিষয়ীর সঙ্গ না করা), (১৯) অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যত্ব বা নিত্য তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা (নিত্য তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করা ও তল্লাভে সতত সচেষ্ট থাকা) এবং (২০) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন (তত্ত্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের ফলে যে মোক্ষ লাভ হয়, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা) (গীতা ১৩।৭-১১)।

যে জ্ঞানের লক্ষণ স্বরূপ উপরোক্ত বিংশতি প্রকার আচরণ প্রকাশ পায়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। এই বিংশতি প্রকার ভাবের যাহা প্রতিকূল বা বিপরীত তাহাই অজ্ঞান, তাহাই তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী।

উপরোক্ত বিংশতি প্রকার গুণ জ্ঞানীর লক্ষণরূপে বর্ণিত হইলেও, উহাদের মধ্যে প্রথম ১৮টী গুণ জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় এবং শেষ দুইটী কেবল জ্ঞানীর মধ্যে প্রকাশ পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

চিত্তকে বিশুদ্ধ ও একাগ্র করিয়া তাহাকে অন্তরাত্মায় বা শ্রীভগবানে যুক্ত রাখার যে কৌশল, তাহার নাম যোগ। কর্ম্মযোগে চিত্ত বিশুদ্ধ ও সংযত হইলে ধ্যানযোগে তাহা একাগ্রতা লাভ করিয়া শ্রীভগবানে সমাহিত হইয়া থাকে—তাহার ফলে পরাশান্তি লাভ করা যায় (গীতা ৬।১৫)। ধ্যানযোগী কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মসন্ন্যাসী থাকেন বলিয়া এই ধ্যানযোগই প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মযোগের ও কর্ম্ম সন্ন্যাসের সম্মিলন ভূমি। এই ধ্যানযোগের সাহায্যেই বুঝা যায় যে কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস স্বরূপতঃ একই। আত্মজ্ঞান-লাভের উপায় স্বরূপ এই ধ্যানযোগ কর্ম্মযোগেরই অঙ্গীভূত ও তাহার শীর্ষস্থানীয়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন —সম্যক জ্ঞানরহিত প্রাণায়ামাদি অভ্যাসযোগ অপেক্ষা অধ্যাত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিগম্য এই পরোক্ষজ্ঞানকে ধ্যানযোগের সাহায্যে হৃদয়ে অনুভব করা যায় বলিয়া জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ। আবার এই ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলের বাসনাত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কারণ চিত্তে বাসনা থাকিতে ধ্যানযোগ সিদ্ধ হয় না। কর্ম্মফলত্যাগে আসক্তির নিবৃত্তি হয় বলিয়া শান্তিলাভ হইয়া থাকে (গীতা ১২।১২)। বেদান্ত দর্শনে এই ধ্যানযোগের নাম নিদিধ্যাসন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানযোগে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে বিজ্ঞানে বা প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে পরিণত করিবার জন্য ধ্যানযোগ আবশ্যক। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় একটানা যে চিন্তাপ্রবাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার নাম ধ্যান। ধ্যান বিনা জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। ধ্যানযোগে জ্ঞানের পরিপাক হইলে, অর্থাৎ বিচারসিদ্ধ জ্ঞান অনুভবসিদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত হইলে, দেহাবস্থিত আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিয়া সুবিমল আত্মানন্দ লাভ করা যায়।

সংসারবিরক্ত জ্ঞানী পুরুষের পক্ষেও কাম-ক্রোধাদির-সংস্কার ত্যাগ করা কঠিন। প্রকৃতপক্ষে কাম বা কামনা না থাকিলে কোন কার্য্যই থাকে না। কর্ম্মের প্রেরক এই কামই বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধে পরিণত হয়, সুতরাং কাম ও ক্রোধ বস্তুতঃ একই। মোক্ষ মার্গের চিরশত্রু এই রজোগুণোৎপন্ন কামই সকল অনর্থের মূল। অশেষবিধ ভোগেও ইহার তৃপ্তি নাই। দুষ্পূরণীয় এই কাম জ্ঞানিগণের সাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রকাশিত হইতে দেয় না। ধূম যেমন অগ্নিকে, মল যেমন দর্পণকে এবং জরায়ু যেমন গর্ভকে আবৃত করিয়া রাখে, মোক্ষবিরোধী এই কামও তেমনি জ্ঞানীর আত্মজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। প্রকৃতপক্ষে কাম বা বিষয়বাসনা থাকিতে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়না। মন, বুদ্ধিও ইন্দ্রিয়গণ এই কামের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র বা আশ্রয়-স্থান, ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই এই কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করতঃ জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। ইচ্ছা না থাকিলেও লোকে কামের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহারই প্রেরণায় পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং কামের আশ্রয়স্বরূপ মন-ইন্দ্রিয়াদিকে সংযত ও বশীভূত করিয়া পাপস্বরূপ এই কামকে বশীভূত বা জয় করাই উচিত। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বসাক্ষিরূপে যিনি সকলের অন্তরে বিরাজিত, অধিষ্ঠান চৈতন্যরূপী সেই আত্মাকে বা শ্রীভগবানকে অবগত হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনকে স্থির ও সংযত করিলে কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হয় (গীতা ৩৷৩৬-৪৩)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাত্মা শ্রীভগবানে চিত্ত সমাহিত বা স্থির করিতে না পারিলে এই কামরূপ শত্রুকে জয় করা যায় না।

পাপস্বরূপ এই কামের অধিষ্ঠানভূমি যে বিষয়াসক্ত মন, তাহাকে বিষয়বিমুখ করিয়া বশে আনিতে পারিলে সেই মন মুক্তির কারণ হইয়া বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করে। অবশীভূত মন জীবের শত্রুতুল্য হইয়া তাহাকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়বিমুখ মনই জীবের বন্ধু এবং বিষয়াসক্ত মনই জীবের শত্রু (গীতা ৬।৫-৬)। যাঁহারা শ্রীভগবানের পরমপদ লাভ করিতে ইচ্ছুক, অথচ দেহাদির সংস্কারবশতঃ মনকে বশে আনিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের পক্ষে ধ্যান-যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক অশান্তমনকে ধীরে ধীরে সংযত ও শান্ত করাই উচিত। ধ্যান যোগে হঠকারিতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

"গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনের দয়া হ'ল। একের দয়া বিনা জীব ছারেখারে গেল ॥" এখানে 'এক' বলিতে মনকেই বুঝায়; প্রকৃতপক্ষে জীব মনেই বদ্ধ, আবার মনেই মুক্ত। বিষয়াসক্ত মনই সংসার বন্ধনের প্রধান কারণ। সুতরাং সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক এই মনকে বিষয়চিন্তা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। রাগদ্বেষশূন্য, বিষয়বাসনাবর্জ্জিত স্থির প্রশান্ত চিত্তেই অন্তরাত্মা স্বস্বরূপে প্রকাশিত হন। তদবস্থায় সাধক শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ অথবা মান-অপমান প্রাপ্ত হইলেও পরম শান্ত স্বরূপে নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন (গীতা ৬।৭)। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ ধ্যানাদি দ্বারা আপনাকে চৈতন্যময় আত্মারূপে আপনার অন্তরেই দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হয় নাই, যাঁহাদের মন-ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হয় নাই, তাদৃশ দেহাভিমানী অবিবেকিগণ শাস্ত্রাভ্যাস বা শাস্ত্রপ্রমাণাদি অবলম্বনে শত চেষ্টা করিলেও আত্মদর্শন করিতে পারে না (গীতা ১৫।১১)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তচাঞ্চল্যকর রাগ-দ্বেষ হইতে মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না। প্রকৃতপক্ষে চিত্তশুদ্ধিই আত্মদর্শনের ঈক্ষণ যন্ত্র। চিত্ত যখন বিশেষ রূপে সংযত ও একাগ্র হইয়া নির্বাতস্থানের অচঞ্চল দীপশিখার ন্যায় নিশ্চলভাবে আত্মাতেই অবস্থান করে এবং সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তুলাভে স্পৃহাশূন্য হয়, তখনই সাধক যোগযুক্ত নামে অভিহিত হন। এইরূপে যোগাভ্যাস করিতে করিতে আত্মজ্ঞানী সাধক বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া এবং আত্মাতেই পরিতৃপ্ত থাকিয়া আত্মসাক্ষাৎকারজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দাতিশয় অনুভব করিয়া থাকেন। পরম শান্তিময় এই আনন্দের অনুভব কালে "আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি"—এইরূপ বোধ না থাকায় তিনি আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। ঈদৃশ পরমসুখকর আত্মানন্দ লাভ করা বহু সাধন-সাপেক্ষ। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও সুখদায়ক আর কিছুই নাই। যে অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ করিলে অন্য সমস্তই তুচ্ছ হইয়া পড়ে, যে অবস্থায় স্থিতিলাভ করিতে পারিলে মহাদুঃখেও বিচলিত হইতে হয় না, সেই পরমানন্দদায়ক দুঃখসম্বন্ধবিহীন অবস্থাই যোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে (গীতা ৬।১৮-২২)। প্রকৃতপক্ষে বাসনাশূন্য চিত্তের নিশ্চল অবস্থার নাম যোগ এবং চিত্তবিক্ষেপশূন্য শান্ত পুরুষই প্রকৃত যোগী। চিত্তচাঞ্চল্যকর সঙ্কল্প বা বিষয়বাসনা ত্যাগ করিতে না পারিলে, সর্ব্বকর্ম্মে স্পৃহাশূন্য না হইলে, যোগী হওয়া যায় না (গীতা ৬।২)। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যোগীগণের মধ্যে তিনিই যুক্ততম, যিনি মদ্গতচিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে আমার ভজনা করেন (গীতা ৬।৪৭)। শ্রীগীতার মতে ভগবদ্ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী। অন্তরাত্মাকে শ্রীভগবানরূপে না জানা পর্য্যন্ত প্রকৃত যোগী হওয়া যায় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাতঞ্জল যোগ সূত্র বলেন—"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"—চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। নিরন্তর সঙ্কল্প বা ভাবনা করাই চিত্তের বৃত্তি বা স্বভাব। সাধারণতঃ চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। যোগাভ্যাসকালে চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিতে হইবে অর্থাৎ তাহাকে বিষয়বিমুখ করিয়া আত্মায় বা শ্রীভগবানে নিশ্চলভাবে রাখিতে হইবে। বিষয় চিন্তা দ্বারা চিত্তের বিষয়াকার ধারণ করার নাম চিত্তবৃত্তি—ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার-প্রবাহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে অর্থাৎ চিত্ত বাহ্যবিষয়ের অনুশীলন না করিলে, যোগী স্ব-স্বরূপে অবস্থান করিয়া আত্মদর্শন লাভ করিয়া থাকেন। বহুল আয়াস-সাধ্য হইলেও দৃঢ়চিত্তে দুঃখসম্বন্ধরহিত এই যোগের অভ্যাস করা উচিত। অভ্যাস-বৈরাগ্যাদি উপায় অবলম্বনে চিত্তকে সংযত ও বশীভূত করিয়া পুনঃ পুনঃ যোগাভ্যাসের চেষ্টা করিলে যোগে সিদ্ধিলাভ করা যায় (গীতা ৬।৩৬)।

এইটি আমার হউক, এই কর্ম্মদ্বারা অভীষ্ট লাভ হইবে—ইত্যাকার যে বুদ্ধি, তাহাই **সঙ্কল্প**। এই সঙ্কল্প হইতেই হৃদয়ে বাসনা জাগিয়া উঠে। যোগে সিদ্ধিলাভের জন্য সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনা এককালে ত্যাগ করিতে হইবে এবং বিষয়ে দোষ দর্শন করিয়া মনকে অন্তর্মুখী করিতে হইবে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সঙ্কল্প বা কল্পনাজাত সমস্ত কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া, মনদ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া এবং ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধির সাহায্যে মনকে ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করিয়া ও আত্মাতে স্থাপন করিয়া, যোগ অভ্যাস করিবে। তখন অন্য কোনও বিষয় চিন্তা করিবে না। বাস্তবিকপক্ষে বিষয়াসক্ত চঞ্চল মন বিষয় লইয়া থাকিতেই ভালবাসে। বিষয় সংস্পর্শে মন বিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া বহির্মুখী এই মনকে অন্তর্মুখী করতঃ আত্মাতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থির রাখিতে হইবে। যোগশাস্ত্রে ইহারই নাম **প্রত্যাহার**। পুনঃ পুনঃ এইরূপ অভ্যাস করিতে থাকিলে মন ক্রমশঃ স্থির হইয়া বশে আসিবে। যিনি মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনি প্রশান্তচিত্ত ও নিষ্পাপ হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থান করেন এবং ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া শান্তিপূর্ণ এক পরমানন্দময় অবস্থা লাভ করেন (গীতা ৬।২৩-২৮)।

সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক এই মন স্বভাবতঃই চঞ্চল ও অস্থির। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হওয়াই ইহার স্বভাব। মনের এই বহির্মুখী গতি নিবারণ করিয়া ইহাকে অন্তর্মুখী করাই সকল সাধনার মূল উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে বাহিরে সুখ নাই, সুখ অন্তরের বস্তু। মন অন্তর্মুখী না হইলে প্রকৃত সুখশান্তির আস্বাদ লাভ করা যায় না। কঠোপনিষদ্ বলেন—আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী, ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব এবং মনকে অশ্বের মুখরজ্জু বা লাগাম্ বলিয়া জানিও। শরীররূপ রথের ইন্দ্রিয়রূপ দুষ্ট অশ্বগণ স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। এইরূপে রথী আত্মা বিপথে চালিত হইয়া মোহরূপ গর্ত্তে নিপতিত হইতেছে। বুদ্ধিরূপ সারথী সুনিপুণ হইলে উহা মনরূপ লাগাম্ দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রিত ও সৎপথে চালিত করিয়া রথী আত্মাকে ভগবৎ-ধামে লইয়া যায়। বিবেকবুদ্ধি যাঁহার সারথী এবং মন যাঁহার সংযম রজ্জু, তাঁহাকে আর পথভ্রান্ত হইয়া সংসার জ্বালা ভোগ করিতে হয় না। মনকে যিনি সংযত করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিয়াছেন, পরিণামে তিনি সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন।

সিদ্ধ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেন—যে মন স্বভাবতঃ অশান্ত তাহাকে শান্ত করিতে হইলে, কোন নির্জ্জন ও নিরুপদ্রব স্থানে স্থিরভাবে বসিয়া মনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাক। মন যেখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাসিয়া যাইতে চায়, কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে সেইখানেই যাইতে দাও। সর্ব্বদা মনে রাখিও—তুমি মন নহ, তুমি শুদ্ধ আত্মা সুতরাং মন-দেহাদি হইতে তুমি পৃথক। দ্রষ্টাভাবে তুমি তোমার মনের ভাসাডোবা লক্ষ্য করিতেছ। চিন্তাগুলিকে রুদ্ধ করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিও না। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে তোমার মনটী নির্দ্দিষ্টরূপে কিছুই চায় না, পাগলের মত উহা কেবল বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি করিতেছে। দ্রষ্টাভাবে তুমি শুধু মনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাক। সাবধান, মনের সহিত নিজেকে কখনও এক করিয়া ফেলিও না।

বিষয়াসক্ত মলিন মন সতত নানা সঙ্কল্প বিকল্প তুলিতে থাকে। ইহাকে নির্ম্মল ও স্থির করাই সকল সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। আত্মার স্বরূপ অবগতির জন্য চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির নিরোধ একান্ত আবশ্যক। কোন জলাধারের জল নির্ম্মল হইলে এবং তাহা স্থিরভাবে থাকিলে আধারটীর তলদেশ দেখা যাইবে, কিন্তু যদি সেই জল মলিন ও তরঙ্গযুক্ত বা চঞ্চল হয় তাহা হইলে তলদেশ দেখা যাইবে না : এস্থলে, জলকে চিত্তরূপে ও তাহার তরঙ্গকে চিত্তবৃত্তিরূপে এবং আধারটীর তলদেশকে আত্মারূপে ধারণা করিলে বুঝা যায় যে চিত্ত নির্ম্মল বা বিশুদ্ধ না হইলে এবং চিত্তবৃত্তির নিরোধে চিত্তচাঞ্চল্য দূর না হইলে, আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি হইবে না। প্রকৃতপক্ষে স্থির নির্ম্মল চিত্তেই আত্মা প্রতিফলিত হন, তখন আত্মদর্শন হইয়া থাকে।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য—চঞ্চল মনকে আয়ত্ব করা বায়ুর গতিরোধের ন্যায় দুঃসাধ্য হইলেও একেবারে অসাধ্য নহে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা অদম্য এই মনকে সংযত ও বশীভূত করা যায় (গীতা ৬।৩৩-৩৫)। পাতঞ্জল যোগ সূত্রও বলেন—অভ্যাস ও বৈরাগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা এবং ঈশ্বর প্রণিধানাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ সাধন করিতে হয়। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয়, তখন চিত্ত আর বহির্মুখী হইয়া বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় না। চিত্তকে বিষয়বিমুখ করিয়া তাহাকে ধ্যেয় বিষয়ে স্থির রাখার জন্য পুনঃ পুনঃ যে চেষ্টা তাহার নাম **অভ্যাস**। বার বার দৃঢ় অভ্যাসের ফলে অতি দুঃসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য হইয়া থাকে। এই অভ্যাস প্রকৃতপক্ষে আত্মাভিমুখী প্রবৃত্তিরই কার্য্য। আর নিবৃত্তিমূলক যে বৈরাগ্য, তাহা রূপরসাদি বিষয়ে নিবৃত্তি বা বিরতি জন্মাইয়া প্রবৃত্তির এই অভ্যাসরূপ কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। হৃদয়ে বৈরাগ্য থাকিলে এই অভ্যাস দ্বারাই চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া তাহাকে বশীভূত করা যায় এবং পরিণামে শ্রীভগবানের পরমপদ লাভ হয়।

বৈরাগ্য বলিতে বিষয়ে বিতৃষ্ণা বা ভোগে অনাসক্তি বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে ভোগতৃষ্ণাই সর্ব্বানিষ্টের মূল। ইহা দূর করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ের দোষ অন্বেষণ করিতে হয়। বিষয়ে দোষ দর্শন করিয়া বিষয়মুখী চিত্তকে অন্তর্মুখী করিতে পারিলে বৈরাগ্য লাভ করা যায়। অনিত্য এই সংসারের ভোগ্যবস্তুগুলি চিরস্থায়ী নহে, বিষয়ভোগে বিষয়-তৃষ্ণা বাড়িয়াই যায়, সুতরাং তাহাতে দুঃখের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। আপাতরমণীয় বিষয়সুখের প্রতি অনুরাগ জন্মিলে পরিণামে দুঃখভোগ করিতেই হইবে—এইরূপে ভোগ্যবস্তু সমূহের অনিত্যতা, অসারতা ও অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান ও জ্ঞানের সম্যক উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয় না। বিষয়মুগ্ধ জীব ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়কেই একমাত্র সুখের বস্তু বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ বাহ্যবিষয়ের মধ্যে সুখ বলিয়া কিছুই নাই। এই সুখ প্রকৃতপক্ষে অন্তরেরই বস্তু। বাঞ্ছিত বস্তুর প্রাপ্তি ঘটিলে হৃদয়মধ্যে যে আনন্দের অনুভব হইয়া থাকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা সেই বস্তুটীর মধ্যে ছিলনা। সেই বস্তুটীকে অবলম্বন করিয়া অন্তর্নিহিত আনন্দময় বোধটাই হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। এইরূপে জীব বিষয়ানন্দ অনুভব করিয়া থাকে। ইত্যাকার জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে বিষয়-মোহ দূর হইয়া যায়। এই প্রকারে বিষয়াসক্তির মূলবীজ নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না। নিরন্তর মৃত্যুচিন্তার অভ্যাস বৈরাগ্যলাভে সহায়তা করিয়া করিয়া থাকে। তজ্জন্য সেই শেষ মুহূর্ত্তের ও চিরবিদায়ের করুণ দৃশ্যটী হৃদয়মধ্যে সতত জাগ্রত করিয়া রাখা উচিত।

যোগমাহাত্ম্য—

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—অনিত্য বিষয় ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া যিনি শ্রদ্ধা সহকারে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু পরে উপযুক্ত যত্নের অভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, তাদৃশ যোগভ্রষ্ট সাধকের পুনর্জন্ম নিবারিত না হইলেও তিনি দেহান্তে সদ্‌গতি লাভ করিয়া থাকেন। কি ইহলোকে, কি পরলোকে, কুত্রাপি তাঁহার বিনাশ নাই। শাস্ত্রবিহিত শুভকর্ম্ম করিয়া কেহ কখনও দুর্গতি বা অধোগতি প্রাপ্ত হন না (গীতা ৬।৩৭-৪০)।

যদি কোন সাধক ভোগবাসনা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে অসমর্থ হইয়া চিত্ত চাঞ্চল্য বশতঃ যোগভ্রষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তরে ভোগবাসনা থাকা হেতু তিনি দেহান্তে পুণ্যাত্মাগণের ভোগ্য স্বর্গাদি-লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া ও তথায় বহুকাল সুখভোগ করিয়া ভোগাবসানে কোন সদাচারী ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ আবার যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পুনরায় সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করেন। এইরূপে তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া পরিণামে পরমাগতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করেন। আর যাহাদের ভোগবাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ উপযুক্ত যত্নের অভাবে অথবা অকালমৃত্যুবশতঃ যোগে সিদ্ধিলাভ হয় নাই, মৃত্যুকালে তাদৃশ যোগভ্রষ্ট সাধকের হৃদয়ে বৈরাগ্য ও তীব্র মোক্ষেচ্ছা থাকায়, তিনি কোন ব্রহ্মবিৎ যোগীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মোক্ষলাভের জন্য অধিকতর প্রযত্ন সহকারে পুনরায় যোগসাধনে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে তাঁহার সকল পাপ দূর হয় এবং পরিণামে পরমা গতি লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে জন্ম-জন্মান্তরজাত শুভসংস্কারই তাঁহাদিগকে বিষয়বিমুখ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া অবশভাবে যোগমার্গে প্রবৃত্ত করায়। বিনা প্রচেষ্টাতেও তখন যোগসাধনা আপনা আপনি চলিতে থাকে। আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমান জন্মে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার অপেক্ষা কোন প্রবলতর অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে সেই অধর্ম্মের দ্বারা পূর্ব্ব সংস্কার কিছুকালের জন্য অভিভূত হইয়া পড়ে। পরে ভোগ দ্বারা সেই অধর্ম্মের ক্ষয় হইলে, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার জাগ্রত হইয়া অবাধগতিতে আবার নিজ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ শিথিলপ্রযত্ন যোগীও পূর্ব্বসংস্কারের বলে যোগসাধন করিতে করিতে বহুজন্মের চেষ্টায় ক্রমশঃ নিষ্পাপ হইয়া পরিণামে পরমাগতি লাভ করেন। ধনীগৃহে সাধারণতঃ চিত্তবিক্ষেপকর নানা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু যোগীর গৃহে সেরূপ কোন ভয় না থাকায় যোগীর বংশে জন্মলাভ করা সুদুর্লভ। প্রকৃতপক্ষে যোগিপুরুষের মাহাত্ম্যের অন্ত নাই। সকাম কর্ম্মী বা ব্রতপরায়ণ তপস্বী বা শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞানী অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ। এমন কি, যিনি যোগতত্ত্বের জিজ্ঞাসু অর্থাৎ যিনি যোগের স্বরূপ-মাত্র জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনিও দেহান্তে বেদের কর্ম্মকাণ্ড অতিক্রম করেন অর্থাৎ তিনি কর্ম্মকাণ্ড প্রদর্শিত স্বর্গভোগাদি শুভফল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফল লাভ করিয়া থাকেন (গীতা ৬।৪১-৪৬)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মৃত্যুকালে জীবাত্মা তাঁহার সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিয়া স্থূল দেহ ত্যাগ করেন এবং পুনর্জন্ম গ্রহণকালে সেই সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিয়াই নূতন এক স্থূল দেহ পরিগ্রহ করেন। শুভাশুভ কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজ সূক্ষ্মশরীরে নিহিত থাকিয়া জীবের শুভাশুভ অদৃষ্ট রচনা করিয়া থাকে। মোক্ষলাভ না করা পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মশরীর নষ্ট হয় না। সুতরাং যোগিপুরুষ যোগভ্রষ্ট হইলেও তাঁহার একজন্মের যোগসাধনার ফলে যাহা লাভ হয়, স্থূলদেহের নাশে দেহান্তর গ্রহণ করিতে হইলেও, তাহা নষ্ট হয় না। পূর্ব্বজন্মে যিনি যতদূর সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, পরজন্মে তিনি তাহারই পর হইতে সাধনা আরম্ভ করিয়া সাধনপথে আরও অগ্রসর হন।

যোগাভ্যাস—

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া এবং বিষয়বাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একান্তে অবস্থান করিতে না পারিলে চিত্তকে ধ্যানোপযোগী করা যায় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—**যোগাভ্যাস-কালে** যোগী নিভৃত ও নিরুপদ্রব স্থানে একাকী থাকিবে এবং স্থিরচিত্তে ও সংযত দেহে মনকে ভোগ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া তাহাকে আত্মাতেই স্থিরভাবে রাখিবার চেষ্টা করিবে। যোগীর পক্ষে দেহ ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। যেখানে দুর্গন্ধ বা আবর্জ্জনা নাই এবং যাহা অধিক উচ্চ নয় বা অধিক নিম্নও নয়, এইরূপ কোন নির্জ্জন ও পবিত্র স্থানে প্রথমে কুশ (অভাবে কোন তৃণাসন), তদুপরি মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম (অভাবে কম্বল খণ্ড) এবং সর্ব্বোপরি একখণ্ড মৃদু বস্ত্র পাতিয়া যোগাসন প্রস্তুত করিবে। সেইরূপ আসনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখে উপবিষ্ট হইয়া এবং একাগ্রচিত্তে ইন্দ্রিয়বর্গের ক্রিয়া সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবে। তৎকালে বৃক্ষদেশ (মেরুদণ্ড), গ্রীবা ও মস্তক অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তকাগ্র পর্য্যন্ত ঋজুভাবে স্থির রাখিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিবে। তখন আর কোনও দিকে তাকাইবে না। এইরূপে ভয়মুক্ত প্রশান্ত হৃদয়ে সুখাসনে উপবেশন করিয়া এবং মদ্গতচিত্ত ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া মনকে সংযত করিবে। তখন বিষয়চিন্তা বা কোন অসৎ সঙ্কল্প হৃদয়ে স্থান পাইবে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে করিতে যোগী এক অতীন্দ্রিয় ভূমিতে আরোহন করেন এবং আত্মারূপী আমাতে অবস্থান করিয়া পরাশান্তি লাভ করেন (গীতা ৬।১০-১৫)।

যোগাভ্যাসকারীর **আহারাদি** সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যিনি অধিক ভোজন করেন অথবা যিনি একান্ত অনাহারী, তাঁহার যোগ সিদ্ধ হয় না। অতি নিদ্রাশীল বা অতি জাগরণশীল ব্যক্তিও যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যিনি পরিমিত আহার-বিহার করেন, সর্ব্বকর্ম্মে যিনি পরিমিত চেষ্টাশীল এবং যিনি পরিমিত নিদ্রা-জাগরণশীল, তাঁহারই যোগসাধন সুখজনক ও সফল হইয়া থাকে (গীতা ৬।১৬-১৭)। যোগশাস্ত্রে **আহারের** বিধি এই যে উদরের অর্দ্ধাংশ ভোজ্যদ্রব্যে ও তৃতীয়াংশ জলে পূর্ণ করিয়া বায়ু-সঞ্চালনের জন্য অবশিষ্ট চতুর্থাংশ খালি রাখিবে। আর নিদ্রা সম্বন্ধে নিয়ম এই যে রাত্রির প্রথমভাগে ও শেষভাগে জাগরিত থাকিয়া মধ্যভাগে দুই প্রহর কাল (ছয় ঘণ্টা) নিদ্রা যাইবে। অনাহারে ও অনিদ্রায় যোগ সাধন করা শ্রীগীতার অভিপ্রেত নহে। শ্রীগীতার মতে, যিনি অতিরিক্ত কর্ম্মী অথবা যিনি একেবারে নিষ্কর্ম্মা, তিনি যোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মৃত্যুকালে জীবাত্মা তাঁহার সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিরা স্থূল দেহ ত্যাগ করেন এবং পুনর্জন্ম গ্রহণকালে সেই সূক্ষ্মশরীরকে আশ্রয় করিয়াই নূতন এক স্থূল দেহ পরিগ্রহ করেন। শুভাশুভ কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজ সূক্ষ্মশরীরে নিহিত থাকিয়া জীবের শুভাশুভ অদৃষ্ট রচনা করিয়া থাকে। মোক্ষলাভ না করা পর্য্যন্ত এই সূক্ষ্মশরীর নষ্ট হয় না। সুতরাং যোগিপুরুষ যোগভ্রষ্ট হইলেও তাঁহার একজন্মের যোগসাধনার ফলে যাহা লাভ হয়, স্থূলদেহের নাশে দেহান্তর গ্রহণ করিতে হইলেও, তাহা নষ্ট হয় না। পূর্ব্বজন্মে যিনি যতদূর সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, পরজন্মে তিনি তাহারই পর হইতে সাধনা আরম্ভ করিয়া সাধনপথে আরও অগ্রসর হন।

যোগাভ্যাস—

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া এবং বিষয়বাসনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একান্তে অবস্থান করিতে না পারিলে চিত্তকে ধ্যানোপযোগী করা যায় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—**যোগাভ্যাস-কালে** যোগী নিভৃত ও নিরুপদ্রব স্থানে একাকী থাকিবে এবং স্থিরচিত্তে ও সংযত দেহে মনকে ভোগ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া তাহাকে আত্মাতেই স্থিরভাবে রাখিবার চেষ্টা করিবে। যোগীর পক্ষে দেহ ও মনের পবিত্রতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। যেখানে দুর্গন্ধ বা আবর্জ্জনা নাই এবং যাহা অধিক উচ্চ নয় বা অধিক নিম্নও নয়, এইরূপ কোন নির্জ্জন ও পবিত্র স্থানে প্রথমে কুশ (অভাবে কোন তৃণাসন), তদুপরি মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম (অভাবে কম্বল খণ্ড) এবং সর্ব্বোপরি একখণ্ড মৃদু বস্ত্র পাতিয়া যোগাসন প্রস্তুত করিবে। সেইরূপ আসনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখে উপবিষ্ট হইয়া এবং একাগ্রচিত্তে ইন্দ্রিয়বর্গের ক্রিয়া সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবে। তৎকালে বৃক্ষদেশ (মেরুদণ্ড), গ্রীবা ও মস্তক অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তকাগ্র পর্য্যন্ত ঋজুভাবে স্থির রাখিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে স্বীয় নাসিকার অগ্রভাগে অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি রাখিবে। তখন আর কোনও দিকে তাকাইবে না। এইরূপে ভয়মুক্ত প্রশান্ত হৃদয়ে সুখাসনে উপবেশন করিয়া এবং মদ্গতচিত্ত ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া মনকে সংযত করিবে। তখন বিষয়চিন্তা বা কোন অসৎ সঙ্কল্প হৃদয়ে স্থান পাইবে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাধন করিতে করিতে যোগী এক অতীন্দ্রিয় ভূমিতে আরোহন করেন এবং আত্মারূপী আমাতে অবস্থান করিয়া পরাশান্তি লাভ করেন (গীতা ৬।১০-১৫)।

যোগাভ্যাসকারীর আহারাদি সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—যিনি অধিক ভোজন করেন অথবা যিনি একান্ত অনাহারী, তাঁহার যোগ সিদ্ধ হয় না। অতি নিদ্রাশীল বা অতি জাগরণশীল ব্যক্তিও যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যিনি পরিমিত আহার-বিহার করেন, সর্ব্বকর্ম্মে যিনি পরিমিত চেষ্টাশীল এবং যিনি পরিমিত নিদ্রা-জাগরণশীল, তাঁহারই যোগসাধন সুখজনক ও সফল হইয়া থাকে (গীতা ৬।১৬-১৭)। যোগশাস্ত্রে আহারের বিধি এই যে উদরের অর্দ্ধাংশ ভোজ্যদ্রব্যে ও তৃতীয়াংশ জলে পূর্ণ করিয়া বায়ু-সঞ্চালনের জন্য অবশিষ্ট চতুর্থাংশ খালি রাখিবে। আর নিদ্রা সম্বন্ধে নিয়ম এই যে রাত্রির প্রথমভাগে ও শেষভাগে জাগরিত থাকিয়া মধ্যভাগে দুই প্রহর কাল (ছয় ঘণ্টা) নিদ্রা যাইবে। অনাহারে ও অনিদ্রায় যোগ সাধন করা শ্রীগীতার অভিপ্রেত নহে। শ্রীগীতার মতে, যিনি অতিরিক্ত কর্ম্মী অথবা যিনি একেবারে নিষ্কর্ম্মা, তিনি যোগী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে পারেন না। যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বিলাসিতা ও কঠোরতা উভয়ই ত্যাগ করিতে হইবে।

"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব শুদ্ধিঃ"—বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আহারে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। সুতরাং ধর্ম্মের সহিত আহারের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করাকেও 'আহার' বলা হয়। শ্রীগীতার মতে সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণভেদে আহার ত্রিবিধ হইয়া থাকে। যাহা আয়ু, মনোবল, শারীরিক শক্তি, স্বাস্থ্য, তৃপ্তি, ও প্রীতি বর্দ্ধিত করে, যাহা রসযুক্ত, ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত, সারবান ও হৃদয়ানন্দকর—এইরূপ আহার সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির প্রিয় বলিয়া **সাত্ত্বিক**। আর যাহা নিম্বাদির ন্যায় অতি কটু বা তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, মরিচাদির ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ বা ঝাল্, অতি রুক্ষ বা স্নেহবর্জ্জিত এবং সর্ষপাদির ন্যায় অতি বিদাহী—এইরূপ ক্লেশদায়ক ও রোগউৎপাদক আহার রাজসিক প্রকৃতির প্রিয় বলিয়া **রাজস** এবং যাহা বহুপূর্ব্বে পক্ক হওয়ায় শীতল, যাহা রসহীন, দুর্গন্ধযুক্ত, পর্য্যুসিত (বাসী), উচ্ছিষ্ট বা অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট ও অপবিত্র—এইরূপ আহার তামসিকগণের প্রিয় বলিয়া **তামসিক** (গীতা ১৭।৭-১০)। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিতেন—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।" আসুরিক প্রকৃতি বিশিষ্ট বিষয়ীর অন্ন এবং কুৎসিৎ রোগাক্রান্ত পাচকের অন্ন গ্রহণ করিলে তাহাদের পাপ, রোগ ও মনোভাব গ্রহণ করিতে হয়। সুতরাং যোগীর পক্ষে তাহা পরিহার করাই উচিত। উত্তেজক খাদ্য ও ধূলিদুষিত খাদ্যও সর্ব্বপ্রকারে পরিত্যজ্য।

শ্রীগীতার মতে, যথানিয়মে যোগসাধন করিলে ইহ জীবনেই প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করা যায়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—বিষয়চিন্তা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া এবং কুম্ভক অভ্যাস পূর্ব্বক নাসিকার অভ্যন্তরচারী প্রাণ ও অপান বায়ুর উর্দ্ধাধোগতি সমান বা মৃদু করিয়া যে মোক্ষ-পরায়ণ যোগী ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করতঃ বাসনা, ভয়, ক্রোধাদি নিঃশেষে পরিহার করিয়াছেন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন (গীতা ৫।২৭-২৮)। বিশেষজ্ঞের মতে, উর্দ্ধনেত্রে বা অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখা উচিত। উন্মীলিত নেত্রে বাহ্যদৃশ্যদর্শনজনিত চিত্তচাঞ্চল্যের সম্ভাবনা এবং নিমীলিত নেত্রে নিদ্রাকর্ষণের সম্ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে সংসার জ্বালায় বিধ্বস্ত হইয়া সংসারের প্রতি বৈরাগ্য না আসিলে এবং নিষ্কৃতিলাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুল না হইলে, সাধনের সম্যক ফল লাভ করা যায় না। এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়া যোগি পুরুষ শ্রীভগবানকে যজ্ঞ-তপস্যাদির ভোক্তারূপে, সর্ব্বভূতের অকৃত্রিম সুহৃৎরূপে ও সর্ব্বলোকমহেশ্বর রূপে জানিয়া পরম শান্তি বা মোক্ষ লাভ করেন (গীতা ৫।২৯)। শ্রীগীতার মতে, অনন্যভক্তিযোগ ব্যতীত শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় না (গীতা ৮।২২) এবং ভগবৎ-প্রাপ্তি ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না (গীতা ৮।১৬)।

চিত্তের পঞ্চবিধ অবস্থা—যোগ শাস্ত্র বলেন, ভূমি বা অবস্থা ভেদে চিত্ত পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করে—যথা, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। **ক্ষিপ্ত** অবস্থায় চিত্ত রাগ-দ্বেষের বশে রজোগুণাত্মক হইয়া স্বভাবতঃ অত্যন্ত অস্থির থাকে এবং বাসনার তাড়নায় নানাবিষয়ে ধাবিত হয়। **মূঢ়** অবস্থায় চিত্ত তমোগুণাত্মক হইয়া মোহবশতঃ কেবল অপরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে। ক্ষিপ্তাবস্থাতেও অনিষ্ট চিন্তা আসে বটে, কিন্তু মূঢ়ভূমিক চিত্ত মোহকর বিষয়ে সহজে সমাহিত হইয়া থাকে। **বিক্ষিপ্ত** অবস্থায় রজোগুণের প্রাধান্য থাকিলেও কখন কখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বগুণের ঈষৎ উদ্রেক হয়। তদবস্থায় চিত্তচাঞ্চল্য থাকিলেও, কোন কোন সময়ে চিত্ত বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় অন্তর্মুখী হইয়া লক্ষ্যের দিকে যাইবার চেষ্টা করে। এইরূপে বিক্ষিপ্ত চিত্ত কখন কখন ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা কোন এক বিষয়ে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত—এই তিন অবস্থায় যোগ সাধন সম্ভব হয় না, কেবল একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থাতেই যোগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। লক্ষ্যবিষয়ে ধারাবাহিক বৃত্তির নাম **একাগ্রতা**। যোগ-সাধন দ্বারা চিত্তকে প্রথমে একাগ্র করিতে হয়, পরে চিত্তনিরোধ সম্ভব হইয়া থাকে। **একাগ্র** অবস্থায় চিত্ত লক্ষ্য বিষয়ে স্থির ও সমাহিত থাকিয়া সাধককে সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে লইয়া যায়। **নিরোধ** অবস্থায় সাধক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ করতঃ স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। তখন চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইয়া লক্ষ্যবিষয়ে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই সমাধির চরম অবস্থা।

অষ্টাঙ্গ রাজযোগ—

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটী পাতঞ্জল যোগের এক একটী অঙ্গ। অষ্টাঙ্গ-রাজযোগ বলিতে যোগের এই অষ্টবিধ অঙ্গকে বুঝায়। তন্মধ্যে যমনিয়মাদি প্রথমোক্ত পাঁচ অঙ্গ যোগের **বহিরঙ্গ সাধন** এবং ধারণাদি শেষোক্ত তিন অঙ্গ তাহার **অন্তরঙ্গ সাধন**। পঞ্চবিধ বহিরঙ্গ সাধনা চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া অন্তরঙ্গ সাধনার সহায়তা করে মাত্র। সাধনাবস্থায় যম, নিয়ম, আসনাদি ক্রমে যে একটীর পর একটী করিয়া সাধন করিয়া যাইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া যমনিয়মাদি বহিরঙ্গ সাধনের সহিত ধারণাদি তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরঙ্গ সাধনের অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপে অভ্যাস করিতে করিতে ধারণা ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া ধ্যানে এবং ধ্যান ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া সমাধিতে পরিণত হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে যমনিয়মাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে এবং আসনাদিও সিদ্ধ হয়। এইরূপে বুদ্ধির অতীত প্রদেশে যাইয়া এবং আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়া চিরশান্তি লাভ করা যায়। যোগের অষ্টবিধ অঙ্গ নিম্নে বর্ণিত হইল—

১। যম—যম বলিতে (১) **অহিংসা** (কায়মনোবাক্যে কাহারও হিংসা বা অনিষ্ট না করা), (২) **সত্য** (কায়মনোবাক্যে সত্যনিষ্ঠ হওয়া অর্থাৎ সরলভাবে মনোগত ভাব প্রকাশ করা এবং স্বার্থানুরোধে সত্য কথা গোপন না করা), (৩) **অস্তেয়** (অবিধি পূর্ব্বক অপরের দ্রব্য গ্রহণ না করা), (৪) **ব্রহ্মচর্য্য** (অশাস্ত্রীয় মৈথুন ত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ব্রহ্মে বিচরণ করা) এবং (৫) **অপরিগ্রহ** (অসৎদান বা নিষিদ্ধ ভোজ্য গ্রহণ না করা)—এই পাঁচটিকে বুঝায়। এই পাঁচটীই যমের পাঁচ অঙ্গ।

যোগব্যাপারে কায়মনোবাক্যে **হিংসা** ত্যাগ করিয়া মনকে শান্ত করিতে হইবে। স্বার্থপরতা ত্যাগ করিতে না পারিলে অহিংসা-আচরণ সিদ্ধ হয় না। অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে হিংস্র প্রাণীও তাহার স্বাভাবিক হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া থাকে। **"সত্যমেব জয়তি"** প্রকৃতপক্ষে সত্যই তপস্যা, সত্যই মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। সত্যসাধন কালে যথাসম্ভব অল্পভাষী হইয়া বাক্যের ও আচরণের ঐক্য রক্ষা করিতে হইবে। ভণ্ডামি করা মহাপাপ। যাহারা ঝজে কথা বলে তাহারা যোগী হইতে পারে না। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে বাক্সিদ্ধ হওয়া যায়। চুরি না করার নাম **অস্তেয়**। **ব্রহ্মচর্য্যের** উদ্দেশ্য হইল উপস্থের বা কাম-ক্রীড়ার সংযম রক্ষা করিয়া দেহ ও মনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বক্ষণ পবিত্রভাবে রাখা। **পরিগ্রহ** বা দান গ্রহণ করা চৌর্য্যেরই ন্যায় অসৎ কার্য্য। দান গ্রহণ করিলে হৃদয় সঙ্কুচিত হয় ও চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। যে দান গ্রহণ করে, সে দাতার মনোভাব ও পাপ গ্রহণ করিয়া থাকে।

২। **নিয়ম**—যমের ন্যায় নিয়মেরও পাঁচ অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (১) **শৌচ** (কায়, মন ও বাক্যের শুদ্ধি বা পবিত্রতা), (২) **সন্তোষ** (যথালাভে পরিতৃপ্তি), (৩) **তপস্যা** (উপবাসাদি দ্বারা দেহাদির সংযম), (৪) **স্বাধ্যায়** (ঈশ্বর চিন্তাকে সর্ব্বদা উদ্বুদ্ধ রাখিবার জন্য মন্ত্র-জপ, স্তোত্রাদি পাঠ ও অধ্যাত্ম শাস্ত্রের আলোচনা) এবং (৫) **ঈশ্বর-প্রণিধান** (শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া স্মরণাদি দ্বারা আপনাকে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাতে ডুবাইয়া রাখা,—এই পাঁচটীকে **নিয়ম** বলা হয়।

যোগসাধন কালে দেহ, মন ও বাক্যের পবিত্রতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। যোগসিদ্ধির নিমিত্ত অসৎচিন্তা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নচিত্তে সর্ব্বক্ষণ সৎচিন্তা ও ভগবৎ-স্মরণ করা উচিত। শারীর, বাচিক ও মানসিক ভেদে তপস্যা ত্রিবিধ। মহতের পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এইগুলি **শারীর তপস্যা**; অনুদ্বেগকর সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য এবং আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদিপাঠ—এই গুলি **বাচিক তপস্যা**; আর চিত্তপ্রসন্নতা, উদ্বেগশূন্যতা, বাক্ সংযম, চিত্ত সংযম ও বিশুদ্ধ ভাবনা—এইগুলি **মানসিক তপস্যা** (গীতা ১৭।১৪-১৬)।

৩। **আসন**—"স্থিরসুখমাসনং" অর্থাৎ স্থির ও সুখাবহ উপবেশনই **আসন**। প্রশান্তমনে এবং স্থির ও স্বচ্ছন্দভাবে আসনে উপবেশন করিয়া সাধন ভজন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মনের স্থিরতাই আসন। শরীর স্থির হইলে মনও অনেকটা স্থির ও শান্ত থাকে। দিবারাত্রির সন্ধিক্ষণই আসনে বসিবার প্রশস্ত সময়। এই দুই সময়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করে বলিয়া দেহের অবসাদ ও মনের চঞ্চলতা কম থাকে।

আসনে বসিয়া বক্ষদেশ, গ্রীবা ও মস্তক সরলভাবে স্থির রাখিতে হয়, যাহাতে মেরুদণ্ডের উপর জোর না পড়ে। প্রথম প্রথম আসন করিয়া বসিলে শরীরের স্থানে স্থানে পীড়া বোধ হয়। বসিবার অভ্যাস ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া আসন সিদ্ধ হইলে পর, দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থিরভাবে সুখাসনে বসিয়া থাকা যায়। তদবস্থায় চিত্তের স্থিরতা আইসে এবং নির্ম্মল আনন্দের অনুভব হয়। তখন দেহ-সত্তার বা সুখ দুঃখাদির অনুভবই থাকে না। প্রকৃতপক্ষে যাহাতে কোন প্রকার পীড়া বোধ হয় বা শরীরের অস্থৈর্য্যের সম্ভাবনা থাকে, তাহা যোগাঙ্গ আসন নহে। আসন করিয়া বসিলে বোধ হইবে যেন শরীরটা জমিয়া ভূমির সহিত এক হইয়া গিয়াছে। শরীরকে শূন্যবৎ ভাবনা করিলে এবং অনন্ত আকাশের বিষয় চিন্তা করিলে স্থিরাসনের সহায়তা হইয়া থাকে।

৪। প্রাণায়াম—আসন সিদ্ধ হইলে প্রাণায়ামে অধিকার জন্মে। প্রাণায়াম বলিতে প্রধানতঃ প্রাণের আয়াম বা বিস্তৃতি বুঝায়। এক অখণ্ড সূর্য্যের দিগন্তব্যাপী কিরণ যেমন খণ্ডিত হইয়া এবং ছিদ্রপথে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহটীকে আলোকিত করে—সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী এক অখণ্ড মহাপ্রাণ যেন খণ্ডিত হইয়া এবং নাসাপথে জড় দেহে প্রবেশ করিয়া দেহটীকে জীবিত রাখে। প্রতি দেহের শ্বাস প্রশ্বাসই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণশক্তির পরিদৃশ্যমানরূপ। একাগ্রচিত্তে কোন কিছু চিন্তা করিতে থাকিলে এই শ্বাস প্রশ্বাসের গতি আপনা আপনি মৃদু হইয়া আইসে। আবার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি মন্দীভূত হইলে চিত্ত একাগ্র হয়। সাধারণতঃ আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া অনিয়মিত ভাবে চলিতেছে। প্রাণায়ামের দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়মিত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দীভূত হয় এবং খণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণ প্রসারিত হইয়া মহাপ্রাণের সহিত মিলিত হয়।

কোন কোন মতে, প্রাণায়াম অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে নাড়ী শোধন করা উচিত। তাঁহারা বলেন, নাড়ী শুদ্ধ না হইলে প্রাণায়ামে অধিকারই জন্মায় না। নাড়ীশুদ্ধির জন্য স্থির ও সরল ভাবে আসনে বসিয়া প্রথমে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির চাপে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া বাম নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে ও সমগতিতে যথাশক্তি বায়ু গ্রহণ করিতে হয়। ইহারই নাম পূরক। পরমূহুর্ত্তেই আবার কনিষ্ঠা ও অনামিকার চাপে বাম নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে ও সমগতিতে বায়ু ত্যাগ করিতে হয়। ইহারই নাম রেচক। অতঃপর সেই একই নিয়মে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ুগ্রহণ ও বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুত্যাগ করিতে হয়। বায়ু ত্যাগ কালে উদর সঙ্কুচিত করিলে ফুস্‌ফুস্ হইতে সমস্ত বায়ু বাহির হইয়া যায়। বিশেষজ্ঞের মতে, ত্রিসন্ধ্যা এইরূপ প্রক্রিয়া তিনবার বা পাঁচবার করিতে পারিলে এক মাসের মধ্যে নাড়ী শুদ্ধ হয় এবং প্রাণায়ামে অধিকার জন্মে।

প্রাণায়ামের তিন অঙ্গ যথা—(১) পূরক (শরীরের ভিতরে বায়ু-গ্রহণ), (২) রেচক (বাহিরে বায়ুত্যাগ) এবং (৩) কুম্ভক (শ্বাস প্রশ্বাস-নিরোধ)। অন্তঃ ও বাহ্য ভেদে এই কুম্ভক দ্বিবিধ হইয়া থাকে। অন্তঃকুম্ভকে পূরকের পর শ্বাস রোধ করিয়া শরীর মধ্যে বায়ু ধারণ করিতে হয় এবং বহিঃ কুম্ভকে রেচকের পর শ্বাস রোধ করিয়া বাহিরে কুম্ভক করিতে হয়। সদ্‌গুরুর উপদেশ বিনা প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত নহে, তাহাতে নানাবিধ রোগ হইবার সম্ভাবনা। রেচকের পর বহিঃকুম্ভকে বিপদের সম্ভাবনা প্রায় থাকে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগীতায় ত্রিবিধ প্রাণায়ামের কথা বলা হইয়াছে—(১) কেহ অপান বায়ুতে প্রাণবায়ুর আহুতি দেন। দেহতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে —নিশ্বাস-প্রশ্বাসরূপ কার্য্যে যে বায়ু ভিতরে গ্রহণ করা হয় তাহার নাম অপান এবং যে বায়ু বাহিরে ত্যাগ করা হয় তাহার নাম প্রাণ। প্রাণ-বায়ু ঊর্দ্ধগামী এবং অপান বায়ু অধোগামী। প্রশ্বাস দ্বারা বাহিরের অপান বায়ুকে ভিতরে টানিয়া লওয়ার কালে প্রাণ বায়ুর বহিরাগমন-রূপ গতি রোধ হয়—প্রাণবায়ু তখন বাহিরে আসিতে পারে না। ইহাই অপানে প্রাণের আহুতি, ইহাই **পূরক প্রাণায়াম**; (২) কেহ প্রাণে অপানের আহুতি দেন অর্থাৎ ভিতরের প্রাণবায়ুকে নিঃসারণ করিয়া অপান বায়ুব অন্তঃপ্রবেশরূপ গতি রোধ করেন। ইহাই **রেচক প্রাণায়াম**; (৩) কেহ বা প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধ ও অধোগতি রোধ করিয়া প্রাণায়াম করেন ইহার নাম **কুম্ভক** (গীতা ৪।২৯)।

প্রাণায়ামকে একটা ছন্দের তালে তালে নিয়মিত করা আবশ্যক। চারি মাত্রা কাল ব্যাপিয়া পূরক, ৮ মাত্রাকাল ব্যাপিয়া রেচক ও ১৬ মাত্রাকাল ব্যাপিয়া কুম্ভক আরম্ভ করিয়া, এই অনুপাতে মাত্রাকাল ধীরে ধীরে বাড়াইতে হয়। প্রাণায়াম কালে ওঁ-কার বা ইষ্টমন্ত্র জপ করা ভাল। ইহাই সাধারণ নিয়ম। আর এক প্রকার মাত্রাবর্জ্জিত সহজ প্রাণায়াম আছে, তাহাতে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিতে হয় না। সাধারণ ভাবে নাসাপথে বায়ু গ্রহণ করিয়া ক্লেশ না হওয়া পর্য্যন্ত শ্বাসরোধ পূর্ব্বক বায়ু ধারণ করিতে হয়, অতঃপর ধীরে ধীরে নাসাপথে বায়ু ত্যাগ করিতে হয়।

(৫) প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিষয় গ্রহণ করার অভ্যাস ত্যাগ করিয়া মনকে অন্তর্মুখী করিতে না পারিলে প্রত্যাহার-সাধন হয় না। চঞ্চল মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে তাহাকে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া আত্মার অধীনতায় বা ঈশ্বরচিন্তাতেই স্থির রাখিতে হইবে (গীতা ৬।২৬)। ইহারই নাম **প্রত্যাহার।** পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতেই মন স্থির এবং ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়া থাকে। মন স্থির করিবার ইহাই প্রধান উপায়।

৬। **ধারণা**—প্রত্যাহার সাধন করিতে করিতে চিত্তকে কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্য জন্মে। কিছুক্ষণ মনকে কোন বিশেষ স্থানে ধরিয়া রাখার নাম **ধারণা।** কোন এক বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকিলে, ধারণা-অভ্যাসের সুবিধা হয়। ধারণার গাঢ় অবস্থাই ধ্যান এবং ধ্যানের গাঢ় অবস্থাই সমাধি।

প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের সমস্ত দোষ নষ্ট হয়, প্রত্যাহারে মন অন্তর্মুখী হয় এবং ধারণা দ্বারা মনের মলিনতা দূর হয়। অতঃপর ধ্যানে আত্মার আবরণ দূর হইলে ও সমাধিযোগে চিত্ত ইষ্টে বিলীন হইলে, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

৭। **ধ্যান**—অবিচ্ছিন্ন তৈল ধারার ন্যায় চিত্তকে বহুক্ষণ ধ্যেয় বস্তুতে ধরিয়া রাখার নাম **ধ্যান।** ধ্যানাবস্থায় চিত্তের একই বৃত্তি বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, কিন্তু তখনও বুদ্ধির ক্রিয়া চলিতে থাকে।

৮। **সমাধি**—বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্যানের নাম **সমাধি।** তখন চিত্তবৃত্তির সম্যক নিরোধ হইয়া থাকে। জ্ঞানাতীত এই সমাধি-অবস্থায় চিত্তে ধ্যেয় বস্তু ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। সাধক তখন নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। এইরূপ আনন্দাচ্ছন্ন ও আত্মহারা অবস্থায় দেহ নিস্পন্দ হইয়া যায়। সমাধির সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। ভগদ্ভক্তি দ্বারাও সমাধি লাভ ও ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধি দ্বিবিধ—(১) সম্প্রজ্ঞাত (বেদান্তের যাহা সবিকল্প বা সবীজ) সমাধি এবং (২) অসম্প্রজ্ঞাত (বেদান্তের যাহা নির্বিকল্প বা নির্বীজ) সমাধি। একাগ্রচিত্তে প্রথমটী এবং নিরুদ্ধচিত্তে দ্বিতীয়টী লাভ হয় বলিয়া, প্রথমটীকে একাগ্র-সমাধি এবং দ্বিতীয়টীকে নিরোধ-সমাধি বলা হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি হয় কিন্তু তখনও সাধকের আমিত্ব-জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। তদবস্থায় চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় না। বীজ বা সংস্কাররূপে উহা লুক্কায়িত থাকে এবং সুযোগ পাইলেই আবার প্রকাশিত হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কালে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া সাধকের আমিত্বভাব বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বোধ আর তখন থাকে না।

সাধনপথে যোগি পুরুষ আনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ যোগবিভূতি লাভ করাই যোগের চরম উদ্দেশ্য নহে। সাধনা করিতে করিতে এইরূপ অলৌকিক শক্তি স্বাভাবিক ভাবে লব্ধ হয় বটে—ইহারা কিন্তু সাধককে প্রলোভন দেখাইয়া বিপথেই লইয়া যায়। ইহারা ধর্ম্মপথের অন্তরায় এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক স্বরূপ। সে কারণে প্রকৃত যোগী বা ভক্ত কোনরূপ যোগবিভূতি কামনা করেন না। তিনি কামনা করেন একমাত্র শ্রীভগবানকে, যাঁহাকে পাইলে পাওয়ার আর কিছু বাকি থাকে না। পরমহংসদেব বলিতেন—"ধর্ম্মপথে কেবল এগিয়ে যাও। একটু আধটু রূপ-জ্যোতি দেখে বা সিদ্ধাই লাভ ক'রে আহ্লাদে মনে ক'রো না যে আমার সব হ'য়ে গেছে। মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, সিদ্ধাই গুলো বিষ্ঠাতুল্য হেয়। ও সকলে মন দিতে নেই। সাধনায় লাগলে ওগুলো কখন কখন আপনা আপনি এসে পড়ে—কিন্তু ওগুলোয় যে মন দেয়, সে ঐখানেই থেকে যায়, ভগবানের দিকে এগুতে পারে না। শুধু সিদ্ধাই লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাত থেকে, জরা-ব্যাধি থেকে, মুক্ত হওয়া যায় না।" প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা সাধনা দ্বারা নানা বিভূতি লাভ করিয়াছেন, মৃত্যুর পর সে সকল বিভূতি তাঁহাদের সঙ্গে যায় না। তবে যাঁহারা সাধনার বলে ঊর্দ্ধলোকে যাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই সেই লোকে গমন করেন, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ভগবৎ-প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ভক্তি যোগ

জীবমাত্রই নিরবচ্ছিন্ন সুখ চায় বটে, কিন্তু মোহবশতঃ সে বুঝিতে পারে না যে আপাতসুখকর বিষয়ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিলে জীবের সকল অভাব, সকল দুঃখ-যন্ত্রণা, চিরতরে দূর হইয়া যায়। সুখস্বরূপ শ্রীভগবানের পরমপদ ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও পরাশান্তি লাভ করা যায় না। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৭:২৩) বলেন—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—যিনি সুখস্বরূপ ভূমা পুরুষ শ্রীভগবান তাঁহাকে পাইলেই নিত্যসুখ ভোগ করা যায়, অল্পে বা অনিত্য মায়িক বস্তুতে স্থায়ী সুখ নাই। প্রকৃতপক্ষে সংসারের সকল সুখই ক্ষণিক, ক্ষণিক সুখভোগের পর আবার দুঃখের দারুণ কষাঘাত। অনিত্য বিষয়-সুখে বা কোন ব্যক্তিবিশেষে আসক্ত হইয়া পড়িলে পরিণামে দুঃখভোগ করিতেই হইবে।

সকল রূপে রূপ মিশাইয়া শ্রীভগবান সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন। এই সংসারের সমস্তই শ্রীভগবানের প্রকাশ, সমস্তই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান। বাহিরেও তিনি, অন্তরেও তিনি। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" "(গীতা ১৫।১৫)—আমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। দুঃখের বিষয় দেহাভিমানী জীব মায়িক নাম-রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারে না যে সকল নাম-রূপের অন্তরালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানই চেতন আত্মারূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। অজ্ঞানতাবশতঃ সে জানিতে পারে না যে অপরকে ভালবাসিয়া সে সেই সেই দেহে অবস্থিত চৈতন্যরূপী শ্রীভগবানকেই ভালবাসিতেছে। যতক্ষণ তিনি প্রাণ বা চৈতন্যরূপে দেহে অবস্থিত আছেন, ততক্ষণই সেই দেহের অস্তিত্ব, ততক্ষণই সেই দেহের আদর, ততক্ষণই সেই দেহ ক্রিয়াশীল থাকে। প্রাণহীন দেহ অস্পৃশ্য ও ভীতিপ্রদ শবমাত্র। এই খাঁটি সত্য জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানকে লইয়া সংসার করিতে হইবে এবং সর্ব্বত্র ভগবৎ-সত্তা উপলব্ধি করিয়া ভগবৎ-বুদ্ধিতে সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। ইহাতেই সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অনিত্য বিষয়াদির প্রতি যে অনুরাগ তাহাই আসক্তি, আর নিত্যসত্য শ্রীভগবানের প্রতি যে অনুরাগ বা ভালবাসা তাহার নাম ভক্তি। ভক্তি বলিতে শ্রীভগবানে পরানুরক্তি বা ঐকান্তিক প্রীতি বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে ভক্তি বিনা জ্ঞান-কর্ম্মাদি সকল সাধনাই শুষ্ক ও প্রাণহীন হইয়া পড়ে। শ্রীগীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ধ্যানাদি সম্বন্ধে নানা তথ্য থাকিলেও, ভক্তি মার্গকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্ভক্তকেই সর্ব্বোত্তম যোগী বলা হইয়াছে (গীতা ৬।৪৭)। সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠা এই ভক্তি ব্যতিরেকে কোন সাধনাই সম্যক ফলপ্রদ হয় না। এই ভক্তি বস্তুতঃ জ্ঞানেরই অভিব্যক্তি, জ্ঞানসাপেক্ষ কর্ম্মেরই ইহা উন্নত অবস্থা। গীতোক্ত ভক্তিযোগসাধনায় কর্ম্ম, জ্ঞান বা ধ্যান কিছুই বাদ দেওয়া যায় না। কর্ম্মযোগ ব্যতীত ভক্তি জাগ্রত হয় না, আবার জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি স্থায়ী হয় না। বৈরাগ্যমূলক জ্ঞান ব্যতীত ভক্তির উদয় হইলে সেই বৈরাগ্যহীন ভক্তির অন্তরালে ভোগবাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকে বলিয়া সকল সময়ে তাহা স্থির থাকে না। শ্রীগীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তি একত্র মিলিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছে।

এই সংসার কর্ম্মস্থান। মানবদেহ ব্যতীত অন্য দেহে সাধনা হয় না, সুতরাং মোক্ষলাভ করা যায় না। বহুপুণ্যের ফলেই মোক্ষের সোপান-স্বরূপ এই মানব দেহ লাভ করা যায়। এই দেহ কিন্তু ক্ষণভঙ্গুর। সংসারের এই খেলা করে যে শেষ হইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। সাধারণতঃ জীবনের সহিত তৈল পূর্ণ প্রদীপের তুলনা করা হয়। তৈলপূর্ণ প্রদীপ যেমন বায়ুপ্রবাহে নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ আয়ু থাকা সত্ত্বেও জীবন-প্রদীপ কখন কখন নিবিয়া যায় অর্থাৎ অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলেন—"অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন কিং করিষ্যসি"। সুতরাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া এখনই ভগবৎ-উপাসনায় মনোনিবেশ করা উচিত। গোদেহে দুগ্ধরূপে ঘৃত থাকিলেও তাহাতে যেমন গরুর অঙ্গপুষ্টি হয় না, সেইরূপ শ্রীভগবান দেহে অবস্থান করিলেও বিনা সাধনায় তাঁহার কৃপালাভ করা যায় না।

ইহপরকালের চিন্তা ত্যাগ করিয়া অকপট ভাবে শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করাই ভক্তিযোগের সাধন। ভক্তিসাধনে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, আচার, বিচার বা বাহ্য পূজোপকরণাদি—ইহাদের কিছুই প্রয়োজন হয় না। ইহাতে বহু আয়াসসাধ্য ও প্রভূত ব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞাদি কার্য্য করিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এই ভক্তি বিষয়ে কুল, শীল, জাতি বা অধিকারাদির কিছুমাত্র বিচার নাই। স্ত্রী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম্মাদি নির্ব্বিশেষে পাপী তাপী প্রভৃতি সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ম্লেচ্ছাদি সকলেই শ্রীভগবানের চক্ষে সমান। অনন্যচিত্তে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভজনা করিলে সকলেই তাঁহার নিত্যধাম ও পরাশান্তি লাভ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারেন (গীতা ৯।৩২-৩৩)। কৃচ্ছ্রসাধ্য অন্যান্য সাধনায় যুগ যুগান্তে যাহা লাভ করা যায় না, অনায়াসসাধ্য এই ভক্তিযোগসাধনায় তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে লাভ করা যায়। বৌদ্ধমতে কর্ম্মফল সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, সে কারণে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে শ্রীভগবানের প্রসঙ্গমাত্র নাই। শ্রীগীতা বলেন—নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যভক্তিযোগে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া সাধু নামে পরিগণিত হয়েন এবং অচিরে ধর্ম্মাত্মা হইয়া চিরশান্তি লাভ করেন (গীতা ৯।৩০-৩১)। তাঁহাকে আর পূর্ব্বকৃত মন্দ কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না। জীবের পক্ষে ইহা পরম আশার বাণী।

ভক্তিযোগের ন্যায় সরল ও সুলভ সাধন আর কিছুই নাই। ভক্তবৎসল শ্রীভগবান একমাত্র ভক্তিরই বশ। তিনি বহুমূল্য দ্রব্যাদির বা আয়াসসাধ্য উপকরণাদির কিছুই চাহেন না। অতি তুচ্ছ বস্তুও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। ভক্তি সহকারে তাঁহার শ্রীচরণে পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি যাহা কিছু নিবেদন করা যায়, তাহাই তিনি পরম প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন (গীতা ৯।২৬)। স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী যাঁহার পদসেবা করেন, তাঁহার আবার অভাব কিসের? প্রকৃতপক্ষে অতি দুরাচার মহাপাপীরও ভক্তিলাভের যোগ্যতা আছে। ভক্তির এমনই মহিমা যে অতি দুরাচার পাপিষ্ঠও যদি পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া অনন্যচিত্তে শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তিনিও অচিরে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সাধু বলিয়া গণ্য হন। ভক্তিরূপ স্পর্শমণির সংস্পর্শে তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়া যাইবে। তখন আর তিনি দুরাচারী পাপাত্মা থাকিবেন না, ভক্তির অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হইবেন। ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কেহ কখনও অধোগতি বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সর্ব্বজীবে আমি সমভাবাপন্ন হইলেও, সুতরাং আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় না থাকিলেও, যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন, ভক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁহারা প্রতিনিয়ত আমাতেই অবস্থান করেন, আর আমিও তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে বিরাজ করি (গীতা ৯।২৯-৩১)। ভক্তিযোগ সরল হইলেও চিত্তে কামনার লেশমাত্র থাকিতে ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করা যায় না—যেমন সুতায় সামান্য 'ফেঁসো' থাকিলে তাহা ছুঁচের মধ্য দিয়া যাইতে পারে না। পরমহংসদেব বলিতেন—বিষয়াসক্ত মন যেন দেশলায়ের ভিজে কাঠি, হাজার ঘষো, কোন রকমেই জ্বল্‌বে না। প্রকৃতপক্ষে ফলকামনারহিত শুদ্ধাভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানকে দেখা যায় ও পাওয়া যায়। স্বরূপে যিনি অনন্ত ও অসীম, তিনিই আবার ভক্তের নিকটে সান্ত ও সসীম হইয়া ধরা দেন! ভক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে স্থূল মৃন্ময়ী মূর্ত্তিও চিণ্ময়ী হইয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন। মুণ্ডক্ উপনিষদ্ বলেন—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"—যে ভাগ্যবান পুরুষ সেই পরম পুরুষকে সাক্ষাৎভাবে অনুভব বা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের সকল কুটিলতা দূর হইয়া যায়, তাঁহার সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং তাঁহার সকল কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

বৈষ্ণবমতে, "জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস।" দাসের স্বাধীন ইচ্ছা থাকিতে পারে না। দাস প্রভুর ইচ্ছায় পরিচালিত হয়। প্রভুর সন্তোষের নিমিত্তই সে কর্ম্ম করিয়া থাকে। জীব শ্রীভগবানের নিত্যদাস —ভগবদাজ্ঞাবুদ্ধিতে দাস্যভাবে তাঁহার কর্ম্ম তাঁহারই প্রীত্যর্থে সম্পাদন করাই জীবের কর্ত্তব্য। এইরূপে কর্ম্ম করিতে পারিলে সেই কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"যৎ করোষি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥"—ভোজনাদি যে কোন লৌকিক কর্ম্ম এবং হোম-দান-তপস্যাদি যে কোন বৈদিক কর্ম্ম তুমি করিয়া থাক, সে সমস্তই আমার দিকে তাকাইয়া আমারই প্রীত্যর্থে আমাকে অর্পণ করিও। এইরূপ অর্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে তুমি শুভাশুভ কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরিণামে আমাকেই লাভ করিবে (৯।২৭-২৮)। শ্রীগীতার মতে, কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া তাঁহারই কর্ম্ম তাঁহারই প্রীত্যর্থে করিতে হইবে। এইরূপ নিষ্কামবুদ্ধিতে ভৃত্যবৎ কর্ম্ম করাই শ্রীগীতার **কর্ম্মসন্ন্যাস**। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২১।১৫) বলেন—"কর্ম্মশুদ্ধিমদর্পণং"—শ্রীভগবানে কর্ম্ম অর্পিত হইলে তাহা বিশুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং অনন্যচিত্তে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া, এবং ভগবৎ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া কৃতকর্ম্ম সমুদয় তাঁহাতে অর্পণ করাই উচিত। অহংবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া শ্রীভগবানে কর্ম্মার্পণ করিলে তাহা ভক্তিযোগের অঙ্গ হইবে না। নিজে কর্ত্তা সাজিয়া কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তৃত্বাভিমানই জীবের জীবত্বের হেতু। শ্রীভগবানের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া জীব যে তাঁহারই কার্য্য করিতেছে, প্রতি কর্ম্মে যে তাঁহারই সেবা হইতেছে—ইহার উপলব্ধি হইল সাধনার প্রথম কথা। প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্যে ও প্রতি ভাবনায় তাঁহাকে স্মরণ করিতে হইবে এবং সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহারই প্রীত্যর্থে করিতে হইবে। তদবস্থায় শ্রীভগবান ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে সাধকের লক্ষ্য থাকে না, কার্য্যাকার্য্যের বোধও তখন তাঁহার থাকে না। এইরূপ ভগবদর্পণবুদ্ধিতে কর্ম্ম করিতে পারিলে কর্ম্মের সফলতায় আনন্দ হয় না এবং কর্ম্মের নিষ্ফলতায় বিষাদও থাকে না—সে কারণে তাহাতে কর্ম্মবন্ধন হয় না। প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হইতে শ্রীভগবানে কর্ম্ম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্পণ, ফলে সিদ্ধিলাভ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—কর্ম্মানুষ্ঠান কালে তুমি মনে মনে সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা আমারই ভাবে ভাবিত হইয়া থাক। এইরূপে মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া সমর্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে তুমি মৎপ্রসাদে দুঃখময় এই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে, নচেৎ পুরুষার্থভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি লাভ করিবে (গীতা ১৮।৫৭-৫৮)। যিনি অহংকর্ত্তৃত্ব ও ফলাকাঙ্ক্ষা উভয়ই ত্যাগ করিয়া এবং শ্রীভগবানের প্রসন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভগবদাজ্ঞাবোধে ভৃত্যবৎ কর্ম্ম করিয়া যান এবং সর্ব্ববস্তুতে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিয়া ভগবদ্ভাবে সদাই বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানে **কর্ম্মার্পণ** করিতে পারেন। তাদৃশ সাধকের মনে কর্ম্মার্পণ করিবার সঙ্কল্প অর্থাৎ "কর্ত্তব্য বোধে আমি কর্ম্মার্পণ করিতেছি," ইত্যাকার অভিমান থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন আপনা হইতে হয়, সেইরূপ কর্ম্ম সকল যেন আপনা আপনিই শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়া যায়। শ্রীভগবানের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁহাতে ঐকান্তিক নির্ভরতা না থাকিলে এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করা যায় না।

অনিত্য সুখের আশা ও বিষয়চিন্তা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে ভগবৎ-স্মরণ করা ভক্তিসাধনার অনুকূল। এইরূপ সাধনার ফলে চিত্তের গতি যখন স্বভাবতঃই শ্রীভগবানের দিকে প্রবাহিত হয়, ভগবৎ-চিন্তা যখন বিনা আয়াসে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তখনই বুঝিতে হইবে যে হৃদয়ে **অনন্যভক্তির** উদয় হইয়াছে। অনন্যচিত্ত ভক্ত শ্রীভগবান ব্যতীত আর কিছুই জানেন না, ভগবৎ কৃপা ব্যতীত আর কিছুই চাহেন না। এইরূপ নিত্যযুক্ত ভক্তের সকল ভার ভক্তবৎসল শ্রীভগবান স্বয়ং বহন করেন (গীতা ৯।২২)। অনন্যভক্তিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় (গীতা ৮।২২)। একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানকে সম্যকরূপে জানা যায়, তাঁহাকে দেখা যায় ও পাওয়া যায় (গীতা ১১।৫৪)। খুঁটি ধরিয়া ঘুরিলে যেমন পড়িবার ভয় থাকেনা, সেইরূপ শ্রীভগবানকে অবলম্বন করিয়া সংসার করিলে, সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে লইয়া থাকিতে পারিলে, পতনের ভয় আর থাকে না। প্রকৃতপক্ষে যিনি যে পরিমাণে আপনাকে শ্রীভগবানের অভয় চরণে বিলাইয়া দিতে পারেন, শ্রীভগবানও সেই পরিমাণে আপনাকে তাঁহার নিকটে ধরা দেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—যাহার যেরূপ ভাবনা, সিদ্ধিও তাহার সেইরূপ হইয়া থাকে। দৃঢ় ভাবনার ফলে যাহার হৃদয়ে যেরূপ ভাব বদ্ধমূল হয়, সে তাহাই হইয়া যায়। কাঁচপোকা তেলা-পোকাকে ধরিলে, তেলাপোকা কাঁচপোকাকে নিরন্তর ভাবনা করিয়া কাঁচপোকা হইয়া যায়। সেইরূপ শ্রীভগবানকে নিরন্তর ভাবনা করিলে ভগবৎ-স্বরূপ লাভ করা যায়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—অনন্যচিত্তে যিনি নিরন্তর আমাকে স্মরণ করার অভ্যাস করেন, তাদৃশ নিত্যযুক্ত যোগী অনায়াসে আমাকে লাভ করেন (গীতা ৮।১৪)। অনুক্ষণ ভগবৎ-স্মরণই শ্রেয়োলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। ইহাতে মিথ্যা অহংবুদ্ধির নাশ হয় এবং মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। শ্রীগীতার মতে, ভগবদ্ভাবে ভাবিত বা তন্ময়চিত্ত হইয়া ভগবৎ-চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিতে পারিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন, সেই ভাবে চিত্ত নিবিষ্ট থাকায় তিনি দেহান্তে সেই ভাবই প্রাপ্ত হন (গীতা ৮।৫-৬)। দেহত্যাগ কালে ইন্দ্রিয়গণ যখন বিকল হইয়া পড়ে, তখন মনের চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না। তদবস্থায় হৃদয়ে সেই ভাবই অবশভাবে স্ফুরিত হয়, যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে তিনি আজীবন ভাবিত বা তন্ময়চিত্ত হইয়া থাকিতেন। তাই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর"—অতএব মনপ্রাণ আমাতে অর্পণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ আমাকে স্মরণ কর (গীতা ৮।৭)। আজীবন ভগবৎ-স্মরণের ফলে মৃত্যুকালে শ্রীভগবানকে মনে পড়িবে এবং দেহান্তে তাঁহাকেই পাওয়া যাইবে। কথিত আছে, মৃত্যুযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মহাপাপী অজামিল যখন স্বীয়পুত্র নারায়ণের নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন, সেই শুভমুহূর্ত্তে প্রাক্তন শুভসংস্কারবশতঃ তিনি বুঝিতে পারিলেন--এই নিদারুণ দুঃসময়ে পুত্র-নারায়ণ তাঁহার কোন উপকারে আসিবে না। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া তিনি তখন অসময়ের বন্ধু পতিতপাবন শ্রীনারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই শরণ গ্রহণ করিলেন। তনুত্যাগ কালে ভগভাবে তন্ময় হইয়া ভগবৎ-স্মরণ করার ফলে তিনি বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছিলেন।

জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফলে জীব বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। জীবের এই প্রকৃতিটি হইতেছে অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারের স্থূল আকৃতি। দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী ভেদে জীব-প্রকৃতি ত্রিবিধ। শাস্ত্রমতে শ্রীভগবান জীবজগতের কল্যাণের নিমিত্ত অবতাররূপে ধরায় আবির্ভূত হন। এইরূপে তিনি মানবদেহে মূর্ত্ত হইলেও, তিনিই যে সর্ব্বভূতের একমাত্র মহেশ্বর, কোন অবস্থাতেই যে তাঁহার পূর্ণত্বের বিন্দুমাত্রও হানি হয় না—শ্রীভগবানের এই অব্যয় পরমভাব না জানিয়া যে অবিবেকী ব্যক্তিগণ অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহার মানবমূর্ত্তিকে প্রাকৃতমনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বুদ্ধি-ভ্রংশকারী আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি-সম্পন্ন বলা হয় (গীতা ৯।১১-১২)। শ্রীগীতার ষোড়শ অধ্যায়ে স্বতন্ত্রভাবে রাক্ষসী প্রকৃতির উল্লেখ নাই। রাক্ষসী প্রকৃতিকে তথায় আসুরী প্রকৃতির অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। রজঃপ্রধান আসুরী প্রকৃতিতে ক্রোধ-দর্পাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও কামোপভোগের প্রাধান্য এবং তমঃপ্রধান রাক্ষসী প্রকৃতিতে নিষ্ঠুরতা ও প্রাণীহিংসারই প্রাধান্য। আর যাঁহারা দৈবীপ্রকৃতিসম্পন্ন, তাঁহারা সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানের অব্যয়ভাব অবগত হইয়া অনন্যচিত্তে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন (গীতা ৯।১৩)।

দেবভাবাপন্ন সত্ত্বপ্রধান মহাত্মাগণ, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে দৈবীসম্পদ্‌ভোগার্থ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ২৬টী লক্ষণ প্রকাশ পায়—যথা, ভয়শূন্যতা, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানে ও যোগে নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞ, বেদাদি পাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দাবর্জ্জন, দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, কুকর্ম্মে লজ্জা, অচাঞ্চল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ ও অমানিত্ব (গীতা ১৬।১-৩)। আর যাহারা রজঃ ও তমোগুণের বশে সদসৎবিচারবুদ্ধিহীন, যাহারা আসুরী (ও রাক্ষসী) সম্পদ্‌ লইয়া জন্মায়, তাহাদের মধ্যে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞতা—এই ছয় লক্ষণ প্রকাশ পায় (গীতা ১৬।৪)। এই ছয়টী রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম্ম। ইহাদের বশে জীব সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে। তাদৃশ ব্যক্তিগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, তাহাদের মধ্যে আচার বা সত্য বলিয়া কিছুই থাকে না। তাহারা বলিয়া থাকে—এই জগৎ মিথ্যা, ইহার কোনও আশ্রয় নাই। এখানে ধর্ম্মাধর্ম্ম বা তাহার নিয়ন্তা ঈশ্বর বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। এই প্রাণিজগৎ কামমূলক ভিন্ন আর কিছুই নহে, স্ত্রী-পুরুষের সংযোগের ফলেই ইহার উৎপত্তি। এইরূপ ক্রূরকর্ম্মা অল্পবুদ্ধিগণ জগতের মহাশত্রু। জগতের বিনাশের জন্যই ইহাদের জন্ম। মোক্ষবিরোধী আসুরী (ও রাক্ষসী) সম্পদে সংসার-বন্ধন ও অধোগতি হয়, আর দৈবী সম্পদে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে (গীতা ১৬।৫-৯)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব মাত্রেই তাহার অনাদিসঞ্চিত সংস্কারের অধীন। এই সংস্কারই প্রকৃতপক্ষে স্বভাবরূপে ব্যক্ত হয়। পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ যাহার যেরূপ প্রকৃতি বা স্বভাব গঠিত হইয়াছে, তাহার শ্রদ্ধাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সত্ত্বাদি ত্রিগুণভেদে এই শ্রদ্ধা ত্রিবিধ। প্রাক্তন শুভ সংস্কারের বশে যাঁহারা সত্ত্বপ্রধান তাঁহাদের শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, রজোভাবপ্রধান পুরুষের শ্রদ্ধা রাজসী এবং তমোভাবপ্রধান পুরুষের শ্রদ্ধা তামসী হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক পুরুষেরা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার বশে দেবপূজাদি কার্য্যে রত থাকেন। রাজসী শ্রদ্ধার বশে রাজসিকগণ যক্ষ-রাক্ষসাদির এবং তামসী শ্রদ্ধার বশে তামসিকগণ ভূত-প্রেতাদির পূজা করিয়া থাকে (গীতা ১৭।১–৪)।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ক্রূরকর্ম্মা আসুর প্রকৃতির ব্যক্তিগণ শীঘ্র ফল পাইবার আশায় ন্যায়ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া এবং দম্ভ-অহঙ্কার-কামনা-আসক্তিযুক্ত ও বলগর্ব্বিত হইয়া, শুধু ভোগলালসা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত বিধিবিগর্হিত অত্যুগ্র তপস্যা করে এবং এইরূপে নিজ নিজ দেহকে ও দেহ মধ্যে অন্তর্যামী আত্মারূপে অবস্থিত আমাকেও কষ্ট দিয়া থাকে (গীতা ১৭।৫–৬)। দুষ্পূরণীয় কামনার বশে তাহারা দম্ভ-মান-গর্ব্বান্বিত হইয়া অসৎ অভিপ্রায়ে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অশুচি ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে (গীতা ১৬।১০)। এইরূপ ভগবদ্-বিমুখ অবিবেকী ব্যক্তিগণের আত্মতৃপ্তি ও স্বার্থসিদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য। আর যাঁহারা প্রাক্তন সুকৃতির ফলে মোক্ষানুকূল দৈবী বা সাত্ত্বিকী প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া আমাকে জগৎকারণ ও অবিনশ্বর জানিয়া নানাভাবে ভজনা করেন। রুচি ও অধিকার ভেদে তাঁহাদের ভজন প্রণালী বিভিন্ন হইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রযত্ন সহকারে কীর্ত্তন-বন্দনাদি দ্বারা, কেহ কেহ দৃঢ়ব্রত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাহিত চিত্তে স্মরণ মননাদি দ্বারা, কেহ কেহ বা ভক্তিপূর্ব্বক প্রণামাদি দ্বারা আমার উপাসনা করেন। আবার কেহ কেহ ভক্তিমার্গের এইরূপ বাচিক, মানসিক ও কায়িক উপাসনা ত্যাগ করিয়া এবং "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" অর্থাৎ চরাচর বিশ্ব বাসুদেবময়—এইরূপ জ্ঞানে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করিয়া সর্ব্বময় আমাকে জ্ঞানরূপ যজ্ঞ দ্বারা উপাসনা করেন। কেহ বা অদ্বৈত বা অভেদ জ্ঞানে 'সোঽহং' ভাবে, কেহ বা দ্বৈতমতে দাস্যাদিভাবে, কেহ আবার সর্ব্বদেবময় ও সর্ব্বাত্মক আমাকে নানা দেবতারূপে বহুপ্রকারে উপাসনা করেন (গীতা ৯।১৩-১৫)। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে তাহাকে আমি সেইভাবেই অনুগ্রহ করি। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের রূপেরও অন্ত নাই এবং সাধকের ভাবেরও শেষ নাই। শ্রীভগবান ভাবগ্রাহী ও বাঞ্ছাকল্পতরু, সর্ব্বাবস্থায় একমাত্র তিনিই কর্ম্মফলপ্রদাতা। যে কোন ভাবে তাঁহাকে উপাসনা করা হউক না কেন, সেই উপাসনা যদি লোকদেখান না হয়, তাহা হইলে তিনি সেইভাবেই উপাসককে কৃপা করিয়া থকেন (গীতা ৪।১১)। শ্রীভগবান কপট উপাসনা গ্রহণ করেন না। একটী মাত্র প্রার্থনা ধরিয়া থাকিয়া অর্থাৎ তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন প্রার্থনা না করিয়া, তাঁহার নিকটে যিনি যাহা প্রার্থনা করিবেন তিনি তাহাই পাইবেন। যিনি ঐশ্বর্য্য কামনা করেন তিনি ঐশ্বর্য্যই পান, আর যিনি অন্য কামনা ত্যাগ করিয়া শুধু তাঁহাকেই চান তিনি তাঁহাকেই পান।

ক্রমোন্নতিই সৃষ্টির ধারা। ক্রমোন্নতিপথে যাহা শ্রীভগবানের দিকে লইয়া যায় তাহাই পুণ্য এবং যাহা শ্রীভগবান হইতে দূরে সরাইয়া দেয় তাহাই পাপ। সুতরাং চিত্তকে বিষয়মুখী করাই **পাপ**, আর তাহাকে ভগবৎ-মুখী করাই **পুণ্য**। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানকে বাদ দিয়া কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যই করা যায় না। প্রাণশক্তি বা চৈতন্যরূপে তিনি যতক্ষণ জীবদেহে থাকেন, ততক্ষণই জীব জীবিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। চৈতন্যবিহীন দেহ অচেতন বা জড় পদার্থ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে নিখিল জীব-জগৎ চৈতন্য স্বরূপ শ্রীভগবানের উপরেই ভাসিতেছে— তথাপি পাপাচারী মূঢ় নরাধমগণ মায়া ও অজ্ঞানের দ্বারা হৃতবুদ্ধি হইয়া এবং এইরূপে আসুরিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না বা তাঁহার শরণাগত হয় না (গীতা ৭।১৫)। এইরূপে যাহারা ভোগলালসা পরিতৃপ্তির নিমিত্ত শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা কখনও সুখশান্তি বা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না (গীতা ১৬।২৩)। সকামভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। সৎকর্ম্মের ফলে অনিত্য স্বর্গাদিসুখভোগ, অসৎকর্ম্মের ফলে নরকাদি দুঃখভোগ এবং সদসৎমিশ্রিত কর্ম্মের ফলে মনুষ্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখমিশ্রিতফলভোগ হইয়া থাকে (গীতা ১৮।১২)। সাধারণতঃ জীবের চিত্ত মলিন বা অশুদ্ধ থাকে বলিয়া তাহারা দৃঢ়ভাবে শ্রীভগবানের ভজনা করিতে পারে না। চিত্তকে ভগবৎ-মুখী করিয়া পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যাহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারাই সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া অধ্যবসায় সহকারে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন (গীতা ৭।২৮)। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া আপনাকে তাঁহার অভয় চরণে বিলাইয়া দিতে না পারিলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না।

নিষ্কাম ভগবৎ-আরাধনার ফলে ভগবৎ-প্রাপ্তি ও মোক্ষলাভ হয় বটে, কিন্তু বিষয়াসক্ত জীব সহজে ধনৈশ্বর্য্যাদিভোগের কামনা ত্যাগ করিতে পারে না। কাম্যকর্ম্মের ফল ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া সহজে পাওয়া যায়। সে কারণে ভোগকামী মূঢ় জীব আশু ফল লাভের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশায় ভোগৈশ্বর্য্য কামনা করিয়া ইন্দ্রাদি ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করিয়া থাকে (গীতা ৪।১২)। বহির্মুখী চঞ্চল মনকে বশে আনিবার জন্য শাস্ত্রেও এইরূপ পূজার ব্যবস্থা আছে। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রাদি অন্য দেবতাগণ সর্ব্বদেবময় শ্রীভগবানেরই অঙ্গ বা প্রকাশ বিশেষ। শ্রীভগবানই সব, সবই সেই এক ও অদ্বিতীয় পুরুষেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। সাধন ভজন যাহা কিছু, তাহা সেই একেরই সাধনা। সকলরূপে রূপ মিশাইয়া সেই এক ও অদ্বিতীয় পুরুষই সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া অর্থাৎ তাঁহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যাহা কিছু করা যায়, সে সমস্তই অবিধিপূর্ব্বক করা হয়। সুতরাং তাহা বন্ধনের হেতু হইয়া থাকে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে যাহারা আমা ব্যতীত অন্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের হৃদয়ে আমিই অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদান করি এবং সেই সেই দেবতারূপে আমিই তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকি (গীতা ৭।২০-২২)। আমিই যে অন্যান্য দেবতার রূপ ধারণ করি, আমা ছাড়া যে আর কিছুই নাই—এই পরম তত্ত্ব না জানিয়া দেবোপাসকগণ অজ্ঞানে আমারই পূজা করে বটে, কিন্তু তাহাদের সেই পূজা মোক্ষপ্রাপক বিধি অনুসারে হয় না বলিয়া তাহারা আমাকে পায় না (গীতা ৯।২৩)। আমিই যে নানা দেবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছি, আমিই যে সকল পূজার একমাত্র ভোক্তা ও কর্ম্মফলপ্রদাতা, আমিই যে একমাত্র উপাস্য—এইরূপ জানিয়া এবং নিষ্ঠাপূর্ব্বক আমার পরম ভাবে লক্ষ্য রাখিয়া অভেদজ্ঞানে অন্য দেবতার ভজনা করিলে, তাহাতে আমাকেই ভজনা করা হয় এবং তাহার ফলে আমাকেই পাওয়া যায়। আর যাহারা আমার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনার পরিতৃপ্তির নিমিত্ত অবিধিপূর্ব্বক অন্য দেবতার আরাধনা করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অজ্ঞানতাবশতঃ সেই সেই দেবতাকে আমা হইতে পৃথকভাবে দেখিয়া সেই সেই দেবতাকেই কর্ম্মফলপ্রদাতা বলিয়া মনে করে—তাহারা আমারই বিধানে মোক্ষলাভের পরিবর্ত্তে অনিত্য কাম্যবস্তু মাত্র প্রাপ্ত হয় এবং বারবার ধরায় জন্ম গ্রহণ করিয়া বারবার সংসার-জ্বালা ভোগ করিয়া থাকে। ভেদজ্ঞানে অর্থাৎ অবিধি পূর্ব্বক যিনি যাঁহার উপাসনা করেন, তিনি তাঁহারই লোক প্রাপ্ত হন। অন্তশীল দেবতার উপাসকগণ অনিত্য দেবলোক, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক এবং ভূতবাজিগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন। এইরূপ মূঢ়মতি অবিবেকিগণের ভোগসুখ কিন্তু চিরস্থায়ী হয় না। সুখভোগান্তে তাঁহাদিগকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় (গীতা ৯।২৪-২৫)।

বিষয়াসক্ত জীবের স্বরূপজ্ঞান ভোগবাসনা দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া তাহারা শ্রীভগবানের অব্যয় পরমভাব জানিতে পারে না। শ্রীভগবানের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি না থাকায়, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক অন্য দেবতার ভজনা করিয়া মোক্ষলাভের পরিবর্ত্তে অনিত্য দেবলোক প্রাপ্ত হয়। আর ভগবদ্ভক্তগণ সাক্ষাৎভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা করিয়া মোক্ষলাভ করেন (গীতা ৭।২৩)। অনন্যভক্তিই প্রকৃতপক্ষে মোক্ষলাভের হেতু বটে, কিন্তু যাঁহারা ধনমানাদি কামনা লইয়া বিধিপূর্ব্বক শ্রীভগবানের ভজনা করেন, তাঁহাদের ভক্তি কামনাদুষ্ট হইলেও ভগবৎ কৃপায় তাঁহারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ও নিষ্কামভাব প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে মোক্ষলাভ করেন। অন্য দেবোপাসকগণের ভজনা অবিধি-পূর্ব্বক হয় বলিয়া তাঁহাদের কখনই ভগবৎ-প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয় না।

শ্রীভগবান স্বরূপতঃ এক ও অদ্বিতীয় হইলেও, ভাবের বা আস্বাদনের পার্থক্যহেতু তাঁহাকে বহু বলিয়া বোধ হয়। সকল দেবমূর্ত্তিই সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষের বিভিন্ন মূর্ত্তি। তিনিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের বিষ্ণু বা কৃষ্ণ, সৌরের সূর্য্য এবং গাণপত্যের গণেশ। তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী। আবার রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি॥" তিনি বলিতেন—"কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সবই আমার এলোকেশী॥" পরমহংসদেব বলিয়াছেন—ওরে, তোর ইষ্টই কালী, কৃষ্ণ, গৌর, সব হ'য়েছেন। তা ব'লে কি নিজের ইষ্ট ছেড়ে তোকে গৌর ভজ্‌তে বল্‌চি, তা নয়। দেখ্‌না, গেরস্তের বৌ শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শ্বশুর শাশুড়ী সকলকে সেবা ভক্তি করে—কিন্তু মনের সকল কথা খুলে বলা, আর কাছে শোয়া, কেবল এক স্বামীর সঙ্গেই করে। সে জানে, স্বামীর জন্যই শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি তার আপনার। সেই রকম নিজের ইষ্টকে ঐ স্বামীর মতন দেখ্‌বি।" রামভক্ত শ্রীহনুমানের দিব্যচক্ষে শ্রী-নাথে ও জানকী-নাথে কোন পার্থক্য না থাকিলেও অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ ও সীতাপতি রামচন্দ্র স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হইলেও, শ্রীহনুমান বলিয়াছিলেন—"তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ"—কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার যথাসর্ব্বস্ব।

"স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিঃ"—শ্রীভগবানের স্বরূপ অনুসন্ধান করার নাম ভক্তি। ভক্তি লাভ করিয়া পরমপদের অধিকারী হইতে হইলে শ্রীভগবানের স্বরূপবিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (৩।৮) বলেন—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"—একমাত্র তাঁহাকে (শ্রীভগবানকে) জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়, ইহা ছাড়া মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই। অনন্যচিত্তে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া যোগে যুক্ত থাকিতে পারিলে, তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—মনুষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিন্ন অন্য কোনও জীব শ্রেয়োলাভার্থ যত্ন করে না। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে ক্বচিৎ দুই একজন প্রাক্তন পুণ্যকর্ম্মের ফলে মদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের জন্য প্রযত্ন করেন। আবার ঐরূপ সহস্র সহস্র প্রযত্নকারি-গণের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ সেই জ্ঞানের পরিপাকে আমাকে তত্ত্বতঃ অবগত হয়েন অর্থাৎ প্রত্যাক্ষানুভূতির সহিত আমাকে পূর্ণভাবে জানিতে পারেন। তখন আর তাঁহার জানিবার কিছুই বাকি থাকে না (গীতা ৭।১-৩)। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুকে তত্ত্বতঃ জানিতে হইলে তাহাতে যে যে ধর্ম্ম আছে, তাহা সমগ্রভাবে জানিতে হইবে। শ্রীভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা হয় তখনই, যখন তাঁহার সমগ্র তত্ত্ব অর্থাৎ সমকালেই যে তিনি নির্গুণ ও সগুণ, সমকালেই যে তিনি সর্ব্বভূতস্থ আত্মা এবং লীলাবশে অবতার, স্বরূপে অজ ও অব্যয় হইয়াও তিনি যে আত্মমায়া অবলম্বনে দেহধারণ করেন, সর্ব্বাতীত হইয়াও তিনি যে সর্ব্বাধার ও সর্ব্বলোকমহেশ্বর, তিনিই যে একাংশমাত্র দ্বারা এই নিখিল জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই যে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া সকল মুর্ত্তিতেই বিরাজ করিতেছেন, চরাচর বিশ্বে তিনি ভিন্ন যে আর কিছুই নাই—এইরূপে তাঁহার সমগ্র স্বরূপ, নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীগীতার মতে, অনন্যভক্তিযোগে সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানকে তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে পাওয়া যায় (গীতা ১৮।৫৫)। সাধারণতঃ জীবের সংস্কারান্ধ দৃষ্টি, অন্ধের হস্তিদর্শনের ন্যায়, সীমাবদ্ধ থাকে বলিয়া শ্রীভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা সম্ভব হয় না। তাই ধর্ম্মজগতে এত সাম্প্রদায়িক মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীভগবানের পরমতত্ত্বের বা দিব্য বিভুতির অন্ত নাই। তাহাকে যিনি অজ, অনাদি ও লোকমহেশ্বর বলিয়া জানেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহশূন্য অভ্রান্ত জ্ঞানী। তাদৃশ মহাত্মা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। শ্রীভগবান দেব, ঋষি প্রভৃতি সকলেরই আদি কারণ—সে কারণে কেহই তাঁহাকে সম্যকরূপে জানিতে পারে না। ভৃগু আদি মহর্ষিগণ ও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চতুঃসন ও চতুর্দ্দশমনু—ইহাঁরা সকলেই শ্রীভগবানের সঙ্কল্পমাত্র হইতে উদ্ভূত। শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় জগতের সমুদয় লোক ইহাদের সন্তান সন্ততি। তিনিই সকল বৃত্তির, সকল ভাবের ও সকল অবস্থারই মূল কারণ। জীবের স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ জ্ঞান, অজ্ঞান, শম, দম, ভয়, অভয়, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যাবতীয় ভূতভাব শ্রীভগবান হইতেই উৎপন্ন হয়। জীবের শুভাশুভ সমস্তই শ্রীভগবান হইতে আসিয়াছে। এইরূপে যিনি শ্রীভগবানকে তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানে যুক্ত থাকিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন (গীতা ১০।১-৭)।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তিস্থান, আমিই সকলের আদি কারণ। আমারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া আমারই বিধানে সকলে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত আছে। বুদ্ধি-জ্ঞানাদি সমস্ত বিশ্বভাবই আমা হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া অনন্ত মূর্ত্তিতে দিক্‌দিগন্তে ছুটিতেছে। এইভাবে আমাকে বিদিত হইয়া জ্ঞানিগণ ভাবুক ও প্রেমিক হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজনা করেন। তাঁহারা আমাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া শাস্ত্রপ্রমাণাদি দ্বারা পরস্পরকে আমারই তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন এবং আমারই বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করিয়া ও প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। এইরূপে যাঁহারা আমাতে সতত যুক্ত হইয়া পরম প্রীতির সহিত আমার ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ বা তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া সেই জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তাহাদের অজ্ঞানরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধকার দূর করিয়া থাকি। এইরূপে তাঁহারা ভক্তিবলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া আমাকে সর্ব্বাত্মারূপে জানিতে পারেন। তাদৃশ জ্ঞানী-ভক্ত অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হন (গীতা ১০।৮-১১)।

হিন্দুধর্ম্ম বহু ঈশ্বর স্বীকার করেন না। নানা দেবদেবীর মূর্ত্তিতে হিন্দুগণ উপাসনা করেন সেই একজনকেই, যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা শ্রীভগবান। বিভিন্ন দেব দেবী তাঁহারই শক্তি বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। তিনিই বৈষ্ণবের বিষ্ণু বা কৃষ্ণ, তিনিই শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, সৌরের সূর্য্য এবং গাণপত্যের গণেশ। সত্যদ্রষ্টা প্রাচীন ঋষিগণ সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষকে যে যে মূর্ত্তিতে অনুভব বা দর্শন করিয়াছিলেন, তদনুসারেই দেব-দেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত এবং পটের ছবি অঙ্কিত হইয়া থাকে। এইরূপে নির্ম্মিত মূর্ত্তি বা অঙ্কিত ছবি যাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তিনিই হিন্দুর উপাস্য। প্রকৃতপক্ষে সকলেরই উপাস্য সেই একজন, যিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্ববিষয়ে সকলের কর্ত্তা। তিনি এক ভিন্ন দুই বা ততোধিক হইতে পারেন না। তাঁহার চক্ষে শুধু হিন্দু কেন, মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকলেই সমান। এইরূপ জ্ঞানে নিজ নিজ উপাস্যকে সকল দেব-দেবীর মধ্যেই দেখিতে হইবে, নচেৎ উপাস্য খণ্ডিত হইয়া অপূর্ণই থাকিয়া যাইবেন। অপরের উপাস্যকে অবজ্ঞা করিলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়রহস্য জানেন না, অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহারা হিন্দুগণের সাকার উপাসনাকে মূর্ত্তি-পূজা বা পুতুল-পূজা বলিয়া মনে করেন এবং হিন্দুগণকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন। হিন্দুগণ কোনও কালে জড়ের উপাসক ছিলেন না, চিরদিন তাঁহারা চৈতন্যেরই উপাসক। যে চৈতন্যময় পরমপুরুষ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে নিখিল জগৎ

১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, হিন্দুগণ তাঁহাকেই প্রতিমাদি অবলম্বনে সীমার মধ্যে আনিয়া ভজনা করিয়া থাকেন। 'প্রতিমা' বলিতে প্রতিমূর্ত্তি বা সাদৃশ্য বুঝায়। হিন্দুগণের সাকার উপাসনায় প্রতিমাদিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি দ্বারা চৈতন্যময় উপাস্যের অধিষ্ঠান বা সাক্ষাৎ আবির্ভাব কল্পনা করা হয় এবং এইরূপে প্রতিমাদি অবলম্বনে তদধিষ্ঠিত চৈতন্যময় পুরুষেরই অর্চ্চনা করা হয়। তাই প্রাণ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ও দক্ষিণান্ত-কালের পরে প্রতিমা পূজা হয় না। তখন ইতরভদ্র সকলেই প্রতিমাকে স্পর্শ করিতে পারেন—তাহাতে কোন দোষ হয় না। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যময় উপাস্যকে প্রতিমার মধ্যে চিন্তা করিয়াই প্রতিমা পূজা করা হয়। তাই শাস্ত্র বলেন—উপাস্য যে প্রতিমা মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় থাকিয়া উপাসককে দেখিতেছেন ও তাঁহার সকল কথা শুনিতেছেন এবং উপাসকের প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন—এইরূপ ভাব হৃদয়ে জাগ্রত রাখিয়া প্রতিমা পূজা করা উচিত।

সাধারণতঃ অনধিকারীকে বিদ্যাশিক্ষা দিলে সুফল পাওয়া যায় না, বরং তাহাতে বিদ্যার অমর্য্যাদাই হইয়া থাকে। সে কারণে শ্রীগীতার যুগে বিদ্যামাত্রই গুহ্য বা গোপনীয় থাকিত। গুহ্য তত্ত্ব বলিতে মোক্ষানুকূল ধর্ম্মজ্ঞানকে বুঝায় এবং যে আত্মজ্ঞানের ফলে দেহান্তে বহুসময়সাপেক্ষ ক্রমমুক্তি লাভ হয়, তাহাই গুহ্যতর। আর পরমাত্মা বা শ্রীভগবান সম্বন্ধে যে জ্ঞান সর্ব্ববিদ্যার ও সর্ব্বগুহ্যবিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাহার প্রভাবে দেহপাতের পূর্ব্বেই সমগ্র অবিদ্যার নাশ হয় এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীভগবানকে অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন্মুক্তি বা সদ্যোমুক্তি লাভ করা যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময় বলিয়া গুহ্যতম। সর্ব্ববিধ গোপনীয় তত্ত্বের ও সকল বিদ্যার রাজা বলিয়া ইহাকে রাজগুহ্য-রাজবিদ্যা বলা হইয়াছে। ইহা পরম পবিত্র, সর্ব্বধর্ম্মসম্মত, অক্ষয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলপ্রদ, সহজবোধ্য ও সুখসাধ্য। ইহাতে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা শ্রীভগবানকে না পাইয়া মৃত্যুময় এই সংসারে বারবার যাতায়াত করিয়া থাকে (গীতা ৯।১-৩)।

সর্ব্ববিধ গুহ্যবিদ্যার মধ্যে ভক্তিযোগই সর্ব্বগুহ্যতম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের অভয় চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অনুক্ষণ তাঁহাকে লইয়া থাকাই শ্রেয়োলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। সর্ব্বপ্রকারে বিষয়ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া এবং মনপ্রাণ শ্রীভগবানে সম্যকরূপে সমর্পণ করিয়া, দেহীরূপে তিনিই যে সর্ব্বদেহে বিরাজ করিতেছেন—এইরূপ জ্ঞানে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাতেই যুক্ত থাকিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলময় শ্রীভগবানে জ্বলন্ত বিশ্বাস না থাকিলে এবং তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত হৃদয়ে তীব্র ব্যাকুলতা না জন্মিলে, এইরূপে শ্রীভগবানে যুক্ত হইয়া থাকা যায় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" (গীতা ৯।৩৪ ও ১৮।৬৫)—মদ্গতচিত্ত ও মদ্ভক্ত হইয়া অর্থাৎ মন-প্রাণ আমাতে সম্যক প্রকারে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে আমার পূজা কর এবং কায়মনোবাক্যে আমার চরণে প্রণত হও। এইরূপে অন্তরে-বাহিরে মৎপরায়ণ হইয়া সম্পূর্ণরূপে আমাতে মন সমাহিত করিতে পারিলে আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে। বস্তুতঃ শ্রীভগবানে একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার অভয় চরণে আপনাকে বিলাইয়া দিতে না পারিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। দেহ-মন-প্রাণ দিয়া শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য এই যে ভগবৎ-আহ্বান, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম বিষয়, ইহাই ভক্তিমার্গের পরমকল্যাণকর শেষ ও সার উপদেশ (গীতা ১৮।৬৪)। তাই বোধ হয় শ্রীগীতায় এই উপদেশ-বাক্যের দ্বিরুক্তি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যিনি শ্রীভগবানের অভয় চরণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন প্রকার ভয় বা ভাবনা থাকিতে পারে না। "সকৃদপি প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ দদাম্যেতৎ ব্রতং মম"—"আমি তোমার", এইভাবে প্রপন্ন হইয়া যিনি অকপট চিত্তে একবারও শ্রীভগবানের অভয় চরণে শরণ গ্রহণ করেন, শ্রীভগবান তাঁহাকে বিনা বিচারে অভয় দান করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার ব্রত। প্রকৃতপক্ষে যে ভাগ্যবান পুরুষ নিজ স্বাধীন ইচ্ছা ও অহং-কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার অভয় চরণে "আমি তোমার" বলিয়া আত্মনিবেদন করিতে পারেন, তিনি মায়ার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাশান্তি লাভ করেন (গীতা ৭।১৪)। অভয় ঘোষণা করিয়া শ্রীভগবান মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি (গীতা ৯।৩১)—আমার ভক্তের বিনাশ নাই, তাঁহার কখনও পতন হয় না।

উপসংহারে শ্রীভগবান ভক্তিমার্গের সর্ব্বগুহ্যতম সার উপদেশ দিয়াছেন —"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" (গীতা ১৮।৬৬)—ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের দাসত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। শ্রীগীতার মতে, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও প্রকৃত শরণাগত জনের কোন পাপ হয় না। বস্তুতঃ শ্রীভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইবে। প্রকৃত শরণাগত ভক্তের সকল পাপ-তাপ শ্রীভগবানই দূর করিয়া দেন, তাঁহার সকল ভার শ্রীভগবান স্বয়ং বহন করেন। প্রকৃতপক্ষে **ভগবৎ-শরণাগতিই** শ্রীগীতার সার শিক্ষা, ইহাই সর্ব্বগীতার্থের সার। সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া আমি-আমার রূপ জীবভাবকে তাঁহারই অভয় চরণে ডুবাইয়া দিতে পরিলে পরাশান্তি ও শাশ্বত আনন্দ লাভ করা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগীতার মতে—কর্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে, কিন্তু তাহা নিষ্কাম-ভাবে। শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা শ্রীগীতার অভিপ্রেত নহে। তখনও যথাপ্রাপ্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে হইবে। শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার অব্যয় পরমপদ লাভ করা যায় (গীতা ১৮।৫৬)। প্রকৃতপক্ষে আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে অক্ষম ও অসহায় জানিয়া এই শরণাগতির ভাবটী আনিবার জন্যই এবং তাঁহার প্রসন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্ম করিবার জন্যই, যত কিছু সাধনা। ভক্তিমার্গে অভিমানের তুল্য আর শত্রু নাই, অভিমানেই সাধকের পতন হয়। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে"। নিজে উত্তম হইয়া এবং দম্ভ ও অভিমান ত্যাগ করিয়া দীনহীন কাঙ্গাল না হইলে দীননাথের কৃপালাভ করা যায় না। আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে না পারিলে, প্রকৃত শরণাগতির ভাব আসিতেই পারে না। শ্রীভগবান আপনাকে "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" বলিয়াছেন (গীতা ৫।২৯)। গতি-ভর্ত্তা-প্রভু-সাক্ষী-নিবাস-শরণ-সুহৃৎ ইত্যাদি রূপে তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন (গীতা ৯।১৮)। ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, পাপী, তাপী প্রভৃতি সকলেরই তিনি অকৃত্রিম সুহৃৎ বা উপকারী বন্ধু। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভিন্ন জীবের আর অন্য কোন গতি নাই। এইরূপ জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার কর্ম্ম তাঁহারই প্রীত্যর্থে করিতে হইবে এবং দেহ-গেহাদি বিষয়ের সকল চিন্তা তাঁহারই অভয় চরণে সমর্পণ করিয়া "আমি তোমার হইলাম"—এইভাবে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। ইহাতে যেন কপটতার লেশমাত্র থাকে না। পরমহংসদেবের মতে, শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া "যাহা হয় তিনিই করুন"—এইভাবে তাঁহাকে বকল্‌মা দিতে হয়। ইহারই নাম শ্রীভগবানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসমর্পণ। তখন নিজ সুখসুবিধা বা লাভালাভ বিষয়ে আর কোন ভাবনাই থাকিবে না। "যাহা হয় হউক, যাহা আসে আসুক, সমস্তই তাঁহার স্নেহের দান"—এইরূপ ভাবিয়া সন্তুষ্টমনে সব সহ্য করিতে হইবে। বহুজন্মের সুকৃতির ফলে "আমি তোমার"—এইভাবে আত্মসমর্পণ করা হইলে, বিক্রীত পশুর ন্যায় নিজ ভরণ-পোষণাদির জন্য কোনরূপ চিন্তা বা চেষ্টা থাকিবে না। প্রকৃত শরণাগত ব্যক্তি ফল কামনা করিয়া কোন কর্ম্ম করেন না, কোনও বিষয়ে তাঁহার কর্তৃত্ববোধ থাকেনা। প্রারব্ধ ভোগার্থ তিনি সংসারে থাকিয়াই ঝড়ের এঁটো পাতার মত সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের ইঙ্গিতে পরিচালিত হন। শ্রীভগবান সম্বন্ধে অস্তিত্বের উপলব্ধিই প্রকৃতপক্ষে এইরূপ শরণাগতির প্রধান অবলম্বন। এই আস্তিক্য-বোধটী যত দৃঢ় হয়, শরণাগতির ভাবটী সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দেহাভিমানী অজ্ঞ জীব সাধারণতঃ নশ্বর সুখৈশ্বর্য্যলাভের আশায় শ্রীভগবানের শরণাগত না হইয়া ইন্দ্রাদি ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করিয়া থাকে। জন্মজন্মার্জ্জিত সুকৃতি না থাকিলে কেহ কখনও ভগবৎ-ভক্ত হইতে পারে না। সুকৃতির তারতম্যানুসারে চারি শ্রেণীর ভক্ত শ্রীভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন—যথা, (১) আর্ত্ত (শান্তিলাভের আশায় যাঁহারা জ্বালাময় এই সংসার-কারাগার হইতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হন) (২) জিজ্ঞাসু বা তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু (আর্ত্তিরূপ বৈরাগ্য লাভ করিয়া যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য সচেষ্ট হয়েন), (৩) অর্থার্থী (জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে যাঁহারা উত্তরোত্তর জ্ঞানানন্দ লাভ করিয়া নিত্যপরমানন্দস্বরূপ পরমার্থ-জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়েন) এবং (৪) জ্ঞানী (সাধনার চরম অবস্থায় যাঁহারা শ্রীভগবানকে তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়াছেন)। অধিকাংশ ভাষ্যে—রোগাদি বা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য কোন কারণে বিপন্ন ভক্তকে **আর্ত্ত** বলা হইয়াছে—যেমন কুরুসভায় দ্রৌপদী, কুম্ভীরাক্রান্ত গজেন্দ্র প্রভৃতি; আত্মজ্ঞানাভিলাষী মুক্তিকামী ভক্তকে **জিজ্ঞাসু** বলা হইয়াছে—যেমন জনক রাজা, শৌনকাদি মুনিগণ প্রভৃতি এবং ইহলোকে বা পরলোকে ভোগকামনাশীল ভক্তকে **অর্থার্থী** বলা হইয়াছে—যেমন ধ্রুব, সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহা থাকা পর্য্যন্ত শুদ্ধাভক্তির বা পরমপদের অধিকারী হওয়া যায় না। কথিত আছে, ধ্রুব-গজেন্দ্রাদি ত্রিবিধ সকাম ভক্তগণের সকাম ভক্তি শ্রীভগবানের অযাচিত কৃপায় নিষ্কাম ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহারা সকলেই উন্নত ও মোক্ষপ্রাপ্তির যোগ্য হইলেও, শেষোক্ত জ্ঞানিভক্তকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সকাম ভক্তগণ অভীষ্টলাভার্থ ভগবৎ-ভজনা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান যেমন তাঁহাদের প্রিয়, অভীষ্টবস্তুও তেমনি তাঁহাদের প্রিয়। সে কারণে তাঁহারা শ্রীভগবানে নিত্যযুক্ত হইতে পারেন না, আর নিত্যযুক্ত হইতে না পারিলে একভক্তি অর্থাৎ অনন্যচিত্তে একমাত্র শ্রীভগবানে ভক্তিমান হওয়া যায় না। নিষ্কাম জ্ঞানী ভক্তগণের ভোগবাসনা না থাকায়, তাঁহারা শ্রীভগবানে নিত্যযুক্ত ও একভক্তি হয়েন। তাঁহারা শ্রীভগবান ব্যতীত আর কিছুই জানেন না বা চাহেন না। বহুজন্মের সুকৃতির ফলে জীব জ্ঞানবান হন এবং "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" অর্থাৎ যাহা কিছু আছে সে সমস্তই বাসুদেব—এইরূপ জ্ঞানে সর্ব্বত্রই শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন। তাঁহারা জানেন—জগতের সমস্তই সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষেরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। তাদৃশ সমদর্শী জ্ঞানিভক্ত শ্রীভগবানের আত্মস্বরূপ। শ্রীভগবান যেমন তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তিনিও তেমনি শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। এইরূপ সাধু মহাত্মা সচরাচর দেখা যায় না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(গীতা ৭।১৬-১৯)। শ্রীগীতায় জ্ঞানযুক্ত ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২।৪৫-৪৭) ভক্তকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। **উত্তম ভক্ত** আত্মারূপে অবস্থিত শ্রীভগবানকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দর্শন বা অনুভব করিয়া সর্ব্বভূতে সমদর্শী হন। উত্তম ভক্তের আপন-পর ভেদবুদ্ধি নাই। শ্রীভগবানই সর্ব্বত্র বিলাস করিতেছেন—এইরূপ জ্ঞানে তাঁহার সর্ব্বজীবে নারায়ণ বোধ হওয়ায়, তিনি সাধু-অসাধু, শত্রু-মিত্র প্রভৃতি সকলের সহিতই সমান ব্যবহার করেন। **মধ্যম** ভক্তের সর্ব্বভূতে সমদর্শন হয় না। ভেদবুদ্ধি থাকা হেতু তিনি শ্রীভগবানে প্রেম, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অজ্ঞানীর প্রতি কৃপা ও বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। আর **অধম** ভক্তগণ পরম শ্রদ্ধার সহিত প্রতিমাদিতে শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্য কাহারও পূজা করেন না। অজ্ঞজনের প্রতি তাঁহার ঘৃণাভাব এবং বিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষভাব থাকে। সুতরাং প্রকৃতভক্তের পক্ষে শুধু শ্রীবিগ্রহের পূজা বা সেবা করাই যথেষ্ট নহে, তাহা সাধারণতঃ অভিনয়েই পরিণত হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র সমদর্শন না হইলে প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না।

শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৫।২৩) ভক্তিসাধনার নয় প্রকার মুখ্য অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—যথা, "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥" এই নববিধ সাধনাঙ্গের যে কোন এক অঙ্গ সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। রাজা পরীক্ষিৎ **শ্রবণে**, শুকদেব গোস্বামী **কীর্ত্তনে**, ভক্তপ্রহ্লাদ **স্মরণে**, লক্ষ্মীদেবী **পাদসেবনে**, রাজা পৃথু **অর্চ্চনায়** বা পূজায়, অক্রুর **অভিবন্দনে**, হনুমান **দাস্যে**, অর্জ্জন **সখ্যে** এবং বলিরাজা **আত্মনিবেদনে** শ্রীভগবানকে পাইয়াছিলেন। শ্রীগীতার মতে, কর্ম্ম-জ্ঞান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্যান ও ভক্তির সমন্বয় ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ হয় না। প্রকৃতভক্ত সর্ব্বভূতস্থ শ্রীভগবানকে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভজনা করিলেও, কার্য্যকালে তিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, বিচারকালে তিনি জ্ঞানযোগের ও যোগসাধনকালে ধ্যানযোগের অনুষ্ঠান করেন। প্রকৃতপক্ষে যিনি কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছেন, কর্ম্মযোগের ফলে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি সকল সংশয় ছেদন করিয়াছেন এবং ধ্যানযোগে যিনি সংযতচিত্ত ও আত্মবান্ হইয়া আত্মার বা শ্রীভগবানের চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাদৃশ জীবন্মুক্ত পুরুষ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। অতএব আত্মজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানজাত সমস্ত সংশয় ছেদন করতঃ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন করাই জীবের কর্ত্তব্য (গীতা ৪।৪১-৪২)।

নিরাকার ও সাকার উপাসনা—

শ্রীভগবান স্বরূপতঃ নিরাকার ও নির্গুণ হইলেও, সাকার বা সগুণ স্বরূপে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা, বিশ্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান। নির্গুণ স্বরূপে থাকিয়াই তিনি আপন মায়া অবলম্বনে সগুণ ভাবে লীলা করেন। তাঁহার নির্গুণ স্বরূপের ও সগুণ স্বরূপের মধ্যে পারমার্থিক কোন পার্থক্য না থাকিলেও, ব্যবহারিক জগতে দেখা যায় যে কোন কোন সাধক ভক্তিযোগে তাঁহার সগুণ ব্যক্তস্বরূপের উপাসনা করেন, কেহ কেহ আবার জ্ঞানযোগ অবলম্বনে তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসনা করেন। শ্রীগীতায় সগুণ ও নির্গুণ উপাসনাকে সমান স্থান দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীগীতার মতে, শ্রীভগবানের ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিমার্গে সাকার উপাসনাই সুখসাধ্য। প্রবর্ত্তকের পক্ষে নির্গুণ উপাসনা বিহিত নহে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—জ্ঞানমার্গে আমার অনির্দ্দেশ্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অচিন্ত্য ও অব্যক্ত নির্গুণ স্বরূপের উপাসনা বা চিন্তা দ্বারাও আমাকে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মনপ্রমুখ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়বিমুখ করিয়া সম্যকরূপে নিয়মিত করিতে না পারিলে এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিতে না পারিলে আমার নির্গুণ স্বরূপের উপাসনায় অধিকার জন্মায় না। দেহাভিমানী জীবের পক্ষে বাক্যমনের অগোচর নিরাকার ও নির্গুণ স্বরূপের চিন্তা বা উপাসনা অতিশয় ক্লেশকর ও কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। আর যাঁহারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া ও মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যভক্তিযোগে আমারই চিন্তা ও উপাসনা করেন, তাদৃশ মদ্গতচিত্ত নিষ্কাম ভক্তগণকে আমি অচিরে মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। শ্রীগীতায় ভক্তিমার্গের উপাসককে শ্রেষ্ঠ যোগী বলা হইয়াছে। তাদৃশ সাধককে শ্রীভগবান স্বয়ং সাহায্য করিয়া, যেন হাত ধরিয়াই, উদ্ধার করিয়া থাকেন (গীতা ১২।১–৭)।

নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা হইতে সগুণ ভগবৎ-সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব এইরূপে দেখাইয়া শ্রীভগবান সুখসাধ্য সগুণ উপাসনার চারিটী স্তর দেখাইলেন— (১) সর্ব্বকর্ম্মের ফলত্যাগ, (২) ভগবৎ প্রীত্যর্থে কর্ম্মানুষ্ঠান, (৩) একাগ্রতা লাভের জন্য শ্রীভগবানে চিত্তস্থাপন রূপ অভ্যাস যোগ এবং (৪) শ্রীভগবানে চিত্ত-সমাধান। এই চতুর্থ স্তরের সাধকই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—বিষয়মুখী মনকে আমাতে স্থির রাখিয়া আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর অর্থাৎ আমারই ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাক। এইরূপে সর্ব্বক্ষণ আমার ভাবে বিভাবিত হইয়া চিত্তকে আমাতেই সমাহিত করিতে পারিলে, দেহান্তে নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে। বাসনাবিক্ষিপ্ত চিত্ত স্থায়িভাবে শ্রীভগবানে সমাহিত হয় না, তাই শ্রীভগবান বলিতে লাগিলেন —চিত্তচাঞ্চল্যবশতঃ চিত্তকে যদি আমাতে সমাহিত করিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে পাইতে চেষ্টা কর অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক প্রতিমাদি অবলম্বনে আমাতে পুনঃ পুনঃ স্থাপন করিবার অভ্যাস কর এবং এইরূপে আমাকে পাইতে চেষ্টা কর। ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিমাদির পূজা ও হৃদয়ে সেইরূপের ধ্যান—পুনঃ পুনঃ এইরূপ অভ্যাস দ্বারা আমাকে লাভ করিতে পারিবে। চিত্তশুদ্ধির অভাবে এইরূপ অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হইলে সর্ব্ববিধ ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়া মৎকর্ম্ম-পরায়ণ হও অর্থাৎ আমার প্রীত্যর্থে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিউৎপাদক কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। এইরূপে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তুমি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যদি ইহাতেও অসমর্থ হও, তবে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বনে সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ কর অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্ম্ম কর। প্রকৃতপক্ষে সম্যক জ্ঞানরহিত অভ্যাসযোগ অপেক্ষা তদুৎপন্ন জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, এই পরোক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা তদ্বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা বা ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হওয়ায়, এই ত্যাগ হইতেই পরাশান্তি লাভ হইয়া থাকে (গীতা ১২।৮-১২)।

উপরোক্ত স্থলে অসমর্থ পক্ষেই কর্ম্মফল ত্যাগের ব্যবস্থা দিয়া অর্থাৎ তাহাকে সাধনার সর্ব্বনিম্ন স্তর বলিয়া, তাহাকেই আবার সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইল। এইরূপ পরস্পর বিরোধী উক্তির সমাধানের জন্য বলা হয় যে সাধনার প্রারম্ভে যেমন চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মফলত্যাগরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, সিদ্ধির পরেও তেমনি লোকসংগ্রহার্থ এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগই বিহিত হইয়াছে। সাধনার প্রথমাবস্থায় কর্ম্মে আসক্তি বা অহংকর্ত্তৃত্বের অভিমান সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না। তখন "আমি করিতেছি" ইত্যাকার বোধ কিছু না কিছু থাকিয়া যায় বলিয়া, তখনকার অবস্থা সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের নিম্নাবস্থা। আর সিদ্ধাবস্থায় যখন পূর্ণভাবে অহং-অভিমানের ত্যাগ হইয়া থাকে, তখনকার অবস্থা সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের উচ্চাবস্থা। এইরূপে সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিবিধ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাবস্থায় ফলকামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই শ্রেয়োলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

পরিশেষে শ্রীভগবান কতিপয় শ্লোকে (গীতা ১২।১৩-২০) তাঁহার প্রিয় ভক্তের কতিপয় লক্ষণ বর্ণনা করিলেন। বস্তুতঃ মালা-তিলকাদি ধারণ করিলেই বা পূজার্চ্চনাদি বাহ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। প্রকৃত ভক্ত শ্রীভগবানে একান্ত নির্ভরশীল হইয়া নিম্নবর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হইবেন—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ
সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥"

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিতমনো-
বুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥"

"অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী
যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভ-
পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণসুখ-
দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥"

"তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ
স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥"

"যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে। শ্রদ্দধানা মৎ-
পরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বভূতে শ্রীভগবান বিরাজমান, সমস্তই তাঁহার দান, সমস্তই শ্রীভগবান হইতে প্রকাশ পাইতেছে, তিনিই সুখদুঃখাদির আকারে প্রকাশিত হইতেছেন, ইত্যাকার জ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোক-ব্যবহারে শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত হইবেন—(১) সর্ব্বজীবে দ্বেষশূন্য ও সকলের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন, সর্ব্বত্র দয়াবান ও ক্ষমতাসত্ত্বেও ক্ষমাশীল এবং সর্ব্ববিষয়ে স্পৃহাশূন্য ও পক্ষপাতশূন্য, অথচ অনলস ও কর্ম্মপটু (২) আমি-আমার-জ্ঞানশূন্য, সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত, যদৃচ্ছালাভে সতত সন্তুষ্ট এবং গৃহে থাকিয়াও গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিহীন, (৩) প্রিয়াপ্রিয় বস্তুতে হর্যদ্বেষবিহীন, দুঃখে-শোকে অবিচলিতচিত্ত, হর্ষ-বিষাদ-ভয়-উদ্বেগাদি হইতে সতত মুক্ত, শুভাশুভপরিত্যাগী ও দ্বন্দ্বসহিষ্ণু (অর্থাৎ শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি প্রভৃতি বিষয়ে সমভাবাপন্ন), (৪) অপরের প্রতি অনুদ্বেগকর বাক্য ও আচরণ, কায়-মন-বাক্য সতত সংযত, প্রতিকূল বাক্যে ও আচরণে সতত অবিচলিতচিত্ত এবং (৫) শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধানে স্থিরবিশ্বাসী, অন্তর্বাহ্য নিত্যবিশুদ্ধ, মনোবুদ্ধি শ্রীভগবানেই অর্পিত ও তাঁহাতেই নির্ভরশীল ও ভক্তিমান। এই সমস্ত সদ্গুণের অনুশীলনকেই ধর্ম্মামৃত বা অমৃততুল্য ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। এইরূপ আচরণ করিলে ভক্ত হইয়া শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করা যায়।

অতএব দেখা যায় যে ৭১-৭৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (গীতা ২।৫৫-৭২), ১৮১-৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত জ্ঞানীর লক্ষণ (গীতা ১৩।৭-১১), উপরিবর্ণিত ভক্তের লক্ষণ (গীতা ১২।১৩-২০), ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ (গীতা ১৪।২২-২৫) এবং ২১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত দৈবীসম্পদের লক্ষণ (গীতা ১৬।১-৩)—ইহারা সকলেই প্রায় একই প্রকার। সুতরাং যিনি যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, সিদ্ধাবস্থায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেরই লক্ষণ প্রায় একরূপই হইয়া থাকে। যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনিই আবার প্রকৃত ভক্ত। তাঁহাকেই আবার ত্রিগুণাতীত বা স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ এবং দৈবীসম্পদ্‌সম্পন্ন বলা হয়। ঈদৃশ মহাত্মার হৃদয়ে ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান নিত্য বাস করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গীতোক্ত যোগ

সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শ্রীগীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তি—এই চারি প্রকার যোগসাধনার কথা আছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—কেহ কেহ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া আপনাতেই দেহাতীত আত্মাকে মানসচক্ষে দর্শন করেন। কেহ কেহ সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া, কেহ কেহ আবার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা আত্মাকে পূর্ব্বোক্তরূপে দর্শন করিতে না জানিয়া বা না পারিয়া সর্ব্বজনসুলভ ও সুখসাধ্য ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন, তাঁহারা সাধুগুরুর মুখে উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ও তাহাতেই বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধাসহকার শ্রীভগবানের উপাসনা করেন এবং এইরূপে সংসার অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যুর পরপারে চলিয়া যান (গীতা ১৩।২৪-২৫)। কর্ম্মজ্ঞানাদি মার্গচতুষ্টয়ের যে কোনটী অবলম্বন করিয়া সাধনা আরম্ভ হউক না কেন, ইহাদের মধ্যে উপায়ের পার্থক্য থাকিলেও সিদ্ধাবস্থায় পরিণাম ফল একই প্রকার হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটীই প্রকৃতপক্ষে মুক্তিলাভের এক একটী স্বতন্ত্র পথ। শ্রীগীতা বলেন—কর্ম্মমার্গে অনাসক্ত চিত্তে কর্ম্ম করিয়া (গীতা ৩।১৯) এবং অনন্যভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানকে স্বরূপতঃ জানিয়া (গীতা '১১।৫৪) এমন কি জ্ঞানযোগে শুধু নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া (গীতা ১২।৩-৪) এবং ধ্যানমার্গে শুধু রাজযোগ অবলম্বন করিয়া (গীতা ৫।২৭-২৮) মুক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাভ করা যায়। পরমহংসদেবও বলিয়াছেন—"যত মত তত পথ" অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম্মমতই ঈশ্বরলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ।

শ্রীগীতার মতে, যে সাধকের মধ্যে কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ হইয়াছে, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক। প্রয়োজনমত একটীকে মুখ্য রাখিয়া সমুচ্চয়ভাবে এই চারি মার্গের সাধন করাই শ্রীগীতার অভিপ্রেত। গীতোক্ত যোগীকে একাধারে কর্ম্মী, জ্ঞানী, ধ্যানী ও ভক্ত হইতে হইবে। গীতোক্ত যোগের চরম ফল—সর্ব্বভূতে সমদর্শন বা ভগবৎ-দর্শন। শ্রীভগবানই সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, সবই তিনি—এইরূপ জ্ঞানে জগতের সর্ব্বপদার্থে অবিনাশী আত্মাকে বা শ্রীভগবানকে স্মরণ বা দর্শন করাই শ্রীগীতার সার উপদেশ। যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, সমস্ত বিনষ্ট হইলেও যাঁহার নাশ হয় না, সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানকে যে মহাত্মা সর্ব্বভূতে অনুভব বা দর্শন করেন, তিনিই যথার্থদর্শী। তাদৃশ সম্যকদর্শী মহাত্মা আপনাকে আপনি হিংসা বা হনন করেন না। এইরূপে তিনি জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া পরমা গতি লাভ করেন (গীতা ১৩।২৭-২৮)। সেই পরমপুরুষ শ্রীভগবানই যে বহু হইয়া সর্ব্বজীবে চৈতন্যরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই একজনই যে সবরূপে রূপ মিশাইয়া সব হইয়াছেন—এইরূপ জ্ঞানে তিনি সকলকেই সমভাবে দেখেন এবং সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়া সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন। সাম্যবাদের এই মূলতত্ত্ব শ্রীগীতায় নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি মার্গ চতুষ্টয়ের অপূর্ব্ব সমন্বয়ই সর্ব্বোপনিষদের সারভূত শ্রীগীতার নিজস্ব। এই মতে, আজীবন এই চারি যোগেরই সাধনা করিতে হইবে। কর্ম্মযোগই প্রকৃতপক্ষে সাধনার প্রথম সোপান। কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়াই সাধনা আরম্ভ করিতে হয়। কর্ম্মযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যতীত জ্ঞান বা ভক্তি কিছুই হয় না। নিষ্কামকর্ম্মই প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। কর্ম্মযোগে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, সেই বিশুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞান আপনাআপনি ফুটিয়া উঠে (গীতা ৪।৩৮)। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানযোগে অধিকারই জন্মায় না। এই জ্ঞানযোগই সাধনার **দ্বিতীয় সোপান**। দ্বিতীয় সোপান হইলেও কর্ম্মযোগের সহিত ইহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। আত্মতত্ত্ব জানাই জ্ঞান। জ্ঞানযোগে আত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে তাহা পরোক্ষই থাকে। যে কোন সময়ে মোহ বা অজ্ঞানতা আসিয়া বুদ্ধিগম্য এই পরোক্ষজ্ঞানকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে পারে। মাত্র বুদ্ধি দ্বারা জানিবার সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে জানা যায় না, আর যাহাও জানা যায় তাহাতে সর্ব্বসময়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকা যায় না। বিচারলব্ধ এই ক্ষীণ জ্ঞানকে সুদৃঢ় করিবার জন্য, পরোক্ষ এই জ্ঞানকে প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা অপরোক্ষ করিবার জন্য, ধ্যানযোগ আবশ্যক। ধ্যানযোগই সাধনার **তৃতীয় সোপান**। ধ্যানযোগে জ্ঞানের পরিপাক হইলে তাহা প্রত্যক্ষানুভবরূপ বিজ্ঞানে পরিণত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকাররূপ চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সুবিমল আত্মানন্দ লাভ হইলে সাধকের হৃদয়ে "আরও আনন্দ লাভ করি"—এইরূপ একটা সাত্ত্বিকী আকাঙ্ক্ষা জন্মে। তাহারই ফলে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই ভক্তি বিনা কোন সাধনাই সম্যক ফল প্রদান করিতে পারে না। এই ভক্তিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ববিধ সাধনার চরম ফল। অনন্য-ভক্তিযোগে শ্রীভগবানের উপাসনাই সাধনার **চতুর্থ বা শেষ সোপান**। এই ভক্তিযোগই সকল সাধনার সার এবং ভগবদ্ভক্তই সকল যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ (গীতা ৬।৪৭)। ভক্তিযোগে শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রসন্নতালাভের জন্য নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে না পারিলে ভগবৎ-প্রাপ্তি বা মোক্ষলাভ সম্ভবপর হয় না। পরস্পরসাপেক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চতুর্বিধ যোগেরই উদ্দেশ্য হইল সঙ্কল্প ত্যাগ, একাগ্রতা লাভ ও পরমানন্দে স্থিতি।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥" (গীতা ১১।৫৫)। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মনিষীগণের মতে, কর্ম্ম-ভক্তি-ধ্যান-ও জ্ঞান-যোগের লক্ষণ-সমন্বিত এই শ্লোকটীতে সমগ্র গীতার সারাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন—(১) মৎকর্ম্মকৃৎ অর্থাৎ **কর্ম্মযোগ** অবলম্বনে যিনি অহংকর্তৃত্ব ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া অনুগত ভৃত্যের ন্যায় আমার প্রীত্যর্থে আমারই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, (২) মৎপরম ও মদ্ভক্ত অর্থাৎ **ভক্তিযোগ** অবলম্বনে যিনি মনেপ্রাণে আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে আমার ভজনা করেন, আমিই যাহার একমাত্র গতি, (৩) সঙ্গবর্জ্জিত অর্থাৎ **ধ্যানযোগ** অবলম্বনে যিনি সর্ব্ব বাহ্যবিষয়ে আসক্তিশূন্য এবং (৪) সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈরঃ অর্থাৎ **জ্ঞানযোগ** অবলম্বনে যিনি সর্ব্বভূতে আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বভূতে বৈরভাবশূন্য বা হিংসাশূন্য—তাদৃশ ভাগ্যবান সাধক আমাকে প্রাপ্ত হন। শ্রীগীতার মতে —যোগে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত হইয়া ও ভগবৎ-পরায়ণ হইয়া শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতে হইবে এবং সর্ব্বভূতহিতে রত থাকিয়া সর্ব্বভূতের প্রতি সমভাব রাখিতে হইবে। সুতরাং ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সাধককে শুধু নিষ্কর্ম্মা ভাবুক হইলে চলিবে না। তাঁহাকে একাধারে কর্ম্মী, জ্ঞানী, ধ্যানী ও ভক্ত হইতে হইবে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ধ্যান সমন্বিত ভক্তিই শ্রীগীতার অভিপ্রেত ও প্রধান লক্ষ্য।

অন্যত্র শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥" (গীতা ৪।১০)—যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বর্জ্জন করিয়া মদ্গতচিত্তে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরণাগত হইয়াছেন, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং সেই জ্ঞানের পরিপাকহেতু ধ্যানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়াছেন, তাদৃশ মহাত্মাই আমার ভাব বা স্বরূপ লাভ করেন। এস্থলে—কামনাপ্রসূত আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ও শুদ্ধচিত্ত হওয়া কর্ম্মযোগ-সাধনার সাধ্য, অনন্যচিত্তে শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়া ভক্তিযোগ-সাধনার সাধ্য এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা ও তৎপরিপাকহেতু ধ্যানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হওয়া জ্ঞানযোগের ও ধ্যানযোগের সাধ্য। সুতরাং এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হইল যে ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য সমুচ্চয়ভাবে উক্ত চারি যোগেরই সাধনা করিতে হইবে।

গীতাসম্মত সাধনায় কর্ম্মজ্ঞানাদি চারিযোগ নিষ্ঠাভেদে পৃথক বলিয়া বোধ হইলেও পরস্পরসাপেক্ষ এই চতুর্বিধ যোগেরই মুখ্য উদ্দেশ্য হইল চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতালাভ এবং মোক্ষপ্রাপ্তি। গীতোক্ত সাধক একাধারে নিষ্কামকর্ম্মী, আত্মজ্ঞানী, ধ্যানযোগী ও পরমভক্ত হইবেন। তাহার পক্ষে এই চারি যোগই আজীবন অনুষ্ঠেয়। এইরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি আপনাকে ব্রহ্মের বা শ্রীভগবানের অনন্ত সত্তায় ডুবাইয়া রাখিতে পারেন বটে, কিন্তু শ্রীগীতার তাহা অভিপ্রেত নহে। শ্রীগীতার মতে, তিনি আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে ইচ্ছাময়ের মঙ্গলেচ্ছার নিকটে বলি দিয়া তাঁহার বিশ্বলীলায় সহায়তা করিবেন এবং জনহিতকর কর্ম্মজীবন অবলম্বন পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মোহান্ধ মলিন জীবকে উচ্চতর আদর্শ দেখাইয়া দিবেন। এই বিরাট সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে লীলাময় শ্রীভগবানের বিচিত্র আনন্দলীলা। নিখিল জীবকে লইয়া তিনিই এই খেলা খেলিতেছেন। লীলাময়ের লীলাপুষ্টির নিমিত্তই জীবগণ এই আনন্দময় খেলার সাথীরূপে এই সংসারে আসিয়াছে। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বশে জীব যখন ইহা বুঝিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিয়া সেইমত চলিতে পারে, তখনই তাহার মানবজীবন ধন্য হইয়া যায়।

ভগবৎ-অনুগ্রহ ব্যতীত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। অনু অর্থে পশ্চাৎ, অতএব "অনুগ্রহ" বলিতে পশ্চাৎ-গ্রহণ বুঝায়। শ্রীভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে, প্রথমে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং সকল বিষয়ে ভগবৎ-অনুভূতি ফুটাইয়া তোলা এবং সমস্ত কার্য্যকে ভগবন্মুখী করাই প্রকৃত সাধনা। তজ্জন্য প্রতি কার্য্যে, প্রতি বাক্যে ও প্রতি ভাবনায় শ্রীভগবানকে স্মরণ করিতে হইবে। বাহ্যবিষয়ে অনুরাগ বা বিদ্বেষই এই পথের অন্তরায়। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবেই। যাহা সুখদ বা বাসনার অনুকূল তাহাতে রাগ বা আসক্তি এবং যাহা দুঃখদ বা বাসনার প্রতিকূল তাহাতে দ্বেষ বা বিরক্তি অবশ্যম্ভাবী। রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বভাবই জীবকে ভগবন্মুখী হইতে দেয় না। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে এইরূপ দ্বন্দ্বভাব আর থাকে না। যে সকল পুণ্যাত্মাগণের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ভালমন্দ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া দৃঢ়চিত্তে শ্রীভগবানকে ভজনা করিয়া থাকেন (গীতা ৭।২৭-২৮)।

পরমহংসদেব বলিতেন—"সংসারে দুরকম স্বভাবের লোক দেখা যায়। কতকগুলোর 'কুলোর' মত স্বভাব, তারা কামিনী-কাঞ্চনাদি অসার বস্তু ত্যাগ ক'রে সারবস্তু ভগবানকে গ্রহণ করে। আর যাদের 'চালুনির' মত স্বভাব, তারা বদ্ধ সংসারী সেজে সারবস্তু ভগবানকে পরিত্যাগ ক'রে অসারবস্তু কামকাঞ্চনাদি গ্রহণ করে।" শাস্ত্রে আপাতরমণীয় কামকাঞ্চনাদি অসার বস্তুকে প্রেয়, আর শ্রেয়স্কর সারবস্তু শ্রীভগবানকে শ্রেয় বলা হয়। এই প্রেয়ই জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আর শ্রেয় তাহাকে ভগবদ্ধামে লইয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিবেকী বদ্ধ জীব বিষয়মোহে মুগ্ধ হইয়া শ্রেয়কে ত্যাগ করিয়া প্রেয়কেই সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে। মায়ার প্রভাবে সে বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না যে উপভোগের দ্বারা কখনও কামনার নিবৃত্তি হয় না। তৃপ্তির অভাব হেতু বিষয়ভোগজনিত ক্ষণিক সুখ পরিণামে দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"—অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত না হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যায়, সেইরূপ অবৈধভাবে বিষয় উপভোগ করিলে কাম বা ভোগতৃষ্ণা না কমিয়া বরং বাড়ে। সে কারণে জ্ঞানী ব্যক্তি অনিত্য বিষয়সুখে তৃপ্তিবোধ করেন না এবং তাহাতে আসক্ত হন না (গীতা ৫।২২)। অনিত্য বিষয়সুখে যে আসক্তি তাহাই জীবের বন্ধনের কারণ। বিষয়ে দোষদর্শন করিয়া এবং একমাত্র শ্রীভগবানকে প্রিয়বস্তু করিয়া, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়াই জীবের কর্ত্তব্য।

সাধনপথে বিষয়চিন্তাই যত অনিষ্টের মূল। এই বিষয়চিন্তা হইতেই পরিণামে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। নিয়ত বিষয়-চিন্তা করিলে তাহাতে ক্রমশঃ আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে ভোগের বাসনা বা প্রাপ্তির কামনা হয় এবং কামনা কোনরূপে বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধের উদয়ে হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, তখন সদুপদেশ বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটে বলিয়া সদসৎ বা কার্য্যাকার্য্য-বিচার করিবার ক্ষমতা আর থাকে না। এইরূপে বিবেক, স্মৃতি ও বুদ্ধি হারাইয়া জীব এমন কার্য্য করিয়া ফেলে যাহাতে তাহার অনিষ্ট হয়, যাহাতে সে পুরুষার্থহীন হইয়া এককালে নষ্ট হইয়া যায় (গীতা ২।৬২-৬৩)। প্রকৃতপক্ষে বিষয়-চিন্তাই শ্রীভগবানকে ভুলাইয়া রাখে। ভগবৎ-চিন্তা দ্বারা বিষয়চিন্তা দূর করাই প্রকৃত সাধনা। বন্ধনস্বরূপ এই বিষয়চিন্তা বা ভোগেচ্ছা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-চিন্তা করিতে পারিলে পরিণামে আর পুরুষার্থহীন হইয়া মৃতবৎ হইতে হয় না। সুতরাং বহুজন্মের বিষয়চিন্তার ফলে যে বিষয়াসক্তি জন্মিয়াছে, তাহাকে ভগবৎ-চিন্তা দ্বারা দূর করিতে হইবে। যে মন এতকাল বিষয়চিন্তায় নিযুক্ত ছিল, এখন তাহাকে ভগবৎ-চিন্তায় নিযুক্ত করিতে পারিলে সর্ব্বদুঃখের অবসান হইয়া যায়। মহাপুরুষ বলিয়াছেন—বিষয়চিন্তা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের সকল বাসনা ও ভাবনা শ্রীভগবানের অভয় চরণে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্তমনে তাঁহারই নাম লইয়া থাকিতে অভ্যাস কর। এইরূপে সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানকে লইয়া থাকিতে পারিলে শ্রীনামের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সংসারের সকল অভাব, সকল অশান্তি, সকল বাধাবিপত্তি, চিরতরে দূর হইয়া যাইবে।

বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ উভয়ই বন্ধনের হেতু হইলেও, বিষয়ের নিজস্ব কোন দোষ নাই। বিষয়ভোগে বিভোর হইয়া বিষয়কে বিষয়রূপে দেখাই জীবের বন্ধনের কারণ। প্রকৃতপক্ষে ভোগ্য বিষয় মাত্রই শ্রীভগবানের মূর্ত্ত বিকাশ। শ্রীভগবানই বিষয়াদির মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। অবিদ্যার বশে জীব বিষয়ই দেখে, তাঁহাকে দেখে না। খণ্ডিত চক্ষে বিষয়কে বিষয়রূপে না দেখিয়া, জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাহাকে শ্রীভগবানেরই মূর্ত্তি বা প্রকাশরূপে দেখিতে অভ্যাস করিলে জীবকে আর বিষয়মোহে মুগ্ধ হইতে হয় না। তখন এই বিষয়ই হৃদয় মধ্যে ভগবদ্ভাব ও ভগবৎ-প্রীতি ফুটাইয়া তুলিয়া সাধনপথে সহায়তা করিতে থাকিবে। ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই স্ব স্ব বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। তাহারা যে কোন বিষয় বহন করিয়া আনুক না কেন, উহাকেই শ্রীভগবানরূপে গ্রহণ করা উচিত। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৩।১৪।১) বলেন—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—সমস্তই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান। শ্রীগীতার "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" (গীতা ৭।১৯) অর্থাৎ সমস্তই বাসুদেবময়—ইহা উক্ত শ্রুতি-বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্তা শ্রীভগবানই জীব-জগৎ-বিষয়াদির আকারে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। সবই তিনি, তিনি ভিন্ন আর কোথাও কিছু নাই—এইরূপ বোধে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে, চিত্ত সদাই ভগবদ্ভাবে পূর্ণ থাকিবে। তদবস্থায় সাধক যে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকুন না কেন, তাঁহাকে আর বিষয়মোহে মুগ্ধ বা সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয় না।

সমত্ববুদ্ধিই প্রকৃতপক্ষে গীতোক্ত যোগসিদ্ধির ফল। গীতোক্ত যোগী মায়িক নাম-রূপ মিথ্যা জানিয়া সমস্ত মায়িক বস্তুতে আসক্তিশূন্য হন এবং সকল নাম-রূপের অন্তরালে চৈতন্যরূপী শ্রীভগবানকে দেখিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হন। বিভিন্ন নাম-রূপ ধরিয়া শ্রীভগবানই বিশ্বরূপে দাঁড়াইয়া আছেন, শ্রীভগবানই চেতন আত্মারূপে সর্ব্বভূতে বিরাজমান—এইরূপ জ্ঞানে তিনি আত্মা বা শ্রীভগবানকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে বা শ্রীভগবানে অবস্থিত দেখেন। শ্রীভগবান ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় না। "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।" এইরূপে যিনি সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া সর্ব্বভূতকে সমান জ্ঞান করেন এবং সকলের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া অপরের সুখ-দুঃখ নিজ সুখদুঃখেরই মত মনে করেন, তিনিই শ্রীগীতার মতে **শ্রেষ্ঠ যোগী** (গীতা ৬।৩২)। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—চৈতন্যরূপে আমিই সর্ব্বভূতের মধ্যে অবস্থিত আছি, ইহা জানিয়া যে সমদর্শী সাধক সর্ব্বভূতের সেবা করেন, তিনি সর্ব্বাবস্থায় আমাতেই অবস্থান করেন (গীতা ৬।২৯-৩২)। পরহিতার্থে স্বার্থত্যাগ করাই প্রকৃত সাধনা। স্বার্থ-চিন্তা ত্যাগ করিয়া মনকে সম্প্রসারিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে না পারিলে, অন্যের সুখ-দুঃখ আপনার সুখদুঃখের সহিত একীভূত না হইলে, শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় না।

শ্রীভগবান সর্ব্বভূতেই বিরাজমান, সুতরাং সকলেরই সহিত সদ্ব্যবহার করাই উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৯।২১-২৭) হইতে জানা যায় যে কপিল-অবতারে শ্রীভগবান মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন— আমি সর্ব্বভূতের আত্মা, অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে আমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে বিরাজ করি। জীব যে পর্য্যন্ত না ইহা বুঝিতে পারে, তাহার পক্ষে সেই পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত আমার প্রতিমাদি পূজা করাই উচিত। যে ব্যক্তি মূঢ়তাবশতঃ সর্ব্বভূতস্থ আমাকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে, যে ব্যক্তি প্রাণিবিদ্বেষী ও লোকনিন্দুক, তাদৃশ হতভাগ্য পুরুষ নানা উপচারে প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করিলেও তাহার প্রতি আমি প্রসন্ন হই না। তাহার প্রতিমা-পূজা বিড়ম্বনামাত্র, তাহাতে কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতিই দেওয়া হয়। অপরকে ঘৃণা বা অবহেলা করিলে শ্রীভগবানকেই ঘৃণা বা অবহেলা করা হয়—তাহাতে আত্মার অধঃপতন হইয়া থাকে। কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছেন—"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" মানুষের মধ্যে শ্রীভগবানকে অনুভব করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন—মানুষই সত্য। প্রকৃতপক্ষে মানুষকে ভালবাসিতে না পারিলে শ্রীভগবানকে ভালবাসা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥" বস্তুতঃ জীব বিম্বস্বরূপ শ্রীভগবানের প্রতিবিম্বস্বরূপ। জীব মাত্রই শিব বা জীবন্ত ভগবান, এবং সর্ব্বভূতের সেবাই শ্রীভগবানের অর্চ্চনা বা আরাধনা। সুতরাং পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতি সকলের সেবাতে তাঁহারই সেবা হইতেছে, তাঁহাদের তৃপ্তিতে শ্রীভগবানই তৃপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছেন। সর্ব্বাত্মা শ্রীভগবানই সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজ করিতেছেন, তিনিই বিভিন্ন নামে ও বিভিন্নরূপে সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করিতেছেন—এইরূপ জ্ঞানে সর্ব্বজীবের মধ্যে শ্রীভগবানকে অনুভব করিয়া যিনি নারায়ণ-বোধে সর্ব্বভূতের সেবা করেন, তিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সকল সময়েই তিনি শ্রীভগবানে যুক্ত থাকিয়া তাঁহাতেই অবস্থান করেন (গীতা ৬।৩১)।

শ্রীগীতায় সমদর্শী সাধককে যোগীশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানকে দর্শন করিতে না পারিলে সর্ব্বত্র সমদর্শী হওয়া যায় না। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সকলকে যিনি আমার মধ্যে দেখেন এবং আমাকে সকলের মধ্যে দেখেন, তাঁহার নিকটে আমি অদৃশ্য হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না। তাদৃশ সাধককে শ্রীভগবান প্রত্যক্ষভাবে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন (গীতা ৬।৩০)। প্রকৃতপক্ষে নানা মূর্ত্তিতে সাজিয়া, সকল রূপে রূপ মিশাইয়া, তিনিই এই জগতে বিচিত্র লীলা করিতেছেন। এইরূপ জ্ঞানে তাঁহাকে সর্ব্বত্র দর্শন বা অনুভব করিতে হইবে। প্রথমাবস্থায় বিশেষ ভালবাসার পাত্রকে শ্রীভগবান বলিয়া ধারণা করিতে অভ্যাস করা ভাল। এইরূপে ক্রমশঃ সর্ব্বভূতে শ্রীভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বভূতের সেবা করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। পরমহংসদেব বলিতেন—যদি ভগবানকে পাইতে চাও, তবে মানুষের সেবা কর। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আদেশ—"জীবেরে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান"। শ্রীভগবানই সর্ব্বভূতে অন্তর্যামী আত্মারূপে অবস্থিত, সুতরাং সকলের মধ্যে ভূতগত পার্থক্য থাকিলেও আত্মগত কোন ভেদ নাই। এইরূপে হৃদয়কে ক্রমশঃ প্রসারতার দিকে লইয়া যাইতে হইবে। বস্তুতঃ সেই এক ও অদ্বিতীয় পরমপুরুষই মায়া প্রভাবে বহুরূপে প্রতীয়মান হন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—জ্ঞানচক্ষু দ্বারা যিনি ভিন্ন ভিন্ন জীব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চৈতন্যকে এক মহাচৈতন্যে বা ব্রহ্মসত্তাতে অবস্থিত দেখেন এবং সেই মহাচৈতন্য হইতে সমুদয় জীবচৈতন্যের বিস্তার হইয়াছে বুঝিতে পারেন—এইরূপে যিনি জগতের নানাত্বের মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হন, তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন (গীতা ১৩।৩০)। শ্রীগীতার মতে, সাধককে শুধু ব্রহ্মভূত আত্মারাম পুরুষ হইলেই চলিবে না—সর্ব্বভূতে বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বহিতে রত থাকিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে যে ভাগ্যবান পুরুষ সকলের মধ্যে শ্রীভগবানকে দেখিয়া ভগবৎবোধে সকলকে ভালবাসিতে পারেন, তাঁহার জীবন ধন্য হইয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণে ভক্ত প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—"সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য"—সমত্বই অচ্যুতের আরাধনা অর্থাৎ কাহারও প্রতি হিংসা বা দ্বেষ না করিয়া সকলকে সমভাবে দেখিতে অভ্যাস করাই অচ্যুত শ্রীভগবানের আরাধনা। সর্ব্ব জীবেই শ্রীভগবান অধিষ্ঠিত আছেন, সুতরাং জীবসেবাই শ্রীভগবানের অর্চ্চনা। ইহাই বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান, ইহাই যোগীর সমদর্শন। এইরূপ আত্মসম্প্রসারণ বা আমিত্বের প্রসারই অমৃততুল্য পুণ্যময় জীবন এবং সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা বা স্বার্থপরতাই মৃত্যুস্বরূপ পাপ। আত্মবিচার দ্বারা আত্মজ্ঞানের বিকাশ হইলে সাধক তখন বুঝিতে পারেন—সর্ব্বভূতের আত্মাই তাঁহার আত্মা, আর শ্রীভগবানই অন্তর্যামী আত্মারূপে জীবহৃদয়ে বিরাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে নামরূপাত্মক এই জীবজগৎ এক অখণ্ড আত্মারই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র—শ্রীভগবানই জগতের সর্ব্বত্র বহুরূপে ও বহুভাবে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ জ্ঞানে জগৎকে জগৎরূপে না দেখিয়া শ্রীভগবানরূপে দর্শন করিলে এবং সকলকে ভগবৎ-বোধে মনে-মনে প্রণাম করিতে অভ্যাস করিলে আশাতীত ফল লাভ হয়। ভক্ত গাহিয়াছেন—"সীয়ারামময় সব জগ জানি, করোঁ প্রণাম জোড়ি যুগ পাণি।" কর্ত্তৃত্ব-অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে মস্তক অবনত করার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম প্রণাম। মহাপুরুষ বলিয়াছেন—আমিত্ব-বোধকে সম্যকরূপে অবনত করিয়া সরল প্রাণে সকলকে মনে মনে শুধু প্রণাম করিতে অভ্যাস কর। যাঁহাকে প্রণাম করিতেছি তিনি আমা অপেক্ষা উন্নত ও শ্রেষ্ঠ—প্রণামকালে এইরূপ একটা ভাব যেন অন্তরে ফুটিয়া উঠে। ইহাই প্রণাম রহস্য।

শ্রীশ্রীচণ্ডী হইতে জানা যায় যে শুম্ভবধ করিবার কালে দেবী ভগবতী নিজ মুখে আত্মস্বরূপটী প্রকাশ করিয়াছেন—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"—এই জগতে আমি একাই আছি, আমা ব্যতীত আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। জগৎ-রূপে যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সে সমস্তই একমাত্র তিনি। চন্দ্রে, সূর্য্যে, আকাশে, বাতাসে, এইরূপ সর্ব্বত্র সেই এককে দেখার সাধনাই প্রকৃত সাধনা। প্রকৃতপক্ষে পরিদৃশ্যমান এই চরাচর বিশ্ব শ্রীভগবানের স্থূল রূপ, তাঁহারই লীলাময়ী মূর্ত্তি। তিনিই সর্ব্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন, সমস্তই তাঁহার সত্তাতে সত্তাবান। বিশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তিনিই সর্ব্বত্র ভাসিতেছেন। স্বরূপে তিনি নিরাকার বলিয়া তাঁহার নিজের কোন বিশিষ্টরূপ নাই, অথচ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল রূপই তাঁহার রূপ। তিনিই জগৎরূপে সাজিয়াছেন, সকল রূপে রূপ মিশাইয়া তিনিই সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন। সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই চরাচর বিশ্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে (গীতা ৭।৭)। মণিমালার সূত্র যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ সর্বময় শ্রীভগবানও লোকদৃষ্টির অগোচরে থাকেন। এই দৃষ্টান্তে সূত্র হইতে মণিগণের পৃথক অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, কিন্তু শ্রীভগবান হইতে এই বিশ্বের পৃথক অস্তিত্ব নাই। এই জীব-জগৎ শ্রীভগবান হইতেই উৎপন্ন, ইহা তাঁহারই বিভূতি বা বাহ্য প্রকাশ। তাঁহার দিব্য বিভূতির অন্ত নাই। যেখানেই কোন বিশেষ শ্রী, বিশেষ তেজ বা বিশেষ ঐশ্বর্য্য, সেইখানেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার বিশেষ আবির্ভাব (গীতা ১০।৪১)। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সদসৎ যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই তিনি। তিনিই সব হইয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কোথাও কিছু নাই। এইরূপ জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিয়া প্রতি কর্ম্মে, প্রতি বাক্যে ও প্রতি ভাবনায় তাঁহাকে স্মরণ করিবার অভ্যাস করিলে জীবন অমৃতময় ও ধন্য হইয়া যায়।

বহুরূপে অভিব্যক্ত এই জগৎ শ্রীভগবানেরই বিভূতি। স্বীয় বিভূতি বিস্তার পূর্ব্বক তিনিই বহুরূপে আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন। অন্তর্যামী আত্মারূপে তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজিত। তিনিই আবার মূর্ত্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে সর্ব্বত্র অবস্থিত। অন্তরে, বাহিরে, যাহা কিছু আছে সে সমস্তই তিনি— এইরূপ জ্ঞানে জগতের সকল জীবকে, সকল পদার্থকে এবং কাম-ক্রোধাদি সর্ব্ববিধ চিত্তবৃত্তিকে, শ্রীভগবানরূপে পরিদর্শন করাই প্রকৃত সাধনা। ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই তিনি। ভোগ্য বিষয়সমূহও তিনি, আবার বিষয়াদির ভোক্তারূপেও তিনি। ভোগ্যবিষয়রূপে প্রতি ইন্দ্রিয়পথে আসিয়া তিনিই বিষয়-বাসনা পূর্ণ করিতেছেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, লজ্জা, বুদ্ধি, ভ্রান্তি, সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি সমস্তই তিনি। তিনি ভিন্ন আর কোথাও কিছু নাই—এইরূপ জ্ঞানে সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। পরমহংসদেব বলিতেন—"মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্ব্বত, সবগুলোর ভিতরেই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঠিক্ ঠিক্ দেখ্‌তে পাইরে, মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানারকম সেজে ভিতর থেকে উঁকি মারচেন!" প্রকৃতপক্ষে অচেতন বা জড় বলিয়া কিছুই নাই। সমস্তই চৈতন্যময় শ্রীভগবানেরই লীলাময় বিকাশ। এক অখণ্ড চৈতন্য-সত্তাই নিখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, এইরূপে সর্ব্বস্থানে তিনিই বিরাজ করিতেছেন। কর্ম্মেও তিনি, আবার কর্ম্মাঙ্গ সকলেও তিনি। যজ্ঞাদি কার্য্যে তিনিই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞপাত্র, তিনিই ঘৃত, তিনিই অগ্নি, তিনিই হোতা, আবার যজ্ঞাদি কার্য্যের ফলে তাঁহাকেই পাওয়া যায় (গীতা ৪।২৪)। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সব হইয়াছেন, তিনিই সব করাইতেছেন। শ্রুতিও বলেন—"ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বং"। ঈশ্বর-ভাবনা দ্বারা চরাচর জগৎকে ঢাকিয়া ফেলিতে হইবে। বস্তুতঃ এই জগতের সমস্তই পরমেশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত। জগৎ-রূপে তিনিই নানা আকার ধারণ করিয়া আছেন। সমস্তই তিনি, সমস্তই তাঁহার লীলাবিলাস বা আনন্দময় খেলা। তিনি ভিন্ন আর কোন সত্তা নাই—এইরূপ ভাবনা দৃঢ় করিয়া এবং তাঁহাকে সর্ব্বত্র অনুভব করিয়া আপনাকে ভগবন্ময় করিয়া তোলাই শ্রীগীতার সার শিক্ষা।

কি অন্তরে, কি বাহিরে, সর্ব্বত্রই শ্রীভগবান বিরাজ করিতেছেন। সেই একই বহুরূপে সাজিয়া সংসারে এই খেলা খেলিতেছেন। তথাপি এই যে জীবের অনাত্মজ্ঞান বা নানাত্ববোধ দেখা যায়, শ্রীভগবানের দৈবী মায়াই তাহার একমাত্র কারণ। ভগবৎ-মায়াই জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া তাহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। চক্ষু না বাঁধিলে যেমন লুকাচুরি খেলা চলে না, সেইরূপ অঘটনঘটনপটীয়সী এই দৈবীমায়া দ্বারা জীবের স্বরূপজ্ঞান আবৃত না হইলে এই সংসার-লীলা চলিতে পারে না। এই মায়াকে এড়াইবার শক্তি জীবের নাই— "মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।" দুস্তরা এই মায়াকে অতিক্রম করিতে হইলে শ্রীভগবানের অভয় চরণে শরণ গ্রহণ করিতে হইবে (গীতা ৭।১৪)। যে মৎস্যগুলি ধীবরের (জেলের) চরণের নিকটে বিচরণ করে তাহারা যেমন জালে পড়ে না—সেইরূপ যিনি শ্রীভগবানের অভয় চরণে শরণ গ্রহণ করেন, তিনি আর মায়াজালে আবদ্ধ হন না। ভগবৎ-কৃপায় মায়ামোহ দূর হইলে বুঝা যায়—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন্"—এই সংসারে নানাজন নাই, সেই একজনই নানা নাম ও নানা রূপ ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া স্ত্রী পুত্রাদিরূপে এই সংসার-খেলা খেলিতেছেন। এইরূপ জ্ঞানে ভালবাসার যাবতীয় সম্বন্ধগুলি শ্রীভগবানে স্থাপন করিয়া ভগবৎ-ভক্ত গাহিয়াছেন—"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"—ওগো প্রিয়তম! তুমি আমার মাতা-পিতা-বন্ধু-সখা-বিদ্যা-ধনাদি সমস্তই, তুমিই আমার যথাসর্ব্বস্ব।

শ্রীভগবানই একমাত্র জ্ঞেয় বস্তু, যাঁহাকে জানিলে মোক্ষলাভ করা যায়। তিনি অনাদি পরম ব্রহ্ম। পরাপ্রকৃতিরূপে তিনি সৎ, আবার অপরা প্রকৃতিরূপে তিনি অসৎ। তিনি আবার সৎও নহেন, অসৎও নহেন—সদসতের অর্থাৎ অস্তি-নাস্তির তিনি অতীত। সকল দিকেই তাঁহার হস্ত-পদ, সকল দিকেই তাঁহার চক্ষু, মস্তক, বদন ও কর্ণ বিদ্যমান —এইরূপে সেই বিরাট পরমপুরুষ সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন (গীতা ১৩।১২–১৩)। সর্ব্বত্র প্রসারিত অভয় হস্ত দ্বারা তিনি অসহায় জীবগণকে সতত রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার শ্রীচরণ সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকায়, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি মনে করিয়া যেখানেই মস্তক অবনত করা যায়, সেই খানেই তাঁহার অভয় চরণে প্রণাম করা হইবে। সর্ব্বত্রই তাঁহার চক্ষু থাকায়, তাঁহাকে লুকাইয়া কোন কাজই করা চলে না। সর্ব্বত্রই তাঁহার কর্ণ থাকায়, সর্ব্বক্ষণই তিনি আমাদের প্রতি কথাটী শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যখন সবই হইয়াছেন, তখন যে কোন বস্তুকে বক্ষে ধারণ করিলে তাহাতে তাঁহাকেই বক্ষে ধারণ করা হইবে এবং যে কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ভজনা করিলে তাহাতে তাঁহাকেই ভজনা করা হইবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণারূপে আবির্ভূত হইয়া, অন্নরূপে তিনিই আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছেন এবং জলরূপে তিনিই আমাদের পিপাসা নিবারণ করিতেছেন। বায়ুস্পর্শে আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারই মঙ্গলময় হস্তের অমৃতময় স্পর্শ অনুভব করি, শয়নকালে আমরা তাঁহারই শান্তিপূর্ণ আনন্দময় ক্রোড়ে শায়িত হই। কামক্রোধাদি রূপ ক্ষুদ্রতার সাজে তিনিই আমাদের মলিন চিত্তে আবির্ভূত হন। অন্তরে এইরূপ বোধ ফুটাইয়া তুলিয়া সকল নাম-রূপের অন্তরালে যিনি আত্ম-গোপন করিয়া আছেন, তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ দেখিতে বা পাইতে চেষ্টা করাই জীবের প্রকৃত সাধনা। ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত স্মরণ পথে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-স্মৃতি জাগ্রত রাখা বা সর্ব্ববিষয়ে ভগবৎ-সত্তা অনুভব করা সম্ভব হয় না। ইহার জন্য নিরন্তর তাঁহার শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা করিতে হয়।

সাধারণতঃ আমরা মুখে যাহা বলি, অন্তর তাহা গ্রহণ করে না। সে কারণে আমাদের সকল প্রার্থনাই বৃথা হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ভাব বা অন্তরের অনুভূতি অনুসারেই কর্ম্ম ফলদায়ক হইয়া থাকে। তাই মহাপুরুষেরা বলেন—দৃঢ়ভাবনা দ্বারা শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবান-রূপে অনুভব বা দর্শন করিতে না পারিলে বিগ্রহপূজায় সম্যক ফললাভ হয় না। গঙ্গাকে মোক্ষদায়িনী গঙ্গারূপে বোধ করিতে না পারিলে মোক্ষলাভ হয় না। দৃঢ়-বোধের ইহাই মহিমা। "যাহার যেরূপ ভাব, তাহার সেইরূপ লাভ"—ভাব বা বোধ অনুসারেই ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বোধশক্তি বা দৃঢ় ভাবনাই সকলের সার, ভাবনার দৃঢ়তাই ঈপ্সিত ফল প্রদান করিয়া থাকে। যাহা কিছু করা যায় বা বলা যায়, যাহা কিছু দেখা যায় বা ভাবনা করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই সত্য—মনোমধ্যে এইরূপ বোধ দৃঢ়ভাবে উজ্জীবিত করিয়া রাখিতে পারিলে ইচ্ছামত ফললাভ করা যায়। এইরূপ বোধে সিদ্ধিলাভ করিয়া সত্যদর্শী মহাপুরুষগণ মৃতব্যক্তিকে প্রাণদান পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন। কুষ্ঠী বিপ্রের উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে একজন কুক্রিয়াসক্ত লম্পট বিপ্রকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ দেবতা-জ্ঞানে সেবা করিয়া তাঁহারই সাধ্বী পত্নী সূর্য্যের গতি রোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ শুধু দৃঢ় বোধশক্তিরই ফল।

সাধনপথে প্রথমেই চাই সত্যনিষ্ঠা, সরলতা ও দৃঢ়তা। সৎ হইবার জন্য চেষ্টা না করিয়া স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধুতার ভান করিলে ভাবের ঘরে চুরি করা হয়। এইরূপ কপট সাধক সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে চতুরতা দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য করা যায় না, শঠতা দ্বারা শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন"—সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবান ভাবগ্রাহী, সকলের অন্তরে থাকিয়া তিনি দেখেন শুধু অন্তরের ভাব বা প্রাণের টান। সরল প্রাণের আকুল আহ্বান তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সরল বিশ্বাসেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভক্তি-বিশ্বাসের প্রভাবে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী হইয়া ভক্তকে কৃপা করিয়া থাকেন। পরমহংসদেব বলিতেন— "পবিত্রদেহমনে ও সরলপ্রাণে তাঁকে খুব ব্যাকুলভাবে ডাক্‌লে তাঁকে পাওয়া যায়। তেমন ভক্তের কাছে তাঁকে ধরা দিতেই হবে।" ভক্তগণকে তিনি কতবার বলিয়াছেন—"সত্যসত্যই ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় রে—এই যেমন তোতে আমাতে এখন ব'সে কথা কইচি। এই রকম ক'রে তাঁর দেখা পাওয়া যায়, এই রকম ক'রে তাঁর সঙ্গে কথা কহা যায়। 'ভাবের ঘরে চুরি' থাক্‌লে কিন্তু সেই ভাবময়কে পাওয়া যাবে না।"

সর্ব্বশাস্ত্রময়ী শ্রীগীতা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে এই পরমগুহ্য যোগরহস্য, এই পরমকল্যাণকর অমৃতময়ী বাণী, নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমং"—গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার সর্ব্বোত্তম সারভাগ (গীতামাহাত্ম্যম্ ৪৪)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগীতা সর্ব্ববর্ণের জন্য উন্মুক্ত হইলেও, সকলেই কিন্তু ইহা শ্রবণ করিবার অধিকারী নহে। যাহারা শ্রীভগবানকে নিন্দা করে, যাহারা ভগবৎ-বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহে, যাহারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না এবং যাহারা গুরুজনের সেবা-শুশ্রূষা করে না, তাদৃশ ভক্তিবর্জ্জিত বিদ্বেষ-কারিগণের নিকটে শ্রীগীতার অপূর্ব্বরহস্যময়ী সুগভীর তত্ত্ব ব্যক্ত করা নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি শ্রীভগবানে ভক্তিযুক্ত হইয়া ভগবৎ-ভক্তের নিকটে শ্রীগীতার নিগূঢ় তত্ত্ব ও পবিত্র উপদেশবাক্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন, তিনি দেহান্তে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইবেন। নরলোকে তাঁহা অপেক্ষা শ্রীভগবানের অধিক প্রিয় আর কেহই নাই, আর হইবেও না। প্রকৃতপক্ষে অসূয়াশূন্য হইয়া ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত শ্রীগীতা পাঠ করিলে, এমন কি মনোযোগ সহকারে শ্রবণমাত্রও করিলে, জীবের অজ্ঞানান্ধকার দূর হয় এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। তাদৃশ মহাত্মা সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যবান্‌গণের ভোগ্য লোক সকল প্রাপ্ত হন। উপসংহারে মহামতি সঞ্জয় বলিয়াছেন--ব্যাসদেবের প্রসাদে দিব্য চক্ষুকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া আমি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতেই এই পরমগুহ্য যোগ-শাস্ত্র শ্রবণ করিতে সমর্থ হইলাম। আমার স্থির বিশ্বাস—"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥"—যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যে পক্ষে গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, সেই পক্ষকেই রাজলক্ষ্মী, বিজয়, সম্পদ ও অচঞ্চলা নীতি আশ্রয় করিবে (গীতা ১৮।৬৭-৭৮)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

গীতা-মাহাত্ম্য

দ্রষ্টব্য—গীতামাহাত্ম্য মহাভারতের অংশ নহে। পুরাকালে নারায়ণ-ক্ষেত্রে মহামুনি ব্যাসদেব শ্রীগীতার মাহাত্ম্য-কথা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সূত মুনি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্ঞানপ্রদায়িনী শ্রীগীতাই সর্ব্বশাস্ত্রের সার। সর্ব্বধর্ম্মময়ী শ্রীগীতার অত্যুত্তম মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায় না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই ইহা সম্যকরূপে অবগত আছেন, আর অর্জ্জুন, ব্যাসদেব, শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও রাজর্ষি জনক ইহার কিছু কিছু অবগত আছেন। "সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"—পরমপবিত্র এই গীতামৃত গাভীস্বরূপ উপনিষদ্‌সমূহের দুগ্ধ-স্বরূপ। স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণই ইহার দোহনকর্ত্তা, অর্জ্জুন ইহার বৎস এবং সুধীজন এই দুগ্ধ পান করেন। লোকত্রয়ের হিতার্থ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখা অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার পূর্ব্বক এই গীতামৃত দান করিয়াছেন। শ্রীগীতার আশ্রয়ে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয় এবং ঘোর সংসার-সাগর পরমসুখে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। শ্রদ্ধাসহকারে যিনি শ্রীগীতা পাঠ করেন, তাঁহার দেহে দেব-ঋষি-যোগিগণ দেহরক্ষকরূপে সদা বাস করেন, দেহান্তেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। যে ব্যক্তি শ্রীগীতার গুহ্যতম মর্ম্ম অবগত নহে, তাহার ন্যায় অধম আর কেহ নাই। তাহার দুর্লভ মনুষ্যজন্মে ধিক্, তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্রে ও মহত্ত্বে ধিক্,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার উত্তম বিভবে, জ্ঞানে ও মানে ধিক্, তাহার সুখময় গৃহস্থাশ্রমেও ধিক্। যিনি গীতার অর্থ শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন কিম্বা অপরকে শ্রবণ করান, তিনি পরমপদ লাভ করেন। অনাচার দোষে, অবাচ্য কথনে, অভক্ষ্য-ভক্ষণে ও অস্পৃশ্য-স্পর্শনে যত পাপ হয় এবং জ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত ও ইন্দ্রিয়জনিত যত কিছু পাপ আছে, গীতা পাঠে সে সমস্তই অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়। গীতা পাঠের ফলে শ্রাদ্ধাদি যে কোন কর্ম্ম নির্দ্দোষ হইয়া সম্যক ফল প্রদানে সক্ষম হয়। প্রত্যহ সম্পূর্ণ গীতা পাঠ করিতে অসমর্থ হইয়া মনপ্রাণযোগে গীতার অর্দ্ধাংশ বা একটী অধ্যায়, এমন কি এক বা অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করিলে, তাহাতেই আশাতীত ফল লাভ হইয়া থাকে। যে স্থানে গীতা পাঠ হয়, যে স্থানে গীতা-শাস্ত্রের বিচার, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়, তথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারদাদি পার্ষদগণসহ বিরাজ করেন এবং শ্রীরাধিকার সহিত পরম সন্তোষ লাভ করেন। তিনি গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হন, বেদপাঠ-দান-যজ্ঞাদি দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। অন্তিমকালে ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত গীতা পাঠ করিলে বা শ্রবণ করিলে অথবা শ্রীগীতার অর্থ স্মরণ করিলে, এমন কি "গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বা গীতাগ্রন্থ সংযুক্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলে, পরমপদ লাভ করা যায়। শ্রদ্ধা সহকারে গীতা-গ্রন্থ দান করিলেও সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে।

"গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা। ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী॥ অর্দ্ধমাত্রা চিতা নন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী। বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী॥" —প্রত্যহ স্থিরচিত্তে এই নামগুলি জপ করিলে, ইহলোকে জ্ঞানসিদ্ধি ও পরলোকে পরমপদ লাভ করা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ অধ্যায়

উপসংহার

ত্রিতাপপীড়িত এই সংসারই সাধন-ভজনের প্রকৃষ্ট স্থান। দুঃখময় এই সংসারে জীব যখন জীবনযুদ্ধে জর্জ্জরিত হইয়া নিষ্কৃতিলাভের জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকে, সেই শুভ মুহূর্ত্তে তাহার ক্ষুব্ধ হৃদয় সেই সর্ব্ব-শক্তিমান ও সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশ্য তজ্জন্য চাই শ্রদ্ধা বা গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস। যুক্তি প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া প্রথমেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে সর্ব্বনিয়ন্তারূপে সর্ব্ব-শক্তিমান একজন আছেন, যিনি ইচ্ছা করিলে জীবের সকল অভাব দূর করিয়া দিতে পারেন। আরও বিশ্বাস করিতে হইবে যে তিনি মঙ্গলময়, ক্ষমাশীল ও বাঞ্ছাকল্পতরু। সরলভাবে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিয়া আকুল প্রাণে তাঁহাকে ডাকিলে, অসহায়-জ্ঞানে অনুতপ্ত হৃদয়ে চোখের জল ফেলিতে পারিলে, তিনি সাড়া দেন এবং শরণাগতের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহার সকল আপদ-বিপদ দূর করিয়া দেন। এইরূপ শ্রদ্ধাই জীবকে আনন্দধামে লইয়া যায়।

পরমহংসদেব বলিতেন—"বদ্ধ সংসারী লোকের কিছুতেই আর হুঁস হয় না। সংসারে নানা দুঃখকষ্টে ও বিপদে প'ড়েও তাদের চৈতন্য হয় না। যেমন উট কাঁটাঘাস খেতে ভালবাসে, খেতে খেতে মুখ দিয়ে রক্ত দর্‌দর্ ক'রে পড়ে, তবুও সে কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়বে না। তেমনি সংসারী লোকেরা কত যে শোক-তাপ পায়, কিছুদিন পরেই আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন তেমনি। বিষয়ই তাদের ভাল লাগে, ধর্ম্মকথা ভাল লাগে না। ঈশ্বরবিষয়ে কথা প্রসঙ্গ উঠ্‌লে, তারা সে স্থান ত্যাগ ক'রে যেখানে বাজে কথা হয় সেখানে গিয়ে বসে"।

এই যে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড অনাদি কাল হইতে এমন সুনিয়মে চলিয়া আসিতেছে তাহার যে একজন স্রষ্টা বা নিয়ন্তারূপে কেহই নাই, এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ কর্ত্তা ব্যতিরেকে কর্ম্ম হয় না। সৃষ্টি আছে অথচ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, ইহা কি সম্ভব? দুগ্ধে মাখন আছে কিন্তু মন্থন না করিলে যেমন তাহা পাওয়া যায় না, সেইরূপ শ্রীভগবান সর্ব্বত্র আছেন বটে কিন্তু সাধনা না করিলে তাঁহাকে দেখা বা পাওয়া যায় না। তাঁহাকে পাইতে হইলে, চাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ব্যাকুল পিপাসা। মায়ের সন্তানের উপর, সতীর পতির উপর এবং বিষয়ীর বিষয়ের উপর যেরূপ স্বাভাবিক টান্—এই তিন টান্ যখন একযোগে শ্রীভগবানের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। শ্রীভগবানের জন্য ব্যাকুল হইয়া আকুল প্রাণে চোখের জল ফেলিতে পারিলে মনের ময়লা দূর হয়। মনের ময়লা দূর হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে শ্রীভগবান সেখানে আসেন না। পরমহংসদেব আজীবন 'ঈশ্বর, ঈশ্বর' করিয়া পাগল ছিলেন। তিনি বলিতেন—"বিড়াল-ছানার মত কেবল তাঁকে ডাক, ব্যাকুল হ'য়ে। প্রাণটা ব্যাকুল হওয়া চাই। পুকুরে চুবিয়ে ধর্‌লে প্রাণ যেমন আটু-পাটু করে, যেন প্রাণ যায় যায়—এই রকম ভগবানের জন্য যদি প্রাণ আটু-পাটু করে, তবেই তাঁকে পাবে"। প্রকৃতপক্ষে হৃদয়ে ভোগ-বাসনা থাকিতে শ্রীভগবানের জন্য এইরূপ ব্যাকুলতা আসে না।

সর্ব্বজীবের মধ্যে শ্রীভগবানই অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই চৈতন্যময় সত্তায় সমগ্র জগৎ চৈতন্যময়—এইরূপ বুদ্ধিতে সর্ব্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপী শ্রীভগবানের সত্তায় বিশ্বাসবান হইতে হইবে। এই অস্তিত্ব-বোধের সাধনাই সকল সাধনার প্রাণ। প্রকৃতপক্ষে চেতনরূপে নিজের অস্তিত্বই শ্রীভগবানের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। যে চেতনা আছে বলিয়া জীব আপনাকে সচেতন বা জীবিত বলিয়া মনে করে, সেই চেতনা বা প্রাণই জীবের প্রকৃত স্বরূপ, তাহার প্রকৃত 'আমি'। আর এই যে চেতনা, তাহা শ্রীভগবান ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীভগবানই চৈতন্যময় আত্মারূপে সর্ব্বজীবের অন্তরে বিরাজিত। তিনি যে শুধু অন্তরেই আছেন তাহা নহে, বাহিরেও তিনি সর্ব্বত্র প্রকাশমান। এ বিশ্ব তাঁহারই মূর্ত্তি, নামরূপাত্মক জীব-জগৎ হইয়া তিনিই এই আনন্দময় খেলা খেলিতেছেন। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখা যায় বা ভাবনা করা যায়, সে সমস্তই তিনি, সে সমস্তই তাঁহার বিভূতি বা প্রকাশ। এইরূপ জ্ঞানে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব অবলম্বন করিয়া শ্রীভগবান সম্বন্ধে আস্তিক্যবোধের সাধনা করিতে হয়। ইহাতে যেন বিন্দুমাত্র সংশয় বা প্রাণহীনতা না থাকে। শ্রীভগবান সম্বন্ধে এইরূপ অস্তিত্বের উপলব্ধি বা আস্তিক্য-**বোধই** সকল সাধনার মূল, সকল সাধনার প্রাণ। এই আস্তিক্যবোধটী দৃঢ় বা স্বভাবসিদ্ধ হইলে সাধনার আর কিছু বাকি থাকে না। এই আস্তিক্যবোধেই সাধনার আরম্ভ, আবার ইহাতেই সাধনার শেষ। প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ-অস্তিত্বের সম্যক উপলব্ধি হইলে সকল তত্ত্বই আপনা-আপনি হৃদয়ে উদ্ভাবিত হইয়া থাকে।

এই আস্তিক্য-বোধকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রতিদিন অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য **সৎসঙ্গ** করা উচিত। তিনকালে যাহা একভাবে থাকে তাহাই সৎ, অতএব শ্রীভগবানই একমাত্র সৎ এবং ভগবৎ-সঙ্গই সৎসঙ্গ। "নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি।" নাম ও নামী অভিন্ন, সুতরাং নাম করিলে নামীর সঙ্গ বা সৎসঙ্গ করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবদাশ্রিত সাধুসজ্জনের সঙ্গও সৎসঙ্গ। ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ করিলেও সৎসঙ্গ করা হয়। সরলপ্রাণে শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া সৎসঙ্গে, সদালাপে, সদনুষ্ঠানে ও সৎচিন্তায় জীবনযাপন করাই শ্রেয়োলাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

শ্রীভগবান সম্বন্ধে আস্তিক্য-বোধই সাধনার প্রথম স্তর। এই আস্তিক্য-বোধ যে পরিমাণে দৃঢ় বা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেই পরিমাণে চিত্ত সংযত ও বিশুদ্ধ হইয়া যায় এবং সেই পরিমাণে আশ্রয়-আশ্রিত-বোধ অর্থাৎ আমি-তোমার—এইরূপ ভাব হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহাকেই বৈধীভক্তি বলা হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিধিমার্গে যে ভজন তাহাই বৈধী-ভক্তি। একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার জন্য প্রথমাবস্থায় বাহ্য পূজাদি বৈধ কর্ম্মের উপযোগিতা আছে। পরে আর সে সকলের প্রয়োজন হয় না। তখন 'তুমিই সব, তুমিই সব'—এইভাবে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করা হয়। শ্রীভগবানই একমাত্র আশ্রয়, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই—এইরূপ জ্ঞানে বিধিমার্গের উন্নত সাধক শ্রীভগবানের অভয় চরণে শরণ গ্রহণ করেন এবং সরলপ্রাণে 'আমি তোমার হইলাম'—এই ভাবে আত্ম-নিবেদন করেন। তদবস্থায় সাধকের দেহ-মন-প্রাণ সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-স্মরণে ও ভগবৎ-প্রীতির অনুকূল কার্য্যে নিয়োজিত থাকে।

আশ্রয়-আশ্রিত-বোধটী ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিলে সাধকের হৃদয়ে আত্মীয়তা-বোধ অর্থাৎ তুমি-আমার—এইরূপ ঘনিষ্ঠতার ভাব ফুটিয়া উঠে। ইহাই বৈষ্ণবগণের রাগ-ভক্তি। শ্রীভগবানের প্রতি ভালবাসা না জন্মান পর্য্যন্ত বৈধী-ভক্তির সাধনা। তাঁহার উপর ভালবাসা জন্মিলে, রাগ-ভক্তির সাধনা আরম্ভ হয় এবং বৈধকর্ম্মের ত্যাগ হইয়া যায়। তখন সাধক অনুরাগভরে শ্রীভগবানকে পরম আত্মীয়রূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে থাকেন, আর শ্রীভগবানও যেন বলেন—"ওগো! তোমাকে স্ত্রী পুত্রাদি কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না, তোমরা আমাকে তাহাদেরই একজন করিয়া লও।" রাগমার্গে ভজনা করিতে করিতে সাধকের হৃদয়ে ক্রমশঃ প্রেমের উদয় হয়। প্রাণের স্বাভাবিক টানে চিত্ত যখন অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় শ্রীভগবানে স্থির থাকে, তখনই বুঝা যায় যে হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইয়াছে। প্রেমিক সাধক দেহগেহাদি যথাসর্ব্বস্ব শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করিয়া এবং ভালবাসার যাবতীয় সম্বন্ধগুলি তাঁহার সহিত স্থাপন করিয়া প্রভু, সখা, পুত্র বা পতিরূপে তাঁহাকে ভজনা করেন। তখন নিজ সুখ-দুঃখের প্রতি আর তাঁহার দৃষ্টি থাকে না, শাস্ত্র-শাসনের ভয়ও আর তখন থাকে না। বৈধী ভজনে আত্মনিবেদন ও আত্মবিসর্জ্জন আছে বটে, কিন্তু রাগমার্গের ভজনের ন্যায় তাহাতে আত্মবিস্মরণ বা প্রেমে আত্মহারা-ভাব নাই। পরমহংসদেব বলিতেন—"প্রেম কাকে বলে জান? যখন হরি ব'লতে জগৎ ত ভুল হ'য়ে যাবেই, এমন যে দেহ এত প্রিয়, তার উপর পর্য্যন্ত হুঁস থাকবে না।"

প্রেম-সাধনার শেষ অবস্থায় তুমিই-আমি—এইরূপ অভিন্ন-ভাব বা অভেদ-জ্ঞান আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। কথিত আছে, পরমহংসদেব মন্দিরে পূজা করিতে বসিয়া মা'য়ের পাদপদ্মে পুষ্প দিতে গিয়া তাহা নিজের মাথায় দিতেন। এইরূপ আত্মহারা-ভাব অদ্বৈত-ভাবেরই মত বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। পরমহংসদেব বলিতেন—"বেদান্তের অদ্বৈতভাব কি রকম জানিস?—যেমন অনেক-দিনের পুরানো চাকর। মনিব একদিন খুব খুসি হ'য়ে তার হাত ধ'রে নিজের গদিতেই বসাতে গেল। চাকর সঙ্কোচ হ'য়ে "কি কর, কি কর" বল্‌লেও মনিব জোর ক'রে টেনে বসিয়ে বল্‌লে—আঃ ব'স্ না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুইও যে আমিও সে—সেইরকম।” প্রকৃতপক্ষে দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিতে এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করা যায় না। দেহাত্মবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি “আমি সেই” এইরূপ অভিমান করে, ক্রমশঃ তাহার অধঃপতনই হইয়া থাকে।

আত্মসুখেচ্ছাই কাম এবং ভগবৎ-সুখেচ্ছাই প্রেম। প্রেমের গতি ঊর্দ্ধদিকে, আর কামের গতি অধোদিকে। পার্থিব এই কাম নশ্বর দেহাদিকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া ইহা দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। প্রেম অপার্থিব বস্তু, সুখস্বরূপ শ্রীভগবানকে আশ্রয় করিয়া ইহা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেরই কারণ হয়। মহাপুরুষেরা বলেন—কামিনী-কাঞ্চনের দাস হইয়া কামুক হইও না, দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া প্রেমিক হও। অনিত্য এই রক্তমাংসের দেহপিণ্ডটাকে ভালবাসিয়া কখনও প্রেমের রাজ্যে যাওয়া যায় না।

‘কাম’ বলিতে ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তিই বুঝায়। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় ‘কাম’ ও ‘রাম’ (শ্রীভগবান) একত্র থাকিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তির ভোগবাসনা যত প্রবল, সেই ব্যক্তি ভগবৎ-রাজ্য হইতে তত দূরে। যেখানে কাম সেখানে রাম নাই, আর যেখানে রাম সেখানে কাম থাকিতে পারে না। ‘রাম’কে পাইতে হইলে কাম বা ভোগবাসনা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। পরমহংসদেব বলিতেন—“বাসনার লেশমাত্র থাক্‌তে ভগবান-লাভ হয় না—যেমন সুতোতে একটু ফেঁসো বেরিয়ে থাক্‌তে ছুঁচের ভেতর যাওয়া যায় না। মন যখন বাসনারহিত হ’য়ে শুদ্ধ হয় তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। শুক্‌নো দেশলাই-কাঠি একবার ঘস্‌লে দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে—সেই রকম বাসনাহীন নির্ম্মল স্বভাবের লোককে একবার উপদেশ দিলেই তার ঈশ্বরানুরাগ হয়। আর ভিজে কাঠি ঘস্‌তে ঘস্‌তে ভেঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলেও জ্বলে না—সেই রকম বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে শত শতবার উপদেশ দিলেও কিছু হয় না।”

পরমহংসদেব বলিতেন—“সংসারে ‘আমার-আমার’ করা একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। দেখ্‌না, ‘আমি’ ম’রে গেলে যখন সবই ‘আমার’ শেষ হ’য়ে যায়, তখন আমার ঘর, আমার দোর ব’লে মায়ায় পড়ে থাকি কেন? এই ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি, পুত্র-পরিবার সব ঈশ্বরের দেওয়া, এসব কিছুই আমার নয়। ছুদিনের জন্য সংসারে এসেছি, ছুদিন পরে চলে যেতে হবে। তবে তিনি যখন সংসারে পাঠিয়েছেন, তখন সংসার কর্‌তে হবে, তা নির্লিপ্তভাবে—যেমন ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’, এই রকম। সংসারের সব কাজ ক’রবে, কিন্তু মনটী সব সময় ফেলে রাখ্‌বে ঈশ্বরের পায়ে। আর সংসার ছেড়ে যাবে কোথায়? কেল্লার মধ্যে থেকে যেমন শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা সহজ, সেই রকম সংসারে সাংসারিক কার্য্যে চার-আনা-মন রেখে বাকি বার-আনা-মনে ঈশ্বর সাধন কর্‌তে হয়। যে সন্ন্যাসী হ’য়েছে সে ত ভগবানকে ডাক্‌বেই, কারণ ঐ জন্যেই ত সে সংসারের সব কর্ত্তব্য ছেড়ে এসেছে—তার ঐরূপ করায় বাহাতুরী কি আছে? কিন্তু যে সংসারের সব ভার ঘাড়ে ক’রে চল্‌তে চল্‌তে একবারও তাঁকে স্মরণ-মনন করে, ঈশ্বর তার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হন।”

কামিনী-কাঞ্চনাদি মায়িক বস্তুর প্রতি আসক্তি থাক্‌লে মন চঞ্চল হয়। চঞ্চল মন শ্রীভগবানের শরণাগত হইতে দেয় না। স্থায়ী সুখশান্তি লাভ করিতে হইলে বিষয়চিন্তা একেবারে ত্যাগ করিয়া মনের চঞ্চলতা দূর করিতে হইবে। বিষয়মুখী মনকে শ্রীভগবানের দিকে লইয়া যাওয়াই প্রকৃত সাধনা। সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-চিন্তা করিতে থাকিলে বিষয়-চিন্তার অবসরই থাকিবে না। এই সংসারে কেহই চিরদিনের জন্য আসে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখন যে এই নশ্বর দেহের সহিত সকল সম্বন্ধ শেষ হইবে, কখন যে সকলকে ছাড়িয়া এই ভবের খেলা শেষ করিতে হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই। এ সংসারে আমি কাহারও নহি এবং কেহই আমার নহে, যে কোন মুহূর্ত্তে শেষ নিশ্বাস পড়িতে পারে এবং তখনই ভবের খেলা সাঙ্গ হবে—মনকে এই সমস্ত নিয়ত স্মরণ করাইয়া দিলে উহা সংসার ভয়ে ভীত হইয়া কাতরভাবে শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে পারে। মন চঞ্চল হইয়া বশে না থাকিলে সরলপ্রাণে ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা করিতে হয়—"প্রভু! আমি আমার মনকে বশে আনিতে পারিতেছি না, তুমি আমার এই অশান্ত মনকে তোমারই কার্য্যে নিযুক্ত কর।" দয়াময় ক্ষমাসার তিনি, সরল প্রাণে তাঁহার শ্রীচরণে কাতর প্রার্থনা করিলে, তিনিই পথের সকল বাধাবিপত্তি দূর করিয়া দেন।

পরমহংসদেব বলিতেন—"তাঁর শরণাগত হও, তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ কর। তাঁর যা ইচ্ছা তিনি তাই করুন। দেখ বিড়ালের ছানা—মা যেখানে ইচ্ছে ঘাড়ে ধ'রে নিয়ে যায়, সেই খানে প'ড়ে থেকে সে কেবল 'মিউ মিউ' করে। আর বাঁদরছানাগুলো মা'কে আপনি আঁকড়ে ধ'রে থাকে। তেমনি জ্ঞানী বা কর্ম্মী সাধক বাঁদর-ছানার মত পুরুষকার দ্বারা ঈশ্বর লাভ করতে চেষ্টা ক'রে থাকে, আর ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরকে সকলের কর্ত্তা জেনে, তাঁর চরণে বিড়াল-ছানার ন্যায় নির্ভর ক'রে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকে। যে মা'র উপর নির্ভর ক'রেছে, মা তার পা বেতালে পড়্‌তে দেন না।"

দেহে আত্মাভিমানই জীবের জীবত্ব। অবিদ্যার প্রভাবে যতদিন দেহে আত্মবুদ্ধি থাকিবে, ততদিন দুঃখ আসিবেই আসিবে। মোহের বশে জীব তাহার এই হাড়মাংসের দেহটাকে 'আমি' মনে করিয়াই যত কষ্ট পায়। দুঃখ, কষ্ট তো এই ভৌতিক দেহেরই। ইহারা মনেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম, দেহাবস্থিত চেতন আত্মার নহে। দেহমধ্যে যিনি প্রাণ বা চৈতন্যময় আত্মারূপে অবস্থিত আছেন, তিনিই জীবের প্রকৃত আমি, দুঃখকষ্ট বা শোক-তাপ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। আমি নিত্যমুক্ত বিশুদ্ধ আত্মা, সুতরাং আমি দুঃখ-শোকের অতীত—এইরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিতে পারিলে, মন শান্ত ও নির্ম্মল হইয়া যায়। অনাবিল সুখ-শান্তি তখন আপনাআপনি আসিবে।

পরমহংসদেব বলিতেন—"মানুষ মনেই বদ্ধ এবং মনেই মুক্ত, মনেই সাধু এবং মনেই অসাধু, মনেই পাপী এবং মনেই পুণ্যবান্। সংসারী জীব মনেতে সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ মনন কর্‌তে পার্‌লে, তাদের আর অন্য কোন সাধনার দরকার হয় না।" প্রকৃতপক্ষে বিষয়মুখী মনকে ভগবৎমুখী করিয়া "চাই কেবল তোমাকে, আর কিছুই চাই না"—অকপটে এইরূপ বলিতে পারিলে, তিনি দেখা দেন। তবে বাক্য যেন মনের ভাবটীকে সরলভাবে প্রকাশ করিতে পারে। পরমহংসদেব বলিতেন—"মন-মুখ এক করাই প্রকৃত সাধনা। মুখে বলচি—'হে ভগবান! তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন,' আর মনে মনে বিষয়কেই সর্ব্বস্ব জেনে ব'সে আছি—এরূপ লোকের সকল সাধনাই বিফল হয়। শো'র গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে, তা হ'লে উহা হবিষ্যান্ন-তুল্য। আর শাকপাতা খেয়ে বিষয়বাসনায় ডুবে থাক্‌লে, উহা গরু খাওয়ার চেয়ে কোন অংশে বড় নয়।"

নঙ্গরবাঁধা নৌকার দাঁড়-টানা সমান ভাবে চলিলেও যদি চারিদিকে পূর্ব্ববৎ একই প্রকার দৃশ্য দেখা যায়, তবে জানা যায় যে নৌকাখানি পূর্ব্বস্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সেইরূপ সাধনা সত্ত্বেও যদি কোন উন্নতি দেখা না যায়, যদি সংসারাসক্তি বা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব একই ভাবে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে সংসার-নদীতে জীবন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৌকা কোনও স্থানে আবদ্ধ হইয়া আছে, সে কারণে উহা লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছে না। ফুটা কলসীতে যেমন জল থাকে না, সব বাহির হইয়া যায়, তেমনি সাধকের মনে বিষয়াসক্তি থাকিলে সকল সাধনা বিফল হইয়া থাকে। শ্রীভগবানে একনিষ্ঠাই সাধনা। তিনি মঙ্গলময় ও সর্ব্বজীবের সুহৃৎ। তিনি যাহা কিছু করেন সবই মঙ্গলের জন্য। মহাপুরুষেরা বলেন,—"মনে এই বিশ্বাসটা স্থির রেখো—আমি আছি, আর আমার ভগবান আছেন, আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হচ্ছে তাঁর আজ্ঞা পালন ক'রে যাওয়া। এইভাবে কর্ম্মে, বাক্যে ও ভাবনায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সহিত যুক্ত হ'য়ে থেকো। কর্ম্মফলের দিকে চেওনা, শুধু ভগবানের দিকে তাকাও। তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাঁহাকে নালিশ করিয়া, মনের বাজে-কথা-কওয়া বন্ধ কর, মনের অসম্বদ্ধ প্রলাপ ছাড়াও।" অনাদিসঞ্চিত কর্ম্মসংস্কারই অবশ্য এই পথের অন্তরায়।

পরমহংসদেব বলিতেন—"ভগবান যতটা শক্তি দিয়েছেন, ততটা ঠিক্ ঠিক্ ব্যবহার না কর্‌লে তিনি আর অধিক কিছু দেন না। ঐ জন্যই পুরুষকার বা উদ্যমের দরকার। সকলকেই কিছু না কিছু উদ্যম ক'রে তবে ঈশ্বরের কৃপার অধিকারী হ'তে হয়।" প্রকৃতপক্ষে আত্মচেষ্টা ব্যতীত ভগবৎ-কৃপা হয় না। মহাপুরুষ বলিয়াছেন—শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া তাঁহার জন্য প্রাণকে কাতর করাই ভজন-রহস্যের ভিত্তি। ব্যাকুল প্রাণে কেঁদে কেঁদে তাঁহাকে প্রাণের আবেগ জানাইতে হয়—"প্রভু! আমি সাধন ভজন কিছুই জানি না, এই দীনহীন দুর্ব্বলকে কৃপা করিয়া তোমার আপনার করিয়া লও। তোমাকে কিরূপে ডাকিতে হয়, কিরূপে ভালবাসিতে হয়, সে সব কিছুই জানি না। তুমিই আমাকে সব শিখাইয়া দাও। ওগো! তুমিই যে আমার একমাত্র ভরসা।" এই ভাবে তাঁহার সহিত কথা বলার অভ্যাস করা ভাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা কিছু বলিতে হয় তাঁহার নিকটেই বল, অন্তরে ভাবনা উঠিলে তাঁহারই অভয় চরণে জানাও। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে ডাকো, কাঁদো, আর প্রার্থনা করো—চোখের জলে মনের সব ময়লা ধুয়ে যাবে। স্থির জেনো—সরল প্রাণের কাতর প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ হয় না। কথিত আছে—সাধক রামপ্রসাদ ও পরমহংসদেব মা'র সহিত কথা না কহিয়া কোন কাজই করিতেন না।

পরমহংসদেব বলিতেন—"স্বাধীন ইচ্ছা কি কারও আছেরে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্ছে ও হবে। মানুষ এই কথা শেষকালে বুঝ্‌তে পারে। তবে কি জানিস্, যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে। গরুটা এতটা দূরের ভিতরে যেখানে ইচ্ছা বসুক্, দাঁড়াক্ বা ঘুরে বেড়াক্—এই রকম মনে ক'রেই মানুষ তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা ততটা ব্যবহার করুক্, ব'লে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে কর্‌ছে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস্—তাঁর কাছে প্রার্থনা কর্‌লে তিনি নেড়ে বাঁধতে পারেন, দড়িটা বড় ক'রে দিতে পারেন, চাই কি, গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।" প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের প্রেরণা বিনা গাছের একটা পাতাও নড়ে না। সুতরাং জীবের কর্তৃত্বাভিমান করা বৃথা।

মায়ামুগ্ধ জীব এই সংসারে 'আমি-আমার'-বোধ করিয়া যত দুঃখ পায়। অঘটনঘটনপটীয়সী ভগবৎ-মায়ার এমনই প্রভাব যে যাহা স্বরূপতঃ সুন্দর ও মধুর, তাহাকে ভুলাইয়া দেয় এবং যাহা স্বরূপতঃ সুন্দর নহে, তাহাকে সুন্দর বলিয়া দেখায়। মায়ার প্রভাবেই জীব অমৃতস্বরূপ শ্রীভগবানকে ত্যাগ করিয়া বিষয়-বিষ পান করিয়া থাকে এবং অনিত্য মায়িক বস্তুতে মুগ্ধ হইয়া ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয় করিয়া এই মায়াকে ছাড়ান যায় না। "আমি তোমার শরণাগত দাস, তুমি ভিন্ন আর আমার গতি নাই"—এই বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। পরমহংসদেব বলিতেন—"বাঘের মুখোস প'রে ছেলেদের ভয় দেখালে তারা ভয় পায়; কিন্তু যে মুখোস প'রেছে তাকে যদি চিন্‌তে পারে, তবে আর ভয় করে না। সেইরূপ, এই মায়ার ভিতরে যিনি আছেন তাঁকে যদি জীব জান্‌তে পারে, তবে আর মায়ার ভয় থাকে না।"

পরমহংসদেব বলিতেন—"মায়া আর দয়া অনেক তফাৎ। স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি যে টান্ ও ভালবাসা তাহার নাম মায়া, আর দয়া মানে—সর্ব্বভূতে আমার হরি আছেন, এই জেনে সকলকে ভালবাসা। সাধুরা দয়া রাখ্‌বে কিন্তু মায়া রাখ্‌বে না।" এই মায়ার প্রভাবে যেখানে 'আমি-আমার'-বোধ, সেই খানেই দুঃখ। সরলপ্রাণে কাতর-ভাবে প্রার্থনা করিতে হয়—"প্রভু! অহংবুদ্ধিতে আমার মনে করিয়া যাহা কিছু করিয়াছি, সে সব তোমার করিয়া লও।" প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মরাজ্যে অভিমান বা অহঙ্কারের মত আর শত্রু নাই। 'আমি-আমি' করাই অহঙ্কার। অহং-অভিমান ত্যাগ করিলে মমতা-বুদ্ধি অর্থাৎ 'আমার-আমার' করা আপনাআপনি ত্যাগ হইয়া যায়। বস্তুতঃ ভিতরের অহং-অভিমান ত্যাগ করাই প্রকৃত ত্যাগ।

এই সংসারে কেহ কাহারও নহে। শ্রীভগবান তাঁহার আনন্দলীলার অভিনয়ের জন্য পুত্র-বিত্তাদি যাহা কিছু গচ্ছিত রাখেন, আমরা তাহাদের রক্ষকমাত্র। পরমহংসদেব বলিতেন—"বড়লোকদের বাড়ীর ঝি-চাকর মনিবের বাড়ী চাকরী করে, তাদের ছেলেপুলে মানুষ করে কিন্তু তাদের মন প'ড়ে থাকে নিজেদের বাড়ীর দিকে। এদিকে মনিবদের ছেলেকে কতই না আদর করে—এসব প্রায়ই চাকরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খ্যাতিরে ক'রে থাকে। সংসার করতে হয় তাই কর্‌চি, সংসারের কেউ আমার আপনার নয়, কেবল ভগবানই আমার আপনার— এই ভেবে সংসারীকে সংসার কর্‌তে হবে।"

"সুখ যদি পেতে চাও, বাহিরেতে খুঁজ না। ভিতরে তাহার খনি, বাহিরে বিকায় না॥" বাহিরে সুখ নাই, সুখের রাজ্য অন্তরেই। শ্রীভগবানের দিকে চাহিয়া অন্তরের এই আনন্দ ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই যত কিছু সাধনা। মহাপুরুষেরা বলেন—যদি অপরের মিষ্ট কথার বা সদ্ব্যবহারের উপর তোমার সুখশান্তি নির্ভর করে তবে সে সুখশান্তি কখনও পাইবে না, বরং পদে পদে আঘাত দ্বারা ব্যথিতই হইবে। প্রকৃতপক্ষে কেহ কাহাকেও সুখ বা দুঃখ দিতে পারে না। নিজ নিজ কর্ম্মফলেই সুখ বা দুঃখ আসিয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকিলে সুখ আসিবে, আর দুষ্কৃতি থাকিলে দুঃখ আসিবে— ইহা নিশ্চয় জানিয়া এবং মঙ্গলময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় যাহা আসিতেছে তাহাতে ভালই হইতেছে—এইরূপ ভাবিয়া প্রারব্ধের ভোগ সহ্য করাই উচিত। প্রারব্ধে যাহা আছে তাহার অন্যথা হইবে না এবং প্রারব্ধানুসারে যখন যাহা পাওয়ার কথা, তৎপূর্ব্বে কিছুতেই তাহার অধিক কিছু পাওয়া যাইবে না—ইহা স্থির জানিয়া নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই উচিত।

মন সতত সন্তোষে রাখিতে হইবে। যেখানে বিষাদ সেখানে আনন্দময়ের আগমন হয় না। মহাপুরুষেরা বলেন—"দিনরাত্রির ন্যায় সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ আসিবেই আসিবে। দুঃখ এড়াইবার একমাত্র উপায়, সুখের আশা ত্যাগ করা।" প্রকৃতপক্ষে সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেই জীবন গঠিত হয়। দুঃখ আসিলে তাহাতে অধীর না হইয়া সব সহ্য করিয়া যাওয়াই উচিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমহংসদেব বলিতেন—"সহ্যগুণের চেয়ে আর গুণ নাই। যে সয় সেই রয়, আর যে না সয় সে নষ্ট হয়। যে যা বলে বলুক্ বা করুক্ না কেন, সব সহ্য ক'রে নেবে।" দুঃখ আসিলে তাহা সহ্য করিবার চেষ্টা করিয়া মনে মনে বিচার করিতে হয়—এ আর কি কষ্ট? এ আর থাকিবে কতক্ষণ? কাতর হইয়া লাভ কি? অপরাধের ফোড়া অস্ত্র করিতে শ্রীভগবানই ক্লেশরূপে আসিয়াছেন—এইভাবে বিচার করিতে থাকিলে দেখা যায় যে দুঃখ হার মানিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কর্ম্ম সকলকেই করিতে হইবে, কিন্তু তাহা এমন কৌশলে করা উচিত যাহাতে কর্ম্মবন্ধন না হয়। শ্রীভগবানকে জানাইয়া তাঁহারই প্রীত্যর্থে দাসভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। শ্রীগীতা বলেন—নিরন্তর কর্ম্ম কর, কিন্তু তাহাতে আসক্ত হইও না। কর্ম্মের কৌশল সম্বন্ধে মহাপুরুষ বলিয়াছেন—(১) "তিনিই সব হইয়াছেন, তিনিই সব করাইতেছেন"—এই সব স্মরণ করিয়া কর্ম্ম করিও। পুতুলবাজির পুতুল আমরা, যেমন নাচান তেমনি নাচি। এইরূপ জ্ঞানে তাঁহার অভয়চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই আশ্রয়ে পড়িয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ করিতে অসমর্থ হইলে, (২) "যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"—এই ভাব অবলম্বন করিয়া কাজ করা ভাল। ইহাতে অহং-বুদ্ধি আছে বটে, কিন্তু প্রেরক তিনিই। ইহাও যদি অসম্ভব হয়, তবে (৩) তাঁহারই প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিতেছি—এই জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে থাক। শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিলে, কতক ভার নিজের উপর রাখিয়া কাতরপ্রাণে তাঁহাকে জানাও—'ওগো প্রাণের ঠাকুর! অন্যায় হইলেও নিজ কর্ত্তৃত্ব এখনও রাখিয়াছি, সমস্ত ভার তোমার উপর দিতে পারিতেছি না। প্রভু! আমি অতি দুর্ব্বল, আমাকে দয়া করিয়া তোমার করিয়া লও।' কখনও ভুলিও না যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণ বা চৈতন্যরূপে তিনি তোমার ভিতরেই আছেন, তোমার প্রতি কথাটী শুনিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হইয়া আছেন।" প্রকৃতপক্ষে সৎ চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয় না। কাতরপ্রাণে যে সাহায্য প্রার্থনা করে, পার্থসারথী তাহার সারথী হইতে সদাই প্রস্তুত।

একাগ্রতাই সকল সাধনার মূল। শ্রীভগবানে যাহাদের মন একাগ্র হয় নাই, তাহাদের পক্ষে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। অন্ধের পক্ষে যেমন যষ্টি, কলিহত জীবের পক্ষে তেমনি নাম-চিন্তামণি। শ্রীনাম দ্বারা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হয় তিনিই নামী। নামীর সাক্ষাতে তাঁহারই প্রীতির উদ্দেশ্যে 'নাম' করা হইতেছে—মনের মধ্যে এইরূপ অনুভূতি লইয়া শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে নাম ও নামী অভিন্ন, তাই নামের এত শক্তি, এত মহিমা। সিদ্ধযোগী বালানন্দ স্বামী বলিতেন—"নাম ও দানই কলির তপস্যা।" শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করার নাম দান। কূপের জল উঠাইয়া লইলেও জল যেমন কমে না বরং না তুলিলে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, তেমনি দান করিলে কমে না বরং বাড়ে। প্রত্যুপকারের আশায় দান করিতে নাই এবং দান করিয়া অনুতাপ করিতে নাই। সৎপাত্রে দানই প্রকৃত দান। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা যাচ্ঞা করে, সে দানের পাত্র নহে। প্রকৃতপক্ষে দান গ্রহণ করিলে দাতার মনোভাব ও পাপ গ্রহণ করিতে হয়।

চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভের জন্য নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও মন্ত্র-জপ করা উচিত। শ্বাসে-শ্বাসে মন্ত্র জপ করিলে প্রারব্ধ পর্য্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যাহা মনকে ত্রাণ করে তাহার নাম মন্ত্র। মন্ত্রের অর্থকে গুরু এবং সেই অর্থের অনুরূপ অনুভূতিকে দেবতা বা ইষ্ট বলা হয়। মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অর্থ ও অর্থানুরূপ অনুভূতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরে ফুটিয়া উঠিলে বুঝিতে হইবে যে মন্ত্র, গুরু ও ইষ্ট একত্র মিলিত হইয়াছেন। ইহারই নাম মন্ত্রচৈতন্য। মন্ত্রচৈতন্য বিনা সিদ্ধিলাভ হয় না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানই ইষ্ট, তিনিই গুরু এবং তিনিই মন্ত্র। বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া মন্ত্রার্থ-স্মরণ ও ইষ্টের সহাস্যমুখ চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্র-জপ করা উচিত। জপ ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। ইহাদের মধ্যে মানস-জপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অর্থ চিন্তা করতঃ মনে মনে জপ করার নাম মানস-জপ। উপাংশু-জপে ওষ্ঠ স্পন্দিত হইলেও শব্দ শুনা যায় না কিন্তু বাচিক-জপে শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। জপের কার্য্য অতি সূক্ষ্ম। জপে চঞ্চল মন বশীভূত হইয়া থাকে। "জপস্তদর্থভাবনং"—মন্ত্রের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে জপ করিতে হয়। বস্তুতঃ মালা ঘুরাইলেই জপ হয় না। একনিষ্ঠ বিশ্বাসে শ্রীভগবানে যুক্ত হইয়া অনন্যচিত্তে তাঁহার ধ্যান বা স্বরূপচিন্তা করাই প্রকৃত জপ। বাহ্য পূজার চেয়ে জপ বড়, আবার জপের চেয়ে ধ্যান বড়। মনস্থির করিয়া ধ্যানের সহিত জপ করিলে এবং সেই সঙ্গে প্রণাম অভ্যাস করিলে, অতি শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। জপে বা ধ্যানে মন না বসিলে কিছুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে স্তবস্তোত্রাদি-পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করা ভাল। ইষ্টের সম্মুখে বসিয়া তাঁহাকেই শুনাইতেছি—এইরূপ জ্ঞানে পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিলে বহির্মুখী মন অন্তর্মুখী হয়, তখন জপে বা ধ্যানে আনন্দ পাওয়া যায়। একমাত্র জপরূপ যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্ব যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে যাহার উদ্দেশ্য সৎ তাহাই সত্য। প্রাণ দিয়াও সত্য পালন করা উচিত। সত্যের জয় সর্ব্বত্র। যেখানে সত্য ও সরলতা সেইখানেই ধর্ম্ম। সত্যপালনের জন্য রাজা দশরথ প্রাণাধিক পুত্র রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়াছিলেন। মুখে ও কাজে এক হইতে হইবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভণ্ডামি করা মহাপাপ। সর্ব্বদা বাজে কথা বলিলে সত্যরক্ষা করা যায় না। গ্রাম্য কথা বা বৈষয়িক কথা ত্যাগ করিয়া যত দূর সম্ভব মৌনভাব অবলম্বন করা উচিত। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বাহ্য ব্যবহারে মূক ও বধিরের ন্যায় হইতে হইবে এবং জিহ্বা ও উপস্থকে সদা সংযমে রাখিতে হইবে।

প্রথম অবস্থায় একটু নির্জ্জনে বসিয়া এবং শ্রীভগবানের নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া মনস্থির করিতে হয়। সংসার যেন জল এবং মনটী যেন দুধ। দুধ জলের সহিত মিশিয়া যায়, কিন্তু দুধ হইতে মাখন তুলিয়া জলের সঙ্গে রাখিলে তাহা আর জলের সহিত মিশিয়া যায় না, জলের উপর ভাসিতে থাকে। সেইরূপ যাঁহাদের মন স্থির হইয়াছে এবং জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন লাভ হইয়াছে, তাঁহারা যেখানে-সেখানে বসিয়া ভগবৎ-চিন্তা করিতে পারেন। ছোট গাছকে বেড়া দিয়া না রাখিলে ছাগলে-গরুতে খেয়ে নষ্ট করিতে পারে। পরে আর সেরূপ প্রয়োজন হয় না।

সিদ্ধ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলিতেন—শুধু খেয়ালের বশে চরিত্র গঠিত হয় না। বাঁধাবাঁধি নিয়মে ধৈর্য্য ও উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া উচিত। সাধনার জন্য প্রত্যহ একই সময়ে, একই গৃহে, একই আসনে এবং একই দিকে মুখ করিয়া বসিবে। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শয্যা ত্যাগ করিবে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্নানাহার ও ধ্যান-জপাদি করিবে, যথাসময়ে যথানির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠ করিবে। বিশেষ অসুবিধা হইলে কিছু পরিবর্ত্তন করা যায়, তবে সেরূপ পরিবর্ত্তন যত কম হয় ততই ভাল।

মন হইতে বিষয়চিন্তা দূর করিয়া ভগবৎ-চিন্তা প্রবল করাই প্রকৃত সাধনা। এই যে বিষয়ের প্রতি আসক্তি তাহার মূল বীজ নষ্ট করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলে, হাড়মাংসের এই স্থূলদেহের নশ্বরতা ও ভোগ্য বিষয়গুলির অসারতা সর্ব্বদা চিন্তা করিতে হয়। চক্ষু তো এতকাল ধরিয়া কত রূপ দেখিল কিন্তু তাহার তৃষ্ণা তো এখনও মিটিল না, আর কখনও যে মিটিবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই! তবে যাঁহাকে দেখিলে সব দেখা হয়, যাঁহার অনন্ত রসমাধুর্য্যের কণামাত্র পাইয়া পার্থিব ভোগ্যবস্তু এত প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, এখন থেকে তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করি না কেন? এইরূপে মনকে বুঝাইয়া মরণ-চিন্তা করিলে সুফল পাওয়া যায়।

উপ বা সমীপে বাস করার নাম **উপবাস**। যে যাহার চিন্তা বা উপাসনা করে, সে তাহার সমীপেই বাস করিয়া থাকে। সুতরাং উপবাস ও উপাসনা একই কথা। প্রকৃতপক্ষে আহার বন্ধ করিলেই উপবাস করা হয় না। উপবাসের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ভগবৎ-চিন্তা বা উপাসনা। অনাহারে ও অল্পাহারে ভগবৎ-চিন্তার সুবিধা হয় বলিয়া অনাহার বা অল্পাহার উপবাসপদবাচ্য হইয়াছে। আহার বন্ধ বা উপবাস করিলে যদি মনটা শরীরের বা খাওয়ার চিন্তাই করিতে থাকে, তবে তাহাতে ভগবচ্চিন্তার ব্যাঘাতই হইবে, সুতরাং উপবাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। শ্রীগীতা কোনও প্রকার কঠোরতার পক্ষপাতী নহেন।

চঞ্চল মনকে শান্ত করিবার জন্য মানসিক উপবাস আবশ্যক। তজ্জন্য কিছুক্ষণ মনকে শূন্য করিয়া রাখিতে হইবে, মন তখন কোন কিছুরই চিন্তা করিবে না। এইরূপে দৈবী শক্তি লাভ করা যায়। মহাপুরুষ বলিয়াছেন—মনকে স্থির করিবার জন্য পৃথক চেষ্টা না করিয়া, সকল অবস্থাতেই শ্রীভগবানের সঙ্গ লাভ করিবার বা তাঁহাকে সর্ব্বত্র দর্শন করিবার চেষ্টা করিলে জীবন অচিরেই অমৃতময় ও ধন্য হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতপক্ষে সেই এক ও অদ্বিতীয় শ্রীভগবান ছাড়া কোথাও কিছুই নাই। তিনিই একমাত্র নিত্য ও সত্য, আর সবই মিথ্যা। তিনিই সব সেজেছেন—এই জ্ঞানে সকলকে দেখিয়া তাঁহাকে স্মরণ ও মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করার অভ্যাস করা ভাল। মহাপুরুষ বলিয়াছেন—"সম্মুখে যাহা কিছু দেখিবে, তাহাকেই শ্রীভগবান বলিয়া জানিয়া ভক্তিভরে তাঁহারই চরণে লুটাইয়া পড়। এইরূপে লুটাও প্রতি তরুমূলে, প্রতি শিলাবক্ষে, প্রতি ধূলিকণায়, প্রতি জলধারায়, এইরূপে লুটাও জগতের প্রতি পদার্থে, আর মনে মনে বল—এই তোমায় প্রত্যক্ষ করিতেছি, এই তোমায় পাইয়াছি। এই নকলভাবই পরিণামে সত্যে পরিণত হইবে।"

"যত মত তত পথ।" পথ বা উপাসনাপদ্ধতি বিভিন্ন হইলেও গন্তব্যস্থান কিন্তু সকলেরই এক। প্রত্যেক ধর্ম্মমতই সেই এক ও অদ্বিতীয়ের নিকটে যাইবার এক একটা উপায়। গঙ্গায় স্নান করিবার ঘাট বহু হইলেও, গঙ্গা কিন্তু সেই একই। যে কোন ঘাটে স্নান করিলে যেমন গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়, সেইরূপ এক ও অদ্বিতীয় শ্রীভগবানকে যে কোন নামে বা যে কোন ভাবে উপাসনা করা হউক না কেন, সকলেরই সমান ফল লাভ হইয়া থাকে।

কতকগুলি বিভূতি বা শক্তি লাভ করিলেই **মহাপুরুষ** হওয়া যায় না। প্রকৃত মহাপুরুষ তুচ্ছ প্রতিষ্ঠালাভের আশায় বিভূতি দেখাইয়া লোক সংগ্রহ করেন না। তিনি কখনও পরনিন্দা বা আত্মপ্রশংসা করেন না এবং কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন না। তিনি সর্ব্বজীবের মধ্যে শ্রীভগবানকে অনুভব বা দর্শন করিয়া সদাই সন্তুষ্ট থাকেন। আত্ম-প্রশংসাকে শাস্ত্রে আত্মহত্যার তুল্য বলা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখা	১৩৫
অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা	১৭৭
অদ্বৈতভাবই সাধনার শেষ কথা	৫৯, ২৬৪
অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ	৪৩, ৪৫
অধ্যাস বা মিথ্যা আরোপ	১৪, ১৯, ২৫
অনন্যভক্তি ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়	২১৩-১৪
অনাসক্তিই সিদ্ধিলাভের মূলভিত্তি	১২৮, ১৫৬
অপরা ও পরা প্রকৃতি	১৩
অবতার	৮৮
অবিদ্যা	১৭৪
অবিধিপূর্ব্বক ভজন	২২০
অবিনাশী আত্মার জন্য শোক অকর্ত্তব্য	৬৭-৮
অভ্যাস-বৈরাগ্য	১৯০
অভ্যাস ও স্বভাব	১২১
অশান্ত মনকে শান্ত করা	১৮৯
অষ্টসিদ্ধি ধর্ম্মপথের অন্তরায়	২০৫
আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী-ভক্ত	২৩০
আত্মজ্ঞানের ফল সমদর্শন	১৭৮
আত্মা বা দেহী এবং জড় দেহ	৬৪-৬৭, ১১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
আরুরুক্ষু ও যোগারূঢ় সাধক	১৫৮
আস্তিক্য-বোধই সাধনার প্রাণ	২৬২
ইন্দ্রিয়াধিপতি মনের কার্য্য	৪১
ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ	৪৪
উত্তম, মধ্যম ও অধম ভক্ত	২৩২
উপবাস—শারীরিক ও মানসিক	২৭৭-৭৮
উপাদান ও নিমিত্ত কারণ	১৫
উপাসনা-ভেদে ফলপ্রাপ্তি	১০৯-১০
ওঁ তৎ সৎ—ইহার প্রয়োজনীয়তা	১৪৯
কর্ত্তৃত্বাভিমানই জীবত্বের হেতু	১২৬, ১৩৫, ১৬০, ১৭২
কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম	১৫৩
কর্ম্ম করিবার কৌশল	১৫৭, ২৭৩
কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে বিরোধ নাই	১৬৭
কর্ম্ম-জ্ঞানাদি মার্গচতুষ্টয়ের সমন্বয়	২৪০-৪৩
কর্ম্মফলত্যাগ	১৪০, ২৩৫
কর্ম্মবন্ধন	১২৪
কর্ম্মযোগে জ্ঞান ও ভক্তি	১৬৪
কর্ম্মরহস্য	১৩২
কর্ম্ম সন্ন্যাস	২১২
কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখা	১৩৫
কর্ম্মের পঞ্চবিধ কারণ	১৬৯
কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও আশ্রয়	১৭০-৭১
কলিযুগের কালনির্ণয়	১-২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
কল্প ও চতুর্দ্দশ মন্বন্তর	১
কল্পে কল্পে যে সৃষ্টি, তাহা নবসৃষ্টি নহে	৩
কাম-ক্রোধাদি নরকের দ্বার স্বরূপ	১৪১, ১৮৫
কামনাশীল ব্যক্তির শান্তি নাই	১৪৪
কাম্যকর্ম্ম ও নিষ্কামকর্ম্ম	১৪১-৪৩
কাঁচা আমি ও পাকা আমি	৩৪
স্বকৃত কর্ম্মই জীবের ভাগ্যনিয়ন্তা	১২২
কোষ বা আত্মার আবরণ পঞ্চবিধ	৪৯-৫০
ক্ষর, অক্ষর ও উত্তমপুরুষ	৮০
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব	৭৮-৯
খণ্ড প্রলয় ও মহাপ্রলয়	২, ৪
গুহ্য, গুহ্যতর ও গুহ্যতম তত্ত্ব	২২৬-২৭
চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব	৭৮-৭৯
চাতুর্ব্বর্ণ্য ভগবানেরই সৃষ্টি	১৫০-৫৫
চিত্তের পঞ্চবিধ অবস্থা	১৯৭
জগৎ-চক্র সৃষ্টি রক্ষা করিতেছে	১৪৬
জন্ম ও মৃত্যু স্বরূপতঃ কি ?	৬৮
জীব-জগৎ ভগবানেরই বিভূতি	২৫২
জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ	১০৮
জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা	৫১
জীব ও তাহার বদ্ধাবস্থা	২৫, ৩৩, ৩৯, ৬৩
জীবমাত্রই জীবন্ত ভগবান	২৪৮
জীবাত্মা ও পরমাত্মা	৬০-৬৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবাত্মার উৎক্রমণ ও পুনর্জন্ম	১১৩-১৬
জীবাত্মার সুখদুঃখাদি ভোগ	৪২, ৬৩, ১৯১-৯২
জীবের বা "আমি"র প্রকৃত স্বরূপ	৫৬-৫৯
জীবের স্বাধীন ইচ্ছা নাই	২৭০
জ্ঞানের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধন	১৭৬
জ্ঞানের চরম নিষ্ঠালাভের উপায়	১৮০
জ্ঞানের সপ্তভূমি	৬৯
জ্ঞানীর লক্ষণ	১৮১-৮৩
তত্ত্বদর্শী যোগী	১৭৬
তন্মাত্র	৩৫, ৩৬
ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ	২৫-৩৩
ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ অহঙ্কার	৩৫
... ... আহার বা খাদ্য	১৯৬
.... কর্ত্তা ও কর্ম্ম	১৩১-৩২
... . জ্ঞান	১৬৮
... ... তপস্যা	১৩৯
... ... দান	১৪৯
.... ধৃতি	১৮০
... . বুদ্ধি	১৭৯
... . যজ্ঞ	১৪৮
.... শ্রদ্ধা	২১৭
.... সুখ	১৪০
ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ	৩১-২, ১৪৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
দেব-দেবী ভগবানেরই মূর্ত্তিবিশেষ	২২১–২২
দেবযান ও পিতৃযান মার্গ	১১১–১৩
দেব-দেবীর উপাসক ও ভগবদ্ভক্ত	১১০
দেহে আত্মাভিমানই জীবের জীবত্ব	২৬৭
দৈবী, আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতি	২১৫–১৭
দৈবী ও আসুরী সম্পদ্‌	২১৬
দৃঢ় ভাবনাই সকলের সার	২১৪, ২৫৫
ধারণা, ধ্যান ও সমাধি	২০৪–৫
নাড়ী ত্রিবিধ	৫৩
নাড়ী শোধন	২০২
নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম	১৪১
নিত্য সন্ন্যাসী কে ?	১৩৮
নিরাকার ও সাকার উপাসনা	২৩৩–৩৪
নিষ্কাম কর্ম্মযোগ	১৬৩
নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি	১২৯
পঞ্চক্লেশ	৭৫
পঞ্চসূনা	১৪৫
পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়া	৩৫
পাপ ও পুণ্য	২১৮
পিতৃলোক ও প্রেতলোক	১১৬
পূর্ব্ব মীমাংসা	১৭
পূরক, রেচক ও কুম্ভক	২০২–৩
পুরুষোত্তম তত্ত্ব	৮০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকৃত কর্ম্ম ও প্রকৃত জ্ঞান	১৬৮
প্রকৃতি ও বিকৃতি	৩৭
প্রণাম রহস্য	২৫১
প্রাণায়াম-সাধনা	২০১
প্রত্যাহার–সাধনা	১৮৯, ২০৩
ফলাফলে সমত্ববুদ্ধিই মুক্তির কারণ	১৫৭
বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত জীব	৭০
বায়ু (মুখ্য ও গৌণ)	৫২-৫৩
বিকর্ম্মও অকর্ম্মের তুল্য হয়	১৩৬
বিশ্বরূপের বর্ণনা	৯০-২
বিষয় চিন্তাই যত অনিষ্টের মূল	২৪৫-৪৬
বিষয়ের নিজস্ব কোন দোষ নাই	২৪৬
বীজের অনন্ত শক্তি	৮৫
বেদান্ত ও বেদান্ত-দর্শন	২১–৩
ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান	৮৭-৮
ব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তি	৬-৮
ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি হয়	৫–৬, ১১২–১৩
ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি	১, ৪
ব্রহ্মের নির্গুণ ও সগুণ অবস্থা	৭, ৯, ৯৩
ব্রহ্মের বহু হইবার সঙ্কল্প	৯
ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্ব	৩৮
ব্রাহ্মীস্থিতি	৩২, ৩৭
ভক্তের লক্ষণ	২৩৬-৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভগবৎ-অনুগ্রহ ব্যতীত সিদ্ধি নাই	২৪৪
ভগবৎ-কৃপা পাত্রাপাত্র বিচার করে না	৯৬-৭
ভগবৎ-প্রাপ্তিই সিদ্ধির চরম অবস্থা	৭৭-৮, ১৮১
ভগবৎ-শরণাগতিই সার শিক্ষা	১৬১-৬২
ভগবৎ-স্মরণই শ্রেয়োলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়	২১৪-১৫
ভগবানকে তত্ত্বতঃ জানা	২২২-২৪
ভগবানে আত্মসমর্পণ ও কর্ম্মার্পণ	২২৭-৩০ ও ২১৩
ভগবানের বিভূতি—তিনি সর্ব্বত্র থাকিয়া এবং সব হইয়া সব করাইতেছেন	৯৪-১০১, ২৫১-৫৫, ২৭৮
ভগবানের নিত্যধাম	৬
ভগবানের সৃষ্টি-সঙ্কল্প	১২
ভজন-প্রণালীর প্রকারভেদ	২১৭-১৮
ভাবের ঘরে চুরি করা	২৫৬
মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার	৪১-২
মনই জীবের বন্ধু বা শত্রু	১৮৬
মন ও মুখ এক করাই প্রকৃত সাধনা	২৬৮
মন স্থির করিবার উপায়	১৮৯-৯০, ২৭৬-৭৭
মন্ত্র-জপ ও মন্ত্র-চৈতন্য	২৭৫
মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার তত্ত্ব	৩৩-৫
মহাপুরুষের লক্ষণ	২৭৮
মহাপ্রলয় ও তাহার কাল-গণণা	৪
মায়া অতিক্রম করিবার উপায়	২৫৩
মৃত্যুকালে ভগবৎস্মরণ	১১৮-২০, ২১৪-১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে হইবে	১৪৫-৪৭
যত মত তত পথ	৫৯,২৪০,২৭৮
যম, নিয়ম ও আসন	১৯৯-২০০
যোগ-মাহাত্ম্য	১৯২
যোগে যুক্ত হওয়া	১৮৭-৮৮
যোগাভ্যাস করা	১৯৪
যোগি-শ্রেষ্ঠ কে ?	১৬৫,২৪৭
যোগের চরম ফল ভগবৎ-দর্শন	২৪০, ২৪৭, ২৪৯
রাগ ও দ্বেষ মুক্তির বিরোধী	১৩৬-৩৭, ২৪৪
রাজগুহ্য রাজবিদ্যা	২২৬
রাজযোগ বা পাতঞ্জল যোগদর্শন	২০-১, ১৯৮
'রাম' ও কাম একত্র থাকে না	২৬৫
শাস্ত্রবাক্য অবশ্য পালনীয়	১৪৩
শুভাশুভ কর্ম্মের শুভাশুভ ফল	১২২-২৩
শ্রেয় ও প্রেয়	১০২, ২৪৪
ষট্‌চক্রভেদ	৫৪
ষট্‌চক্রে পঞ্চতত্ত্বের ক্রিয়া	৫৫
ষড়দর্শনের ক্রমবিকাশ	১৬-৭
ষড়বিধ বিকার	৬৫
সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করাই উচিত	২৪৮
সগুণ উপাসনার চারি স্তর	২৩৪-৩৫
সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মান কর্ম্ম	১৩০
সত্ত্ব (বিশুদ্ধ ও মলিন)	৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়	পৃষ্ঠা
সত্ত্ব গুণও বন্ধনের কারণ হয়	২৬
সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়া	২৪-৩০
সর্ব্বভূতের সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা	২৪৯
সমত্বই অচ্যুতের আরাধনা	২৫০
সহ্য গুণ	১৭৩, ২৭৩
সৎসঙ্গ করা উচিত	২৬২
সংসার ও অশ্বত্থ বৃক্ষ	১০৪-৭
সংসারীর কর্ত্তব্য	১০৪, ২৬৬
সংস্কার ও স্বভাব	৩, ১২০
সাধন চতুষ্টয়	৬৯
সমাধি অবস্থা	২০৪-৫
সাংখ্য দর্শন	১৪, ১৮, ২৩, ৩৯
সাধনাঙ্গ নববিধ	২৩২
সাম্যবাদের মূলতত্ত্ব	২৪০
সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা	১৬২, ২৭২
সূক্ষ্ম শরীর	৪৬-৮
সৃষ্টি ও প্রলয়	২
স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ও তাঁহার লক্ষণ	৭০-৭
স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর	৩৮, ৪৯
স্বধর্ম্ম পালন অবশ্য কর্ত্তব্য	১৫৩
হিন্দুগণ পৌত্তলিক নহেন	২২৫-২৬
হিন্দুধর্ম্ম বহু ঈশ্বর স্বীকার করেন না	২২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi